মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের

গ্রন্থসঙ্কলনপুস্তিকা।

অর্থাৎ

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী এবং গ্রন্থ সমূহের টিপ্পনী

ও

আঠারখানি প্রতিমূর্ত্তি

এবং

উক্ত কবির জীবনী ও সত্যপীরের কথা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাবিষয়িণী পদ্যাবলী সম্বলিত

অপর চিৎপুর রোড ৩১৮ নং বটতলা।

শ্রীবেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানির দ্বারা সংগৃহীত এবং প্রকাশিত।

পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা চিৎপুররোড শোভাবাজার ২৮৫ নং বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৯৩ সাল।

অন্নদামঙ্গল।

গণেশবন্দনা।

গণেশায় নমো নমঃ, আদি ব্রহ্ম নিরুপম,
পরম পুরুষ পরাৎপর।
খর্ব্ব স্থূল কলেবর, গজমুখ লম্বোদর,
মহাযোগী পরম সুন্দর॥
বিঘ্ননাশ কর বিঘ্নরাজ (১)।
পূজা হোম যোগ যাগে, তোমার অর্চ্চনা আগে,
তব নামে সিদ্ধ সর্ব্ব কাজ॥
স্বরগ পাতাল ভূমি, বিশ্বের জনক তুমি,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল।
শিবের তনয় হয়ে, দুর্গারে জননী কয়ে,
ক্রীড়া কর হয়ে অনুকূল॥
মেলে শুণ্ড বাড়াইয়া সংসার সমুদ্র (২) পিয়া,
খেলাছলে করহ প্রলয়।
ফুৎকারে (৩) করিয়া বৃষ্টি, পুনঃ কর বিশ্ব
ভাল খেলা খেল দয়াময়॥

(১) গণেশ। (২) সাংসারিক কর্ম্ম। (৩) ফুঁ।

বিধি বিষ্ণু শিব শিবা, ত্রিভুবন রাত্রি দিবা,
সৃষ্টি পুনঃ করহ সংহার।
বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম, তুমি জপ কোন ব্রহ্ম,
তুমি সে জানহ মর্ম্ম তার।
যে তুমি সে তুমি প্রভু, জানিতে নারিনু কভু,
বিধি হরি হর নাহি জানে
তব নাম লয় যেই, আপদ এড়ায় সেই,
তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ (১) দানে॥
আমি চাহি এই বর, শুন প্রভু গণেশ্বর, (২)
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিব।
কৃপাবলোকন কর, বিঘ্নরাজ বিঘ্ন হর,
ইথে পার তবে সে পাইব॥
আপনি আসরে উর, (৩) নায়কের আশা পূর,
নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে, ভারত সরস ভাষে,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

শিববন্দনা।

শঙ্করায় নমো নমঃ গিরিসুতাপ্রিয়তম,
বৃষভবাহন যোগধারী।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন, সুশোভিত ত্রিনয়ন,
ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি॥
হর হর মোর দুখ হর।

---

(১) ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। (২) গণেশ। (৩) অবতীর্ণ হও।

হর রোগ হর তাপ, হর শোক হর পাপ,
হিমকরশেখর (১) সুন্দর ॥
গলে দোলে মুণ্ডমাল, পরিধান বাঘছাল,
হাতে মুণ্ড চিতাভস্ম গায়।
ডাকিনী যোগিনীগণ, প্রেত ভূত অগণন,
সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায় ॥
অতি দীর্ঘ জটাজূট, (২) কণ্ঠে শোভে কালকূট,
চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত।
ফণী বালা ফণী হার, ফণিময় অলঙ্কার,
শিরে ফণী ফণী উপবীত ॥
যোগীর অগম্য হয়ে, সদা থাক যোগ লয়ে,
কি জানি কাহার কর ধ্যান।
অনাদি (৩) অনন্ত মায়া, দেহ যারে পদছায়া,
সেই পায় চতুর্ব্বর্গ দান ॥
মায়া মুক্ত তুমি শিব, মায়াযুক্ত তুমি জীব,
কে বুঝিতে পারে তব মায়া।
অজ্ঞান তাহার যায়, অনায়াসে জ্ঞান পায়,
যারে তুমি দেহ পদছায়া ॥
নায়কের দুখ হর, মোর গীত পূর্ণ কর,
নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে, ভারত সরস ভাষে,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

(১) চন্দ্রশেখর। (২) জটাকলাপ।
(৩) উৎপত্তিহীন, আদিরহিত, ব্রহ্ম, স্বয়ম্ভু, নিত্য।

সূর্য্যবন্দনা।

ভাস্করায় নমঃ, হর মোর তমঃ,
দয়া কর দিবাকর।
চারি বেদে কয়, ব্রহ্ম তেজোময়,
তুমি দেব পরাৎপর॥
দিনকর চাহ দীনে।
তোমার মহিমা, বেদে নাহি সীমা,
অপরাধ ক্ষম ক্ষীণে॥
বিশ্বের কারণ, বিশ্বের লোচন,
বিশ্বের জীবন তুমি।
সর্ব্ব দেবময়, সর্ব্বদেবাশ্রয়,
আকাশ পাতাল ভূমি।
এক চক্র রথে, আকাশের পথে,
উদয়গিরি হইতে।
যাহ অস্তগিরি, এক দিনে ফিরি,
কে পারে শক্তি কহিতে॥
তাতে থরথর, পোড়ে মহীধর, (১)
সিন্ধুর জল শুকায়॥
পদ্মিনী কেমনে, হাসে হৃষ্টমনে,
তোমার তত্ত্ব কে পায়॥
দ্বাদশ মুরতি, গ্রহগণপতি,
সংজ্ঞা ছায়া (২) নারী ধন্যা।

(১) পর্ব্বত। (২) সূর্য্যপত্নীগণ।

শনি যম মনু, তব অঙ্গজনু, (১)
যমুনা তোমার কন্যা ॥
বিশ্বের রক্ষিতা, বিশ্বের সবিতা, (২)
তাই সে সবিতা নাম ।
তুমি বিশ্বসার, মোরে কর পার,
করি হে কোটি প্রণাম ॥
কোকনদোপর, থাক নিরন্তর,
অশেষ গুণসাগর ।
বরাভয় কর, ত্রিনয়ন ধর,
মাথায় মাণিকবর ॥
স্মরিলে তোমায়, পাপ দূরে যায়,
আসরে সদয় হবে ।
কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে, চাহিবে স্বরূপে,
ভারতচন্দ্রের স্তবে ॥

বিষ্ণুবন্দনা ।

কেশবায় নমো নমঃ, পুরাণ পুরুষোত্তম,
চতুর্ভুজ গরুড়বাহন ।
বরণ জলদঘটা, হৃদয়ে কৌস্তুভ (৩) ছটা
বনমালা নানা আভরণ ॥
কৃপা কর কমললোচন ।
জগন্নাথ মুরহর, পদ্মনাভ গদাধর,
মুকুন্দ মাধব নারায়ণ ॥

---

(১) অঙ্গোদ্ভব । (২) জনক, সূর্য্য । (৩) বিষ্ণুর বক্ষঃস্থিত মণি

রাম কৃষ্ণ জনার্দ্দন, লক্ষ্মীকান্ত সনাতন,
হৃষীকেশ বৈকুণ্ঠবামন।
শ্রীনিবাস দামোদর, জগদীশ যজ্ঞেশ্বর,
বাসুদেব শ্রীবৎস-লাঞ্ছন (১)॥
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ, সুশোভিত চারি ভুজ,
মনোহর মুকুট মাথায়।
কিবা মনোহর পদ, নিরুপম কোকনদ,
রতন নূপুর বাজে তায়॥
পরিধান পীতাম্বর, অধর বান্ধুলি (২) বর,
মুখ সুধাকর সুধাহাস।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী নাভিপদ্মে প্রজাপতি,
রূপে ত্রিভুবন পরকাশ॥
ইন্দ্র আদি দেব সব, চারিদিগে করে স্তব,
সনকাদি যত ঋষিগণ॥
নারদ বীণার তানে, মোহিত যে গুণ গানে,
পঞ্চমুখে গান পঞ্চানন॥
কদম্বের কুঞ্জবনে, বিহর সানন্দ মনে,
শীতল সুগন্ধ মন্দ বায়।
ছয় ঋতু সহচর বসন্ত কুসুম শর,
নিরবধি সেবে রাঙ্গা পায়॥
ভৃঙ্গের হুঙ্কার রব, কুহরে কোকিল সব,
পূর্ণচন্দ্র শরদ যামিনী।

---

(১) বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলাঙ্কিত শুক্লবর্ণ দক্ষিণাবর্ত্ত চিহ্ন বিশেষ।
(২) তেলাকুচা ফল।

কৌষিকী বন্দনা।

বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে, গান করে কামতন্ত্রে (১)
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ॥
উর (২) প্রভু শ্রীনিবাস, নায়কের পুর আশ,
নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে।
ভারত ও পদ আশে, নূতন মঙ্গল ভাষে,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

কৌষিকীবন্দনা।

কৌষিকি কালিকে, চণ্ডিকে অম্বিকে,
প্রসীদ নগনন্দিনি।
চণ্ডবিনাশিনি, মুণ্ডনিপাতিনি,
শুম্ভ নিশুম্ভ ঘাতিনি ॥
শঙ্করি সিংহবাহিনি।
মহিষমর্দ্দিনি, দুর্গবিঘাতিনি,
রক্তবীজনিকৃন্তিনি ॥
দিনমুখ (৩) রবি, কোকনদ ছবি,
অতুল পদ দুখানি ॥
রতন নূপুর, বাজয়ে মধুর,
ভ্রমর ঝঙ্কার মানি ॥
হেম করিকর, উরু মনোহর,
রতন-কদলী-কায় ॥
কটি ক্ষীণতর, নাভি সরোবর,
অমূল্য অম্বর (৪) তায় ॥

---

(১) তাঁত, তার। (২) অবতীর্ণ হও। (৩) পূর্ব্বাহ্ন, উদয়।
(৪) বস্ত্র।

কমল কোরক, (১) কদম্ব নিন্দক,
করিসুত কুম্ভ উচ।
কাঁচলি রঞ্জিত, অতি সুশোভিত,
অমৃত পূরিত কুচ॥
সুবলিত ভুজ, সহিত অম্বুজ,
কনক মৃণাল রাজে।
নানা আভরণ, অতি সুশোভন,
কনক কঙ্কন বাজে॥
কোটি শশধর, বদন সুন্দর,
ঈষৎ মধুর হাস।
সিন্দূর মার্জ্জিত, মুকুতা রঞ্জিত,
দশন পাঁতি প্রকাশ॥
সিন্দূর চন্দন, ভালে সুশোভন,
রবি শশি এক ঠাঁই।
কেবা আছে সমা, কি দিব উপমা,
ত্রিভুবনে হেন নাই॥
শিরে জটাজূট, রতন মুকুট,
অর্দ্ধ শশী ভালে শোভে।
মালতী মালায়, বিজলি খেলায়,
ভ্রমর ভ্রমরে লোভে॥
কহে যোড় করে, উরহ (২) আসরে,
ভারতে করহ দয়া।

(১) পুষ্পকলিকা। (২) অবতীর্ণ হও।

কৃষ্ণচন্দ্র রায়ে, রাখ রাঙ্গাপায়ে,
অভয় দেহ অভয়া॥

লক্ষ্মীবন্দনা।

উর (১) লক্ষ্মী কর দয়া।
বিষ্ণুর ঘরণী, ব্রহ্মার জননী,
কমলা কমলালয়া॥
সনাল (২) কমল, সনাল উৎপল,
দুখানি করে শোভিত।
কমল আসন, কমল ভূষণ,
কমলমাল ললিত॥
কমল চরণ, কমল বদন,
কমল নাভি গভীর।
কমল দুকর, কমল অধর,
কমলময় শরীর॥
কমলকোরক, কদম্ব নিন্দক,
সুধার কলস কুচ।
করি অরি মাঝে, জিনি করিরাজে,
কুম্ভ যুগ চারু উচ॥
সুধাময় হাস, সুধাময় ভাষ,
দৃষ্টিতে সুধা প্রকাশ।

(১) অবতীর্ণ হও। (২) মৃণাল যুক্ত।

লাক্ষার (১) কাঁচলি, চমকে বিজুলি,
বসন লক্ষ্মীবিলাস ॥
রূপ গুণ জ্ঞান, যত যত স্থান,
তুমি সকলের শোভা।
সদা ভুঞ্জে সুখ, নাহি জানে দুখ,
যে তব ভকতি লোভা ॥
সদা পায় দুখ, নাহি জানে সুখ,
তুমি হও যারে বাম।
সবে মন্দ কয়, নাম নাহি লয়,
লক্ষ্মীছাড়া তার নাম ॥
তব নাম লয়ে, লক্ষ্মীপতি হয়ে,
ত্রিলোক পালেন হরি।
যাদোগণেশ্বর, (২) হৈল রত্নাকর,
তোমারে উদরে ধরি ॥
যে আছে সৃষ্টিতে, নাম উচ্চারিতে,
প্রথমে তোমার নাম।
তোমার কৃপায়, অনায়াসে পায়,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম ॥
উর মহামায়া, দেহ পদছায়া,
ভারতের স্তুতি লয়ে।
কৃষ্ণচন্দ্র বাসে, থাক সদা হাসে,
রাজলক্ষ্মী স্থিরা হয়ে ॥

সরস্বতীবন্দনা।

উর দেবি সরস্বতি, স্তবে কর অনুমতি,
বাগীশ্বরি বাক্য বিনোদিনি।
শ্বেতবর্ণ শ্বেতবাস, শ্বেত বীণা শ্বেত হাস,
শ্বেত সরোসীজ নিবাসিনি॥
বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র, বেণু বীণা আদি যন্ত্র,
নৃত্য গীত বাদ্যের ঈশ্বরী।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরগণ, সেবা করে অনুক্ষণ,
ঋষি মুনি কিন্নর কিন্নরী॥
আগমের নানা গ্রন্থ, আর যত গুণপন্থ, (১)
চারি বেদ আঠার পুরাণ।
ব্যাস বাল্মীকাদি যত, কবি সেবে অবিরত,
তুমি দেবী প্রকৃতি প্রধান॥
ছত্রিশ রাগিণী মেলে, ছয় রাগ সদা খেলে,
অনুরাগ সে সব রাগিণী।
সপ্তস্বরে তিন গ্রাম,(২) মূর্চ্ছনা (৩) একুশ নাম,
শ্রুতিকলা সতত সঙ্গিনী॥
তান মান বাদ্য তাল, নৃত্য গীত ক্রিয়া কাল,
তোমা হৈতে সকলি নির্ণয়।

যে আছে ভুবন তিনে, তোমার করুণা বিনে,
কাহার শকতি কথা কয়॥
তুমি নাহি চাহ যারে, সবে মূঢ় বলে তারে,
ধিক্ ধিক্ তাহার জীবন।
তোমার করুণা যারে, সবে ধন্য বলে তারে,
গুণিগণে তাহার গণন॥
দয়া কর মহামায়া, দেহ মোরে পদছায়া,
পূর্ণ কর নূতন মঙ্গল।
আসরে আসিয়া উর, নায়কের আশা পুর,
দূর কর কুজ্ঞান সকল॥
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি, গীতে দিলা অনুমতি,
করিলাম আরম্ভ সহসা।
মনে বড় পাই ভয়, না জানি কেমন হয়,
ভারতের ভারতী (১) ভরসা॥

অন্নপূর্ণাবন্দনা।

অন্নপূর্ণা মহামায়া, দেহ মোরে পদছায়া,
কোটি কোটি করি যে প্রণাম।
আসরে আসিয়া উর, নায়কের আশা পুর,
শুন আপনার গুণগ্রাম॥
কৃপাবলোকন কর, ভক্তের দুরীত (২) হর,
দারিদ্র দুর্গতি কর চূর্ণ।

তুমি দেবী পরাৎপরা, সুখদাত্রী দুখহরা,
অন্নপূর্ণা অন্নে কর পূর্ণ ॥
রক্তসরসিজোপরি, বসি পদ্মাসন করি,
পদতলে নবরবি (১) দেখা ॥
রক্তজবা প্রভা হর, অতি মনোহর তর,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ ঊর্দ্ধরেখা।
কিবা সুললিত উরু, কদলীকাণ্ডের গুরু,
নিরুপম নিতম্বে কিঙ্কিণী।
শোভে নিরুপম বাস, দশদিক্ পরকাশ,
ত্রিভুবন মোহনকারিণী ॥
কটি অতি ক্ষীণতর, নাভি সুধা সরোবর,
উচ্চ কুচ সুধার কলস।
কণ্ঠ কম্বুরাজ (২) রাজে, নানা অলঙ্কার সাজে
প্রকাশে ভুবন চতুর্দ্দশ ॥
কিবা মনোহর কর, মৃণালের গর্ব্ব হর,
অঙ্গুলী চম্পক চারুদল।
ফণিরাজ ফণামণি, কঙ্কনের ঝণঝনি
নানা অলঙ্কার ঝলমল ॥
বামকরতলে ধরি, কারণ অমৃত ভরি,
পানপাত্র রতন নির্ম্মিত।
রত্নহাতা ডানি হাতে সম্বৃত পলান্ন তাতে,
কিবা দুই ভুজ সুললিত ॥

(১) অরুণোদয় কালীন সূর্য্য। (২) কম্বু—শঙ্খ।

চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয়, নানা রস অপ্রমেয়,
বিবিধ বিলাসে পরশিয়া।
ভুঞ্জাইয়া কৃত্তিবাস, মধুর মধুর হাস,
মহেশের নাচন দেখিয়া॥
দেবতা অসুর রক্ষ, অপ্সর কিন্নর যক্ষ,
সবে ভোগ করে নানা রস।
গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গ নর, সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর,
নবগ্রহ (১) দিক্‌পাল (২) দশ॥
জিনি কোটি শশধর, কিবা মুখ মনোহর,
মণিময় মুকুট মাথায়।
ললিত কবরী ভার, তাহে মালতীর হার,
ভ্রমর ভ্রমরী কল (৩) গায়॥
বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন, আদি দেব ঋষিগণ,
চৌদিকে বেড়িয়া করে গান।
আগম পুরাণ বেদ, না জানে তোমার ভেদ,
তুমি দেবী পুরুষ প্রধান॥
ঘটে কর অধিষ্ঠান, শুন নিজ গুণ গান,
গায়কের পূর্ণ কর আশ।
রাজার মঙ্গল কর, রাজ্যের আপদ হর,
নায়কের কণ্ঠে কর বাস॥

(১) চন্দ্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বুধ, গুরু, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু।
(২) ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, নৈঋ‌র্ত, ঈশ, ব্রহ্ম, অনন্ত। (৩) অস্ফুট মধুর শব্দ।

স্বপনে রজনী শেষে, বসিয়া শিয়রদেশে,
কহিলা মঙ্গল রচিবারে।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি, নূতন মঙ্গল কহি,
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে॥
বিস্তার অন্নদাকল্পে, কত গুণ কব অল্পে,
নিজ গুণে হবে বরদায়।
নূতন মঙ্গল আশে, ভারত সরস ভাষে,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়॥

গ্রন্থসূচনা।

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা।
অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা॥
অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অম্বিকা অভয়া।
অপরাধ ক্ষম অমা অব (১) গো অব্যয়া॥
শুন শুন নিবেদন সভাজন সব।
যে রূপে প্রকাশ অন্নপূর্ণা মহোৎসব॥
সুজাখাঁ নবাবসুত সরফরাজ খাঁ।
দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায় রায়াঁ॥
ছিল আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলিবর্দ্দি হইলা নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিলা পাতসা খেতাব॥
কটকে মুরসীদ কুলি খাঁ নবাব ছিল।
তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল॥

(১) সংস্কৃত, রক্ষাকর।

কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল ॥
নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে।
মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফটকে ॥
লুটি নিল নারি গারী দিল বেড়ি তোক (১)।
শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক ॥
উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর ॥
যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর ॥
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুটিয়া পুড়িয়া ॥
বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম (২)।
আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেন ধুম ॥
ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান।
দুর্গা সহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান ॥
দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।
দেখিয়া নন্দীর মনে ক্রোধ উপজিল ॥
মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল।
করিতে যবন সব সমূলে নির্ম্মূল ॥
নিষেধ করিলা শিব ত্রিশূল মারিতে।
বিস্তর হইবে নষ্ট একেরে বধিতে ॥
অকালে প্রলয় হৈল কি কর কি কর ॥
না ছাড় সংহার শূল সংহর সংহর (৩) ॥

---

(১) হস্তবন্ধন হাতকড়ি। (২) অহিতাচার অত্যাচার।
(৩) সংস্কৃত রাখ রাখ, থামাও থামাও।

আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনেরে করিবে দমন।
শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা স্বপন॥
স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্করপণ্ডিত॥
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি॥
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গাপার হৈল বান্ধি নৌকায় জাঙ্গাল (১)॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥
পলাইয়া কোটে (২) গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥
লুঠিয়া ভুবনেশ্বর (৩) যবন পাতকী।
সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী॥
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥
নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শান্তমতি॥

(১) আলি, সেতু।
(২) দুর্গ, গড়, কেল্লা।
(৩) উড়িষ্যা দেশস্থিত শিবলিঙ্গ স্থাপিত গ্রাম।

প্রতাপ তপনে কীর্ত্তিপদ্ম (১) বিকশিয়া।
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া॥
রাজা রাজচক্রবর্ত্তী ঋষি ঋষিরাজ।
ইন্দ্রের সমাজ সম যাহার সমাজ॥
কাশীতে রাখিলা জ্ঞানবাপীর (২) সোপান
উপমা কোথায় দিব না দেখি সমান॥
দেবীপুত্র বলি লোক যার গুণ গায়।
এই পাপে সেই রাজা ঠেকিলেন দায়॥
মহাবদজঙ্গ (৩) তারে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বারলক্ষ টাকা চায়॥
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বারলক্ষ।
সাজোয়াল (৪) হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ॥
বর্গিতে লুঠিল কত কত বা সুজন।
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন॥
বদ্ধ করি রাখিলেন মুরসিদাবাদে।
কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে॥
দেবীপুত্র দয়াময় ধরাপতি ধীর।
বিবিধ প্রকারে পূজা করিলা দেবীর॥
চৌত্রিশ অক্ষরে বর্ণাইয়া কৈলা স্তব।
অন্নকম্পা স্বপনে হইল অনুভব॥

অন্নপূর্ণা ভগবতী মুরতি ধরিয়া।
স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মুর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়॥
আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ।
কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস॥
চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায়॥
সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার কৃপায়॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥
আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে।
অষ্টাহ গীতের উপদেশ সবিশেষে॥
সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায়॥
সেই আজ্ঞা মত কবি রায় গুণাকর।
অন্নদামঙ্গল কহে নব রসতর॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন।

নিবেদন অবধান কর সভাজন।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ॥

চন্দ্রে সবে ষোলকলা (১) হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায় (২)॥

---

(১) চন্দ্রকলা, যথা।—পূষা, যশা, সুমনসা, রতি, প্রাপ্তি, ধৃতি, ঋদ্ধি, সৌম্যা, মরীচি, অংশুমালিনী, অঙ্গিরা, শশিনী, ছায়া, সম্পূর্ণমণ্ডলা, তুষ্টি, অমৃতা এই ষোলকলা।

(২) শৈবতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি-কলা, যথা—গীত ১। বাদ্য ২। নৃত্য ৩। নাট্য ৪। আলেখ্য ৫। বিশেষকচ্ছেদ ৬। তণ্ডুলকুসুমবলিবিকার ৭। পুষ্পাস্তরণ ৮। দশনবসনাঙ্গরাগ ৯। মণিভূমিকাকর্ম্ম ১০। শয়নরচন ১১। উদকবাদ্য ১২। উদকঘাত ১৩। চিত্রযোগ ১৪। মাল্যগ্রথনবিকল্প ১৫। শেখরাপীড়যোজন ১৬। নেপথ্যযোগ ১৭। কর্ণপত্রভঙ্গ ১৮। গন্ধযুক্তি ১৯। ভূষণযোজন ২০। ঐন্দ্রজাল ২১। কৌচমারযোগ ২২। হস্তলাঘব ২৩। চিত্রশাকপূপভক্ষ্যবিকারক্রিয়া ২৪। পানকরসরাগাসবযোজন ২৫। সূচীবাপকর্ম্মাণি ২৬। সূত্রক্রীড়া ২৭। প্রহেলিকা ২৮। প্রতিমালা ২৯। দুর্ব্বচকযোগ ৩০। পুস্তকবাচন ৩১। নাটিকাখ্যায়িকা দর্শন ৩২। কাব্যসমস্যাপূরণ ৩৩। পট্টিকা বেত্রবাণবিকল্প ৩৪। তর্কুকর্ম্মাণি ৩৫। তক্ষণ ৩৬। বাস্তুবিদ্যা ৩৭। রূপ্যরত্নপরীক্ষা ৩৮। ধাতুবাদ ৩৯। মণিরাগজ্ঞান ৪০। অকারজ্ঞান ৪১। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ ৪২। মেষকুক্কুটশাবকযুদ্ধবিধি ৪৩। শুক সারিকা প্রলাপন ৪৪। উৎসাদন ৪৫। কেশমার্জ্জন কৌশল ৪৬। অক্ষরমুষ্টিকাকথন ৪৭। ম্লেচ্ছিতকবিকল্প ৪৮। দেশভাষাজ্ঞান ৪৯। পুষ্পশকটিকা নির্মিত্ত জ্ঞান ৫০। যন্ত্রমাতৃকা ৫১। ধারণমাতৃকা ৫২। সংপাট্য ৫৩। মানসীকাব্য ক্রিয়া ৫৪। ক্রিয়াবিকল্প ৫৫। ছলিতক যোগ ৫৬। অভিধান কোষ ছন্দোজ্ঞান ৫৭। বস্ত্র গোপনান ৫৮। দ্যূতবিশেষ ৫৯। আকর্ষক্রীড়া ৬০। বালকক্রীড়নক ৬১। বৈনায়িকীবিদ্যাজ্ঞান ৬২। বৈজয়িকীবিদ্যাজ্ঞান ৬৩। বৈতালিকীবিদ্যাজ্ঞান ৬৪। ইতি শব্দার্থ-মুক্তাবলী।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহোদয় এই চতুঃষষ্টি-কলা বিদ্যায় নিপুণ

পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে (১)।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে (২)॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল (৩)।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল (৪)॥
দুই পক্ষে (৫) চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ (৬) সদা জ্যোৎস্নাময়॥
প্রথম পক্ষেতে পাঁচ কুমার সুজন।
পঞ্চদেহে পঞ্চমুখী হৈলা পঞ্চানন॥
প্রথম সাক্ষাৎ শিব শিবচন্দ্র রায়।
দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র ভৈরবের প্রায়॥
তৃতীয় যে হরচন্দ্র হর অবতার।
চতুর্থ মহেশচন্দ্র মহেশ আকার॥
পঞ্চম ঈশানচন্দ্র তুলা দিতে নাই।
কুলের মুখটি জয়গোপাল জামাই॥
দ্বিতীয় পক্ষের যুবরাজ রাজকায়।
মধ্যম কুমার খ্যাত শম্ভুচন্দ্র রায়॥

---

(১) দিবাবসানে চন্দ্রোদয় হইলে পদ্ম মুদ্রিত হইয়া থাকে।

(২) পদ্মিনী শব্দে এস্থলে সুন্দরী রমণীও কৃষ্ণচন্দ্রের মনো-হর মূর্ত্তি দর্শনে উৎসুক হইতেন, ইহাতে রাজার রূপের উৎ-কর্ষ প্রকাশ হইল।

(৩) চন্দ্রের হৃদয়স্থিত কালী কলঙ্ক বলিয়া বিখ্যাত।

(৪) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কালীভক্ত ছিলেন, অতএব তাঁহার অন্তরে কালী নিয়ত বিরাজমানা ছিলেন।

(৫) কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ।

(৬) বিবাহিতা স্ত্রী, অর্থাৎ প্রথম পক্ষস্ত্রী ও দ্বিতীয়পক্ষস্ত্রী।

জামাতা কুলীন রামগোপাল প্রথম।
সদানন্দময় নন্দগোপাল মধ্যম॥
শ্রীগোপাল ছোট সবে ফুলের মুখটি।
আদান প্রদানে খ্যাত ত্রিকুল পালটী॥
রাজার ভগিনীপতি দুই গুণধাম।
মুখটি অনন্তরাম চট্ট বলরাম॥
বলরাম চট্টসুত ভাগিনা রাজার।
সদাশিব রায় নাম শিব অবতার॥
দ্বিতীয় অনন্তরাম মুখর্য্যের সুত।
রায় চন্দ্রশেখর অশেষ গুণযুত॥
ভূপতির ভাগিনী-জামাই গুণধাম।
বাঁড়ুরি গোকুল কৃপারাম দয়ারাম॥
মুখ কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণভক্তের সার।
পাঠকেন্দ্র গদাধর তর্ক অলঙ্কার॥
ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি।
তার কৃষ্ণদেব রামকিশোর সন্ততি॥
ভূপতির পিসার জামাই তিন জন।
কৃষ্ণানন্দ মুখর্য্যা পরম যশোধন॥
মুখর্য্যা আনন্দিরাম কুলের সাগর।
মুখ রাজকিশোর কবিত্ব কলা (১) ধর॥
প্রিয়জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদ রায়।
শুকদেব রায় ঋষি শুকদেব প্রায়॥

(১) কবিত্ব শক্তি। বিরূপ পক্ষে কবিত্ব রূপ কলা

কালিদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ।
কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ॥
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুলীন প্রিয় বড়।
মুক্তিরাম মুখর্য্যা গোবিন্দ ভক্ত দড়॥
গণক বাঁড়ুর্য্যা অনুকূল বাচস্পতি।
আর যত গণক গণিতে কি শকতি॥
বৈদ্য মধ্যে প্রধান গোবিন্দরাম রায়।
জগন্নাথ অনুজ নিবাস সুগন্ধ্যায়॥
অতিপ্রিয় পারিষদ শঙ্কর তরঙ্গ।
হরষিত রামবোল সদা অঙ্গসঙ্গ॥
চক্রবর্ত্তী গোপাল দেয়ান সহবতি।
রায় বক্সী মদনগোপাল মহামতি॥
কিঙ্কর লাহিড়ী দ্বিজ মুনসী প্রধান।
তাঁর ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গুণবান॥
কালয়াত গায়ন বিশ্রাম খাঁ প্রভৃতি।
মৃদঙ্গী সমজখেল কিন্নর আকৃতি॥
নর্ত্তক প্রধান শেরমামুদ সভায়।
মোহন খোষালচন্দ্র বিদ্যাধর প্রায়॥
সড়িয়াল কার্ত্তিক প্রভৃতি কত জন।
চেলা খানেজাদ যত কে করে গণন॥
সেফাহীর জমাদার মামুদ জাফর।
জগন্নাথ শিরপা করিলা যার পর॥
ভূপতির তীরের ওস্তাদ নিরুপম।
মুজঃফর হুসেন মোগল কর্ণ সম॥

হাজারি পঞ্চমসিংহ ইন্দ্রসেন সুত।
ভগবন্ত সিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত॥
যোগরাজ হাজারি প্রভৃতি আর যত।
ভোজপুরে সোয়ার বোঁদেলা (১) শত শত॥
ফুল্ল মালে রঘুনন্দন মিত্র দেয়ান।
তার ভাই রামচন্দ্র রাঘব ধীমান্॥
আমীন রাঢ়ীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায়।
দুই পুত্র তাঁহার তাঁহার তুল্য কায়॥
বড় রামলোচন অশেষ গুণধাম।
ছোট রামকৃষ্ণ রায় অভিনব কাম॥
দেয়ানের পেশকার বসু বিশ্বনাথ।
আমীনের পেশকার কৃষ্ণসেন সাথ॥
রত্ন গজ আদি গজ দিগ্‌গজ সংখ্যায়।
উচ্চৈঃশ্রবা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের লেখায়॥
হাবশী ইমানবক্স হাবশী প্রধান।
হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগান॥
অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা।
খাড়ি জুড়ি আদি করি দপ্তরে গণনা॥
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরসিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ (২)॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গাঙ্গ পার॥

---

(১) বন্দেলখণ্ড নিবাসি চোয়াড়জাতি তাহারা অত্যন্ত বলবান ছিল। (২) খাড়ি।

ফরমানী মহারাজ মনসবদার।
সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার॥
কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ।
পাতশাহী শিরপা সুল্‌তানী সুল্‌তানৎ॥
ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল।
সরপেচ মেরিছা কলগী নিরমল॥
দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে।
ধর্ম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে॥
সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্ত মহিমা॥
কবিরায় গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া।
ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া॥
অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে।
স্বপন কহিলা মাতা তাঁর মাতৃবেশে॥
অরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী।
তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী॥
কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে।
মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে॥
ভারত কহিলা আমি নাহি জানি গীত।
কেমনে রচিব গীত একি বিপরীত॥
অন্নদা কহিলা বাছা না করিহ ভয়।
আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয়॥
গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে।
যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে॥

এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা।
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা॥

গীতারম্ভ।

অন্নপূর্ণা মহামায়া, সংসার যাঁহার মায়া,
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।
অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা, আপনি আপন সমা,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি॥
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপাদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্বগড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি,
সবে দেন কুমতি সুমতি॥
বিনা চন্দ্রানল রবি, প্রকাশি আপন ছবি,
অন্ধকার প্রনাশ করিলা।
প্লাবিত কারণজলে, বসি স্থল বিনা স্থলে,
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা॥
গুণ সত্ব তমোরজে, হরি হর কমলজে, (১)
কহিলেন তপ তপ তপ।
শুনি বিধি হরি হর, তিন জনে পরস্পর,
করেন কারণজলে (২) জপ॥
তিনের জানিতে সত্ব, জানাইতে নিজ তত্ত্ব,
শবরূপা হইলা কপটে।

(১) কমলজ ব্রহ্মা। (২) সৃষ্টির আদি সলিল।

পচাগন্ধ মাংস গলে, ভাসিয়া কারণজলে,
আগে গেলে বিষ্ণুর নিকটে॥
পচাগন্ধে ব্যস্ত হরি, উঠি গেলা ঘৃণা করি,
বিধিরে ছলিতে গেলা মাতা।
পচাগন্ধে ভাবি দুঃখ, ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ,
চারি মুখ হইলা বিধাতা॥
বিধির বুঝিয়া সত্ব, শিবের জানিতে তত্ব,
শিব অঙ্গে লাগিলা ভাসিয়া।
শিব জানি ঘৃণা নাই, বসিতে হইল ঠাঁই,
যত্নে ধরি বসিলা চাপিয়া॥
দেখিয়া শিবের কর্ম্ম, তাহাতে বসিলা মর্ম্ম,
ভার্য্যারূপা ভবানী হইলা।
পতিরূপ পশুপতি, দুজনে ভুঞ্জিয়া রতি,
ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা॥
বিধির মানসসুত, দক্ষমুনি তপোযুত,
প্রসূতি তাহার ধর্ম্মজায়া।
তাঁর গর্ভে সতী নাম, অশেষ মঙ্গল ধাম,
জনম লভিলা মহামায়া॥
নারদ ঘটক হয়ে, নানা মত বলে কয়ে,
শিবের বিবাহ দিলা সতী।
শিবের বিকট (১) সাজ, দেখি দক্ষ ঋষিরাজ,
বামদেবে (২) হৈলা বামমতি (৩)॥

(১) ভয়ানক করাল। (২) মহাদেব। (৩) প্রতিকুল, বিমুখ।

সদা শিব নিন্দা করে, মহা ক্রোধ হৈল হরে,
সতী লয়ে গেলেন কৈলাসে।
দক্ষেরে বিধাতা বাম, না লয় শিবের নাম,
সদা নিন্দা করে কটুভাষে॥
আরম্ভিয়া দেবযাগ, নিমন্ত্রিল দেবভাগ,
নিমন্ত্রণ না কৈল শঙ্করে।
যাইতে দক্ষের বাস, সতীর হইল আশ,
ভারত কহিছে যোড়করে॥

সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ।

কালীরূপে কত শত পরাৎপরা গো।
অন্নদা ভুবনবালা, মাতঙ্গী কমলা,
দুর্গা উমা কাত্যায়নী বাণী সুরবরা গো॥
সুন্দরী ভৈরবী তারা, জগতের সারা,
উন্মুখী বগলা ভীমা ধূমা ভীতিহরা গো।
রাধানাথের (১) দুঃখ ভরা, নাশ গো সত্বরা,
কালের কামিনী কালী করুণা-সাগরা গো॥ ধ্রু
নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব পিতার ভবন॥
শঙ্কর কহেন বটে বাপ ঘরে যাবে।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে॥

---

(১) ভারতচন্দ্র রায়ের পুত্র।

যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম।
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম॥
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা॥
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্করা বেশ॥

মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা (১)॥
শবারূঢ়া করকাঞ্চী (২) শবকর্ণপূরা।
গলিত রুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিত রুধির মুণ্ড বামকরতলে॥
আর বাম করেতে কৃপাণ (৩) খরশান।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান॥
লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে॥ ১॥

দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ।
তারা রূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ এক জটা বিভূষণা॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপালে।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল।
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি (৪) সমুণ্ড খর্পর (৫)।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥ ২॥

(১) দীর্ঘদন্তবিশিষ্টা। (২) করমালায় রচিত চন্দ্রহার। (৩) খড়্গ, অসি। (৪) শঙ্খচ্ছেদনাস্ত্র। (৫) রুধিরের শরাব।

দেখে ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি।
রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী॥
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর।
চারি হাতে শোভে পাশাঙ্কুশ (১) ধনুঃশর॥
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ।
পঞ্চপ্রেত নিয়মিত বসিবার মঞ্চ (২)॥ ৩॥
দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা।
হইয়া ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিলা॥
রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥
ত্রিনয়না অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।
মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল॥ ৪॥
দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে।
ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে॥
রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল-আসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণ ভূষণা॥
অক্ষমালা (৫) পুথী বরাভয় চারি কর।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর॥ ৫॥
দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত।
ছিন্নমস্তা হৈলা সতী অতি বিপরীত॥
বিকসিত পুণ্ডরীক (৬) কর্ণিকার (৭) মাঝে।
তিনগুণে ত্রিকোণমণ্ডল ভাল সাজে॥

---

(১) পাশশব্দে রজ্জু, দড়ী, অঙ্কুশ শব্দে হস্তীশাসন দণ্ড ডাঙ্গশ।
(২) মাচা, বসিবার আসন। (৩) রুদ্রাক্ষমালা জপমালা।
(৪) শ্বেতপদ্ম। (৫) পদ্মের বীজকোষ।

বিপরীত রতে রত রতি কামোপরি।
কোকনদ বরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী॥
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গো কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে॥
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার।
এক ধার নিজ মুখে করেন আহার॥
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী (১) বর্ণিনী (২)।
দুই ধারা পিয়ে তারা শব আরোহিণী॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন।
অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে সুশোভন॥ ৬॥
দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন॥
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন॥
অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজ (৩) রথারূঢ়া ধূমের বরণ॥
বিস্তারবদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা॥ ৭॥
ধূমাবতী দেখে ভীম (৪) সভয় হইলা।
হইয়া বগলামুখী সতী দেখা দিলা।
রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনমধ্যস্থিতা।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণ ভূষিতা॥
এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি।
আর হস্তে মুদ্গার ধরিয়া উর্দ্ধ করি॥

(১) কালীরগণ বিশেষ। (২) বনিতা, স্ত্রী।
(৩) কাকরচিত ধ্বজা বিশিষ্ট। (৪) শিব, মহাদেব।

চন্দ্র সূর্য্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন।
ললাটমণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন ॥ ৮ ॥
দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া।
পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া ॥
রত্নপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি।
চতুর্ভুজ খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি ॥
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে।
চমকিত বিশ্ব (১) বিশ্বনাথের চমকে ॥ ৯ ॥
মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান।
মহালক্ষ্মী রূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান ॥
সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ ॥
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেতবারণ (২) হরিষে।
রত্নঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে ॥ ১০ ॥
ভারত কহিছে মাগো এই দশ রূপে।
দশদিকে রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে ॥

সতীর দক্ষালয়ে গমন।

একি মায়া একি মায়া কর মহামায়া।
সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়া ছায়া ॥
নিগম আগমে তুমি নিরুপম কায়া।
ত্রিগুণ জননী পুনঃ ত্রিদেবের জায়া ॥

(১) জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড। (২) হস্তী, করী।

ইহলোকে পরলোকে তুমি সে সহায়া।
ভারত কহিছে মোরে দেহ পদছায়া॥ ধ্রু॥
পলাইতে না পেয়ে ফাঁফর (১) হৈলা হর।
কহিতে লাগিলা কম্পমান কলেবর॥
তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছি ভয়।
কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয়॥
পূর্ব্ব সর্ব্ব জ্ঞান কেন পাসরিলা এবে।
কালীমূর্ত্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে॥
পরমা প্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে।
প্রসবিনু তুমি বিষ্ণু বিধি তিন জনে॥
তিনজন তোমরা কারণজলে (২) ছিলা।
তপ তপ তপ বাক্য কহিনু শুনিলা॥
তিনজন পরস্পর লাগিলা জপিতে।
শবরূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে॥
পচাগন্ধে উঠি গেলা বিষ্ণু ভাবি দুঃখ।
বিধি হৈলা চতুর্ম্মুখ ফিরি ফিরি মুখ॥
তুমি ঘৃণা না করিয়া করিলা আসন।
প্রকৃতি রূপেতে তোমা করিনু ভজন॥
পুরুষ হইলে তুমি আমার ভজনে।
সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে॥
এত শুনি শিবের হইল চমৎকার।
প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র সবাকার॥

(১) হতজ্ঞান, হতবুদ্ধি।
(২) সৃষ্টির আদি সলিল।

লুকাইয়া দশমূর্ত্তি (১) সতী হৈলা সতী।
গৌরবর্ণ ছাড়ি হৈলা কালীর মুরতি॥
মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়।
যা ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায়॥
বৃষ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীরে।
বৃষে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে॥
প্রসূতি (২) সতীরে দেখি কালীর বরণ।
কহিল দেখিয়াছিল যেমন স্বপন॥
আহা মরি বাছা সতী কালী হইয়াছ।
ছাড়িবে আমারে বুঝি মনে করিয়াছ॥
স্বপনে দেখেছি দক্ষ শিবেরে নিন্দিবে।
শিবনিন্দা শুনি তুমি শরীর ছাড়িবে॥
শিব করিবেন দক্ষে যজ্ঞসহ নাশ।
তোমা দেখি স্বপ্নে মোর হইল বিশ্বাস॥
জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমারে।
জন্ম শোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মারে॥
মার বাক্যে মাতা কিছু আহার করিয়া।
যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সত্বরা হইয়া॥
কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে।
শিব নিন্দা করিয়া সভার আগে বলে॥

---

(১) দশ মহাবিদ্যা যথা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা।
(২) দক্ষপ্রজাপতির স্ত্রী।

ভারত শিবের নিন্দা কেমনে বর্ণিবে।
নিন্দাছলে স্তুতি করি শঙ্কর বুঝিবে॥

শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ।

সভাজন শুন, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড় (১)।
কোন গুণ নাই, (২) যেথা সেথা ঠাঁই, (৩)
সিদ্ধিতে নিপুণ দড় (৪)॥
মান অপমান, (৫) সুস্থান কুস্থান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি মানে ধর্ম্ম, (৬) নাহি মানে কর্ম্ম,
চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান (৭)॥
যবনে ব্রাহ্মণে, কুক্কুরে আপনে,
শ্মশানে স্বরগে সম।

(১) দক্ষপ্রজাপতির জনক যে ব্রহ্মা তাঁহার অপেক্ষাও শিবের বয়োধিক, যেহেতু সৃষ্টির পূর্ব্বকালাবধি তাঁহার অস্তিত্ব অর্থাৎ তিনি পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর।

(২) সত্ত্ব রজঃ তম ইতি ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম।

(৩) সর্ব্বত্র বিরাজমান, সর্ব্বব্যাপি।

(৪) যোগসিদ্ধিতে বিচক্ষণ।

(৫) নির্ব্বিকার ভেদ শূন্য।

(৬) ব্রহ্মকে কর্ম্ম স্পর্শ করে না, বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে পরমেশ কর্ম্মের বক্তা কিন্তু আচরণ কর্ত্তা নহেন।

(৭) আত্মপর ভেদ রহিত সর্ব্বত্র সমভাব ব্রহ্ম।

গরল খাইল, (১) তবু না মরিল,
ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥
সুখে দুঃখ জানে, (২) দুঃখে সুখ মানে,
পরলোকে নাহি ভয় (৩)।
কি জাতি কে জানে, (৪) কারে নাহি মানে (৫)
সদা কদাচার ময় (৬)॥
কহিতে ব্রাহ্মণ, (৭) কি আছে লক্ষণ,
বেদাচার বহিষ্কৃত।

(১) যাঁহার মৃত্যু নাই অর্থাৎ তিনি মৃত্যুঞ্জয় যম তাঁহাকে সংহার করিতে পারেন না।

(২) সুখ দুঃখ সম জ্ঞান।

(৩) যিনি পবিত্র। তাঁহার পাপ জন্য পরলোকে নরক ভোগ আশঙ্কা করার প্রয়োজন নাই।

(৪) যিনি সর্ব্বজীবে আবির্ভূত তাঁহার জাতির নিরূপণ কি প্রকারে হইতে পারে।

(৫) তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই অতএব তিনি অন্য কাহাকে মান্য করিবেন। অথবা কাহাকে না মানেন অর্থাৎ সকলকেই মানেন যেহেতু সকল জীবের প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি আছে।

(৬) ভূত পিশাচাদির হীন স্বভাব প্রাপ্ত যে শ্রীমহাদেব ইহাতে তাঁহার অসাধারণ কারুণ্য গুণই প্রকাশ হইয়াছে যেহেতু ঐ উপদেবতাদিগের তাহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই এ নিমিত্ত তাঁহার নাম গণাধিপতি হইয়াছে।

(৭) বর্ণাতীত আশ্রমাতীত অথচ সর্ব্ববর্ণময় ও সর্ব্বাশ্রমবাসী পরমেশ্বর নির্দ্দেশ হইল।

ক্ষত্রিয় কথন, না হয় ঘটন,
জটা ভস্ম আদি ধৃত ॥
যদি বৈশ্য হয়, চাষী কেন নয়,
নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা, দ্বিজ দেয় সেবা,
নাগের পৈতা গলায় ॥
গৃহী বলা দায়, ভিক্ষা মাগি খায়,
না করে অতিথি সেবা।
সতী ঝি আমার, গৃহিণী তাহার,
সন্ন্যাসী বলিবে কেবা ॥
বনস্থ বলিতে, নাহি লয় চিতে,
কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনী বিহারী, নহে ব্রহ্মচারী,
একি মহাপাপ হর (১) ॥
সতী ঝি আমার, বিদ্যুৎ আকার,
বাতুলের হৈল জায়া।
আমি অভাজন, পরম ভাজন,
ঘটক নারদ ভায়া (২) ॥
আহা মরি সতী, কি দেখি দুর্গতি,
অন্ন বিনা হৈলা কালী;
তোমার কপাল, পর বাঘছাল,
আমার রহিল গালি ॥

---

(১) ইনি এক মাত্র মহাপাপ হরণকর্ত্তা। (২) ব্রহ্মার মানসপুত্র জন্য দক্ষ প্রজাপতি নারদকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিয়াছেন।

শিবনিন্দা শুনি, রোষে যত মুনি,
দধীচি অগস্ত্য আদি।
দক্ষে গালি দিয়া, চলিল উঠিয়া,
শ্রবণে কর আচ্ছাদি॥
তবু পাপ দক্ষ, নিন্দি কত লক্ষ,
সতী সম্বোধিয়া কহে।
তার মৃত্যু নাই,(১)তোর নাহি ঠাঁই, (২)
আমার মরণ নহে॥
মোর কন্যা হয়ে, প্রেত সঙ্গে রয়ে,
ছি ছি একি দশা তোর।
আমি মহারাজ, তোর এই সাজ,
মাথা খেতে আলি মোর॥
বিধবা যখন, হইবি তখন,
অন্ন বস্ত্র তোরে দিব।
সে পাপ থাকিতে, নারিব রাখিতে,
তার মুখ না দেখিব॥
শিবনিন্দা শুনি, মহাদুঃখ গুণি,
কহিতে লাগিলা সতী।
শিবনিন্দা কর, কি শকতি ধর,
কেন বাপা হেন মতি॥

(১) মহাদেবের মৃত্যু নাই তিনি মৃত্যুঞ্জয়।
(২) যিনি মহামায়া, বিশ্বময়ী, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমানা, তাঁহার ভিন্ন স্থান নাই।

যারে কালে ধরে, সেই নিন্দে হরে,
কি কহিব তুমি বাপ।
তব অঙ্গজনু, (১) ত্যজিব এ তনু,
ভবে যাবে মোর পাপ॥
তিনি মৃত্যুঞ্জয়, গালিতে কি হয়,
মোর যেতে আছে ঠাঁই।
কর্ম্ম মত ফল, যজ্ঞ যাবে তল,
তোর রক্ষা আর নাই॥
যে মুখে পামর, নিন্দিলে শঙ্কর,
সে মুখ হবে ছাগল।
এতেক কহিয়া, শরীর ছাড়িয়া,
উত্তরিলা হিমাচল॥
হিম গিরিপতি, ভাগ্যবান অতি,
মেনকা তাঁহার জায়া।
পূর্ব্ব তপোবরে, তাহার উদরে,
জনমিলা মহামায়া॥
সতী দেহ ত্যাগে, নন্দী মহারাগে,
সত্বরে গেল কৈলাসে।
শূন্যরথ লয়ে, শোকাকুল হয়ে,
নিবেদিল কৃত্তিবাসে (২)॥
শুনিয়া শঙ্কর, শোকেতে কাতর,
বিস্তর কৈলা রোদন।

---

(১) অঙ্গজ, শরীরজাত।
(২) মহাদেব, শিব।

লয়ে নিজগণ, করিলা গমন,
করিতে দক্ষদমন॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা ইন্দ্রপ্রায়,
অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত, রচিল ভারত,
কবিরায় গুণাকর॥

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা।

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥
দলম্মল দলম্মল গলে মুণ্ডমালা।
কটি কট্ট সদ্যোমরা হস্তি ছালা॥
পচা চর্ম্মঝুলী করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর আভা পিনাকে (১) ত্রিশূলে॥
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥

(১) শিবধনু, শূল।

সহস্রে সহস্র চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোরবেশে।
চলে শাঁখিনী প্রেতিনী মুক্তকেশে॥
গিয়া দক্ষযজ্ঞে সব যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজের তরাসে॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

দক্ষযজ্ঞ নাশ।

ভূতনাথ ভূত-সাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে॥
সৈন্য-সূত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি।
জন্মি তায় সৈন্য ধায় অশ্ব ঢালি মাহুতি॥
বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া।
যাও যাও হুঁদিথাও (১) দক্ষ দেয় হাঁকিয়া॥

(১) হুঙ্কার কর।

সে সভায় আম্নায় (১) রুদ্র দেন নির্ব্বৃতি।
দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিষ্কৃতি ॥
রুদ্রদূত ধায় ভূত নন্দী ভৃঙ্গি সঙ্গিয়া।
ঘোরবেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গ রঙ্গিয়া ॥
ভার্গবের (২) সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁপ ছিঁড়িল।
পূষণের (৩) ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল ॥
বিপ্র সর্ব্ব দেখি পর্ব্ব ভোজ্য বস্তু সারিছে।
ভূতভাগ পায় লাজ লাথি কীল মারিছে ॥
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে ॥
যক্ষ গেহ ভাঙ্গী কেহ হব্যগব্য (৪) খাইছে।
ঊর্দ্ধহাত বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে ॥
মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁপিছে ॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হুম হাম খুম খাম ভীমশব্দ ভাসিছে ॥
ঊর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্ফ ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম নাড়িছে (৫) ॥
অগ্নিজ্বালি সর্পিঃ (৬) ঢালি দক্ষদেহ পুড়িছে।
ভস্ম শেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে ॥

(১) বেদ। (২) মুনিবিশেষ। (৩) মুনিবিশেষ।
(৪) [পাঠান্তরে হব্যগব্য] হোমের ঘৃত।
(৫) বাসুকি ও কচ্ছপকে আলোড়ন করিতেছে। (৬) ঘৃত

ছাগমুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড পূরি পূরি মুতিছে।
পদ-ঘায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তি পুঁতিছে॥
রাক্তাখণ্ড লণ্ডভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
স্থূল খুল কূল কূল ব্রহ্মডিম্ব (১) ফুটিছে॥
মৌন তুণ্ড (২) হেঁটমুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে।
কেহ ধায় মুষ্টি ঘায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে॥
মিল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের ভূণকের ছন্দ বন্ধ বাড়িছে॥

প্রসূতির স্তবে দক্ষের জীবন।

শিব-নাম বল রে জীব বদনে।
যদি আনন্দে যাবে শিবসদনে॥
শিব নাম লয়ে মুখে, তরিব সকল দুঃখে,
দমন করিব সুখে শমনে।
শিব গুণ কি কহিব, কোথায় তুলনা দিব,
জীব শিব হয় শিব সেবনে॥
শিব শিব বলে যেই, এই দেহে শিব সেই,
শিব নিজ পদ দেই সে জনে।
কাতরে করুণা কর, পাপ তাপ সব হর,
ভারতে রাখহ হর ভজনে॥ ধ্রু॥,
এই রূপে যজ্ঞসহ দক্ষ নাশ পায়।
প্রসূতি বাঁচিলা মাত্র সতীর কৃপায়॥

---

(১) ব্রহ্মাণ্ড। (২) বদন, মুখ।

বিধি বিষ্ণু দুই জন নিজ স্থানে ছিলা।
দেখিয়া শিবের ক্রোধ অস্থির হইলা॥
অকালে প্রলয় জানি বরেন শঙ্কর।
দক্ষবাসে শিবপাশে আইলা সত্বর॥
সতীশোকে পতিশোকে লজ্জা তেয়াগিয়া।
প্রসূতি শিবের কাছে আইলা কাঁদিয়া॥
গলবস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ।
শাশুড়ী দেখিয়া শিব লাজে হেটমুখ॥
দূরে গেল রুদ্র ভাব শিবভাব হয়।
প্রসূতি শিবের স্তুতি করে সবিনয়॥
বিশ্বের জনক তুমি বিশ্বমাতা সতী।
অসীম মহিমা জানে কাহার শকতি॥
আমি জানি আমার ভাগ্যের সীমা নাই।
সতী মোর কন্যা, তুমি আমার জামাই॥
বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়।
সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ়॥
আপনি বিচার কর পরিহর রোষ।
দক্ষের এ দোষ কেন বেদের এ দোষ॥
যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল।
যে করিলে সেই নহে শাস্ত্র মত ফল॥
কি করিবে পরিণামে বুঝিতে না পারি।
ভাগ পেতে হয় মোরে আমি তার নারী॥
সতীর জননী আমি, শাশুড়ী তোমার।
তথাপি বিধবা দশা হইল আমার॥

ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি।
তোমার না হয় দয়া কি হইবে গতি॥
তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয়।
আমারে কাহারে দিবা বহ দয়াময়॥
প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইল।
রাজ্য সহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিল॥
ধড়ে মুণ্ড নাহি, দক্ষ দেখিতে না পায়॥
উঠে পড়ে ফিরে ঘূরে কবন্ধের (১) ন্যায়॥
দক্ষের দুর্গতি দেখি হাসে ভূতগণ।
প্রসূতি বলিছে প্রভু একি বিড়ম্বন॥
বিধাতা বিষ্ণুর সহ করিয়া মন্ত্রণা।
কহিলেন খণ্ডিবারে দক্ষের যন্ত্রণা॥
শ্বশুর তোমার দক্ষ সম্বন্ধ গৌরব (২)।
ইহারে উচিত নহে এতেক রৌরব (৩)॥
অপরাধ ক্ষমিয়া যদ্যপি দিলা প্রাণ।
কৃপা করি মুণ্ড দেহ কর জ্ঞানবান॥
শুনিয়া নন্দীরে শিব কহিলা হাসিয়া।
কার মুণ্ড দিবা দক্ষে দেখহ ভাবিয়া॥
নন্দী বলে ভব নিন্দা করিয়াছে পাপ।
ছাগমুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ॥
শুনিয়া সম্মতি দিলা শিব মহাশয়।
যেমত করিলা কর্ম্ম উপযুক্ত হয়॥

(১) কন্দকাটা। (২) গুরুত্ব, ভার। (৩) নরকবিশেষ।

শিব-বাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া।
মুণ্ড আনি দক্ষস্কন্ধে দিলেক আঁটিয়া॥
মিলন হইল ভাল হর দিলা বর।
শঙ্করের স্তুতি দক্ষ করিল বিস্তর॥
তুমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মা তুমি হরি হর।
তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর॥
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও।
পঞ্চভূতময় পঞ্চভূতময় নও॥
নিরাকার নির্গুণ নিঃসীম নিরুপম।
না জানি করিনু নিন্দা অপরাধ ক্ষম॥
বন্দিবার ফলে হৈল পূর্ব্বের সকল।
নিন্দিবার চিহ্ন রৈল বদন ছাগল॥
বিধি বিষ্ণু আদি সবে দক্ষেরে লইয়া।
যজ্ঞ-পূর্ণ কৈল শিবে অগ্রভাগ দিয়া॥
যজ্ঞ স্থানে সতী দেহ দেখিয়া শঙ্কর।
বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর॥
শিরে লয়ে সতী দেহ করিলা গমন।
গুণ গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ॥
বিধি সঙ্গে মন্ত্রণা করিল গদাধর।
সতী-দেহ থাকিতে না ছাড়িবেন হর॥
যথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি।
কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি॥
যেখানে যেখানে অঙ্গ পড়িল সতীর।
মহাপীঠ সেই স্থান পূজিত বিধির॥

ক্ষরিয়া একান্ন খণ্ড কাটিলা কেশব।
বিধাতা পূজিলা ভব হইলা ভৈরব॥
এক মত না হয় পুরাণ মত যত।
আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণি-তন্ত্র-মত॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

পীঠমালা।

ভব-সংসার ভিতরে। ভব ভবানী বিহরে॥
ভুতময় দেহ, নবদ্বার গেহ,
নর নারী কলেবরে।
গুণাতীত হয়ে, নানা গুণ লয়ে,
দোঁহে নানা কেলি করে॥
উত্তম অধম, স্থাবর জঙ্গম,
সব জীবের অন্তরে।
চেতনাচেতনে, মিলি দুই জনে,
দেহি দেহ রূপে চরে॥
অভেদ হইয়া, ভেদ প্রকাশিয়া,
এ কি করে চরাচরে।
পাইয়াছে টের, কি করে এ ফের,
কবিরায় গুণাকরে॥ ধ্রু॥
হিঙ্গুলায় ব্রহ্মরন্ধ্র (১) ফেলিলা কেশব।
দেবতা কোট্টবী ভীমলোচন ভৈরব॥ ১॥

---

(১) ব্রহ্মতালু।

শর্করায়ে তিন চক্ষু ত্রিগুণ ভৈরব।
মহিষমর্দ্দিনী দেবী ক্রোধীশ ভৈরব॥ ২॥
সুগন্ধায় নাসিকা পড়িল চক্রহতা।
ত্র্যম্বক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা॥ ৩॥
জ্বালামুখে জিহ্বা তাহে অগ্নি অনুভব।
দেবীর অম্বিকা নাম উন্মত্ত ভৈরব॥ ৪॥
ভৈরবপর্ব্বতে ওষ্ঠ পড়ে চক্রঘায়।
লম্বকর্ণ ভৈরব অবন্তী দেবী তায়॥ ৫॥
প্রভাসে অধর দেবী চন্দ্রভাগা তাহে।
বক্রতুণ্ড ভৈরব প্রত্যক্ষ রূপ যাহে॥ ৬॥
জনস্থানে চিবুক (১) পড়িল অভিরাম (২)
বিকৃতাক্ষ ভৈরব ভ্রামরী দেবী নাম॥ ৭॥
গোদাবরী-তীরে পড়ে বামগণ্ড খানি (৩)
বিশ্বেশ ভৈরব বিশ্বমাতৃকা ভবানী॥ ৮॥
গণ্ডকীতে ডানি গণ্ড পড়ে চক্রঘায়।
চক্রপাণি ভৈরব গণ্ডকী চণ্ডী তায়॥ ৯॥
ঊর্দ্ধদন্তপাঁতির অনলে হৈল ধাম।
সংক্রূর ভৈরব দেবী নারায়ণী নাম॥ ১০॥
পঞ্চসাগরেতে পড়ে অধোদন্ত সার।
মহারুদ্র ভৈরব বারাহী দেবী তার॥ ১১॥
করতোয়াতটে পড়ে বামকর্ণ তাঁর।
বামেশ ভৈরব দেবী অপর্ণা তাঁহার॥ ১২॥

---

(১) দাড়ি, থুঁতি, ওষ্ঠের অধোভাগ।
(২) মনোহর, সুন্দর। (৩) কপাল, গাল।

শ্রীপর্ব্বতে (১) ডানিকর্ণ ফেলিলেন হরি।
ভৈরব সুন্দরানন্দ দেবতা সুন্দরী ॥ ১৩ ॥
কেশজাল নাম স্থানে পড়ে তাঁর কেশ।
উমা নামে দেবী তাহে ভৈরব ভূতেশ ॥ ১৪ ॥
কিরীটকোণায় পড়ে কিরীট স্বরূপ।
ভুবনেশী দেবতা ভৈরব সিদ্ধরূপ ॥ ১৫ ॥
শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা (২) মহালক্ষ্মী দেবী।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি ॥ ১৬ ॥
কাশ্মীরেতে কণ্ঠদেবী মহামায়া তায়।
ত্রিসন্ধ্য ঈশ্বর নাম ভৈরব তথায় ॥ ১৭ ॥
রত্নাবলী স্থানে ডানিস্কন্ধ অভিরাম।
কুমার ভৈরব তাহে দেবী শিবা নাম ॥ ১৮ ॥
মিথিলায় বামস্কন্ধ দেবী মহাদেবী।
মহোদর ভৈরব সর্ব্বার্থ যাঁরে সেবি ॥ ১৯ ॥
চট্টগ্রামে ডানি হস্ত অর্দ্ধ অনুভব।
ভবানী দেবতা চন্দ্রশেখর ভৈরব ॥ ২০ ॥
আর অর্দ্ধ ডানি হস্ত মান-সরোবরে।
দেবী দাক্ষায়ণী হর ভৈরব বিহরে ॥ ২১ ॥
উজানীতে কফোণি (৩) মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যাঁরে সেবি ॥ ২২ ॥
মণিবেদে মণিবন্ধ (৪) পড়িল তাঁহার।
স্থাণুনামে ভৈরব সাবিত্রী দেবী তাঁর ॥ ২৩ ॥

---

(১) মলয় পর্ব্বত। (২) ঘাড়, গলা। (৩) কনুই।
(৪) করগ্রন্থি, হাতের গোচা।

শিব বিবাহের মন্ত্রণা।

উমা দয়া কর গো। বিষম শমন ভয় হর গো॥
পাপেতে জড়িত মতি, কাতর হয়েছি অতি,
পতিতপাবনী নাম ধর গো।
মা বলিয়া ডাকি ঘন, শুনিয়া না দেহ মন,
গুহ গজাননে বুঝি ডর গো॥
তুমি গো তারিণী তারা, অপার সংসারসারা,
নানা রূপে চরাচরে চর গো।
রাধানাথ তব দাস, পূরাও তাহার আশ,
তবে ঋণিচক্র ঋণে তার গো॥ ধ্রু॥

উদাসীন দেখি হরে বিধি গদাধর।
মন্ত্রণা করিলা লয়ে যতেক অমর॥
ত্রিদেব প্রধান দেব দেব দেব শিব॥
শিব হৈলা শক্তিহীন কেবা কি করিব॥
নানামত মন্ত্রণা করিয়া দেব সব।
মহামায়া উদ্দেশে বিস্তর কৈলা স্তব॥
হইল আকাশবাণী সকলে শুনিলা।
মহামায়া হিমালয় আলয়ে জন্মিলা॥
উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তাঁর।
বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈলা সার॥
তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ।
তবে সে সর্ব্বের হবে সংসার নির্ব্বাহ॥

আকাশবাণীতে পেয়ে দেবীর উদ্দেশ।
নারদেরে ডাকিয়া কহিলা হৃষীকেশ॥
ঘটক হইয়া তুমি হিমালয়ে যাও।
উমা সহ মহেশের বিবাহ ঘটাও॥
একেত নারদ আরো বিষ্ণুর আদেশ।
শিবের বিবাহ তাহে বাড়িল আবেশ (১)॥
জনকের জননীর দেখিব চরণ।
আর কবে হবে হেন ভাগ্যের ভাজন॥
মাজিয়া বীণার তারে মিশাইয়া তান।
ভারতের অভিমত গৌরীগুণ গান॥

নারদের গান।

জয় দেবী জগন্ময়ি, দীন দয়াময়ি,
শৈলসুতে করুণানিকরে।
জয় চণ্ডবিনাশিনি, মুণ্ডনিপাতিনি,
দুর্গবিঘাতিনি দুখ্যতরে॥
জয় কালি কপালিনি, মস্তকমালিনি,
খর্পরধারিণি শূলধরে।
জয় চণ্ডী দিগম্বরি, ঈশ্বরি শঙ্করি,
কৌষিকি ভারত ভীতি হরে॥

শিব বিবাহের সম্বন্ধ।

এ রূপে নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া।
উত্তরিলা হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া॥

---

(১) অনুরাগ, মত, আসক্তি মনঃসংযোগ।

দেখেন বাহিরে গৌরী খেলিছেন রঙ্গে।
চৌষট্টি যোগিনী কুমারীর বেশ সঙ্গে॥
মৃত্তিকার হর গৌরী পুত্তলি গড়িয়া।
সহচরীগণ মেলি দিতেছেন বিয়া॥
দেখি নারদের মনে হৈল চমৎকার।
এ কি কৈলা মহামায়া মায়া অবতার॥
দণ্ডবৎ হয়ে মুনি করিলা প্রণাম।
আজি বুঝিলাম সিদ্ধ হৈল হরি নাম॥
অভীষ্ট হউক সিদ্ধ বর দিয়া মনে।
নারদে কহিলা দেবী গর্ব্বিত ভর্ৎসনে॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়।
আমারে প্রণাম কর উপযুক্ত নয়॥
অল্পায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে।
দেখিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কেমনে॥
মুনি বলে এ ভয় দেখাও তুমি কারে।
তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমারে॥
আমারে বুঝিলা বৃদ্ধ বালিকা আপনি।
ভাবি দেখ তুমি মোর বাপের জননী (১)॥
নাতি জ্ঞানে বুড়া বলি হাসিছ আমারে।
পাকা দাড়ি বুড়া বর ঘটাব তোমারে॥
আনিব এমন বর বায়ে নড়ে দাঁত।
ঘটক তাহার আমি জানিবে পশ্চাৎ॥

(১) আদ্যাশক্তি, ব্রহ্মার জননী।

বিবাহের মাঝে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে ।
কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধেয়ে ॥
আলদা (১) করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে
ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে ॥
সখী মেলি খেলিনু বাহির বাড়ী গিয়া ।
ধূলা ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া ॥
কোথা হৈতে বুড়া এক ডোকরা বামন ।
প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ ॥
নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে ।
কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে ॥
দুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ একখান ।
বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান ॥
ভাবে বুঝি সে বামন বড় কন্দলিয়া ॥
দেখিবে যদ্যপি চল বাপারে লইয়া ॥
শুনিয়া মেনকা মনে জানিলা নারদ ।
সম্ভ্রমে বাহিরে আসি বন্দিলেন পদ ॥
হিমালয় শুনিয়া আইল দ্রুত হয়ে ।
সিংহাসনে বসাইলা পদধূলি লয়ে ॥
নারদ কহেন শুন শুন হিমালয় ।
কি কহিব অসীম তোমার ভাগ্যোদয় ॥
এই যে তোমার উমা কন্যা বল যাঁরে ।
অখিল ভুবনমাতা জানিতে কে পারে ॥

(১) বালকের আবদার

বিবাহ কাহারে দিবে ভাবিয়াছ কিবা।
শিব পতি ইহাঁর ইহাঁর নাম শিবা॥
হিমালয় বলে কি এমন ভাগ্য হবে।
ভবানী হবেন উমা পার পাব ভবে॥
নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি।
জনক জননী ভাবে জন্মিলা যখনি॥
হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিলা সায়।
লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের ধ্যানভঙ্গ ও কামভস্ম।

শিবের সম্বন্ধ, করিয়া নির্ব্বন্ধ,
আইলা নারদ মুনি।
কমললোচন, আদি দেবগণ,
পরম আনন্দ শুনি॥
সকলে মিলিয়া, শিব কাছে গিয়া,
বিস্তর করিলা স্তব।
নাহি ভাঙ্গে ধ্যান, দেখি চিন্তাবান,
হইলা বিধি কেশব॥
মন্ত্রণা করিয়া, মদনে ডাকিয়া,
সুরপতি দিলা পান।
সম্মোহন বাণ, (১) করিয়া সন্ধান,
শিবের ভাঙ্গহ ধ্যান॥

---

(১) কামদেবের পঞ্চবাণের মধ্যে প্রধান বাণ।

ইন্দ্রের আজ্ঞায়, রতিপতি ধায়,
পুষ্প শরাসন হাতে।
সম্মুখে সামন্ত, ধাইল বসন্ত,
কোকিল ভ্রমর সাতে॥
মলয় পবন, বহে ঘন ঘন,
শীতল সুগন্ধ মন্দ।
তরুলতাগণ, ফুলে সুশোভন,
জগতে লাগিল ধন্দ॥
যত দেবগণ, হৈলা অদর্শন,
হরের ক্রোধের ভয়।
পূর্ব্ব নিয়োজন, নিকট মরণ,
মদন সম্মুখে রয়॥
আকর্ণ পূরিয়া, সন্ধান করিয়া,
সম্মোহন-বাণ লয়ে।
ভূমে হাঁটু পাড়ি, দিল বাণ ছাড়ি,
অনলে পতঙ্গ হয়ে॥ (১)
কিবা করে ধ্যান, কিবা করে জ্ঞান,
যে করে কামের শর।
সিহরিল অঙ্গ, ধ্যান হৈল ভঙ্গ,
নয়ন মিলিলা হর॥
কামশরে ভ্রান্ত, নারী লাগি ব্যস্ত,
নেহালেন চারি পাশে।

---

(১) পতঙ্গ সদৃশ মদন, অনল রূপ হরের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিল। [illegible] পতিত হইবামাত্র ভস্মীভূত হইবেন তাহা জানেন না।

সম্মুখে মদন, হাতে শরাসন,
মুচকি মুচকি হাসে ॥
দেখি পুষ্পশরে, ক্রোধ হৈল হরে,
অটল অচল টলে ।
ললাট লোচন, হৈতে হুতাশন,
ধক্ ধক্ ধক্ জ্বলে ॥
মদন পলায়, পিছে অগ্নি ধায়,
ত্রিভুবন পরকাশি ।
চৌদিকে বেড়িয়া, মদনে পুড়িয়া,
করিল ভস্মের রাশি ॥
মরিল মদন, তবু পঞ্চানন,
মোহিত তাহার বাণে ।
বিকল হইয়া, নারী তপাসিয়া, (১)
ফিরেন সকল স্থানে ॥
কামে মত্ত হর, দেখিয়া অপ্সর,
কিন্নরী দেবী সকল ।
ষায় পলাইয়া, পশ্চাৎ তাড়িয়া,
ফিরেন শিব চঞ্চল ॥
মনে মনে হাসি, হেনকালে আসি,
নারদ হৈলা সম্মুখ ।
নারদে দেখিয়া, সলজ্জ হইয়া,
হর হৈলা হেটমুখ ॥

(১) অনুসন্ধান, অন্বেষণ ।

খুড়া খুড়া কয়ে, দণ্ডবৎ হয়ে,
কহিছে নারদ হাসি।
দক্ষগৃহ ছাড়ি, হেমন্তের বাড়ী,
জনমিলা সতী আসি॥
বিবাহ করিয়া, তাঁহারে লইয়া,
আনন্দে কর বিহার।
শুনি শিব কন, ওরে বাছাধন,
ঘটক হও তাহার॥
মুনি কহে দ্রুত, সকলি প্রস্তুত,
বর হয়ে কবে যাবা।
কহেন শঙ্কর, বিলম্ব না কর,
আজি চল .র বাবা॥
শুনি মুনি কয়, এমন কি হয়,
সর্ব্ব দেবগণে কহ।
প্রায় হয়ে বুড়া, ভুলিয়াছ খুড়া,
দিন দুই স্থির রহ॥
শান্ত হৈলা হর, যতেক অমর,
এলো যথা পশুপতি।
কামের মরণ, করিয়া শ্রবণ,
কান্দিয়া আইল রতি॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা ইন্দ্র প্রায়,
অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত, রচিলা ভারত,
কবি রায় গুণাকর॥

রতির বিলাপ।

পতিশোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
ভাসে চক্ষুজলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির বহিছে ধারে,
কাম-অঙ্গ-ভস্ম লেপে অঙ্গে॥
আলু থালু কেশ বাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
সংসার পূরিল হাহাকার।
কোথা গেলা প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ,
তোমা বিনা সকলি আঁধার॥
তুমি কাম আমি রতি, আমি নারী তুমি পতি,
দুই অঙ্গ একই পরাণ।
প্রথমে যে প্রীতি ছিল, শেষে তাহা না রহিল,
পিরীতির এ নহে বিধান॥
যথা যথা যেতে প্রভু, মোরে না ছাড়িতে কভু,
এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা।
মিছে প্রেম বাড়াইয়া, ভাল গেলা ছাড়াইয়া,
এখন বুঝিনু মিছা খেলা॥
না দেখিব সে বদন, না হেরিব সে নয়ন,
না শুনিব সে মধুরবাণী।
আগে মরিবেন স্বামী, পশ্চাতে মরিব আমি,
এত দিন ইহা নাহি জানি॥
আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি,
হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই।

হৃদয়েতে দিতে স্থান, করিতে কতেক মান,
এখন দেখিতে আর নাই ॥
শিব শিব শিবনাম, সবে বলে শিবধাম, (১)
বামদেব (২) আমার কপালে।
যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে, তার দৃষ্টে প্রভু মরে,
এমন না দেখি কোন কালে ॥
শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে,
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে- আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন ॥
অনলে শরীর ঢালি, তথাপি রহিল গালি,
মদন মরিলে গেল রতি।
এ দুখে হইতে পার, উপায় না দেখি আর,
মরিলে হয় নাহি অব্যাহতি ॥
আর নিদারুণ প্রাণ, কোন পথে পতি যান,
আগে যারে পথ দেখাইয়া।
চরণরাজীবরাজে, (৩) মনঃশিলা পাছে বাজে,
হৃদে ধরি লহরে বহিয়া ॥
আরে রে মলয়বাত, তোরে হোক বজ্রাঘাত,
মরে যারে ভ্রমরা কোকিল।
বসন্ত অল্পায়ু হও, বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও,
প্রভু বধি সবে পলাইলা ॥

(১) শুভঙ্কর, মঙ্গলালয়। (২) মহাদেব, দেবতা প্রতিকূল।
(৩) পাদ্ম-শ্রেষ্ঠ, উত্তম পদ্মফুল।

কোথা গেল সুররাজ, মোর মুণ্ডে হানি বাজ,
সিদ্ধ কৈলা আপনার কর্ম্ম।
অগ্নিকুণ্ড দেহ জ্বালি, আমি তাহে দেহ ঢালি,
অন্তকালে বর এই ধর্ম্ম॥
বিরহ সন্তাপ যত, অনলে কি তাপ তত,
কত তাপ তপনের তাপে।
ভারত বুঝায়ে কয়, কাঁদিলে কি আর হয়,
এই ফল বিরহির শাপে॥

রতির প্রতি দৈববাণী।

অগ্নিকুণ্ড জ্বালি রতি সতী হৈতে চায়।
হইল আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥
শুন রতি তনু ত্যাগ না কর এখন।
শুনহ উপায় কহি পাইবে মদন॥
দ্বাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার।
কংস বধি করিবেন দ্বারিকা বিহার॥
রুক্মিণীরে লইবেন বিবাহ করিয়া।
তাঁর গর্ভে এই কাম জনমিবে গিয়া॥
শম্বর (১) দানব বড় হইবে দুর্জ্জন।
মদনের হাতে তার মৃত্যু নিয়োজন॥
দাসী হয়ে তুমি গিয়া থাক তার ধামে।
লুকাইয়া এইরূপ মায়াবতী নামে॥

(১) শম্বর দানবকে বধ করাতে মদনের নাম শম্বরারি হইয়াছে

কহিবেন শম্বরে নারদ তপোধন।
জন্মিল তোমার শত্রু কৃষ্ণের নন্দন॥
শুনিয়া শম্বর বড় মনে পাবে ভয়।
মায়া করি দ্বারকায় যাবে দুরাশয়॥
মোহিনী বিদ্যায় সবে মোহিত করিবে।
হরিয়া লইয়া কামে সমুদ্রে ফেলিবে॥
মৎস্যে গিলিবেক তারে আহার বলিয়া।
না মরিবে কাম ভবিতব্যের লাগিয়া॥
সেই মৎস্য জালিয়া ধরিয়া লবে জালে।
ভেট লয়ে দিবেক শম্বর মহীপালে॥
কুটিবারে সেই মৎস্য দিবেক তোমারে।
তাহাতে পাইবে তুমি কৃষ্ণের কুমারে॥
পুত্রবৎ পালিবা আপন প্রাণনাথ।
মা বলে যদ্যপি তবে কর্ণে দিবে হাত॥
শেষে তারে সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ।
শিখাইয়া পরিচয় দিয়া দিও জ্ঞান॥
শম্বরে বধিয়া কাম দ্বারকায় যাবে।
কহিনু উপায় এইরূপে পতি পাবে॥
শুনি রতি সাত পাঁচ ভাবনা করিয়া।
নিবায় অনলকুণ্ড রোদন ত্যজিয়া॥
কামের উদ্দেশে চলে শম্বরের দেশ।
বেশ ভূষা রূপ ছাড়ি ধরি দাসীবেশ॥
শিবের বিবাহ সবে শুন ইতঃপর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা।

শিবের বিবাহ, পরম উৎসাহ,
সবে হৈল যত্নবান।
পরম সন্তোষে, দুন্দুভি (১) নির্ঘোষে, (২)
ইন্দ্র হৈলা আগুয়ান॥
নিজগণ লয়ে, বরযাত্রী হয়ে,
চলিলা যত অমর।
অপ্সরা নাচিছে, কিন্নর গাইছে,
পুলকিত মহেশ্বর॥
ব্রহ্মা পুরোহিত, চলিলা ত্বরিত,
বরকর্ত্তা নারায়ণ।
ইন্দ্রের শাসনে, সকল ভুবনে,
চলে যত রাজগণ॥
কুবের ভাণ্ডারী, যক্ষগণ ভারী,
নানা আয়োজন সাজি।
বায়ু করি বল, আপনি অনল,
হইলা আতশবাজি॥
নারদ বসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
সাজাইতে গেলা বর।
বসিছিলা হর, উঠিলা সত্বর,
নারদ কহে তৎপর॥

(১) ভেরী, নাগরা, ঢাক। (২) শব্দমাত্র, কোলাহল ধ্বনি।

জটাজুটে চূড়া, সাপে বান্ধ খুড়া,
মুকুটে কি দিবে শোভা।
কি কাজ মুক্তায়, হাড়ের মালায়,
কণ্ঠার মা হবে লোভা॥
কস্তূরী কেশরে, চন্দনে কি করে,
হেন করে মাখ পাই।
কি করে মণিতে, যে শোভা ফণিতে,
হেন বর কোথা পাই॥
ফুলমালা যত, শোভা দিবে কত,
যে শোভা মুণ্ডের মালে।
কাপড়ে কি শোভা, জগমনোলোভা,
যে শোভা বাঘের ছালে॥
রথ হস্তী আর, কি কাজ তোমার,
যে বুড়া বলদ আছে।
তোমার যে গুণ, কব কটি গুণ,
আমি মেনকার কাছে॥
অধিক করিয়া, সিদ্ধি মিশাইয়া,
ধুতুরা খাইতে হবে।
যাবৎ বিবাহ, না হবে নির্ব্বাহ,
উপবাস তবে সবে॥
এ রূপ করিয়া, বর সাজাইয়া,
হর লয়ে মুনি যায়।
প্রেত ভূতগণ, ধায় অগণন,
আক্কার কৈল ধূলায়॥

ঝুপ ঝুপ ঝাপ, দুপ দুপ দাপ,
লম্ফ ঝম্প দিয়া চলে ।
মহা ধুমধাম, হাঁকে হুম হাম,
জয় মহাদেব বলে ॥
সহজে সবার, বিকট আকার,
সহিতে না পারে আল ।
থাবায় থাবায়, মসাল নিবায়,
আন্ধারে শোভিল ভাল ॥
কর তালি দিয়া, বেড়ায় নাচিয়া,
হাসে হিহি হিহি হিহি ।
দন্ত কড়মড়ি, করে জড়াজড়ি,
লক লক লক জিহি ॥
করেচড়ামড়ি, ধায় রড়ারড়ি, (১)
কিলা কিলি গণ্ডগোল ।
কে কারে আছাড়ে,কে কারে পাছাড়ে,
কে মানে কাহার বোল ॥
তরু উপাড়িয়া, গিরি উথাড়িয়া,
কৈল প্রলয়ের ঝড় ।
বরযাত্রগণ, লইয়া জীবন,
পলাইল দিয়া রড় ॥
ইন্দ্রাদি পলায়, অন্য কেবা তায়,
দেখিয়া আনন্দ হরে ।

(১) দৌড়াদৌড়ি, দ্রুত গমন ।

আগে ভাগে হরি বিধি সঙ্গে করি,
গেলা হেমন্তের ঘরে ॥
হিম গিরিরাজ, করিয়া সমাজ,
বসি পুরোহিত সাত।
বলদে চড়িয়া, শিঙ্গা বাজাইয়া,
এলো বর ভূতনাথ ॥
যত কন্যাযাত্র দেখিয়া সুপাত্র,
বলে এ কেমন বর।
বরযাত্রগণে, দেখে ভয় মনে,
না সরে কার উত্তর ॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা ইন্দ্র প্রায়,
অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত, রচিল ভারত,
কবি রায় গুণাকর ॥

শিব বিবাহ।

জয় জয় হর রঙ্গিয়া।
করবিলসিত(১) নিশিত(২) পরশু(৩) অভয় বর কুরঙ্গিয়া।
লক্ লক্ ফণি জটা বিরাজ, তক্ তক্ তক্ রজনীরাজ, (৪)
ধক্ ধক্ ধক্ দহন (৫) সাজ, বিমল চপল গঙ্গিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল, হুলু হুলু হুলু যোগিনী বোল,
কুলু কুলু কুলু ডাকিনী রোল, প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া ॥

(১) হস্তে শোভিত। (২) শাণিত। (৩) অস্ত্রবিশেষ, কুঠার।
(৪) চন্দ্র। (৫) অগ্নি।

অন্নদ মঙ্গল

ভভম ভবম্ ববম্ ভাল, ঘনবাজে শিঙ্গা ডমরু গাল,
রুদ্র তালে তাল দেয় বেতাল, ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গ ভঙ্গিয়া
সুরগণ কহে জয় মহেশ, পুলকে পূরিল সকল দেশ
ভারত যাচে ভকতিলেশ, সরশ অবশ অঙ্গিয়া ॥ ধ্রু ॥

সভা মাঝে হিমালয় পূর্ব্বমুখ হয়ে।
বসিয়াছে দান সজ্জা বামদিগে লয়ে ॥
উত্তরাস্যে রাখিয়াছে বরের আসন।
পরস্পর শাস্ত্র কথা কহে ধীরগণ ॥
হেনকালে বর আসি হৈল অধিষ্ঠান।
সম্ভ্রমে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যুত্থান ॥
বর দেখি হিমালয় হৈলা হতবুদ্ধি।
ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি ॥
কহিতে না পারে দক্ষযজ্ঞ ভাবি মনে।
ভুলিয়া বসিল গিরি বরের আসনে ॥
ভবানীর ভাবে ভব ঢলিয়া ঢলিয়া।
গিরির আসনে গিয়া বসিলা ভুলিয়া ॥
বিধি তাহে বিধি দিলা এ এক নিয়ম।
তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যতিক্রম ॥
কুশহস্ত হিমালয় বিধির বিহিত।
হেনকালে জিজ্ঞাসা করিল পুরোহিত ॥
কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ।
কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ ॥
হেঁটমুখে পঞ্চানন ভাবিতে লাগিলা।
বিষয় বুঝিয়া বিধি বিশেষ কহিলা ॥

স্মরহরবর বর পিতা পুরহর।
পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর॥
শিবগোত্র শম্ভু সর্ব্ব শঙ্কর প্রবর।
শুনিয়া বিধিরে চাহি হাসিলেন হর॥
এরূপে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিলা।
স্ত্রী-আচার করিবারে মেনকা আইলা॥
কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে।
নারদেরে কহিলা কন্দল লাগাইতে॥
গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া।
শিব কটিবন্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া॥
এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া।
লইয়া নিছনী (১) ডালা হুলাহুলি দিয়া।
বরের সম্মুখে মাত্র মেনকা আইলা।
পালাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা॥
গরুড় ঝঙ্কার দিয়া উত্তরিল গিয়া।
মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া॥
বাঘছাল খসিয়া উলঙ্গ হৈলা হর
এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর॥
মেনকা দেখিয়া চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা॥
নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই (২)॥

(১) বিবাহ-কালীন স্ত্রী-আচারের অঙ্গ বিশেষ।
(২) প্রবেশ করি।

কন্দল ও শিবনিন্দা ।

দেখিয়া সকল লোক মসাল নিবায় ।
শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায় ॥
লাজে মরে এয়োগণ কি হৈল আপদ ।
মেনকার কাছে গিয়া কহিছে নারদ ॥
শুন এয়ো এয়োগণ ব্যস্ত কেন হও ।
কেমন জামাই পেলে বুঝে শুজে লও ॥
মেনকা নারদ বাক্যে ভুনা মনোদুঃখে ।
পলাইতে গোবিন্দের পড়িল সম্মুখে ॥
দশনে রসনা কাটি গুড়ি গুড়ি যায় ।
আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায় ॥
ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয় ।
হাত নাড়ি গলা ভাড়ি ডাক ছাড়ি কয় ॥
অরে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অপ্পেয়ে ।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে ॥
বুড়া হয়ে পাগল হয়েছ গিরিরাজ ।
নারদার কথায় করিল হেন কাজ ॥
ভারত কহিছে আর কি আছে আটক ।
কন্দলের অভাব কি নারদ ঘটক ॥

কন্দল ও শিবনিন্দা ।

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো ।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো ॥
উমার কেশ চামর ছটা, তামার শলা বুড়ার জটা,
তায় বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী, দেখে আসে জ্বর লো ।

উমার মুখ চাঁদের চূড়া, বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া,
ছারকপালে ছাই কপালে, দেখে পায় ডর লো॥
উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে হাড়ের ভার,
কেমন করে ও মা উমা করিবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা মেয়ের চূড়া, ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া,
ভারত কহে পাগল নহে ঐ ভুবনেশ্বর লো॥ ধ্রু॥

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥
কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী।
আঁকশলী(১)পোয়া(২) মোনা(৩) গড়ে মেকামেকী
পাখা নাহি তবু ঢেঁকী উড়িয়া বেড়ায়।
কোণের বহুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায়॥
সেই ঢেঁকী চড়ে মুনি কাক্ষে বীণাযন্ত্র।
দাড়ী লড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র॥
“ আয়রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব।
মেয়ে গুলা মাথা কোড়ে তোরে রক্ত দিব॥
বেণা-ঝোড়ে (৪) ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া।
এয়ো সুয়া এক ঠাঁই দেখরে আসিয়া॥

(১) ঢেঁকের মধ্য ভেদ করিয়া যে কাষ্ঠ উভয়পার্শ্বস্থ পোয়ার উপরে স্থিত হয়।

(২) ঢেঁকীর দুই পার্শ্বে তাড়িকাষ্ঠের আকৃতি কাষ্ঠখণ্ড।

(৩) ঢেঁকীর মুসলির অগ্রভাগের লৌহখণ্ড।

(৪) ঝোপ, ক্ষুদ্র গাছের ঝাড়।

মুকলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরলে।
সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাটি এসো চলে॥
এক ঠাঁই এত মেয়ে দেখা নাহি যায়।
দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয়॥"
নারদের মন্ত্র তন্ত্র না হয় নিস্ফল।
পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল॥
এ বলে উহারে সই ওটা বড় ঠেঁটা
আর জন বলে সই এই বটে সেটা॥
যেই মাত্র বুড়াবর হইল লেঙ্গটা।
তাই মা লো চেয়ে রৈল ফেলিয়া ঘোমটা॥
সে বলে লো বটে বটে আমি বড় ঠেঁটা।
গোবিন্দে সুন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা॥
তার সই বলে থাক জানিলো উহারে।
পথিকেরে ভুলাইয়া আনে আঁখি ঠারে॥
ইহার হইয়া কহে উহার মকর।
গোবিন্দেরে দেখিয়াছে এ বড় পামর॥
চারিমুখা রাঙ্গাটা বরের ভাই হেন।
তার-দিকে তোর দিদী চেয়ে রৈল কেন॥
সে বলে নাকানী আলো না জান আপনা॥
চাঁদে দেখি দেখিয়াছি তোর সতীপনা॥
এই রূপে কোন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি।
ডাকাডাকি গালাগালি মাথা কুটাকুটি॥
দাঁড়াইয়া পিড়ায় হাসেন পশুপতি।
হেঁটমুখে মৃদু মন্দ হাসেন পার্ব্বতী॥

হর হর বলিয়া ডাকিয়া ভূত যত।
হরিষ বিবাদে হিমালয় জ্ঞান হত॥
ভূত ভয়ে এয়োগণ নীরব রহিছে।
ডু-করিয়া কু-করিয়া মেনকা কহিছে॥
আহা মরি ও মা উমা সোণার পুতুল।
বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল॥
পায়ে পড়ে আমার উমার কেশপাশ।
বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ॥
আমার উমার দন্ত মুকুতা গঞ্জন।
বায়ে লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন॥
উমার বদনচাঁদে পরকাশে রাকা (১)।
বুড়ার বিকট মুখে দাড়ি গোঁপ পাকা॥
কি শোভা উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন।
ছাই মাখে অঙ্গে বুড়া একি অলক্ষণ॥
উমার গলায় জাতী মালতীর মালা।
বুড়ার গলায় হাড়মালা একি জ্বালা॥
বিচিত্র বসন উমা পরে কত বন্ধে।
বাঘছালাপরে বুড়া জাঁত উঠে গন্ধে॥
উমার রতন কাঞ্চী (২) ভ্রমর গুঞ্জরে।
বুড়ার কোমরবন্ধ ফণী ফোঁস ধরে॥
নিছনি করিতে গেনু লয়ে তৈল কুড়।
সাপে খেয়েছিল প্রায় বাঁচালে গরুড়॥

---

(১) পূর্ণিমার চন্দ্র।
(২) চন্দ্রহার, গোট।

হাই মা এ লাজ কি রাখিতে ঠাঁই আছে।
কেমনে উলঙ্গ হৈল শাশুড়ীর কাছে॥
আলো নিবাইনু সবে দারুণ লজ্জায়।
কপালে আগুণ তার আলো করে তায়॥
আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে।
সপুড়ের ভুতুড়ের কপালে পড়িলে॥
বরযাত্র প্রেত ভূত দাঁড়াইয়া মুতে।
ভাগ্য বলে এয়োগণে না পাইল ভূতে॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
দক্ষযজ্ঞ মনে করি নিন্দিহ শঙ্কর॥

শিবের মোহন বেশ।

আমার শঙ্কর করুণা কর গো।
নিন্দা কর না ত্রিভুবনে মহেশ্বর॥
কালকূট পিয়া, বিশ্ব বাঁচাইয়া,
মৃত্যুঞ্জয় হৈলা হর।
কপালে অনল, শিরে গঙ্গাজল,
অনলে জলে সোসর (১)॥
ভালে সুধাকর, গলে বিষধর,
সুধা বিষে বরাবর (২)।
ভারত কহিছে, মোরে না সহিছে,
এ শিবে নিন্দে পামর॥ ধ্রু॥

শিবনিন্দা করিয়া মেনকা যত কহে।
দক্ষেরে হইল মনে উমারে না সহে॥
যে দুঃখে দক্ষের ঘরে ত্যজিলাম কায়।
এখানে মেনকা বুঝি ফেলে সেই দায়॥
হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই।
তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই॥
কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ।
কৃপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ॥
মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায়।
মনোহর বর হরে দেখিবারে পায়॥
জটাজুট মুকুট দেখিলা ফণিমণি।
বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য পৈতা ফণি॥
ছাই দিব্য চন্দন বদন কোটি চাঁদ।
মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ॥
হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাঁই।
মেনকা আনন্দে ঘরে লইলা জামাই॥
এই রূপে হরগৌরী বিবাহ হইল।
হিমালয় মেনকার আনন্দ বাড়িল॥
কুতূহলে হুলাহুলি করে এয়োগণ।
ঋষিগণ বেদগানে পূরিল ভুবন॥
কিন্নর করয়ে গান নাচয়ে অপ্সর।
অশেষ কৌতুক করে যত বিদ্যাধর॥
উমা লয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস।
বিধি বিষ্ণু আদি সবে গেলা নিজ বাস॥

নিদ্রা সখী আসি জয়া বিজয়া মিলিল।
ডাকিনী যোগিনী আদি যে যেখানে ছিল ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

সিদ্ধিঘোটন।

বড় আনন্দ উদয়।
বহুদিনে ভগবতী আইলা আলয় ॥
শঙ্খ ঘণ্টারব, মহামহোৎসব,
ত্রিভুবনে জয় জয়।
নাচিছে নাটক, গাইছে গায়ক,
রাগ তাল মান লয় ॥
যত চরাচর, হরিষ অন্তর,
পরম আনন্দময়।
রায় গুণাকর, কহে পুটকর, (১)
মোরে যেন দয়া হয় ॥ ধ্রু ॥
উমা পেয়ে মহেশের বাড়িল আনন্দ।
নন্দীরে কহেন কথা হাসি মৃদুমন্দ ॥
শুন শুন ওরে নন্দী তুমি বড় ভক্ত।
সিদ্ধি ঘুটি দিতে মোরে তুমি বড় শক্ত ॥
এত বেলা হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি খাই।
বুদ্ধিহারা হইয়াছি শুদ্ধি (২) নাহি পাই ॥

(১) যোড়কর, যোড়হাত। (২) স্বচ্ছন্দ।

ফাফর (১) হইনু দেখ মুখে উড়ে ফেকো (২)।
ভেভাচাকা (৩) লাগিল ভুলিয়া হৈনু ভেকো (৪)।
নূতন ঘোটনা কুঁড়া দিয়াছে বিশাই (৫)।
আজি বড় শুভদিন বাহ্ন কর তাই॥
এমন আনন্দ মোর কবে হবে আর।
সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার॥
যদবধি এই সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া।
ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া॥
তদবধি গৃহশূন্য সিদ্ধি নাহি জানি।
আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি॥
অল্প করি সিদ্ধি লহ যোন লক্ষ বার।
ধুতুরার ফল তাহে যত দিতে পার॥
মহুরী মরীচ লঙ্গ প্রভৃতি মসলা।
অধিক করিয়া দিয়া করহ রসলা॥
দুগ্ধ দিয়া ঘন করি ঘুরাও ঘোটনা।
দুধ কুসুম্ভায় (৬) আজি হয়েছে বাসনা॥
ভৃঙ্গী মহাকাল ভূত ভৈরবাদি যত।
সকলে প্রসাদ পাবে ঘোট তারি মত॥
শুনি নন্দী মহানন্দে বন্দি পঞ্চাননে।
নূতন ঘোটনা কুঁড়া আনিল যতনে॥

বাছিয়া সিদ্ধির রাশি উড়াইয়া গুঁড়া।
ধুইয়া গঙ্গার জলে পূর্ণ কৈল কুঁড়া॥
দুই হাতে ঘোটনা দুপায়ে কুঁড়া ধরি।
ত্রিপুরমর্দ্দন (১) নাম মনে মনে করি॥
তাকে পাকে ঘোটনায় আরম্ভিলা পাক।
ঘর্ঘর ঘুরান ঘোর ঘন ঘন ডাক।
রাশি রাশি ভাল ভাল পর্ব্বত প্রমাণ।
গঙ্গাজলে ঘুলি কৈল সমুদ্র সমান॥
সিদ্ধি ঘোটা হৈল হর হাসেন হরিষে।
বস্ত্র বিনা ব্যস্ত হৈলা ছাকিবেক কিসে॥
হৈমবতী হাসিছেন বদনে অঞ্চল।
ভারত কহিছে আর ছাকিয়া কি ফল॥

সিদ্ধিভক্ষণ।

মহাদেবের আঁখি ঢুল ঢুল।
সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধি হৈল স্থূল॥
নয়নে ধরিল রঙ্গ, অলসে অবশ অঙ্গ,
লটপট জটা জুট, গঙ্গা ছল থুল।
খসিল বাঘের ছাল, আলু থালু হাড়মাল,
ভুলিল ডমরু শিঙ্গা পিনাক ত্রিশূল॥
হাসি হাসি উতরোল, (২) আধ আধ আধ বোল,
নয় নন্দি নন্দি আ আ আনয় নকুল (৩)

---

(১) ত্রিপুরাসুরের বধকর্ত্তা, মহাদেব। (২) উচ্চ শব্দ।
(৩) মুখরোচনার্থ খাদ্যদ্রব্য বিশেষ, চাট।

ভারতের অনুভবে, ভাঙ্গ কি ভুলাবে ভবে,
ভবানী ভাবেন ভব ভাবভরা কুল ॥ ধ্রু ॥

সিদ্ধি ঘুটি আনি নন্দী অন্তরে দাঁড়ায়।
বেতাল ভৈরবগণ নাচিয়া বেড়ায় ॥
সম্মুখে থুইয়া সিদ্ধি মুদিয়া নয়ন।
বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন ॥
অঙ্গুলির অগ্র ভাগে অগ্রভাগ লয়ে।
ভবানীর নামে দিলা একভাব লয়ে ॥
ছোঁয়াইয়া চক্ষে মন্ত্র পড়িয়া বিশেষ।
একই নিশ্বাসে পিয়া করিলা নিঃশেষ ॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া বসে মগন হইয়া।
আকুল হইলা বড় নকুল লাগিয়া ॥
নকুল করিব কি রে কহেন নন্দিরে।
ভৃঙ্গী কহে মহাপ্রভু কি আছে মন্দিরে ॥
তাল বলে আজি ঘরে মাতা উপস্থিত।
মেনকা মেলানী ভার দিয়াছে কিঞ্চিৎ ॥
হাসিয়া কহেন হর ভালা মোর ভাই।
বড় কথা মনে কৈলি আন দেখি তাই ॥
অসংখ্য মেলানী ভার নকুলে উড়িল।
সহচরগণ সবে ভাবিতে লাগিল ॥
শঙ্কর কহেন নন্দি সবারে ডাকাও।
সকলে সিদ্ধির শেষ পরসাদ পাও ॥
সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ।
সাবধান কেহ যেন না হয় বঞ্চিৎ।

আজ্ঞামত পূর্ণ করি সকলে পাইলা।
নকুলের শেষ নাহি ভাবিতে লাগিলা॥
ভবানীর কাছে গিয়া নন্দী দেয় লাজ।
ওগো মাতা তোমার মায়ের দেখ কাজ॥
এমন মেলানী ভার দিল আই-বুড়ী।
জামাইর সিদ্ধির নকুলে গেল উড়ি॥
আমরা নকুল করি এমন কি আছে।
তুমি আজ্ঞা দিলে যাই মেনকার কাছে॥
হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা সব।
তোমা সবাকার কেবা সহে উপদ্রব॥
আই বলি যাহ যদি মোর মার ঠাঁই।
যে বুঝি তাহার চালে খড় রবে নাই॥
তোমরা আমার মায়ে কি দোষ পাইলে।
ফুরাইবে নাহি দ্রব্য বৎসর খাইলে॥
কে বলে মেলানী ভারে নাহি আয়োজন।
আন-রে মেলানী ভার দেখিব কেমন॥
মায়া কৈলা মহামায়া মায়ের কারণ।
পূরিল মেলানী ভার পূর্ব্বের যেমন॥
দেখিয়া সানন্দ ভূত ভৈরব সকলে।
খাইতে লাগিল সবে মহাকুতূহলে॥
জয় জয় হরগৌরী বলিয়া বলিয়া।
নাচিয়া বেড়ায় সবে করতালি দিয়া॥
আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

হরগৌরীর কথোপকথন।

আমারে ছাড়িও না। ভবানি
সুশীলা হইয়া, শিলায় জন্মিয়া,
শিলাময় হিয়া হইও না॥
এবার পাথারে, ফেলিয়া আমারে,
দোষ বারে বারে লইও না॥
শিশুগণ মিলা, যেন খেলা দিলা,
তেমন এখানে খেলিও না।
তব মায়া ছান্দে, বিশ্ব পড়ি কান্দে,
ভারতে এ ফেরে ফেলিও না॥ ধ্রু।

আনন্দ সাগরে হর মগন হইলা।
বিনয়ে দেবীর প্রতি কহিতে লাগিলা॥
তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বসার।
কৃপা করি আমারে করিলে অঙ্গীকার॥
দক্ষ যজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি।
এত দিন ছিলা গিয়া হেমন্তের বাড়ী॥
ভাগ্যে সে তোমার দেখা পাইনু আরবার।
সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর॥
হাসিয়া কহেন দেবী তোমা ছাড়া নই।
শঙ্কর কহেন তবে এস এক হই॥
অর্দ্ধ অঙ্গে তোমার আমার অর্দ্ধ অঙ্গে।
হরগৌরী এক তনু হয়ে থাকি রঙ্গে॥

হাসিয়া কহেন দেবী এমন কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥
নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন॥
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাধ করে।
তার সাক্ষী মৃত-পতি-সঙ্গে পুড়ে মরে॥
পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়॥
নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর (১) বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥
শুনিয়া কহেন শিব পাইয়া সরম।
তোমার সহিত নহে এমন মরম॥
তোমার শরীর আমি মাথায় করিয়া।
দেখিয়াছ ফিরিয়াছি পৃথিবী ঘুরিয়া॥
চক্র করি চক্রপাণি চক্রেতে কাটিয়া।
মোর মাথা হৈতে তোমা দিলা ছাড়াইয়া॥
অঙ্গ প্রতি অঙ্গ তব পড়িল যেখানে।
ভৈরব হইয়া আমি রয়েছি সেখানে॥
তবে মোরে হেন কথা কহ কি লাগিয়া।
আরবার যাবে বুঝি আমারে ছাড়িয়া॥
শুনিয়া কহেন দেবী সহাস্য বদনে।
সমভাবে দোঁহে এক হইবে কেমনে॥

---

(১) বেশ্যা।

পাঁচমুখ তোমার আমার এক মুখ।
সমভাবে অর্দ্ধভাগে তুমি পাবে দুঃখ॥
দশহাত তোমার আমার দুটি হাত।
সমভাগে অর্দ্ধভাগে হইবে উৎপাত॥
শঙ্কর কহেন শুন পূর্ব্ব সমাচার।
এক মুখ দুই হাত আছিল আমার॥
উর্দ্ধমুখে আগমে তোমার গুণ গাই।
দুই ভুজ উর্দ্ধ করি তোমারে ধেয়াই॥
চারি বেদে তব গুণ গান করিবারে।
চারি মুখ দিলা তুমি অধিক আমারে॥
চারি তাল ধরিতে অধিক আট হাত।
দিয়াছ আপনি পূর্ব্বে নিন্দহ পশ্চাৎ॥
এত বলি এক মুখ দ্বিভুজ হইলা।
সাক্ষী করি এক মুখ রুদ্রাক্ষে রাখিলা॥
হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান।
হরগৌরী এক দুই ইথে নাহি আন॥
দুই জনে সহাস্য বদনে রসরঙ্গে।
হরগৌরী এক হৈলা দুই অর্দ্ধ অঙ্গে॥
এই রূপে হরগৌরী করেন বিহার।
গজানন ষড়ানন হইল কুমার॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

হরগৌরীরূপ।

কি এ নিরুপম, শোভা মনোরম,
হরগৌরী এক শরীরে।
শ্বেত পীত কায়, রাঙ্গা দুটি পায়,
নিছনি লইয়া মরি রে॥ ধ্রু॥

আধ বাঘ ছাল ভাল বিরাজে, আধ পট্টাম্বর সুন্দর সাজে,
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে, আধ ফণি ফণা ধরি রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা, আধ মণিময় হার উজালা,
আধ গলে শোভে গরল কালা, আধই সুধা মাধুরী রে॥
একহাতে শোভে ফণি ভূষণ, একহাতে শোভে মণিকঙ্কণ,
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ, আধই তাম্বূল পূরি রে।
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন, কজ্জল উজ্জ্বল এক নয়ন,
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন, আধই সিন্দূর পরি রে।
কপাল লোচন আধই আধে, মিলন হইল বড়ই সাধে,
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে, হইল প্রণয় করি রে॥
দোঁহার আধ২ আধশশী, শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি,
আধ জটাজূট গঙ্গা সরসী, আধই চারু কবরী রে॥
এককাণে শোভে ফণিমণ্ডল, এককাণে শোভে মণিকুণ্ডল,
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল, আধই গন্ধ কস্তূরী রে।
ভারত কবি গুণাকর রায়, কৃষ্ণচন্দ্র প্রেম ভকতি চায়,
হরগৌরী বিয়া হইল সায়, সবে বল হরি হরি রে॥

ইতি শনিবারের রাত্রি পালা।

কৈলাস বর্ণনা।

কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর,
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর,
অপ্সরগণের বাস॥
রজনী বাসর, মাস সংবৎসর,
দুই পক্ষ সাত বার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ, কিছু নাহি ভেদ,
সুখ দুঃখ একাকার॥
তরু নানা জাতি, লতা নানা ভাতি,
ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ, বিবিধ ভুজঙ্গ,
নানা পশু সুশোভিত॥
অতি উচ্চতরে, শিখরে শিখরে,
সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে,
মুনির মানস হরে॥
মৃগ পালে পাল, শার্দ্দুল রাখাল,
কেশরী হস্তি রাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে, ক্রীড়া করে রঙ্গে,
ইন্দুরে পোষে বিড়াল॥
সবে পিয়ে সুধা, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা,
কেহ না হিংসয়ে কারে।

কৈলাস পুরী।

যে যার ভক্ষক, সে তার রক্ষক,
সার অসার সংসারে ॥
সম ধর্ম্মাধর্ম্ম, সম কর্ম্মাকর্ম্ম,
শত্রু মিত্র সমতুল।
জরা মৃত্যু নাই, অপরূপ ঠাঁই,
কেবল সুখের মূল ॥
চৌদিকে দুস্তর, (১) সুধার সাগর,
কল্পতরু সারি সারি।
মণি বেদীপরে, চিন্তামণি ঘরে,
বসি গৌরী ত্রিপুরারি ॥
শিব শক্তিমেলা, নানা রসে খেলা,
দিগম্বরী দিগম্বর।
বিহার যে সব, সে সব কি কব,
বিধি বিষ্ণু অগোচর ॥
নন্দী দ্বারপাল, ভৈরব বেতাল,
কার্ত্তিকেয় গণপতি।
ভূত প্রেত যক্ষ, ব্রহ্মদৈত্য রক্ষ,
গণিতে কার শকতি ॥
এক দিন হর, ক্ষুধায় কাতর,
গৌরীরে কহিলা হাসি।
ভারত ব্রাহ্মণ, করে নিবেদন,
দয়া কর কাশীবাসী ॥

(১) দুষ্পার, অসাধ্য পার।

হরগৌরীর বিবাদ সূচনা।

বিধি মোরে লাগিল রে বাদে।
বিধি যার বিবাদী কি সাদ তার সাদে॥
এ বড় বিষম ধন্ধ, যত করি ছন্দ(১) বন্দ,
ভাল ভাবি হয় মন্দ, পড়িনু প্রমাদে॥
ধর্ম্মে জানি সুখ হয়, তবু মন নাহি লয়,
অধর্ম্মে বিবিধ ভয়, তবু তাই সাধে॥
মিছা দারা সুত লয়ে, মিছা সুখে সুখী হয়ে,
যে রহে আপনা কয়ে, সে মজে বিষাদে।
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের, আর সব মিছা ফের,
ভারত পেয়েছে টের, গুরুর প্রসাদে॥ ধ্রু॥
শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি॥
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাধ করে এক দিন পেট ভরে খাই॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে॥
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল॥
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ।
কপালে আগুণ মোর না ঘুচিল দুঃখ॥

---

(১) অভিলাষ।

নীচলোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি।
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিক্ষারি॥
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী (১)॥
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রস কথা কহিতে বিরস হয়ে যায়॥
কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষণ ঘর।
খাইতে না পাই কভু পূরিয়া উদর॥
আর আর গৃহির গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামির সেবন করে তারা॥
অনির্ব্বাদে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।
আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায়॥
পরম্পরা পরম্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রীভাগ্যেতে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র॥
এইরূপে দুই জনে বাড়িছে বাকুহল।
ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল॥

হরগৌরীর কন্দল।

কেবা এমন ঘরে থাকিবে। জয়া।
এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে॥
আপনি মাখেন ছাই, আমারে কহেন তাই,
কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে॥

(১) ভগবতী, কোপনাক্ষী।

দামাল (১) ছাবাল দুটি, অন্ন চাহে ভূমে লুটি,
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে॥
বিষপানে নাহি ভয়, কথা কৈতে ভয় হয়,
উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে।
মা বাপ পাষাণ হিয়া, হেন ঘরে দিল বিয়া,
ভারত এ দুঃখে ঘর ছাড়িবে॥ ধ্রু॥
শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।
ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাট লোচনে॥
শুনিলে বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী (২)।
চণ্ডের (৩) কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক (৪)॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়াগরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি॥
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উহাঁর কপালে সবে হয়েছে নন্দন॥
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়॥

(১) দাম্বাল, দুরন্ত শিশু। (২) পামর, নীচ।
(৩) অত্যন্ত কোপন, রাগী। (৪) উয়ের ঢিপী।

অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালী ধন কই॥
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে॥
বুড়াবরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছু গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু॥
তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ॥
উঁহার ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা॥
বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥
ভিক্ষা মাগি খুদকণা যে পান ঠাকুর।
তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর॥
ছোটপুত্র কার্ত্তিকেয় ছয়মুখে খায়।
উপায়ের সীমানাই ময়ূর উড়ায় (১)॥
উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া (২)॥

(১) [ব্যঙ্গোক্তি] ময়ূরের উপর চড়িয়া বেড়ায়।
(২) অদ্ভুত, অপূর্ব্ব।

ভারত কহিছে মাগো কত বল আর।
শিবের যে তিরস্কার সেই পুরস্কার।

শিবের ভিক্ষা যাত্রায় উদ্যোগ।

ভবানীর কটু ভাষে, লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে,(১)
ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত, পিত্তে হৈল গলা তিক্ত,
বৃদ্ধলোকে ক্ষুধা নাহি সহে।
হেটমুখে পঞ্চানন, নন্দিরে ডাকিয়া কন,
বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।
আন শিঙ্গা হাড়মাল, ডমরু বাঘের ছাল,
বিভূতি লেপিয়া দেহ গায়॥
আন রে ত্রিশূল ঝুলি, প্রমথ (২) সকল গুলি,
যত গুলি ধুতুরার ফল।
থলি ভরা সিদ্ধি গুঁড়া, লহরে ঘোটনা কুঁড়া,
জটায় আছয়ে গঙ্গাজল॥
ঘর উজাড়িয়া যাব, ভিক্ষায় যে পাই খাব,
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা, সে জন জীয়ন্তে মরা,
তাহাকে উচিত বনবাস॥
বৃদ্ধকালে আপনার, নাহি জানি রোজগার,
চাস বাস বাণিজ্য ব্যাপার।

---

(১) মহাদেব। (২) শিবের পারিষদ।

সকলে নির্গুণ কয়, ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়,
নামমাত্র রহিয়াছে সার।
যত আনি তত নাই, না যুচিল খাই খাই,
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর, আরোহিয়া বৃষোপর,
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া।
শিবের দেখিয়া গতি, শিবা কন ক্রোধমতি,
কি করিব একা ঘরে রয়ে।
বৃথা কেন দুঃখ পাই, বাপের মন্দিরে যাই,
গণপতি কার্ত্তিকেয় লয়ে॥
যে ঘরে গৃহস্থ হেন, সে ঘরে গৃহিণী কেন,
নাহি ঘরে সদা খাই খাই।
কি করে গৃহিণীপনে, খন খন ঝন ঝনে,
আসে লক্ষ্মী বাস বান্ধে নাই॥
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাস,
রাজসেবা কত খচমচ (১)।
গৃহস্থ আছয়ে যত, সকলের এই মত,
ভিক্ষা মাগা নৈব চ নৈব চ (২)॥
হইয়া বিরসমন, লয়ে গুহ গজানন,
হিমালয়ে চলিলা অভয়া।
ভারত বিনয়ে কয়, এমন উচিত নয়,
নিষেধ করিয়া কহে জয়া॥

(১) বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ॥ (২) নিশ্চয় না, কদাচ না।

জয়ার উপদেশ ।

কহে সখী জয়া, শুন গো অভয়া,
এ কি কর ঠাকুরালি (১) ।
ক্রোধে করি ভর, যাবে বাপ ঘর,
খেয়াতি হবে কাঙ্গালি ॥
মিছা ক্রোধ করি, আপনা পাসরি,
কি কর ছাবাল খেলা ।
সুখ মোক্ষ ধাম, অন্নপূর্ণা নাম,
সংসার সাগরে ভেলা ॥
অন্নপূর্ণা হয়ে, অন্ন দেহ বয়ে,
দাঁড়াবে কাহার কাছে ।
দেখিয়া কাঙ্গালি, সবে দিবে গালি,
রহিতে না দিবে নাছে (২) ॥
জননীর আশে, যাবে পিতৃবাসে,
ভাজে দিবে সদা তাড়া ।
বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে, (৩)
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া ॥
যা বলি তা কর, নিজ মূর্ত্তি ধর,
বস অন্নপূর্ণা হয়ে ।
কৈলাস শিখর, অন্নে পূর্ণ কর,
জগতের অন্ন লয়ে ॥

---

(১) কর্ত্তৃত্ব, মাতব্বরি । (২) খিড়কী । (৩) বিদ্যাসুন্দরে রাণীর ২.৮ বিদ্যার অনুনয় বিষয়ে এই বাক্যের পুনরুক্তি পাইবেন ।

তিন ভূমণ্ডলে, যে স্থলে যে স্থলে,
যত যত অন্ন আছে।
কটাক্ষ করিয়া, আনহ হরিয়া,
রাখ আপনার কাছে॥
কমল আসন, আদি দেবগণ,
কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ।
কমলা প্রভৃতি, যতেক প্রকৃতি,
এই স্থানে দেহ ভক্ষ্য॥
ফিরি ঘরে ঘর, হইয়া কাঁফর,
কোথায় না পেয়ে অন্ন।
আপনি শঙ্কর, আসিবেন ঘর,
হইয়া অতি বিষণ্ণ॥
অন্ন দিয়া তাঁরে, সকল সংসারে,
আপনা প্রকাশ কর।
প্রকাশিয়া তন্ত্রে, অন্নপূর্ণা মন্ত্রে,
লোকের যন্ত্রণা হর॥
তিন ভূমণ্ডলে, পূজিবে সকলে,
চৈত্র শুক্লঅষ্টমীতে।
দ্বিতীয়া অন্বিত, (১) অষ্টাহ সঙ্গীত,
বিসর্জ্জন নবমীতে॥
পূজিবে যে জনে, তাহার ভবনে,
হইবে লক্ষ্মী অচলা।

(১) যুক্ত।

আর যত আছে, সব হবে পাছে,
কহিবে অষ্টমঙ্গলা॥
কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ, দেবী পুত্র রূপ,
অন্নপূর্ণা ব্রতদাস।
ভারত ব্রাহ্মণ, কহে সুবচন,
অন্নদা পূরাও আশ॥

অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিধারণ।

অন্নপূর্ণা জয় জয়। দূর কর ভবভয়॥
তুমি সর্ব্বময়, তোমা হৈতে হয়,
সৃজন পালন লয়।
কত মায়া কর, কত কায়া ধর,
বেদের গোচর নয়॥
বিধি হরি হর, আদি চরাচর,
কটাক্ষেতে কত হয়।
ছাড় ছায়া মায়া, দেহ পদছায়া,
ভারত বিনয়ে কয়॥ ধ্রু॥

জয়ার বচনে দেবী মানিয়া প্রবোধ।
বসিলেন হাস্যমুখী দূর গেল ক্রোধ॥
বিশাই বিশাই বলি করিলা স্মরণ।
যোড়হাতে বিশ্বকর্ম্মা দিলা দরশন॥
শুনরে বিশাই বাছা লহ মোর পান।
পানপাত্র হাতা দেহ করিয়া নির্ম্মাণ॥

স্বর্ণ বুঝি বিশ্বকর্ম্মা আজ্ঞা পাবা মাত্র।
রতননির্ম্মিত দিল হাতা পানপাত্র॥
রতন মুকুট দিল নানা অলঙ্কার।
অমূল্য কাঁচুলী শাড়ী উড়নী যে আর॥
বসিবারে মণিময় দিলা কোকনদ (১)।
আশিষ করিলা মাতা হও নিরাপদ॥
মায়া কৈলা মহামায়া কহিতে কে পারে।
হরিলা যতেক অন্ন আছিল সংসারে॥
কোটি কোটি রূপ কোটি কোটি নারায়ণ।
কোটি কোটি রূপ কোটি কোটি পদ্মাসন॥
কোটি কোটি রূপ কোটি কোটি মৃত্যুঞ্জয়।
কোটি কোটি রূপ কোটি কোটি হরি হয়॥
দেব দেবী ভুজঙ্গ কিন্নর আদি যত।
সৃষ্টি কৈলা কোটি কোটি কোটি কোটি শত॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইল এক ঠাঁই।
কেমন হইল যেনে মনে আসে নাই॥
অন্নের পর্ব্বত পরমান্ন সরোবর।
ঘৃত মধু দুগ্ধ দধি সাগর সাগর॥
কে রান্ধে কে বাড়ে কেবা দেয় কেবা খায়।
কোলাহল গণ্ডগোল বলা নাহি যায়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কলরব এক ঠাঁই।
জয় জয় অন্নপূর্ণা বিনা শব্দ নাই॥

(১) রক্তকুমুদ রক্তপদ্ম।

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর ।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিবের ভিক্ষা যাত্রা ।

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া ।
ত্রিলোক ভ্রমেণ অন্ন চাহিয়া চাহিয়া ॥
যে খানে যে খানে হর অন্ন হেতু যান ।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান ॥
ববম্ ববম্ বম্ ঘন বাজে গাল ।
ভভম্ ভভম্ ভম্ শিঙ্গা বাজে ভাল ॥
ডিম ডিম ডিম ডিম ডমরু বাজিছে ।
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে ।
দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা ।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা(১) ॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল ।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল ॥
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও ।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও ॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া ।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া ॥

(১) অনাবিষ্ট বালকবৃন্দ, অর্ব্বাচীন

কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল ॥
তার আর দিন তাহে হাসেন গোসাঁই।
শুদিন ওদন (১) বিনা ভাল লাগে নাই ॥
চেতনার চেতরে চেত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেত চিত্ত সেই সদা দুঃখী ॥
এত বলি অন্ন দেহ কহিলেন শিব।
সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব ॥
কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল ॥
কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া।
কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া ॥
আজি যেনে ফির মাগ শঙ্কর ভিকারি।
কালি আস অন্ন দিব আজিত না পারি ॥
এই রূপে শঙ্কর ফিরিয়া ঘরে ঘর।
অন্ন না পাইয়া হৈলা বড়ই কাতর ॥
ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ।
বৈকুণ্ঠে গেলেন যথা লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
আস লক্ষ্মি অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর।
ভারত কহিছে লক্ষ্মী হইলা কাঁফর ॥

---

(১) অন্ন।

শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ।

কহে লক্ষ্মী শুন গৌরীপতি।
কহিতে না বাক্য সরে, অন্ন নাহি মোর ঘরে,
আজি বড় দৈবের দুর্গতি॥
আমি লক্ষ্মী সর্ব্ব ঠাঁই, মোর ঘরে অন্ন নাই,
ইহাতে প্রত্যয় কেবা করে।
শুনিয়া শঙ্কর কন, ফিরিলাম ত্রিভুবন,
এই কথা সকলের ঘরে॥
ভস্মান হইল গুঁড়া, না মিলিল খুদ কুঁড়া,
ফিরিনু সকল পাড়া পাড়া।
হাভাতে(১) যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়,
দেহে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া।
লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই, আর যাব কার ঠাঁই,
ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই।
গলে সাপ বান্ধি চাই, তবু অন্ন নাহি পাই,
কপালে দিলেক বিধি ছাই॥
কত সাপ আছে গায়, হাভাতেরে নাহি খায়,
গলে বিষ সেহ নাহি বধে।
কপালে অনল জ্বলে, সেহ না পোড়ায় বলে,
না জানি মরিব কি ঔষধে॥
ঘরে অন্ন নাহি যার, মরণ মঙ্গল তার,
তার কেন বিলাসের(২) সাধ।

(১) হতভাগ্য, হতভাগা। (২) আমোদ, শোভা।

যার নারী সুতা সুত, সদা অন্নকষ্টযুত,
সর্ব্বদা তাহার অবসাদ(১) ॥
দেখিয়া শিবের খেদ, লক্ষ্মী কয়ে দিলা ভেদ,
কেন শিব করহ বিষাদ।
অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কান্দে অন্নের তরে,
এ বড় মায়ার পরমাদ (২)।
গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে, জগতের অন্ন লয়ে,
কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা।
যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে, সকলি তাঁহার কাছে,
তাঁরে কেন করিয়াছ হেলা॥
আমার স্তুকতি ধর, কৈলাস গমন কর,
আমি আদি সকলি সেখানে।
তোমারে কবার তরে, আমি আছিলাম ঘরে,
এই আমি যাই সেই খানে ॥
এত বলি হরিপ্রিয়া, কৈলাসে রহিলা গিয়া,
শিব গেলা ভাবিয়া চিন্তিয়া।
দেখি অন্নদার ক্রীড়া, শিবের হইল ব্রীড়া, (৩)
তত্ত্ব কিছু না পান ভাবিয়া॥
কত কোটি হরি হর, পদ্মাসন পুরন্দর,
কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মিলিত।
সুখে নানা রস খায়, স্তুতি পড়ে নাচে গায়,
দেখি শিব হইলা মোহিত॥

(১) গ্লানি, অবসন্নতা। (২) প্রমাদ, ভ্রম। (৩)

দেখি বেটিং হরে. স্থাণু স্থাণু (১) হৈলা ডরে
অন্নপূর্ণা অন্তরে জানিয়া।
ভারতের উপরোধে, বিসর্জ্জন দিয়া ক্রোধে,
অন্ন দিলা নিকটে আনিয়া॥

শিবে অন্নদান।

অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন।
অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন॥
কারণ অমৃত পূরিত করি।
রত্ন পানপাত্র দিলা ঈশ্বরী॥
সঘৃত পলান্নে(২) পূরিয়া হাতা।
পরশেন হরে হরিষে মাতা॥
পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত।
পূরেন উদর সাধের মত॥
পায়স পয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টক পর্ব্বত কচমচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া॥
জয় জয় অন্ন পূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥

(১) প্রথম অর্থ মহাদেব, দ্বিতীয়ার্থ অচল, স্থির, খুঁটি।
(২) মাংসপক্ক অন্ন, পোলাও।

শিবের বরদান।

ছড়িবে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে॥
লট পট জটা লপটে(১) পায়
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥
গর গর গর গরজে ফণী।
দপ দপ দপ দীপয়ে মণি॥
ধক্ ধক্ ধক্ ভালে অনল।
তর তর তর চান্দমণ্ডল॥
সর সর সরে বাঘের ছাল।
দলমল দোলে মুণ্ডের মাল॥
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল।
তাতা থেই থেই বলে বেতাল॥
বব্‌ম্ বব্‌ম্ বাজয়ে গাল।
ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল॥
ভভম্ ভভম্ বাজয়ে শিঙ্গা।
মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা॥
পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম তালে।
নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে॥
নাটক দেখিয়া শিব ঠাকুর।
হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর॥
অন্নদা অন্ন দেহ এই যাচে।
ভারত ভুলিল ভবের নাচে॥

(১) জড়ায়।

অন্নপূর্ণা মাহাত্ম্য।

জয় জগদীশ্বরি জয় জগদম্বে।
ভব ভবরাণী ভব অবলম্বে॥
শিব শিবকায়া, হর হরজায়া,
পরিহর মায়া, অর(১) অবিলম্বে।
যদি কর মমতা(২), হত হয় যমতা(৩),
দিবি(৪) ভুবি(৫) সমতা, গুহ হেরম্বে॥
ভব জন যেবা, সুরপতি কেবা,
যম দেই সেবা, শিব পরিলম্বে।
ভবজলতরণে, রাখহ চরণে,
ভারত স্মরণে, করি কাদম্বে॥ধ্রু॥

এই রূপে অন্নপূর্ণা আপনা প্রকাশি।
হরিলা যতেক মায়া মহামায়া হাসি॥
বসিলা গিরিশ গৌরী কৌতুক অশেষ।
সম্মুখে করেন ক্রীড়া কার্ত্তিক গণেশ॥
দুদিগে বিজয়া জয়া নন্দী দ্বারপাল।
ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল॥
অন্নপূর্ণা মহিমা দেখিয়া মহেশ্বর।
প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র বহুতর॥

(১) [সংস্কৃত] রক্ষাকর। (২) স্নেহ, অনুরাগ। (৩) মৃত্যু।
(৪) স্বর্গ, আকাশ। (৫) পৃথিবী।

উপাসনা পূজা ধ্যান কবচ সাধন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন॥
বিস্তর অন্নদাকল্পে অল্পে কব কত।
কিঞ্চিৎ কহিনু নিজ বুদ্ধি শুদ্ধি মত॥
যে জন করয়ে অন্নপূর্ণা উপাসনা।
বিধি হরি হর তার করয়ে মাননা॥
ইহলোকে নানা ভোগ করে সেই জন।
পরলোকে মোক্ষ পায় শিবের লিখন॥
অন্নপূর্ণা মহামায়া মহাবিদ্যা মাঝ।
যাঁর বরে স্বর্গে লক্ষ্মী ইন্দ্র দেবরাজ॥
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব যাঁর করি উপাসনা।
বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব যাঁর করিয়া মাননা॥
শিবের শিবত্ব যাঁর উপাসনা ফলে।
নিগম(১) আগম(২) যাঁরে আদ্যাশক্তি বলে॥
দয়া কর দয়াময়ী দানবদমনী।
দক্ষসুতা দাক্ষায়ণী দারিদ্র্যদলনী॥
হৈমবতী হরপ্রিয়া হেরম্ব জননী।
হেম হীরা হারময়ী হিরণ্য বরণী॥
হইলা নন্দের সুতা হরি সহায়িনী।
হেরি হাহাকার হর হরিণ হেরিণী॥
কাম রিপু কামিনী কামদা কামেশ্বরী।
করুণা কটাক্ষ কর কিছু কৃপা করি॥

---

(১) শাস্ত্রবিশেষ, বেদশাখা। (২) তন্ত্র শাস্ত্র।

রাজার আনন্দ কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল॥
গায়নে বায়নে মা গো মাগি এই বর
অন্নে পূর্ণ কর ঘর গলে দেহ স্বর॥
শুনিতে মঙ্গল তব যার ভক্তি হয়।
ধন পুত্র লক্ষ্মী তার স্থির যেন রয়॥
কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥
ইতি রবিবারের দিবাপালা।

শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা।

পুণ্যভূমি বারাণসী, বেষ্টিত বরুণা(১)অসি(২),
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত।
আনন্দ কানন নাম, কেবল কৈবল্য ধাম,
শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত॥
বাপি(৩)যাহে জ্ঞানবাপী, নামে মোক্ষ পায় পাপী,
মহিমা কহিতে কেবা পারে॥
মণিকর্ণি(৪) পুষ্করিণী, মোক্ষপদ বিধায়িনী,
সার বস্তু অসার সংসারে॥

---

(১) নদীবিশেষ। (২) নদীবিশেষ। (৩) দির্ঘীকা, বৃহৎজলাশয়।
(৪) কাশীস্থ তীর্থ ও গঙ্গার ঘাটবিশেষ।

দশাশ্বমেধের (১) ঘাট, চৌষট্টি যোগিনী পাট, (২)
নানা স্থানে নানা মহা স্থান।
তীর্থ তিন কোটি সাড়ে, এক ক্ষণ নাহি ছাড়ে,
সকল দেবের অধিষ্ঠান॥
মহেশের রাজধানী, দুর্গা যাহে মহারাণী,
যাহে কালভৈরব প্রহরী।
শমনের অধিকার, না হয় স্মরণে যার,
ভবসিন্ধু তরিবার তরি॥
যাহে জীব ত্যজি জীব, সেইক্ষণে হয় শিব,
পুনঃ নহে জঠর যাতনা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, দনুজ মনুজ রক্ষঃ,
সবে যার করয়ে মাননা॥
শিবলিঙ্গ সংখ্যাতীত, যাহে সদা অধিষ্ঠিত,
তাহাতে প্রধান বিশ্বেশ্বর।
যত যত যশোধাম, প্রকাশি আপন নাম,
শিবলিঙ্গ স্থাপিলা বিস্তর॥
দেবতা কিন্নর নর, সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর,
তপস্যা করয়ে মোক্ষ আশে।
দেখিয়া কাশীর শোভা, মহেশের মনোলোভা,
বিহরেন ছাড়িয়া কৈলাসে॥
সর্ব্ব সুখময় ঠাঁই, সবে মাত্র অন্ন নাই,
দেখিয়া ভাবেন সদাশিব।

(১) দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যে ঘাট প্রস্তুত হইয়াছে।
(২) চৌষট্টি যোগিনীর প্রতিমূর্ত্তির স্থান।

অনেকের হৈল বাস, সকলের অন্ন আশ,
কি প্রকারে অন্ন যোগাইব॥
আপন আহার বিষ, ধ্যানে যায় অহর্নিশ,
অন্ন সনে নাহি দরশন।
এখানে বসিবে যারা, অন্নজীবী হবে তারা,
অন্ন বিনা না রবে জীবন॥
এত ভাবি ত্রিলোচন, সমাধিতে(১) দিয়া মন,
বসিলেন চিন্তাযুক্ত হয়ে।
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠানে, অন্নে পূর্ণ কর স্থানে,
ভারত দিলেন যুক্তি কয়ে॥

বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরীনির্ম্মাণের অনুমতি।

ভব ভাবি চিতে, পুরী নির্ম্মাইতে,
বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান।
বিশ্বকর্ম্মা আসি, প্রবেশিলা কাশী,
যোড়হাতে সাবধান॥
বিশ্বকর্ম্মে হর, কহিলা বিস্তর,
শুনরে বাছা বিশাই।
অন্নপূর্ণা আসি, বসিবেন কাশী,
দেউল(২) দেহ বানাই॥
বিশ্বকর্ম্মা শুনি, নিজ পুণ্য গুণি,
দেউল কৈলা নির্ম্মাণ।

(১) যোগ সাধন। (২) দেবালয়, মঠ।

অন্নদা মুরতি, নিরূপম অতি,
নির্ম্মায় সাবধান ॥
রতন দেউল, ভুবনে অতুল,
কোটি রবি পরকাশ।
বিবিধ বন্ধান, অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ,
দেখি সুখী কৃত্তিবাস ॥
দেউল ভিতরে, মণিবেদীপরে,
চিন্তামণির প্রতিমা।
চতুর্ব্বর্গ প্রদা, গড়িল অন্নদা,
অনন্ত নাম মহিমা ॥
মণিময় চ্ছদ.(১) গাঢ় কোকনদ,
অরুণ কিরণ শোভা।
ভুবন মণ্ডল, করয়ে উজ্জ্বল,
মহেশের মনোলোভা ॥
তাহার উপরি, পদ্মাসন করি,
অন্নদা মুরতি গড়ে।
পদতল রঙ্গে, দেখি অষ্ট অঙ্গে,
অরুণ চরণে পড়ে ॥
অতি নিরমল, চরণ যুগল,
সুশোভিত নখ ছাঁদে।
দিনে দিনে ক্ষীণ, কলঙ্কে মলিন,
কত শোভা হবে চাঁদে ॥

(১). পত্র, পাতা

মণি করিকর, উরু মনোহর,
নিতম্বে রত্নকিঙ্কিণী।
ত্রিবলীর ভঙ্গে, অনঙ্গের অঙ্গে,
বান্ধি রাখে মাজা ক্ষীণি॥
সুখ সরোবর, নাভি মনোহর,
মদন সফরী(১) ধাম।
কামের কুন্তল, অতি সুকোমল,
রোমাবলী অভিরাম॥
স্বয়ম্ভু শঙ্কর, উচ্চ কুচবর,
সুধাসিন্ধু বিম্বরাজে (২)।
রতন কমল, মৃণাল কোমল,
সুবলিত ভুজ সাজে॥
কর্ণরণ অমৃত, পলান্ন সঘৃত,
পানপাত্র হাতে শোভে।
সম্মুখে শঙ্কর, নাচেন সুন্দর,
অন্ন খেয়ে অন্নলোভে॥
কোটি সুধাকর, বদন সুন্দর,
রতন মুকুট শিরে।
অর্দ্ধশশী ভালে, কেশ মল্লীমালে,(৩)
অলি মধু লোভে ফিরে॥
অন্নদা মুরতি, দেখি পশুপতি,
বিশাইরে দিলা বর।

---

(১) প্রোষ্ঠী মৎস্য, পুঁটিমাছ। (২) চন্দ্র।
(৩) মল্লিকাপুষ্পবৃক্ষ, বেলফুলের গাছ।

কৃষ্ণচন্দ্র মত, রচিলা ভারত,
কবিরায় গুণাকর॥

অন্নপূর্ণা পুরী নির্ম্মাণ।

দেউলের শোভা দেখি বিশাই মোহিলা।
চৌদিকে প্রাচীর দিয়া পুরী নির্ম্মাইলা॥
সম্মুখে করিলা সরোবর মনোহর।
মাণিকে বান্ধিলা ঘাট দেখিতে সুন্দর॥
সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত আদি মণিগণ।
দিয়া কৈলা চারি পাড় অতি সুশোভন॥
তুলিলা পাতাল গঙ্গা ভোগবতী জল।
সুশীতল সুবাসিত গভীর নির্ম্মল॥
গড়িলা স্ফটিক দিয়া রাজহংসগণ।
প্রবালে গড়িলা ঠোঁট সুরঙ্গ(১) চরণ॥
সূর্য্যকান্তমণি দিয়া গড়িলা কমল।
চন্দ্রকান্তমণি দিয়া গড়িলা উৎপল(২)॥
নীলমণি দিয়া গড়ে মধুকর পাঁতি।
নানা পক্ষি জলচর গড়ে নানা ভাঁতি॥
ডাহুকা ডাহুকী গড়ে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারসা সারসী গড়ে বক বকীগণ॥
তিত্তিরা তিত্তিরী পানীকাক পানীকাকী।
কুরলী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী॥

(১) রক্তবর্ণ, হিঙ্গুল। (২) নীলকমল, রক্তপদ্ম।

কাদাখোঁচা দলপিপী কামি কোড়া কঙ্ক।
পানিকর বেণেবউ গড়ে মৎস্যরঙ্ক॥
হাঙ্গর কুম্ভীর গড়ে শুশুক মকর।
নানা জাতি মৎস্য গড়ে নানা জলচর॥
চীতল ভেকুট রুই কাতলা মৃগাল।
বানি লাটা গড়ুই উলকা শোল শাল॥
পাকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা।
গুড়িয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা॥
মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই।
কালবসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই॥
শিঙ্গী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোণা।
চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটি চান্দা গুঁড়া সোণা॥
গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা।
খরশুলা তপসিয়া পাঙ্গাস ইলিশা॥
চারি পাড়ে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মায় উদ্যান।
চারি পাড়ে বৃক্ষ গড়ে সুন্দর বন্ধান॥
অশোক কিংশুক চাঁপা পুন্নাগ কেশর।
করবীর গন্ধরাজ বকুল টগর॥
শেফালী পীয়লী দোনা পাকল রঙ্গন।
মালতী মাধবীলতা মল্লিকা কাঞ্চন॥
জবা জুতী জাতী চন্দ্রমল্লিকা মোহন।
চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি অতি সুশোভন॥
কনক চম্পক ভূমিচম্পক কেতকী।
চন্দ্রমুখী সূর্য্যমুখী অতসী ধাতকী॥

কদম্ব বাকস বক কৃষ্ণকেলি কুন্দ।
পারিজাত মধুমল্লী ঝিঁন্টি মুচকুন্দ॥
আম জাম নারিকেল জামীর কাঁটাল।
খর্জ্জুর গুবাক শাল পিয়াল তমাল॥
হিন্তাল তেঁতুল তাল বিল্ব আমলকী।
পাকুড় অশ্বত্থ বট বালা হরীতকী॥
ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ ফুল ফলধর।
তার শোভা হেতু গড়ে বিহঙ্গ বিস্তর॥
ময়না শালিক টিয়া তোতা কাকাতুয়া।
চাতক চকোর ভুরী তুরী রাঙ্গাচুয়া॥
ময়ূর ময়ূরী শারী শুক আদি খগ।
কোকিল কোকিলা আদি রসাল বিহগ॥
সীকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতী।
কাহা কুহী লগড় বাগড় জোড়া দুতি॥
শকুনী গৃধিনী হাড়গিলা মেটেচিল।
শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ শ্বেত রক্ত নীল॥
চৈটা ভেটী ভাটা হরিতাল গুড়গুড়।
নানাজাতি কাক পেঁচা বাবুই বাদুড়॥
বাকচা হারীত পারাবত পাকরাল।
ছাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল॥
চড়ুই মনিয়া পাবহুয়া টুনটুনি।
বুলবুলি জল আদি পক্ষী নানা গুণি॥
বউ-কথা-কহ আর দেশের কি হবে।
বন শোভা যে সব পক্ষীর কলরবে॥

ভীমরুল ডাশ মশা বোলতা প্রভৃতি।
গড়িয়া গড়িছে পশু বিবিধ আকৃতি॥
সরভ কেশরী বাঘ বানর গণ্ডার।
ঘোড়া উট মহিষ হরিণ কালসার॥
বানর ভালুক গরু ছাগল শশাঙ্ক।
বরাহ কুক্কুর ভেড়া খট্টাস সজারু॥
ঢোলকান খেঁকি খেঁকশেয়ালী ঘোড়াক।
বারশিঙ্গা বাগডাঁশ কস্তুরী তুলাক।
গাধা গোধা হাপা হাউ চমরি শৃগাল।
হোড়ার নকুল গোলা গবয় বিড়াল॥
কাকলাস ধেড়ে মুষা ছুঁচা আর নাই।
সৃষ্টি হেতু যোড়া যোড়া গড়িলা বিশাই॥
বনমানুষাদি গড়ি মনে বাড়ে রঙ্গ।
নানামতে নানাজাতি গড়িছে ভুজঙ্গ॥
কেউটে খরিশ কালী গোখুরা ময়াল।
বোড়া চিতি শঙ্খচূড় হুঁচে ব্রহ্মজাল॥
শাখিনী চামরকোষা সুতার সঞ্চার।
খড়ীচাঁচ অজগর বিষের ভাণ্ডার।
তক্ষক উদয়কাল ডাঁড়াশ কানাড়া।
লাউডগা কাউশর কুয়ে বেতছাড়া।
ছাতারে শাঁয়ড় চাঁদা নানাজাতি বোড়া।
ঢেমনা মেটিলী পুঁয়ে হেলে চিতিবোড়া।
বিছ বিছু পিপীড়া প্রভৃতি বিষধর।
সৃষ্টি হেতু যোড়ে যোড়ে গড়িল বিস্তর॥

সরোবর বনশোভা দেখি সুখী শিব।
জীবন্যাস মন্ত্রেতে সবার দিলা জীব॥
আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

দেবগণ নিমন্ত্রণ।

চল কাশী মাঝে সবে যাব।
অন্নদা পূজিবে শিব দেখিবারে পাব॥
মণিকর্ণিকার জলে, স্নান করি কুতূহলে,
অন্নদামঙ্গল ছলে, হরগুণ গাব।
পাপ তাপ হবে ছন্ন, নানারস সুসম্পন্ন,
অন্নদা দিবেন অন্ন, মহাসুখে খাব॥
শিব শিব শিব কয়ে, জ্ঞানবাপী কূলে রয়ে,
সুখে রব শিব হয়ে, কোথায় না যাব।
শিবের করুণা হবে, দেখিব ভবানী ভবে,
ভারত কহিছে তবে, হরিভক্তি চাব॥ ধ্রু॥

শিবের আনন্দ অন্নপূর্ণা আরাধনে।
নিমন্ত্রণ করিলা সকল দেবগণে॥
হংসপৃষ্ঠে আইলা সগণ প্রজাপতি।
গণসহ বিষ্ণু সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী॥
গণসহ গণেশ আইলা গজানন।
দেবসেনা সঙ্গে লয়ে দেব ষড়ানন॥
দেবগণ সঙ্গে লয়ে ইন্দ্র দেবরাজ।
ইন্দ্রাণী আইলা সঙ্গে দেবীর সমাজ॥

নিজগণ সঙ্গে করি অনল আইলা ।
পরিবার সঙ্গে যম আসিয়া মিলিলা ॥
নৈর্ঋত আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ ।
বার্ত্তা পেয়ে বরুণ আইল ততক্ষণ ॥
সগণ পবনবেগে আইলা পবন ।
কুবের আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ ॥
শিবের বিশেষ মূর্ত্তি আইলা ঈশান ।
মূর্ত্তি ভেদে প্রজাপতি আইলা বেগবান ॥
আইলা ভুজঙ্গপতি থাকিয়া পাতালে ।
আদর করিলা শিব দেখি দিক্‌পালে ॥
দ্বাদশ মুরতি সহ আইলা ভাস্কর ।
ষোলকলা সহিত আইলা শশধর ॥
আপন মঙ্গল হেতু মঙ্গল আইলা ।
বিবুধ সহিত বুধ আসিয়া মিলিলা ॥
দেবগণ গুরু আইলা গুরু ভট্টাচার্য্য ।
দৈত্যগুরু মহাকবি আইলা শুক্রাচার্য্য ।
মন্দগতি মহাবেগে আইলা শনৈশ্চর ।
আইলা রাহু কেতু অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেবর ॥
সিদ্ধ সাধ্য পিতৃ বিশ্বদেব বিদ্যাধর ।
অপ্সর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর ॥
দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষিগণ ।
একে একে সবে শিবে দিলা দরশন ॥
চারি ভাই সনক সনন্দ সনাতন ।
সনৎকুমার দেখা দিলা ততক্ষণ ॥

বশিষ্ঠ প্রচেতা ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ।
নারদ অঙ্গিরা অত্রি দক্ষ ক্রতু সহ॥
আইলেন পিতা পুত্র পরাশর ব্যাস।
শুকদেব আইলা যাহে পুরাণ প্রকাশ॥
যম আপস্তম্ভ শঙ্খ লিখিত গৌতম।
দুর্ব্বাসা জৈমিনি গর্গ কপিল কর্দ্দম॥
কাত্যায়ন যাজ্ঞবল্ক্য অসিত দেবল।
জামদগ্ন্য ভরদ্বাজ ধেয়ানে অটল॥
মরীচি অগস্ত্য কর্ণ সৌভরি লোমশ।
বিশ্বামিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ বাল্মীকি তাপস॥
ভার্গব চ্যবন ঔর্ব্ব মনু শাতাতপ।
উতঙ্ক ভরত ধৌম্য কশ্যপ কাশ্যপ॥
নৈমিষারণ্যের ঋষি শৌনকাদিগণ।
বালখিল্যগণ আইল না হয় গণন॥
জয়শব্দ নমঃ শব্দ শঙ্খ ঘণ্টা রব।
বেদগান স্তুতিপাঠ মহামহোৎসব॥
অন্নপূর্ণা পুরী আর মূরতি দেখিয়া।
পরস্পর সকলে কহেন বাখানিয়া॥
তোমার কৃপায় কথা শঙ্কর কি কব।
তোমাহৈতে অন্নপূর্ণা দেখি সুখী হব॥
ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণা ধ্যানে অগোচর।
পরমেশী পরম পুরুষ পরাৎপর॥
এত দিন যাঁর মূর্ত্তি না দেখি নয়নে।
এত দিন যাঁর নাম না শুনি শ্রবণে॥

নিগমে আগমে গূঢ় যাঁহার ভজন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিযোজন॥
ইহলোকে ভোগ পরলোকে মোক্ষ হয়।
কেবল কৈবল্য রূপ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
হেন মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে তুমি শিব।
তোমার মহিমা সীমা কেমনে কহিব॥
ভব-দুঃখ-সাগরে সকলে কৈলে পার।
বিশ্বনাথ বিনা কারে লাগে বিশ্বভার॥
তন্ত্রে অন্নপূর্ণা মন্ত্র তুমি প্রকাশিলা।
মূরতি প্রকাশি তাহা পূরণ করিলা॥
মূর্ত্তি দেখি পরস্পর কহেন সকলে।
নির্ম্মাণ সদৃশ ফল হয় ভাগ্যবলে॥
শঙ্কর কহেন সবে কহিলা উত্তম।
এখন আমার মনে নাহি ঘুচে ভ্রম॥
যদি মোর ভাগ্যে অন্নপূর্ণা দয়া করে।
তবেত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে॥
করিয়াছি পুরী বটে হয়েছে প্রতিমা।
তাঁর অধিষ্ঠান হয় তবেত মহিমা॥
এত বলি মহাদেব আরম্ভিলা তপ।
কৈলা পুরশ্চারণ কতেক কত জপ॥
তপস্যায় মহাযোগী বসিলা শঙ্কর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের পঞ্চতপ।

তপস্বী হইলা হর অন্নদা ভাবিয়া।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি তেয়াগিয়া॥
জটা ভস্ম হাড়মালা শোভা হৈল বড়।
ব্রহ্মরূপ অন্নপূর্ণা ধ্যানে হৈলা দড়॥
বিছাইয়া মৃগছাল বসিলা আসনে।
করে লয়ে জপমালা মুদ্রিত নয়নে॥
দিগম্বর বিভূতি ভূষিত কলেবর।
গলে যোগপট্ট উপবীত বিষধর॥
বৈশাখে দারুণ রৌদ্রে তপস্যা দুস্কর।
চৌদিগে জ্বালিয়া অগ্নি উপরে ভাস্কর॥
জ্যৈষ্ঠমাসে এইরূপে পঞ্চতপ করি।
অন্নপূর্ণা ধ্যানে যায় দিবস শর্ব্বরী॥
আষাঢ়ে বরিষে মেঘ শিলা বজ্রাঘাত।
একাসনে বসিয়া রজনী দিনপাত॥
শ্রাবণে দারুণ বৃষ্টি রজনী বাসর।
একাসনে অনশনে ধ্যান নিরন্তর॥
ভাদ্রমাসে আটদিকে পরিপূর্ণ বান।
রজনী দিবস বসি একাসনে ধ্যান॥
আশ্বিনে অশেষ কষ্টে করেন কঠোর।
ছাড়িয়া আহার নিদ্রা তপ অতিঘোর॥
কার্ত্তিকে কঠোর বড় কহিবারে দায়।
অনশনে রজনী দিবস কত যায়॥

অতিশয় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার(১)।
উগ্র তপ করে উগ্র কহিতে অপার॥
পৌষমাসে দারুণ হিমানী(২) পরকাশ।
রাত্রি দিন জলে বসি নিত্য উপবাস॥
বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।
রাত্রি দিন জলে বসি কম্পিত শরীর॥
ফাল্গুনে দারুণ তপ করেন শঙ্কর।
উদয়াস্ত অস্তোদয় করিলা বিস্তর।
চৈত্রের বিচিত্র তপ কহিবেক কেবা।
উর্দ্ধপাদ অধোমুখে অনলের সেবা॥
ভাবিয়া ভাবিয়া অনুভব করি ভব।
পঞ্চমুখে বিবিধ বিধানে কৈলা স্তব॥
অন্নপূর্ণা অন্নদাত্রী অবতীর্ণ হও।
কাশীতে প্রকাশ হয়ে বিশ্বপূজা লও॥
আনন্দ কানন কাশী করিয়াছি স্থান।
তব অধিষ্ঠান বিনা কেবল শ্মশান॥
তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বমূল।
সেই ধন্য তুমি যারে হও অনুকূল॥
তুমি সকলের সার অসার সকল।
যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঙ্গল॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তোমার ভজনে।
সেই ধন্য তুমি দয়া কর যেই জনে॥

---

(১) ঘন শিশির, বরফ। (২) হিম সমূহ, তুষার।

সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে প্রবেশিয়া তুমি।
সৃষ্টি কৈলা সুরলোক রসাতল ভূমি॥
বিধি বিষ্ণু আমি আদি নানামূর্ত্তি ধর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় নিত্য কর॥
আনন্দ কানন কাশী আনন্দ করিয়া।
বিহার করহ মোরে সদয়া হইয়া॥
এই রূপ তপস্যায় গেল কতকাল।
শরীরে জন্মিল শাল পিয়াল তমাল॥
চর্ম্ম মাংস আদি গেল অস্থি মাত্র শেষ।
তথাপি না হয় অন্নদার দয়া লেশ॥
এইরূপ তপ করে যত সহচর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ব্রহ্মাদির তপ।

শিবের দেখিয়া তপ, করিতে অন্নদা জপ,
ব্রহ্মা হইলেন ব্রহ্মচারী।
একাসনে অনশনে, অন্নদার ধ্যান মনে,
অক্ষসূত্র কমণ্ডলু ধারী॥
গদা চক্র তেয়াগিয়া, পাঞ্চজন্য বাজাইয়া,
অন্নদা উদ্দেশে পদ্ম দিয়া।
অনশনে যোগ ধরি, তপস্যা করেন হরি,
রমা বাণী সংহতি করিয়া॥
সুখ মুণ্ড হানি বাজ, তপ করে দেবরাজ,
সহস্রলোচনে জল ঝরে।

সঙ্গে লয়ে দেবীগণে, অন্নদা ভাবিয়া মনে,
ইন্দ্রাণী দারুণ তপ করে ॥
উর্দ্ধে দুই পদ ধরি, হেটে অগ্নি দীপ্ত করি,
অগ্নি করে অগ্নিসেবা তপ ।
একাসনে অনশনে, অন্নদা ধেয়ান মনে,
সম শীত বরিষা আতপ ॥
ছাড়ি নিজ অধিকার, সঙ্গে লয়ে পরিবার,
শমন দারুণ তপ করে ।
দারুণ তপের ক্লেশ, অস্থি হৈল অবশেষ,
বল্মীক জন্মিল কলেবরে ।
নৈঋত রাক্ষস রীত, কঠোর তপেতে প্রীত,
নিজমুণ্ড দেয় বলিদান ।
পুনর্ব্বার মাথা হয়, নিজ রক্ত মাংস ময়,
বলি দিয়া করয়ে ধেয়ান ॥
বরুণ আপন পাশ, গলায় বান্ধিয়া ফাঁস,
প্রাণ বলিদান দিতে মন ।
অন্নদার অনুগ্রহে, পরাণ বিয়োগ নহে,
অস্থি মধ্যে অস্থাথ জীবন ॥
পবন আহার করি, নিয়মে পরাণ ধরি,
পবন করয়ে ঘোর তপ ।
ঊনপঞ্চাশত ভাগে, এক ভাবে অনুরাগে,
দিবা নিশি অন্নপূর্ণা জপ ॥
কুবের ছাড়িয়া ভোগ, আশ্রয় করিয়া যোগ,
অহর্নিশ একাসনে ধ্যান ।

দারুণ তপের ক্লেশ, অস্থি চর্ম্ম অবশেষ,
সমাধি ধরিয়া আছে জ্ঞান ॥
শিবের বিশেষ কায়, ঈশানের তপস্যায়,
ত্রিলোক হইল টলমল।
কপালে অনল জ্বালি, শিরোপরি ঘৃত ঢালি,
ধ্যান ধারণায় অচঞ্চল ॥
প্রজাপতি রূপ ভেদে, উচ্চারিয়া চারিবেদে,
ঊর্দ্ধপতি ঊর্দ্ধমুখে জপে।
দিগ্বিদিক ভেদ নাই, টলমল সর্ব্বদাই,
ঘোর অন্ধকার ঘোর তপে ॥
সহস্র মুখের স্তবে, নিজগণ কলরবে,
তপস্যা করয়ে নাগরাজ।
গ্রহ তারা রাশিগণ, ব্রহ্মঋষি যত জন,
বিদ্যাধর কিন্নর সমাজ ॥
যত দেব ঋষিগণ, সিদ্ধি সাধ্য পুণ্যজন,
রাজঋষি মহর্ষি সকল।
একাসনে অনশনে, তপস্যা অনন্য মনে,
দেহে তরু জন্মিল সকল ॥
সকলের তপস্যায়, দয়া হৈল অন্নদায়,
অবতীর্ণা হইলা কাশীতে।
সকলেরে দিতে বর, প্রতিমায় কৈলা ভর,
সুধাদৃষ্টে হাসিতে হাসিতে।
সকলে চেতন পেয়ে, চৌদিগে দেখেন চেয়ে,
অনুকম্পা হৈল অনুভব।

দূরে গেল হাহাকার, জয়শব্দ নমস্কার,
ভুবন ভরিল কলরব ॥
চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি,
দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ায় ।
তাঁর সভাসদবর, কহে রায় গুণাকর,
অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয় ॥

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান ।

কলকোকিল অলিকুল বকুলফুলে ।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে ॥
কমল পরিমল,(১) লয়ে শীতল জল,
পবনে ঢল ঢল, উছলে কূলে ।
বসন্ত রাজা আনি, ছয় রাগিণী রাণী,
করিল রাজধানী, অশোকমূলে ॥
কুসুমে পুনঃ পুনঃ, ভ্রমর গুন গুন,
মদন দিল গুণ, ধনুক হুলে ।
যতেক উপবন, কুসুমে সুশোভন,
মধুমুদিত মনঃ, ভারত ভুলে ॥ ধ্রু ॥
মধুমাস প্রফুল্ল কুসুম উপবন ।
সুগন্ধি মধুর মন্দ মলয় পবন ॥
কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে ।
গুন গুন গুন গুন ভ্রমর ঝঙ্কারে ॥

(১) চন্দনাদি চূর্ণ, মর্দ্দন জন্য মনোহর গন্ধ ।

সুশোভিত তরুলতা নবদল পাতে।
তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে॥
অলি পেয়ে মকরন্দ কমলিনী কোলে।
সুখে দোলে মন্দবায়ে জলের হিল্লোলে॥
ঘরে ঘরে নানা ছন্দে বসন্তের গান।
সঙ্গে ছয় রাগিণী বসন্ত মূর্ত্তিমান॥
শুকতরু শুকলতা রসেতে মুঞ্জরে।
মঞ্জরীতে মুকুল আকুল মনঃ করে॥
তরুকুল প্রফুল্ল কুসুম ছলে হাসে।
তাহে শোভে মধুকর মধুকরী পাশে॥
ধন্য ঋতু বসন্ত সুধন্য চৈত্র মাস।
ধন্য শুক্লপক্ষ যাহে জগত উল্লাস॥
তাহাতে অষ্টমী ধন্যা ধন্য নাম জয়া।
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে শোভে সাক্ষাৎ অভয়া॥
অবতীর্ণা অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে।
প্রতিমায় ভর করি লাগিলা হাসিতে॥
মণিবেদী পরে চিন্তামণির প্রতিমা।
বিশ্বকর্ম্মা সুনির্ম্মিত অপার মহিমা॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল জিনিয়া প্রভা যার।
দেবী অধিষ্ঠানে হৈল কোটি গুণ তার॥
প্রতিমা প্রভাবে যত দেবঋষিগণ।
ভূতলে পড়িলা সবে হয়ে অচেতন॥
দৃষ্টিসুধা বৃষ্টিতে সকলে জ্ঞান দিয়া।
কহিতে লাগিলা দেবী ঈষদ হাসিয়া॥

শুন শুন যত দেবঋষি আদিগণ।
এতেক কঠোর তপ কৈলা কি কারণ॥
কম্পমান কলেবর করি যোড়কর।
সম্মুখে রহিলা সবে ভয়ে নিরুত্তর॥
করুণা আকর মাতা দয়া হৈল চিতে।
কহিতে লাগিলা দেবী হাসিতে হাসিতে॥
চির দিন তপস্যায় পাইয়াছি দুঃখ।
অনশনে সকলের শুকায়েছে মুখ॥
এস এস বাছা সব সুখে অন্ন খাও॥
শেষে মনোনীত বর দিব যাহা চাও।
এত বলি অন্নদা সকলে দেন অন্ন।
অন্ন খান সবে সুখে আনন্দ সম্পন্ন॥
বাম করে পানপাত্র রত্ন বিনির্ম্মিত।
কারণ অমৃত পরিপূর্ণ অতুলিত॥
সমৃত পলান্ন পরিপূর্ণ রত্নহাতা।
ডানিকরে ধরি অন্ন পরশেন মাতা॥
কোথায় রন্ধন কেহ দেখিতে না পান।
পরশেন কখন না হয় অনুমান॥
সকলে ভোজনকালে দেখেন এমনি।
আমারে দিচ্ছেন অন্ন অন্নদা জননী॥
পিষ্টক পর্ব্বত পরমান্ন সরোবর।
ঘৃত মধু দুগ্ধ আদি সাগর সাগর॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি নানারস।
সকলে ভোজন করি আনন্দে অবশ॥

জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া বলিয়া।
সকলে করেন স্তুতি নাচিয়া গাইয়া॥
আনন্দসাগরে সবে মগন হইয়া।
প্রণতি করিয়া কন মিনতি করিয়া॥
অন্নে পূর্ণ কর বিশ্ব বিশেষতঃ কাশী।
করিব তোমার পূজা এই অভিলাষী॥
পূজিতে তোমার পদ কাহার শকতি।
সবে পূজা করি যদি দেহ অনুমতি॥
তোমার সামগ্রী দিয়া পূজিব তোমারে।
হাতে হাতে বর পাব তরিব সংসারে॥
অঙ্গীকার কৈলা দেবী সহাস্য অন্তর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের অন্নদাপূজা।

আনন্দে ত্রিনয়ন, সহিত দেবগণ,
পূজেন নানা আয়োজনে।
সুধন্য চৈত্র মাস, অষ্টমী সুপ্রকাশ,
বিশদপক্ষ(১) শুভক্ষণে॥
বিরিঞ্চি পুরোহিত, বিধান সুবিদিত,
পূজক আপনি মহেশ।
আপনি চক্রপাণি যোগান দ্রব্য আপনি,
নৈবেদ্য অশেষ বিশেষ॥

---

(১) শুক্লপক্ষ।

সূর্য্যাদি নবগ্রহ, আপন গণ সহ,
ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল দশ।
কিন্নরগণ গায়, অপ্সর নাচে তায়,
গন্ধর্ব্ব করে নানারস॥
নারদ আদি যত, দেবঋষি শত শত,
চৌদিগে করে বেদগান।
বিবিধ উপচার, অশেষ উপহার,
অনেক বিধ বলিদান॥
অন্নদা জয় জয়, সকল দেবে কয়,
ভুবনভরি কোলাহল।
আনন্দে শূলপাণি, করিয়া যোড়পাণি,
পূজয়ে চরণকমল॥
দেউল বেদীপর, প্রতিমা মনোহর,
তাহাতে অধিষ্ঠিত মাতা।
সর্ব্বতোভদ্র নাম, মণ্ডল চিত্রধাম,
লিখিলা আপনি বিধাতা॥
সম্মুখে হেমঘট, আচ্ছাদি চারুপট,
পড়িয়া স্বস্তি(১) ঋদ্ধি(২) বিধি।
সঙ্কল্প সমাচরি, গন্ধাধিবাস করি,
বিধান বিজ্ঞ ভাল বিধি॥
পুজিয়া গজানন, ভাস্কর ত্রিলোচন,
কেশব কৌষিকী চরণ।

(১) মঙ্গল ক্ষেম।
(২) সমৃদ্ধি, ধন সম্পত্তি।

পূজিয়া নবগ্রহ, দিক্পাল দশ সহ,
বিবিধ আবরণ গণ॥
চরণ সরসিজ, পূজিয়া মন্ত্রবীজ,
নৈবেদ্য দিয়া নানামত।
মহিষ মেষ ছাগ, প্রভৃতি বলি ভাগ,
বিবিধ উপচার যত॥
সমাধি হোমক্রিয়া, অন্নাদি নিবেদিয়া,
মঙ্গল ইতিহাস গানে।
বাজায়ে বাদ্যগণ, করিয়া জাগরণ,
দক্ষিণা বিবিধ বিধানে॥
পূজার সমাধানে, প্রণমি সাবধানে,
সকলে পাইলেন বর।
অন্নদা পদতলে, বিনয় করি বলে,
ভারত রায় গুণাকর॥

অন্নদার বরদান।

ভবানী বাণী বল একবার।
ভবানী ভবানী, সুমধুর বাণী,
ভবানী ভবের সার॥ ধ্রু॥

দেবগণে দিয়া দেবী মনোনীত বর।
পরেরে কহেন শিবা শুনহ শঙ্কর॥
এই বারাণসী পুরী করিয়াছ তুমি।
ইহার পরশ পুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি॥

এই যে প্রতিমা মোর করিলা প্রকাশ।
এই স্থানে সর্ব্বদা আমার হৈল বাস॥
কলিকালে এ পুরী হইবে অদর্শন।
মোর অবলোকন রহিবে সর্ব্বক্ষণ॥
এই চৈত্রমাস হৈল মোর ব্রত মাস।
শুক্লপক্ষ মোর পক্ষ তুমি ব্রতদাস॥
এই তিথি অষ্টমী আমার ব্রততিথি।
যে জনে এ দিনে মোরে যে করে অতিথি॥
অষ্টাহ মঙ্গল সেই শুনে ইতিহাস।
তাহার নিবাসে সদা আমার নিবাস॥
এক মনে মোর গীত যে করে মাননা॥
আমি পূর্ণ করি তার মনের কামনা।
চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী পাইয়া॥
গাইবে সঙ্গীত মোর সঙ্কল্প করিয়া।
দ্বিতীয়ায় দেখি নব শশীর উদয়।
আরম্ভ করিবে গীত দিয়া জয় জয়॥
অষ্টমীর রজনীতে গেয়ে জাগরণ।
নবমীতে অষ্টমঙ্গলায় সমাপন॥
অচলা প্রতিমা মোর ঘরে যে রাখিবে।
ধন পুত্র লক্ষ্মী তার অচলা হইবে॥
ধাতুময়ী মোর বারী(১) প্রতিষ্ঠা করিয়া।
সেই জল রাখে ঘরে প্রত্যহ পূজিয়া॥

(১) কলস, ঘট।

তার ঘরে সদা হয় আমার বিশ্রাম।
করতলে তার ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥
কামনা করিয়া কেহ আমার মঙ্গল।
গাওয়ায় যদ্যপি শুন তার ক্রম ফল॥
আরম্ভিয়া শুক্রবারে বিধি ব্যবস্থায়।
সমাপিবে শুক্রবারে অষ্টমঙ্গলায়॥
পালা কিম্বা জাগরণ যে করে কামনা।
পাইবে সে দিন ইচ্ছা পূরিবে বাসনা॥
সেই জন উপাসনা করিবে আমার।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করতলে তার॥
বর পেয়ে মহানন্দ হইলা মহেশ।
করিলা বিস্তর স্তুতি অশেষ বিশেষ॥
বিদায় হইয়া যত দেব ঋষিগণ॥
আপন আপন স্থানে করিলা গমন॥
নিজ নিজ ঘরে সবে মহাকুতূহলে।
করিলা-অন্নদা পূজা অষ্টাহ মঙ্গলে॥
অন্নে পূর্ণ হইল ভুবন চতুর্দ্দশ।
সকলে করয়ে ভোগ নানা মত রস॥
কৃপা কর কৃপাময়ি কাতর কিঙ্করে।
করুণা সাগর বিনা কেবা কৃপা করে॥
মহামায়া মহেশমহিলা মহোদরী।
মহিষমর্দ্দিনি মোহরূপা মহেশ্বরী॥
নন্দনন্দনের প্রতি হইয়া সহায়।
নন্দের নন্দিনী হয়ে গেলা মথুরায়॥

কুরুক্ষেত্রে হৈল কুরু পাণ্ডবের রণ।
যাহে অবতরি হরি ভারাবতারণ॥
আর্য্যা বলি তোমারে অর্জ্জুন কৈল স্তব।
যে কালে সারথি তাঁর হইলা কেশব॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ(১) তিন গুণের জননী।
অপার সংসার পারে তুমি নারায়ণী॥
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে মঙ্গল তার করহ মঙ্গল॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥
ইতি রবিবারের রাত্রি পালা।

ব্যাস বর্ণন।

ব্যাস নারায়ণ অংশ, ঋষিগণ অবতংস
যাহা হৈতে আঠার পুরাণ।
ভারত পঞ্চম বেদ, নানা মত পরিচ্ছেদ(২)
বেদভাগ বেদান্ত বাখান॥
সদা বেদ পরায়ণ, প্রকাশিলা নারায়ণ,
শিষ্যগণ বৈষ্ণব সংহতি।
পিতা যাঁর পরাশর, শুকদেব বংশধর,
জননী যাঁহার সত্যবতী॥
দাঁড়াইলে জটাভার, চরণে লুটায় তাঁর,
কক্ষ লোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু।

(১) প্রকৃতির গুণ বিশেষ। (২) প্রকরণ।

পাকা গোঁপ পাকা দাড়ি, পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি,
চলেন কাত্তিক আঁটি বাঁটি।
কপালে চড়ক ফোঁটা, গলে উপবীত মোটা,
বাহুমূলে শঙ্খ চক্র রেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা, কলি মৃগ বাঘথাবা,
সারি সারি হরিনাম লেখা॥
তুলসীর কণ্ঠী গলে, লক্ষ্মিমালা (১) করতলে,
হাতে কাণে থরে থরে মালা।
কোশা কুশী কুশাসন, কক্ষতলে সুশোভন,
তাহে কৃষ্ণসার মৃগছালা॥
কটিতটে ডোর ধরি, তাহাতে কৌপীন পরি,
বহির্ব্বাসে করি আচ্ছাদন।
কমণ্ডলু তুম্বীফ (২), করঙ্গ পীবারে(৩) জল,
হাতে আশা হিঙ্গুল বরণ॥
এই বেশে শিষ্যগণ, সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ,
পাঁজি পুঁথি বোঝা বোঝা লয়ে।
নিগম আগম মত, পুরাণ সংহিতা যত,
তর্কাতর্কি নানামত কয়ে॥
কে কোথা কি করে দান, কে কোথা কি করে ধ্যান,
পূজা করে কেবা কিবা দিয়া।
কে কোথা কি মন্ত্র লয়, কোথা কোন যজ্ঞ হয়,
আগে ভাগে উত্তরেন গিয়া॥

(১) লক্ষ্মামালা। (২) অলাবু, লাউ। (৩)

জগতের হিতে মন, ঊর্দ্ধবাহু হয়ে কন,
ধর্ম্মে মতি হউক সবার।
ধন নাহি স্থির রয়, সদা আপনার নয়,
সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার॥
এই রূপে শিষ্য সঙ্গে, সর্ব্বদা ফিরেন রঙ্গে,
চিরজীবী নরাকার লীলা।
এক দিন দৈববশে, শিষ্যসহ শাস্ত্র রসে,
নৈমিষ কাননে উত্তরিলা॥
শৌনকাদি ঋষিগণ, পূজা করে ত্রিলোচন,
গালবাদ্যে বিল্বপত্র দিয়া।
গলায় রুদ্রাক্ষ মাল, অর্দ্ধচন্দ্র শোভে ভাল,
কলেবরে বিভূতি মাখিয়া॥
শিব ভর্গ(১) ত্রিলোচন, বৃষধ্বজ পঞ্চানন,
চন্দ্রচূড় গিরিশ শঙ্কর।
ভব সর্ব্ব ব্যোমকেশ, বিশ্বনাথ প্রমথেশ,
দেব দেব ভীম গঙ্গাধর॥
ঈশ্বর ঈশান ঈশ, কাশীশ্বর পার্ব্বতীশ,
মহাদেব উগ্র শূলধর।
বিরূপাক্ষ দিগম্বর, ত্র্যম্বক গিরিশ হর,
রুদ্র পুরহর স্মরহর॥
এই রূপে ঋষি যত, শিবের সেবায় রত,
দেখি ব্যাস নিষেধিয়া কন।

(১) মহাদেব।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কয়, ব্যাসের কি ভ্রান্তি হয়,
বুঝা যাবে ভ্রান্তি সে কেমন ॥

শিবপূজা নিষেধ

কি কর নর হরি ভজ রে।
ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে ॥
ভবিবারে পরিণাম, হর জপে হরিনাম,
হরি ভজি পূর্ণকাম, কমলজ রে।
ভব ঘোর পারাবার, হরিনাম তরি তার,
হরিনাম লয়ে পার, হৈল গজ রে ॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, এ চারি বর্গের ধাম,
বেদে বলে হরিনাম, সুখে ভজ রে।
গুরু বাক্য শিরে ধরি, রহিয়াছি সার করি,
ভারতের ভূষা হরি, পদরজ রে ॥ ধ্রু ॥
বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ।
কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই।
ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই ॥
অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম।
মোক্ষ ফল কেবল কৈবল্য (১) হরিনাম ॥
অল্প অল্প ফল পাবে ভজ অন্য জনে।
মোক্ষ পদ পাবে যদি ভজ নারায়ণে ॥

(১) মুক্তি।

নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার ।
সত্ত্ব রজঃ তমো গুণ প্রকৃতি তাঁহার ॥
রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয় ।
তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কার ময় ॥
সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময় ।
যুক্তি করি দেখ বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয় ॥
তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে ।
মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বান্ধা থাকে ॥
সত্ত্বগুণে তত্ত্ব জ্ঞান করতলে মুক্তি ।
অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি ॥
সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য সর্ব্বদেবে হরি ॥
বেদে রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে ।
আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে ॥
এত শুনি শৌনকাদি লাগিলা কহিতে ।
কি কহিলা ব্যাসদেব না পারি সহিতে ॥
ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তমঃ বিনা নয় ।
নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্ব তমোময় ॥
তমোগুণে অহঙ্কার দোষ কিবা দিবে ।
অহঙ্কার নহিলে কি ভেদ ব্রহ্ম জীবে ॥
সত্ত্ব রজঃ প্রভাব ক্ষণেক বিনা নয় ।
তমর প্রভাব দেখ চিরকাল রয় ॥
রজোগুণে সৃষ্টি তাহে কেবল উদ্ভব ।
সত্ত্ব গুণে পালন বিবিধ উপদ্রব ॥

তমোগুণে প্রলয় কৈবল্য পরিণাম।
বুঝহ লক্ষণে আর মোক্ষ কার নাম॥
রজোগুণে কৌমার যৌবন সত্বগুণে।
তমোগুণে জরা দেখ শুক কোটি গুণে॥
রজোগুণে বিধি তার নাভিতটে স্থান।
সত্বগুণে বিষ্ণুর হৃদয়ে অধিষ্ঠান॥
তমোগুণে শিব তার ললাটে আলয়।
ভাবি দেখ তমোগুণ কত উচ্চ হয়॥
তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ।
তথাপি এমন কহ এ বড় অজ্ঞান॥
সকলে প্রত্যয় করি তোমার কথায়।
তোমার এমন কথা এত বড় দায়॥
এই কথা কহ যদি কাশী মাঝে গিয়া।
তবে সবে হরি ভজি হরেরে ছাড়িয়া॥
এত বলি শৌনকাদি নিজগণ লয়ে।
বারাণসী চলিলা শিবের নাম কয়ে॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবনামাবলী।

জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর,
মৃগাঙ্কশেখর, দিগম্বর।
জয় শ্মশান নাটক, বিষাণ(১) বাদক,
হুতাশভালক, মহত্তর॥

---

১ পশু শৃঙ্গ।

জয় সুরারি নাশন, বৃষেশ বাহন,
ভুজঙ্গ ভূষণ, জটাধর।
জয় ত্রিলোক কারক, ত্রিলোক পালক,
ত্রিলোক নাশক, মহেশ্বর॥
জয় রবীন্দু পাবক, ত্রিনেত্র ধারক,
শশাঙ্ককান্তক, হতস্মর।
জয় কৃতান্ত কেশব, কুবের বান্ধব,
ভবাব্জ ভৈরব, পরাৎপর॥
জয় বিষাক্ত কণ্ঠক, কৃতান্ত বঞ্চক,
ত্রিশূলধারক, কৃতাধ্বর।
জয় পিনাক পণ্ডিত, পিশাচ মণ্ডিত,
বিভূতি ভূষিত, কলেবর॥
জয় কপাল ধারক, কপাল মালক,
চিতাভিসারক, শুভঙ্কর।
জয় শিবা মনোহর, সতী সদাশ্বর,
গিরীশ শঙ্কর, কৃতজ্বর॥
জয় কুঠারমণ্ডিত, করঙ্গ রঞ্জিত,
বরাভয়ান্বিত, চতুষ্কর।
জয় সরোরুহাশ্রিত, বিধি প্রতিষ্ঠিত,
পুরন্দরার্চ্চিত, পুরন্দর॥
জয় হিমালয়ালয়, মহামহোময়,
বিলোকনোদয়, চরাচর।
জয় পুনীহি(১) ভারত, মহীশ ভারত,
উমেশ পর্ব্বত, সুতাবর॥

---

(১) (সংস্কৃত) পবিত্র কর।

ঋষিগণের কাশীযাত্রা।

এইরূপে শৌনকাদি যত শৈবগণ।
শিব গুণ গান করি করিলা গমন॥
হাতে কাণে কণ্ঠে শিরে রুদ্রাক্ষের মালা।
বিভূতি ভূষিত অঙ্গ পরি বাঘছালা॥
রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা ভালে।
ববম্ ববম্ বম্ বম্ নিরব গালে॥
কোশা কুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে।
কমণ্ডলু করঙ্গ পূরিত গঙ্গাজলে॥
অতিদীর্ঘ কক্ষলোম পড়ে উরুপর।
নাভি ঢাকে দাড়ী গোঁফে বিশদ(১) অম্বর॥
করেতে ত্রিশূল শোভে চরণে খড়ম।
চলে মাহেশ্বরী সেনা ভয়ে কাঁপে যম॥
বাসদেব চলিলা বৈষ্ণবগণ লয়ে।
ঊর্দ্ধভুজে উচ্চৈঃস্বরে হরি গুণ কয়ে॥
এক বারে হরি হরি হর হর রব।
ভাবেতে আঁখির ধারা মানি মহোৎসব॥
বৈষ্ণব শৈবের দ্বন্দ্ব হরি হর লয়ে।
দেবগণ গগণে শুনেন গুপ্ত হয়ে॥
অভেদে হইল ভেদ এ বড় বিরোধ।
কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ॥

---

(১) শ্বেতবর্ণ।

ভারত কহিছে ব্যাস চলিলা কাশীতে।
ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে॥

হরিনামাবলি।

জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংস দানব ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন, নন্দনন্দন, কুঞ্জকানন, রঞ্জন।
জয় কেশীমর্দ্দন, কৈটভার্দ্দন, গোপিকাগণ, মোহন।
জয় গোপবালক, বৎসপালক, পূতনা বক, নাশন॥
জয় গোপবল্লভ, ভক্ত সল্লভ, দেব দুল্লভ, বন্দন।
জয় বেণুবাদক, কুঞ্জনাটক, পদ্মনন্দক,(১) মণ্ডন॥
জয় শান্তকালিয়, রাধিকাপ্রিয়, নিত্য নিষ্ক্রিয়, মোচন
জয় সত্য চিন্ময়, গোকুলালয়, দ্রৌপদী ভয়, ভঞ্জন॥
জয় দৈবকীসুত, মাধবাচ্যুত, শঙ্কর স্তুত, বামন।
জয় সর্ব্বতোজয়, সজ্জনোদয়, ভারতাশ্রয়, জীবন॥

হরিসংকীর্ত্তন।

এইরূপে ব্যাস গিয়া, বারাণসী প্রবেশিয়া,
আদি কেশবের প্রণমিয়া।
সংহতি বৈষ্ণবগণ, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন,
নানারসে নাচিয়া গাইয়া॥
কীর্ত্তনীয়াগণ সঙ্গে, গান করে নানা রঙ্গে.
বাল্য গোষ্ঠ দান বেশ রাস।

(১) ব্রহ্মা।

পূর্ব্ব রঙ্গ রসোদ্গার, মাথুর বিরহ আর,
হরিভক্তি যাহাতে প্রকাশ ॥
বাজে খোল করতাল, কেহ বলে ভাল ভাল,
কেহ কান্দে ভাবে গদগদ।
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে, বেদ পুরাণাদি তন্ত্রে,
নানামতে গান বিষ্ণুপদ ॥
কীর্ত্তনে ঢালিয়া দেহ, গড়াগড়ি দেয় কেহ,
কেহ তারে ধরে দেয় কোল।
ঊর্দ্ধ ভুজে ঊর্দ্ধ পদে, কেহ নাচে প্রেমমদে,
কেহ বলে হরি হরি বোল ॥
গোপকুলে অবতরি, যে যে ক্রীড়া কৈলা হরি,
আদি অন্ত মধ্যে সে সকল ॥
এক মনে ব্যাস কন, শুনেন ভকত গণ,
আনন্দে লোচনে ঝরে জল ॥
গোলোকেতে গোপীনাথ, রাধা আদি গোপী সাত,
শ্রীদামাদি সহচরগণ।
নন্দ যশোদাদি যত, সবে নিত্য অনুগত,
কপিলাদি যতেক গোধন ॥
সুধাসমুদ্রের মাঝে, চিন্তামণি বেদী সাজে,
কল্পতরু কদম্বকানন।
নানাপুষ্প বিকসিত, নানা পক্ষী সুশোভিত,
সদানন্দময় বৃন্দাবন ॥
বাম সদা মূর্ত্তিমান, ছয়ঋতু অধিষ্ঠান,
রাগিণী ছত্রিশ আর যত।

ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গে, সদা রাসরস রঙ্গে,
নৃত্য গীত বাদ্য নানামত ॥
গোলোক সম্পদ লয়ে, ভক্তে সদয় হয়ে,
অবতীর্ণ হৈলা ভূমণ্ডলে।
কংস আদি দুষ্টগণ, করিবারে নিপাতন,
দৈবকী জঠরে জন্মস্থলে ॥
বসুদেব কংস ভয়, নন্দের মন্দিরে লয়,
খ্যাত হৈলা নন্দের নন্দন।
পূতনা বধিতে চলে, বিষস্তন পান ছলে,
কৃষ্ণ তার বধিলা জীবন ॥
শকট ভাঙ্গিয়া রঙ্গে, যমল অর্জ্জুন ভঙ্গে,
তৃণাবর্ত্তে নিধন করিলা।
মৃত্তিকা ভক্ষণ ছলে, যশোদারে কুতূহলে,
বিশ্বরূপ মুখে দেখাইলা ॥
ননীচুরি কৈলা হরি, যশোদা আনিল ধরি,
উদুখলে করিলা বন্ধন।
গোচারণে বনে গিয়া, বকাসুরে বিনাশিয়া,
অঘ অরিষ্টের বিনাশন ॥
বধ কৈলা বৎসাসুর, কেশিরে করিলা দূর,
বলহাতে প্রলম্ব বধিলা।
ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ করি, গোবর্দ্ধন গিরি ধরি,
বৃষ্টিজলে গোকুল রাখিলা ॥
ব্রজ পোড়ে দাবানলে, পান করিলেন ছলে,
করিলেন কালীয়দমন।

সহচর পাঠাইয়া, যাজ্ঞিকান্ন আনাইয়া,
করিলেন কাননে ভোজন ॥
বিধাতা মন্ত্রণা করি, শিশু বৎসগণ হরি,
রাখিলেন পর্ব্বত গুহায়।
নিজ দেহ হৈতে হরি, শিশু বৎসগণ করি,
বিধাতারে মোহিলা মায়ায় ॥
গোপের কুমারী যত, করে কাত্যায়নী ব্রত,
হরি লৈলা বসন হরিয়া।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পেয়ে, মধুর মুরলী গেয়ে,
রাস ক্রীড়া গোপিনী লইয়া ॥
করিতে আপন ধ্বংস, অক্রূরে পাঠায়ে কংস,
হরি লয়ে গেল মথুরায়।
ধোপা বধি বস্ত্র পরি, কুব্জারে সুন্দরী করি,
সুশোভিত মালির মালায় ॥
দ্বারে হস্তী বিনাশিয়া, চানুরাদি নিপাতিয়া,
কংসাসুরে করিলা নিধন।
বসুদেব দৈবকীরে, নতি কৈলা নতশিরে,
দূর করি নিগড় বন্ধন ॥
উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া, পড়িলা অবন্তী গিয়া,
দ্বারকা বিহার নানামতে।
অপার এ পারাবার, কতেক কহিব তার,
বিখ্যাত ভারত ভাগবতে ॥

ব্যাসের শিবনিন্দা।

হরি হরে করে ভেদ।
নর বুঝ না রে অভেদ কহে চারি বেদ॥
অভেদ ভাবে যেই, পরম জ্ঞানী সেই
তারে না লাগে পাপ ক্লেদ।
যে দেহে হরি হরে, অভেদ রূপে চরে,
সে দেহে নাহি তাপ স্বেদ॥
একই কলেবর, হইয়া হরি হর
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ।
যে জানে দুই রূপ, সে মজে মোহকূপ
ভারতে নাহি এই খেদ॥ ধ্রু॥

এইরূপে বেদব্যাস কয়ে হরি গুণ।
ঊর্দ্ধ ভুজে কহেন সকল লোক শুন॥
সত্য সত্য এই সত্য কহি সত্য করি।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বেদ সার সর্ব্ব দেবে হরি॥
হর আদি আর যত ভোগের গোসাঞি।
মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই॥
এই বাক্যে ব্যাস যদি নিন্দিলা শঙ্করে।
শিবের হইল ক্রোধ নন্দী আগুসরে॥
ক্রোধ দৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল।
ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল॥
চিত্রের পুত্তলী প্রায় রহিলেন ব্যাস।
শৈবগণে কত মত করে উপহাস॥

ব্যাসের শিবনিন্দা।

চারি দিগে শিষ্যগণ কান্দিয়া বেড়ায়।
কোন মতে উদ্ধারের উপায় না পায়॥
গোবিন্দ জানিলা ব্যাস পড়িল সঙ্কটে।
শিবের আজ্ঞাতে আইলা ব্যাসের নিকটে॥
বিস্তর ভর্ৎসিয়া বিষ্ণু ব্যাসের কহিলা।
আমার বন্দনা করি শিবেরে নিন্দিলা॥
যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
শিবের করিলে নিন্দা কি আর বলিব॥
শিবের প্রভাব বলে আমি চক্রধারি।
শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী॥
শিবের যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।
শিবের যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট॥
মোর পূজা বিনা শিবপূজা নাহি হয়।
শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নয়॥
যে কৈলা সে কৈলা ইতঃপর মান শিবে।
শিবস্তব কর তবে উদ্ধার পাইবে॥
শুনিয়া ইঙ্গিতে ব্যাস কহিলা বিষ্ণুরে।
কেমনে করিব স্তুতি বাক্য নাহি স্ফুরে॥
গোবিন্দ ব্যাসের কণ্ঠে অঙ্গুলী ছুঁইয়া।
বৈকুণ্ঠে গেলেন কণ্ঠরোধ ঘুচাইয়া॥
শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥
প্রত্যক্ষ হইয়া নন্দী ব্যাসে দিলা বর।
যে স্তব করিলা ইথে বড় তুষ্ট হর॥

এই স্তব যে জন পড়িবে এক মনে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হবে সেই জনে॥
এত শুনি ব্যাসদেব পরম উল্লাস।
তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস॥
মুছিয়া ফেলিলা হরিমন্দির তিলকে।
অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা কৈলা কপাল ফলকে॥
ছিঁড়িয়া তুলসী কণ্ঠী নৃসিংহমালা যত।
পরিলা রুদ্রাক্ষ মালা শৈব অনুগত॥
ফেলিয়া তুলসী পত্র বিল্বপত্র লয়ে।
ছাড়িয়া হরির গুণ হর গুণ কয়ে॥
ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে হৌক পরিণাম।
অদ্যাবধি আর না লইব হরিনাম॥
এই রূপে ব্যাসদেব কাশীতে রহিলা।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা॥

ব্যাসের ভিক্ষা বারণ।

হর শশাঙ্কশেখর দয়া কর।
বিভূতি ভূষিত কলেবর॥
তরঙ্গ ভঙ্গিত, ভুজঙ্গ সঙ্গিত,
কপর্দ্দ(১) মর্দ্দিত, জটাধর।
গণেশ শৈশব, বিভূতি বৈভব,
ভবেশ ভৈরব, দিগম্বর॥

১ মহাদেবের জটা।

ভুজঙ্গ কুণ্ডল, পিশাচমণ্ডল,
মহাকুতূহল, মহেশ্বর।
রজঃ প্রভায়ত, পদাম্বুজানত,
সুদীন ভারত শুভঙ্কর।৪।

এই রূপে বেদব্যাস রহিল কাশীতে।
নন্দিরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে॥
দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুর্দ্দৈব।
ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব॥
যবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল।
যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল॥
কি দোষে মুছিল হরিমন্দির ফোঁটায়।
কি দোষে ফেলিল ছিঁড়ি তুলসী মালায়॥
হের দেখ তুলসী পত্রের গড়াগড়ি।
বিল্বপত্র লইয়া দেখহ রড়ারড়ি॥
হের দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম।
রাগে মত্ত হইয়া ছাড়িল হরিনাম॥
মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমিত তাহার পূজা গ্রহণ না করি॥
হরিভক্তি হয়ে যেবা না মানে আমারে।
কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে॥
হরি হর দুই মোরা অভেদ শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥
রুদ্রাক্ষ তুলসী মালা যেই ধরে গলে।
তার গলে হরি হরে থাকি গলে গলে॥

অভেদ দুজনে মোরা ভেদ করে ব্যাস।
উচিত না হয় যে কাশীতে করে বাস॥
চঞ্চল ব্যাসের মন শেষে যাবে জানা।
কাশীতে ব্যাসের ভিক্ষা শিব কৈলা মানা॥
স্নান পূজা সমার্পিয়া ব্যাস ঋষিবর।
ভিক্ষা হেতু গেলা এক গৃহস্থের ঘর॥
ব্যাসে ভিক্ষা দিতে গৃহী হইল উদ্যত।
কিঞ্চিৎ না পায় দ্রব্য হৈল বুদ্ধিহত॥
ভিক্ষার বিলম্ব দেখি ব্যাস তপোধন।
গৃহস্থেরে গালি দিয়া করিলা গমন॥
বালক কুক্কুর লয়ে করে তাড়াতাড়ি।
ব্যাসদেব গেলা অন্য গৃহস্থের বাড়ী॥
ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া যতন।
ভিক্ষা দিতে ঘর হৈতে আনে আয়োজন॥
শিবের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায়।
হাত হৈতে হরিয়া ভৈরব লয়ে যায়॥
রিক্ত হস্ত গৃহস্থ দাঁড়ায় বুদ্ধিহত।
মর্ম্ম না বুঝিয়া ব্যাস কটু কন কত॥
এই রূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী।
ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়াতাড়ি॥
সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া।
অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া॥
কেহ বলে যাও মেনে মুখ না দেখাও।
কেহ বলে আপনার নামটি লুকাও॥

এইরূপে গৃহস্থের সঙ্গে গণ্ডগোল।
ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈলা উতরোল॥
পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে ফিরিয়া ফিরিয়া।
শিষ্যগণ ঠাঁই ঠাঁই পড়িছে ঘুরিয়া॥
আশ্রমে নিশ্বাস ছাড়ি চলিলেন ব্যাস।
শিষ্যসহ সে দিন করিলা উপবাস॥
পরদিন ভিক্ষা হেতু শিষ্য পাঠাইলা।
ভিক্ষা না পাইয়া সবে ফিরিয়া আইলা॥
মহাক্রোধে ব্যাসদেব অজ্ঞান হইলা।
কাশীখণ্ডে বিখ্যাত কাশীতে শাপ দিলা॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

কাশীতে শাপ।

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে।
শরণ লয়েছি শুনি দয়া কর হে॥
তুমি দিন দয়াময়, আমি দিন অতিশয়,
তবে কেন দয়া নয়, দেখিয়া কাতর হে।
তব পদ আশুতোষ, পদে পদে মোর দোষ,
জানি কেন কর রোষ, পামর উপর হে॥
পিশাচে তোমার প্রীতি, মোর পিশাচের রীতি,
তবে কেন মোর নীতি, দেখে ভাব পর হে।
ভারত কাতর হয়ে, ডাকে শিব শিব কয়ে,
ভবনদী পারে লয়ে, দূর কর ডর হে॥ ধ্রু॥

ধন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী।
আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী॥
তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ।
কাশীবাসি লোকের অক্ষয় হবে পাপ॥
অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।
কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশি॥
ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে।
ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে॥
ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে।
যদি বেদ সত্য তবে অন্যথা নহিবে॥
শাপ দিয়া পুনরপি চলিলা ভিক্ষায়।
ভিক্ষা না পাইয়া বড় ঠেকিলেন দায়॥
ঘরে ঘরে ফিরি ফিরি ভিক্ষা না পাইয়া।
আশ্রমে চলিলা ভিক্ষা পাত্র ফেলাইয়া॥
হেনকালে অন্নপূর্ণা দেখিতে পাইলা।
ব্যাসদেবে অন্ন দিতে আপনি চলিলা॥
জগৎজননী মাতা সবারে সমান।
শক্তিরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান॥
আকাশ পবন জল অনল অবনী।
সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি॥
সকলে সমান যেন চন্দ্র সূর্য্য তারা।
তেমনি সকলে সমা অন্নপূর্ণা তারা॥
মেঘ করে যেমন সকলে জলদান।
তেমনি অন্নদা দেবী সকলে সমান॥

তরু যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া।
তেমনি সকলে অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়া।
হরি হর প্রভৃতির শক্র মিত্র আছে।
শত্রু মিত্র একভাব অন্নদার কাছে॥
চলিলেন অন্নপূর্ণা ব্যাসে করি দয়া।
আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া।
হেনকালে পথে আসি কহেন মহেশ।
কোথায় চলেছ থুয়ে কার্ত্তিক গণেশ॥
ক্রোধ ভরে কন দেবী পিছু কেন ডাক।
ব্যাসে অন্ন দিয়া আসি ঘরে বসি থাক॥
একে বুড়া তাহে ভাঙ্গী ধুতুরায় ভোল।
অল্প অপরাধে কর মহা গণ্ডগোল॥
তিন দিন ব্যাসেরে দিয়াছ উপবাস।
ব্রহ্মহত্যা হইবে তাহাতে নাহি ত্রাস॥
একবার ক্রোধেতে ব্রহ্মার মাথা লয়ে।
অদ্যাপি সে শাপে ফির মুণ্ডধারী হয়ে॥
কি হেতু করিলে মানা ব্যাসে অন্ন দিতে।
সে দিন কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে॥
এখন যদ্যপি ব্যাস অন্ন নাহি পায়।
আরবার দিবে শাপ পেটের জ্বালায়॥
আমি অন্নপূর্ণা আছি কাশীতে বসিয়া।
আমার দুর্নাম হবে না দেখ ভাবিয়া॥
এত বলি অন্নপূর্ণা ক্রোধে ভরে যান।
সঙ্গে সঙ্গে যান শিব ভয়ে কম্পবান॥

সভয় দেখিয়া ভীমে হাসেন অভয়া ।
বুড় টির ঠাট হের দেখ লো বিজয়া ।
ভারত কহিছে ইথে সাক্ষী কেন মান ;
তোমার ঘরের ঠাট তোমরা সে জান ॥

অন্নদার মোহিনী রূপ (১) ।

এ কি রূপ অপরূপ ভঙ্গিমা ;
চরণে অরুণ রঙ্গিমা ॥
হইতে গোসর, শম্ভু হৈলা হর,
দেখি পয়োধর, তুঙ্গিমা(২) ।
থাকিকে অধরে, সুধা সাধ করে,
সুধাকরে ধরে, কালিমা ॥
ফুলধনু তনু, লাজে তেজে ধনু,
দেখি ভুরুধনু, বক্রিমা ।
রূপ অনুভবে, মোহ হয় ভবে,
ভারত কি কবে, মহিমা ॥ ধ্রু॥

মায়া করি জয়া বিজয়ারে লুকাইয়া ।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া ॥
কোটি শশী জিনি মুখ কমলের গন্ধ ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ ।

---

(১) অন্নদার মোহিনী রূপ বর্ণন ও বিদ্যার রূপ বর্ণন এক প্রকার অতএব বিদ্যার রূপ বর্ণনের টিপ্পনী দেখিলে অন্নদার রূপ বর্ণনের ভাবার্থ অনায়াসে বোধ হইবেক ।

(২) তুঙ্গতা, উন্নতা ।

ভুরু দেখে ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া।
লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইলা॥
উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদিমূলে।
ধরেছে কামের কেশ রোমাবলি ছলে॥
অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে।
পদ নখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে॥
মুকুতা যতনে তনু সিন্দুরে মাজিয়া।
হার হয়ে হারিলেন বুক বিন্ধাইয়া॥
ঝিনঝিনিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী।
ধরাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী॥
চক্ষু জিনি মৃগ ভালে মৃগমদ বিন্দু।
মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু॥
অরুণের রঙ্গ দেয় অধর রঙ্গিমা।
চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা॥
রতন কাঁচুলী শাড়ী বিজুলী চমকে।
মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে॥
কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে॥
কঙ্কণ ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥
নিরুপম সে রূপ কি রূপ কব আমি।
যে রূপ দেখিয়া কামরিপু হন কামী॥

এই রূপে অন্নপূর্ণা সদয়া হইয়া।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে নিকটে আসিয়া॥
মায়াময় একখানি পুরী নির্ম্মাইয়া।
অতি বৃদ্ধ করি হরে তাহাতে রাখিয়া॥
আপনি দাঁড়ায়ে দ্বারে পরমা সুন্দরী।
কহিতে লাগিলা ব্যাসে ভক্তিভাব করি॥
শুন ব্যাস গোসাঞি আমার নিবেদন।
নিমন্ত্রণ মোর বাড়ী করিবে ভোজন॥
বৃদ্ধ মোর গৃহস্থ অতিথি ভক্তিমান।
অতিথি সেবন বিনা জল নাহি খান॥
তপস্বি তোমারে দেখি অতিথি ঠাকুর;
ত্বরায় আইস বেলা হইল প্রচুর॥
শুনিয়া ব্যাসের মনে আনন্দ হইল।
কোথা হৈতে হেন জন কাশীতে আইল॥
অন্ন বিনা তিন দিন মোরা উপবাসী।
কোথা হৈতে পুণ্যরূপা উত্তরিলা আসি॥
নিরুপম রূপা তুমি নিরুপম বয়া (১)।
নিরুপম গুণা তুমি নিরুপম দয়া॥
তখনি পাইনু ভিক্ষা কহিলা যখনি।
পরিচয় দেহ মোরে কে বট আপনি॥
বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥

(১) যৌবনবিশিষ্টা।

দেখিয়াছি এ সকল সে সকলে জানি।
ততোধিক প্রভা দেখি তাই অনুমানি॥
শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কাশীর ঈশ্বরী।
সেই বুঝি হবে তুমি হেন মনে করি॥
প্রতি ঘরে ফিরি ভিক্ষা নাই পাই সেই।
অন্নপূর্ণা বিনা তারে অন্ন কেবা দেই॥
এত শুনি অন্নপূর্ণা সহাস্য অন্তরে।
কহিতে লাগিলা ব্যাসে মৃদু মধুস্বরে॥
কোথা অন্নপূর্ণা কোথা তুমি কোথা আমি।
শীঘ্র আসি অন্ন খাও দুঃখ পান স্বামী॥
এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্যে লইয়া॥
অন্ন দিলা অন্নপূর্ণা উদর পূরিয়া॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি রস যত।
ভোজন করিলা সবে বাসনার মত॥
ভোজনান্ত আচমন সকলে করিলা।
হরপ্রিয়া হরীতকী মুখশুদ্ধি দিলা॥
বসিলেন ব্যাসদেব শিষ্যগণ সঙ্গে।
হেনকালে বৃদ্ধগৃহী জিজ্ঞাসেন রঙ্গে॥
ভারত কহিছে ব্যাস সাবধান হৈও।
বুড়া নহে বিশ্বনাথ বুঝে কথা কৈও॥

শিব ব্যাসে কথোপকথন।

নগনন্দিনি, সুরবন্দিনি, রিপুনিন্দিনি গো।
জয়কারিণি, ভয়হারিণি, ভবতারিণি গো॥

জটাজালিনি, শিরমালিনি, শশীভালিনি,
সুখশালিনি, করবালিনি গো।
শিবগেহিনি, শিবদেহিনি, শিবরোহিণি
শিবমোহিনি, শিবসোহিনি গো॥
গণতোষিণি, ঘনঘোষিণি, ছাঁদোষিণি
শঠরোষিণি, গুহপোষিণি গো।
মৃদুহাসিনি, মধুভাষিণি, খলনাশিনি
গিরিবাসিনি, ভারতাশিনি গো॥ ধ্রু॥

বুড়াটী কহেন ব্যাস তুমিত পণ্ডিত।
কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করি কহিবে উচিত॥
তপস্বী কাহারে বল কিবা ধর্ম্ম তার।
কি কর্ম্ম করিলে পার পরলোকে পান॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস।
তপস্যার নানা ধর্ম্ম প্রধান সন্ন্যাস॥
সর্ব্ব জীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য।
স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্য মূল্য॥
ইত্যাদি অনেক মত কহিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥
শুনিয়া বুড়াটী কন সক্রোধ হইয়া।
আপনি ইহার আছ কি ধর্ম্ম লইয়া॥
এক বাক্যে বুঝিয়াছি জ্ঞানেতে যেমন।
শিব হৈতে মোক্ষ নহে কয়েছ যখন॥
দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা আদি জপ তপ ক্রিয়া।
ডোবাইলা সকলি কাশীতে শাপ দিয়া॥

কহিতে কহিতে হৈল ক্রোধের উদয়।
সেই রূপ হৈলা যাহে করেন প্রলয়॥
ঊর্দ্ধে ছুটে জটা ঘন ঘটা জর জর।
উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর॥
গর গর গর্জ্জে ফণী জিহ্বি লক লক।
অর্দ্ধশশী কোটি সূর্য্য অগ্নি ধক্ ধক্॥
হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল।
অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল॥
দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ।
ভৈরবের ভীমনাদে কাঁপে ত্রিভুবন॥
মহাক্রোধে মহারুদ্র ধরিয়া পিনাক।
শূল আন শূল আন ঘন দেন ডাক॥
মারিতে নারেন অন্নপূর্ণার কারণে।
ভর্ৎসিয়া ব্যাসেরে কন তর্জ্জন গর্জ্জনে॥
হরি হর দুই মোরা অভেদ শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥
বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ।
কি ধর্ম্ম বুঝিয়া হরি হরে কর ভেদ॥
সেই পাপে তোর বাস না হবে কাশীতে।
আমি মানা করিলাম তোরে ভিক্ষা দিতে॥
মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ
কোন দোষে আমার কাশীতে দিলি শাপ॥
কি দোষ করিল তোর কাশীবাসিগণ।
কেন শাপ দিলি আরে বিটলা বামন॥

এ স্থানে ব্যাসের যোগ্য তুমি কভু নও।
এইক্ষণে বারাণসী হৈতে দূর হও॥
অরে রে ভৈরবগণ ব্যাসে কর দূর।
পুনঃ যেন আসিতে না পায় কাশীপুর॥
ব্যাসদেব রুদ্ররূপি দেখি মহেশ্বরে।
ভয়ে কম্পমান তনু কাঁপে থর থরে॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী দাঁড়াইয়া পাশে।
চরণে ধরিয়া ব্যাস কহে মৃদু ভাবে॥
অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ।
বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি ত্রাণ॥
জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া।
মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া॥
জগতের পিতা শিব তুমি জগন্মাতা।
হরি হর বিধাতার তুমি সে বিধাতা॥
শিবের হইল তমোগুণের উদয়।
যেই তমোগুণোদয়ে করেন প্রলয়॥
পশু বুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মর্ম্ম।
বুঝিতে নারিনু কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম॥
পড়িনু পড়ানু যত মিছা সে সকল।
সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল॥
শিব কৈলা অন্ন মানা তুমি অন্ন দিলে।
এ সঙ্কটে কে রাখিবে তুমি না রাখিলে॥
শঙ্করের ক্রোধ হৈল না জানি কি ঘটে।
শঙ্করী করুণা কর এ ঘোর সঙ্কটে॥

তোমার কথায় বশ শঙ্কর সর্ব্বদা।
কাশীবাস যায় মোর রাখ গো অন্নদা॥
ব্যাসের বিনয়ে দেবী সদয়া হইলা।
শিবেরে করিয়া শান্ত ব্যাসে বর দিলা॥
বলেন শিবের আজ্ঞা না হয় অন্যথা।
কাশীবাসে ব্যাস তুমি না পাবে সর্ব্বথা॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥
এত বলি হর লয়ে কৈলা অন্তর্দ্ধান।
নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাস কাশী ছাড়ি যান॥
ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায়।
লুকায়ে রহেন যদি ভৈরব খেদায়।
বেতাল ভৈরবগণ করে তাড়াতাড়ি।
শিষ্যসহ ব্যাসদেব গেলা কাশী ছাড়ি॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণোদ্যোগ।

কাশীতে না পেয়ে বাস, মনোদুঃখে বেদব্যাস,
বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস।
দুষ্ট লোক আছে যারা, কাশীতে রহিল তারা,
আমার না হৈল কাশীবাস॥
এ বড় দারুণ শোক, কলঙ্ক ঘুষিবে লোক,
ব্যাস হৈলা কাশী হৈতে দূর।

নাম ডাক ছিল যত, সকল হইল হত,
ভাঙ্গড় করিল দর্পচূর ॥
তেজো বধ হয় যার, প্রাণবধ ভাল তার,
কোন খানে সমাদর নাই।
লোকে করে উপহাস, ইনি সেই বেদব্যাস,
কাশীতে না হৈল যার ঠাঁই ॥
যদি করি বিষ পান, তথাপি না যাবে প্রাণ,
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়,
চিরজীবি করিলা গোঁসাই ॥
ভবিতব্য ছিল যাহা, অদৃষ্টে করিল তাহা,
কি হবে ভাবিলে আর বসি।
তবে আমি বেদব্যাস, এই খানে পরকাশ,
করিব দ্বিতীয় বারাণসী ॥
করিয়াছি যত তপ, করিয়াছি যত জপ,
সকল করিনু ইথে পণ।
নিজ নাম জাগাইব, এই খানে প্রকাশিব,
কাশীর যে কিছু আয়োজন ॥
কাশীতে মরিলে জীব, রাম নাম দিয়া শিব,
কত কষ্টে মোক্ষ দেন শেষে।
এখানে মরিবে যেই, সদামুক্ত হবে সেই,
না ঠেকিবে আর কোন ক্লেশে ॥
অসাধ্য সাধন যত, তপস্যায় হয় কত,
তপোবলে রাত্রি হয় দিবা।

ঋষি সঙ্গে বিরোধিয়া, তপস্যায় ভর দিয়া,
বিশ্বামিত্র না করিল কিবা ॥
মোরে খেদাইল শিব, তার সেবা না করিব,
বর না মাগিব তার ঠাঁই।
বহুর দেখেছি গুণ, নন্দী করেছিল খুন,
কিঞ্চিৎ সোহাগ তার নাই ॥
বিধাতা সবার বড়, তাহারে করিব দড়,
যাহা হৈতে সকলের সৃষ্টি।
তিনি পিতামহ হন, ধেয়ানে বিমুখ নন,
অবশ্য দিবেন কৃপাদৃষ্টি ॥
তাঁরে তুষি তপস্যায়, বর মাগি তাঁর পায়,
সকলে পাইব এথা বসি।
পুরী করি মোক্ষ ধাম, জাগাইব নিজ নাম,
নাম হবে ব্যাস-বারাণসী ॥
গঙ্গা মহাতীর্থ জানি, গঙ্গারে এখানে আনি,
আগেতে গঙ্গার কাছে যাই।
গঙ্গা সে শিবের পুঁজি, মোক্ষ কপাটের কুঁজি,
গঙ্গারে অবশ্য আনা চাই ॥
গঙ্গা গঙ্গা মোক্ষ ধাম, জানিত কে তার নাম,
আমা হৈতে তাহার প্রকাশ।
আমি যদি ডাকি তারে, অবশ্য আসিতে পারে,
ইথে কিছু নাহি অবিশ্বাস ॥
এত করি অনুমান, গঙ্গারে আনিতে যান,
বেদব্যাস মহাবেগবান্।

তুমি নারায়ণী, পতিতপাবনী,
কামনা পুরাও মোর।
মোর সঙ্গে আসি, প্রকাশহ কাশী,
তারহ সঙ্কট ঘোর॥
যে মরে কাশীতে, তারে মোক্ষ দিতে,
রামনাম দেন শিব।
আর কত দায়, ভোগ হয় তায়,
তবে মোক্ষ পায় জীব॥
কাশীতে আমার, কৃপায় তোমার,
এমনি হইতে চাহে।
যে মরে যখনি, নির্ব্বাণ তখনি,
বিচার না রবে তাহে॥
ব্যাসের এমন, শুনিয়া বচন,
গঙ্গার হইল হাসি।
ভারত কহিছে, মোরে না সহিছে,
তুমি কি করিবে কাশী॥

ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি।

কহিছেন গঙ্গা শুন হে ব্যাস।
কেন করিয়াছ হেন প্রয়াস॥
কে তুমি কি শক্তি আছে তোমার।
শিব বিনা কাশী কে করে আর॥
কণ্ঠে কালকূট যেই ধরিল।
লীলায় অন্ধক সেই বধিল॥

কটাক্ষে কামেরে নাশিল যেই।
কামিনী লইয়া বিহরে সেই॥
আমি অন্নপূর্ণা যাঁর গৃহিণী।
গিরিবর ধনু শেষ শিঞ্জিনী ১)॥
ক্ষিতিরথ ইন্দ্র সারথি যাঁর।
চক্রপাণি বাণ শাণিত ধার॥
চন্দ্র সূর্য্য রথচক্র আকার।
ত্রিপুর এক বাণে মৈল যাঁর॥
সেই বিশ্বনাথ বিশ্বের সার।
ভব নাম ভব করিতে পার॥
যাহার জটায় পাইয়া ধাম।
গঙ্গা গঙ্গা মোর পবিত্র নাম॥
কারণজল মোরে বলে যেই।
কারণজলের কারণ সেই॥
না ছিল সৃষ্টির আদি যখন।
কাশীপতি কাশী কৈলা তখন॥
থুইলা আপন শূলের আগে।
পৃথিবীর দোষ গুণ না লাগে॥
করিবেন যবে প্রলয় হর।
রাখিবেন কাশী শূল উপর॥
তবে যে দেখিছ ভূমিতে কাশী।
পদ্মপত্রে যেন জল বিলাসি॥

---

(১) ধনুর্গুণ, ধনুকের ছিলা।

জলে মিশি থাকে পদ্মের পাত।
জল নাশে নহে তার নিপাত॥
তবে যে কহিলা তারক নামে।
মোক্ষ দেন শিব কাশীর ধামে।
তুমি কি বুঝিবে তাঁর চলনি।
আপনার নাম দেন আপনি॥
আমার বচন শুন হে ব্যাস।
কদাচ না কর হেন প্রয়াস॥
শিব নিন্দা কর এ দায় বড়।
শিব পদে মন করহ দড়॥
শিব নিন্দা তুমি কর কেমনে।
দক্ষযজ্ঞ বুঝি না পড়ে মনে॥
পুনঃ না কহিও আমার কাছে।
যে শুনে তাহার পাতক আছে॥
জানেন সকল শঙ্কর স্বামী।
এ সব কথায় না থাকি আমি॥
শুনিয়া ব্যাসের হইল রোষ।
ভারত কহিছে এ বড় দোষ॥

ব্যাসকৃত গঙ্গার তিরস্কার।

ব্যাসের হইল, ক্রোধ, তেয়াগিয়া উপরোধ,
গঙ্গারে কহেন কটুভাষে।
কালের উচিত কর্ম্ম, জানিনু তোমার ধর্ম্ম,
তুমি মোরে হাস উপহাসে॥

তোরে অন্তরঙ্গ জানি, করিনু যুগলপাণি,
উপকারে আসিতে আমার।
তাহা হৈল বিপরীত, আর কহ অনুচিত,
দৈবে করে কি দোষ তোমার॥
আমি যারে প্রকাশিনু, আমি যারে বাড়াইনু,
সেই মোরে তুচ্ছ করি কহে।
মাতঙ্গ পড়িলে দরে,(১)পতঙ্গ প্রহার করে,
এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে॥
উচিত কহিব যদি, নদী মধ্যে তুমি নদী,
পুণ্যতীর্থ বলি কে জানিত।
পুরাণে বর্ণিনু যেই, পুণ্যতীর্থ বলে তেঁই,
নৈলে তোমা কে কোথা মানিত॥
জহ্নুমুনি করে ধরি, পিলেক গণ্ডূষ করি,
কোথা ছিল তোর গুণগ্রাম।
সে দোষ থুইয়া দূরে, জানাইনু তিন পুরে,
জাহ্নবী বলিয়া তোর নাম॥
শান্তনু রাজারে লয়ে,ছিলি তার নারী হয়ে,
তার সাক্ষী ভীষ্ম তোর বেটা।
শান্তনুরে করি সারা, হয়েছ শিবের দারা,
তোর সমা পুণ্যবতী কেটা॥
পেয়েছ শিবের জটা,তাহাতে সাপের ঘটা,
কপালে বহ্নির তাপ লাগে।

১) গর্ত্ত

চণ্ডী করে গণ্ডগোল, ভূত ভৈরবের রোল,
কোন সুখে আছ কোন রাগে॥
স্বভাবতঃ নীচগতি, সতত চঞ্চল মতি,
কভু নাহি পতির নিয়ম।
যে ভাল ভজিতে পারে, পতি ভাব কর তারে,
সিন্ধু সঙ্গে সম্প্রতি সঙ্গম॥
বেশ্যাধর্ম্ম লয়ে আছ, জাতি কুল নাহি বাছ,
রূপ গুণ যৌবন না চাও।
মা বলিয়া সেবা দেই, ক্ষীর পান করে সেই,
পতি কর কোলে মাত্র পাও।
আপনার পক্ষ জানি, কহিলাম তোরে আনি,
তুমি তাহে বিপরীত কহ।
তুমি মোর কি করিবা, তোমার শকতি কিবা,
বিষ্ণুপাদোদক বিনা নহ॥
শাপ দিয়া করি ছাই, অথবা গণ্ডূষে খাই,
ব্রাহ্মণেরে তোর অল্প জ্ঞান।
সিন্ধু তোর পতি যেই ব্রহ্মতেজ জানে সেই,
অগস্ত্য করিয়াছিল পান॥
ব্যাসদেব এই রূপে, মজিয়া কোপের কূপে,
গঙ্গার করিলা অপমান।
ভারত সভয়ে কহে, মোরে যেন দয়া রহে,
তি নিন্দাস্তু গঙ্গার সমান॥

গঙ্গাকৃত ব্যাসের তিরস্কার।

গঙ্গার হইল ক্রোধ ব্যাসের বচনে।
ব্যাসেরে ভর্ৎসিয়া কন মহাক্রোধে মনে॥
শুন শুন ওহে ব্যাস বিস্তর কহিলা।
এই অহঙ্কারে কাশী বাস না পাইলা॥
নর হয়ে নারায়ণ হৈতে চায় যেবা।
শিব নিন্দা যে করে তাহার গঙ্গা কেবা॥
তোর প্রকাশিতা আমি কেমনে কহিলি।
বেদমত পুরাণেতে আমারে বর্ণিলি॥
যতেক প্রসঙ্গ লয়ে করেছ পুরাণ।
আমার প্রসঙ্গ আছে তেঁই সে প্রমাণ॥
তুমি বুঝিয়াছ আমি শান্তনুর নারী॥
সমুদ্রে মিলেছি বলি নারী হৈনু তারি॥
সংসারে যতেক নারী মোর অংশ তারা।
শিব অংশ সংসারে পুরুষ আছে যারা॥
প্রকৃতি পুরুষ মোরা তুই কি জানিবি।
আর কত দিন পড় তবে সে বুঝিবি॥
আমার জাতির দায় কে ধরিবে তোরে॥
কোন জাতি তোমার বুঝাও দেখি মোরে।
বেদের পঞ্চত্ব দিয়া ভারত পুরাণ।
রচিয়াছ আপনি পরম জ্ঞানবান॥
তাহে কহিয়াছ আপনার জন্ম কর্ম্ম।
ভাবিয়া দেখহ দেখি তাহার কি মর্ম্ম॥

পরাশর ব্রহ্মঋষি তোর পিতা সেই।
অবিগীত(১)ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী জন্য সেই॥
মৎস্যগন্ধা দাসকন্যা ব্রাহ্মণীত নহে।
তার গর্ভে জন্ম তোর ব্রাহ্মণ কে কহে॥
পরাশর অপসর তোর জন্ম দিয়া।
শান্তনু তোমার মায়ে পুনঃ কৈল বিয়া॥
বৈপিত্র দুভাই তাহে জন্মিল তোমার।
একটী বিচিত্রবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ আর॥
অম্বালিকা অম্বিকা বিবাহ কৈলা তারা।
যৌবনে মরিল দুটী বউ রৈল সারা॥
পুত্র হেতু সত্যবতী তোমার জননী।
তোমারে দিলেন আজ্ঞা যেমন আপনি॥
তুমি রণ্ডা-ভ্রাতৃবধূ করিয়া গমন।
জন্মাইলা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুই জন॥
কুন্তী মাদ্রী দুই নারী পাণ্ডু কৈল বিয়া।
সম্ভোগে রহিত হৈল শাপের লাগিয়া॥
ভেবে মরে কুন্তী মাদ্রী করিব কেমন।
তুমি তাহে বিধি দিলা আপনি যেমন॥
ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র আর অশ্বিনীকুমার।
উপপতি হৈতে পাঁচ পুত্র হৈল তার॥
যুধিষ্ঠির ভীম আর অর্জ্জুন নকুল।
সহদেব এই পঞ্চ পাণ্ডব অতুল॥

(১) অনিন্দিত, অগর্হিত।

তুমি তাহে আপনার মত বিধি দিয়া।
পাঁচ বরে এক দ্রৌপদীরে দিলা বিয়া॥
ব্রহ্মশাপ কি দিবি কি তোরে মোর ভয়।
ব্রহ্মশাপ সেই দেয় ব্রাহ্মণ যে হয়॥
ব্রহ্মশাপ কিবা দিবি কে তোরে ডরায়।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ মোর নামে যায়॥
তুই কি জানিবি ব্রহ্মা তোর পিতামহ।
যে জানে মহিমা কিছু তারে গিয়া কহ॥
এত বলি ক্রোধে গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান।
গালি খেয়ে ব্যাসদেব হৈলা হতজ্ঞান॥
ভারত কহিছে ব্যাস ধীরি ধীরি ধীরি।
গিয়াছিলা যথা হৈতে তথা গেলা ফিরি॥
দীন দয়াময়ী দেবী দয়া কর দীনে।
দারিদ্র্য দুর্গতি দূর কর দিনে দিনে॥
ধর্ম্ম তার ধরা তার ধন তার ধান।
ধ্যানে ধরে যে তোমারে সেই সে ধীমান॥
নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী।
নগেন্দ্র নন্দিনী নীলনলিন নয়নী॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি সোমবারের দিবা পালা।

বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা।

আসনে বসিয়া, উন্মনা হইয়া,
ভাবেন ব্যাস গোঁসাই।
এই বড় শোক, হাসিবেক লোক,
মোর কাশী হৈল নাই॥
বিশ্বকর্ম্মা আছে, তারে আনি কাছে,
সে দিবে পুরী গড়িয়া।
মোক্ষের উপায়, শোধ করা যায়,
ব্রহ্মার বর লইয়া॥
করি আচমন, যোগে দিয়া মন,
বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান।
জানিয়া অন্তরে, বিশাই সত্বরে,
আসি কৈলা অধিষ্ঠান॥
বিশাই দেখিয়া, সানন্দ হইয়া,
বিনয়ে কহেন ব্যাস।
তুমি বিশ্বকর্ম্ম, জান বিশ্ব মর্ম্ম,
তোমাতে বিশ্ব প্রকাশ॥
তুমি বিশ্ব গড়, তুমি বিশ্বে বড়,
তাই বিশ্বকর্ম্মা নাম।
তোমার মহিমা, কেবা জানে সীমা,
কেবা জানে গুণগ্রাম॥
বিধাতা হইয়া, বিশ্ব নিরমিয়া,
পালহ হইয়া হরি।

শেষে হয়ে হর, তুমি লয় কর,
তুমি ব্রহ্মা অবতরি ॥
আমারে কাশীতে, না দিল রহিতে,
ভূতনাথ কাশীবাসী।
সেই অভিমানে, আমি এই খানে,
করিব দ্বিতীয় কাশী ॥
ঠেকিয়াছি দায়, চাহিয়া আমায়,
নির্ম্মাহ পুরী সুসার।
মোক্ষের নিদান, করিতে বিধান,
সে ভার আছে আমার ॥
এ সঙ্কট ঘোরে, তার যদি মোরে,
তবেত তোমারি হব।
ত্রিদেবে ছাড়িয়া, ব্রহ্মপদ দিয়া,
তোমারে পুরাণে কব ॥
বিশাই শুনিয়া, কহিছে হাসিয়া,
তুমি নাহি পার কিবা।
ব্যাস বারাণসী, গড়ি দেখ বসি,
আমারে ব্রহ্মা করিবা ॥
যে হয় পশ্চাৎ, দেখিবে সাক্ষাৎ,
মোরে পুরী ভার লাগে।
কাশীর ঈশ্বর, খ্যাত বিশ্বেশ্বর,
তাঁর পুরী গড়ি আগে ॥
বিশ্বেশ্বর নাম, সর্ব্ব শুভধাম,
বিশাই যেই কহিল।

দৈবে কষ্ট যার, বুদ্ধি নাশে তার,
ব্যাসের ক্রোধ হইল ॥
অরে রে বিশাই, তুইত বালাই,
কে বলে আনিতে তায়।
এ বড় প্রমাদ, যার সঙ্গে বাদ,
তাহারে আনিতে চায় ॥
সভয় অন্তর, নহ স্বতন্তর,(১)
ভয়েতে সবারে মান।
নানা গুণ জানি, যারে তারে মানি,
বেগার খাটিতে জান ॥
তপোবলে কাশী, দেখ পরকাশি,
দূর হ রে দুরাচার।
তোর গুণধর, শত কারিকর,
হইবে দুঃখী বেগার ॥
বিশাই শুনিয়া, কহিছে হাসিয়া,
বড় ভ্রান্ত তুমি ব্যাস।
শিবেরে লঙ্ঘিবা, কাশী প্রকাশিবা,
কেন কর হেন আশ ॥
নাহি জান তত্ত্ব, নাহি বুঝ সত্ত্ব,
শিব ব্রহ্ম সনাতন।
অজাত অমর, অনন্ত অজর,
আদ্য বিভু নিরঞ্জন ॥

(১) স্বাধীন, আত্মবশ।

কার্য্য সাধিবারে, এই যে আমারে,
এখনি ব্রহ্ম কহিলে।
ব্রহ্ম বলিবার, কি দেখ আমার,
কেমনে ব্রহ্ম বলিলে॥
যাহারে যখন, দেখহ দুর্জ্জন,
তাহারে ব্রহ্ম বলহ।
এই রূপে কত, কয়ে নানা মত,
লিখিলা যত কলহ॥
বিশাই ধীমান, গেল নিজ স্থান,
ব্যাসের হইল দায়।
কহিছে ভারত, এ নহে ভারত,
কহিবে কথা যথায়॥

ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন।

হর হর শঙ্কর সংহর পাপং।
জয় করুণাময় নাশয় তাপং॥
ঙ্গ তরঙ্গিত গাঙ্গ জটাচয় অর্পয়সর্পয় সর্পকলাপং।
হিম বিষাণ(১)রবেণ নিবারয় মমরিপু শমন লুলাপং(২)।
নক কুসুমোপরি শোভিত কর্ণে কর্ণয় ভক্ত কলাপং।
গাদতি(৩) ভারতচন্দ্র উমাধব দেহিপদং হরবাপং॥ ধ্রু॥
ব্রহ্মার করিলা ধ্যান ব্যাস তপোধন॥
অবিলম্বে প্রজাপতি দিলা দরশন॥

(১) পশুশৃঙ্গ। (২) মহিষ, কাসর। (৩) কথন, ভাষণ।

আপন দুর্দ্দশা আর শিবেরে নিন্দিয়া।
বিস্তর কহিলা ব্যাস কান্দিয়া কান্দিয়া॥
স্নেহেতে চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিয়া।
কহিছেন প্রজাপতি পিরীত করিয়া॥
অরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছায়াল।
শিব সঙ্গে বাদ কর এবড় জঞ্জাল॥
কাশীতে রহিতে শিব না দিলে না রবে।
তাঁর সঙ্গে বাদে তোমা হৈতে কিবা হবে॥
শিব নাম জপ কর যেথা সেথা বসি।
যেখানে শিবের নাম সেই বারাণসী॥
তুমি কি করিবা কাশী লঙ্ঘিয়া তাঁহারে।
কাশীপতি বিনা কাশী কে করিতে পারে॥
শিব লঙ্ঘি আমি কি হইব বরদাতা।
আমি যে বিধাতা শিব আমারো বিধাতা॥
আমার আছিল বাছা পাঁচটী বদন।
এক মাথা কাটিয়া লইল পঞ্চানন॥
কি করিতে তাহে আমি পারিলাম তাঁর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় হয় যাঁর॥
কিসে অনুগ্রহ তাঁর নিগ্রহ বা কিসে।
বুঝিতে কে পারে যাঁর তুল্য সুধা বিষে॥
ভালে যাঁর সুধাকর গলায় গরল।
কপালে অনল যাঁর শিরে গঙ্গাজল॥
সম যাঁর সুধা বিষে হুতাশন জল।
অন্যের যে অমঙ্গল তাঁরে সে মঙ্গল॥

ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন ।

উঁার সঙ্গে তোর বাদ আমি ইথে নাই ।
জানেন অন্তরযামী শঙ্কর গোসাঞি ॥
এত বলি প্রজাপতি গেলা নিজ স্থানে ।
ব্যাসের ভাবনা হৈল কি হবে নিদানে ॥
যে হোক সে হোক আরো করিব যতন ।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন ॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী সকলের সার ।
কাশীর ঈশ্বরী যিনি বিশ্বমায়া যাঁর ॥
যাঁর অধিষ্ঠানে বারাণসীর মহিমা ।
বিধি হরি হর যার নাহি জানে সীমা ॥
শঙ্কর আমার অন্ন মানা করেছিলা ।
শবে মা মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিলা ॥
তদবধি জানি তিনি সকলের বড় ।
অতএব তাঁর উপাসনা করি দড় ॥
তিনি মোক্ষ দিবেন সকলে এথা বসি ।
তবে সে হইবে মোর ব্যাস বারাণসী ॥
এত ভাবি ব্যাসদেব মন কৈলা স্থির ।
অন্নপূর্ণা ধ্যান ধরি বসিলেন ধীর ॥
নিরন্তর কঠর করি করিলেন তপ ।
কত পুরশ্চরণ করিলা কত জপ ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর ।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য।

গজানন ষড়ানন, সঙ্গে করি পঞ্চানন,
কৈলাসেতে করেন ভোজন।
অন্নপূর্ণা ভগবতী, অন্ন দেন হৃষ্টমতি,
ভোজন করিছে ভূতগণ॥
ছয় মুখ কার্ত্তিকের, গজমুখ গণেশের,
মহেশের নিজে মুখ পঞ্চ।
শত মুখ শত জন, বেতাল ভৈরবগণ,
ভাঙ্গ খেয়ে ভোজনে প্রপঞ্চ(১)॥
লেগেছে সিদ্ধির লাগি, খেতে বড় অনুরাগী,
বার মুখ তিন বাপ পুতে।
অন্নদার হস্ত দুটি, অন্ন দেন গুটি গুটি,
থাকে নাহি পাতে থুতে থুতে॥
অন্নদা বুঝিলা মনে, কৌতুক আমার সনে,
বুঝা যাবে কেবা কত খান।
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয়, পাতে পাতে অপ্রমেয়,
পয়োনিধি পর্ব্বত প্রমাণ॥
খাইবেন কেবা কত, সবে হৈলা বুদ্ধি হত,
অন্নপূর্ণা কহেন কি চাও।
অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি, কে রাখিবে করে বাসি,
খেতে হবে খাও খাও খাও॥

(১) বিপর্য্যয়, বিপরীত।

এই রূপে অন্নপূর্ণা, খেলে রসে পরিপূর্ণা,
নারী ভাবে পতি পুত্র লয়ে।
ব্যাসের তপের গাছ, অন্নদার লয় পাছ,
ফলিলেন বিষবৃক্ষ হয়ে॥
ব্যাস জপে অনশনে, অন্নদা জানিলা মনে,
ব্যাসের তপের অনুবলে।
কপালে টনক নড়ে, হাতে হৈতে হাতা পড়ে,
উছট লাগিয়া পদ টলে॥
দুর্দ্দৈব যখন ধরে, ভাল কর্ম্ম মন্দ করে,
অন্নদার উপজিল রোষ।
অনুগ্রহ গেল নাশ, নিগ্রহে ঠেকিলা ব্যাস,
ভাগ্যবশে গুণ হৈল দোষ॥
ভাবে বুঝি ক্রোধ ভর, জিজ্ঞাসা করিলা হর,
কেন দেবি দেখি ভাবান্তর।
অন্নদা কহেন হরে, ব্যাস মুনি তপ করে
অনশন কৈল বহুতর॥
তুমি ঠাঁই নাহি দিলে, কাশী হৈতে খেদাইলে,
তাহাতে হয়েছে অপমান।
করিতে দ্বিতীয় কাশী, হইয়াছে অভিলাষী,
সেই হেতু করে মোর ধ্যান॥
হাসিয়া কহেন হর, বুঝি তারে দিবে বর,
মোরে মেনে দয়া না ছাড়িও।
আমি বৃদ্ধ তাই কই, জানি নাই তোমা বই,
এক মুটা অন্ন মেনে দিও॥

সক্রোধে কহেন শিবা, কৌতুক করহ কিবা,
কি হয় তাহার দেখ বসি ॥
এত বড় তার সাদ, তোমা সনে করি বাদ,
করিবেক ব্যাস বারাণসী ॥
তবে যে কহিবে মোর, তপস্যা করিল ঘোর,
কি দোষে হইব রুষ্ট তারে ।
অসময় সুসময়, না বুঝিয়া দুরাশয়,
বিরক্ত করিল অত্যাচারে ॥
বলিরাজা ভগবানে, ত্রিপাদ ধরণী দানে,
অধোগতি পাইল যেমন ।
তেমনি ব্যাসেরে গিয়া, শাপ দিব বর দিয়া,
শুনিয়া সানন্দ পঞ্চানন ॥
মহামায়া মায়া করি, জরতী(১) শরীর ধরি,
ব্যাসদেবে ছলিতে চলিলা ।
অন্নপূর্ণা পদতলে, ভারত বিনয়ে বলে,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞা দিলা ॥

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসে ছলনা ।

কে তোমা চিনিতে পারে । মা গো ।
বেদে সীমা দিতে নারে ॥
কত মায়া কর, কত মায়া ধর, হেরি হরি হর হারে ।
জিতজরামর, হয় সেই নর, তুমি দয়া কর যারে ॥

---

(১) বৃদ্ধা নারী ।
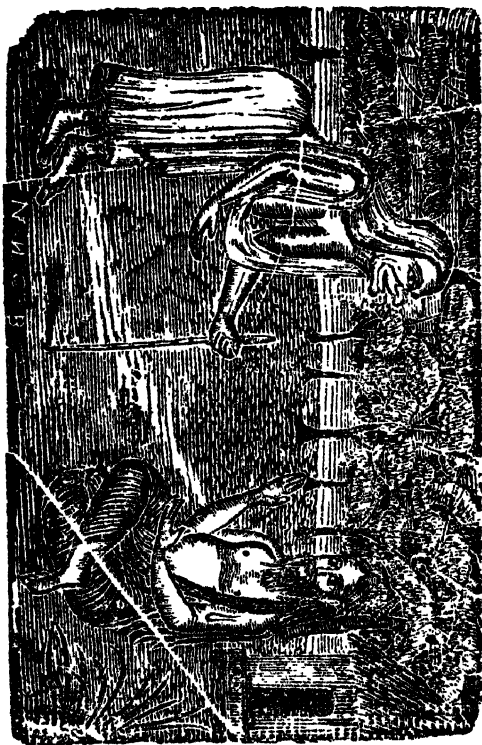
এ ভবসংসারে, যে ভজে তোমারে, যম নাহি পারে তা
যদি না তারিবে, যদি না চাহিবে, ভারত ডাকিবে কারে

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডান করে ভাঙ্গা নড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ী।
ঝাঁকড় ঝাঁকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি॥
ডেঙ্গর উকুন নীকি করে ইলি বিলি।
কোটি কোটি কাণকোটারির কিলি কিলি॥
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুজ ভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার॥
শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে গিয়া হৈল অধিষ্ঠান॥
ফেলিয়া ঝুপড়ী লড়ি আহা উহু করে।
জানু ধরি বসিলা বিরস-মুখী হয়ে॥
ভূমে ঠেকে থুথি হুঁটু কাণ ঢেকে যায়।
কুঁজ ভরে পিঠডাঁড়া ভূমিতে লুটায়॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল॥
মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া।
অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া॥

তিন কাল গিয়া মোর এককাল আছে।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে॥
বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই।
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই॥
কাশীতে মরিলে তাহে পাপ ভোগ আছে।
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে॥
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাধ নাই।
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাঁই॥
তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়।
সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয়॥
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়।
মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়॥
বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ি এথা বাস কর।
সদ্যমুক্ত হবি যদি এইখানে মর॥
ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া।
মরণ টাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া॥
তোর মনে আমি বুড়ী এখনি মরিব।
সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব॥
উর্দ্ধগবিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত।
অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছে আঁত॥
বায়ুতে পাকিয়া চুল হৈল শণনুড়ি।
বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়ি গুড়ি॥
শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা হৈল কুঁজো।
কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুঝে॥

কাণকোটারিতে মোর কাণ হৈল কালা।
কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা॥
এত বলি ছলে দেবী ক্রোধ ভরে যান।
আরবার ব্যাসদেব আরম্ভিলা ধ্যান॥
জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের।
শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের॥
ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া॥
বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও।
এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও॥
বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ॥
মনে পড়ে না রে বাছা কি কথা কহিলে।
পুনঃ কহ কি হইবে এখানে মরিলে॥
ব্যাসদেব কন বুড়ী বুঝিতে নারিলে।
সদ্য মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে॥
বুড়ী বলে হায় বিধি করিলেক কালা।
কি বল বুঝিতে নারি এত বড় জ্বালা॥
পুনশ্চ চলিল দেবী ছলে ক্রোধ করি।
ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি॥
ধ্যানের অধীনা দেবী চলিতে নারিলা।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা॥
এই রূপে দেবী বারে পাঁচ ছয় সাত।
ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত॥

দৈব দোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ।
বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ॥
একে বুড়ী আরো কালা চক্ষে নাহি সুঝে।
বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে॥
ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কাণের কুহরে।
গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে॥
বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকে কাণ।
তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান॥
বুড়ী না দেখিয়া ব্যাস আকার দেখিলা।
হায় বিধি অন্নপূর্ণা আসিয়া ছলিলা॥
নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু।
হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কহিনু॥
বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায়।
ভূণালের তন্তু মধ্যে সদা আসে যায়॥
প্রকৃতি পুরুষ রূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্ব মূল॥
বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তি যোগে শিব সংজ্ঞা শক্তিলোপে শব॥
নিজ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব।
তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব॥
শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া॥
ব্যাস বারাণসী হবে ভাবিলাম বসি।
বাক্য দোষে হইল গর্দ্দভ বারাণসী॥

অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অন্যথা না হয়।
ভবিতব্যং ভব্যত্যেব(১) গুণাকর কয়॥

ব্যাসের প্রতি দৈববাণী।

ভুলনা রে অরে নর শঙ্কর সার কর।
শমনেরে কেন ডর॥
দূর হবে পাপ, চূর হবে তাপ, গঙ্গাধরে ধ্যান ধ
অক্ষর শঙ্কর, এ তিন অক্ষর, মালা করি গলে পর।
এ ভব সাগরে, না ভজিয়া হরে, কেন মিছা ডুবি
ভারতের মত, শুনরে ভকত, ভব ভজি ভব তর॥

বিরস বদন দেখি ব্যাস তপোধনে।
কহিলেন অন্নপূর্ণা আকাশ বচনে॥
শুন শুন ব্যাসদেব কেন ভাব তাপ।
এ দুঃখ তোমাকে দিল শিবনিন্দা পাপ॥
জ্ঞান অহঙ্কারে বারাণসী মাঝে গিয়া।
শিব হৈতে মোক্ষ নহে কহিলা ডাকিয়া॥
ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ হয়েছিল বটে।
শিবে স্তুতি করি পার পাইলা সঙ্কটে॥
তার পর শৈব হয়ে বিষ্ণুরে ছাড়িলে।
সেই দোষে কাশী মাঝে ভিক্ষা না পাইলে॥
এক পাপে দুঃখ পেয়ে আর কৈলা পাপ।
না বুঝিয়া কাশীবাসিগণে দিলা শাপ॥

(১) যাহা হইবার তাহাই হয়।

ন্ন বিনা শিষ্য সহ উপবাসী ছিলে।
আমি গিয়া অন্ন দিনু তেঁই সে বাঁচিলে॥
মার উপরোধে তোরে মহেশ ঠাকুর।
নষ্ট না করিয়া কৈলা কাশী হৈতে দূর॥
আমি দিনু বর চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥
এই রূপে আমি তোরে বরদান দিয়া।
স দিন রুদ্রের ক্রোধে দিনু বাঁচাইয়া॥
তথাপি শিবের সঙ্গে করিয়া বিরোধ।
কাশী করিবারে চাহ এ বড় দুর্ব্বোধ॥
আমার দ্বিতীয় কিম্বা দ্বিতীয় শূলির।
যদি থাকে তবে হবে দ্বিতীয় কাশীর॥
অতঃপর ভেদ দ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল।
জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল॥
হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥
তুমি কি জানিবে তত্ত্ব কি শক্তি তোমার।
নিগম আগম আদি কেবা জানে পার॥
অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত।
শুয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত॥
করিবে দ্বিতীয় কাশী না কর এ আশ।
অভিমান দূর করি চল নিজ বাস॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥

এখানে মরিবে যে সে গর্দ্দভ হইবে।
এ হৈল গর্দ্দভ কাশী অন্যথা নহিবে॥
শুনিয়া আকাশবাণী ব্যাস তপোধন।
উদ্দেশে প্রণাম করি করিলা গমন॥
কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শঙ্কর লইয়া।
বিহারে রহিল বড় সানন্দ হইয়া॥
জয়া বিজয়ারে কন সহাস্য বদনে।
নরলোকে মোর পূজা প্রকাশে কেমনে॥
কহিছে বিজয়া জয়া ভবিষ্যৎ বাণী।
কুবের তোমার পূজা করিবেক জানি॥
বসুন্ধর নামে তার আছে সহোদর।
দিবেক পুষ্পের ভার তাহার উপর॥
রমণী সম্ভোগ তার কাননে হইবে।
সেই অপরাধে তুমি তারে শাপ দিবে॥
মনুষ্য হইবে সেই হরিহোড় নামে।
ধন বর দিবা তুমি গিয়া তার ধামে॥
তাহা হৈতে হইবেক পূজার সঞ্চার।
কুবেরের সুতে শাপ দিবে পুনর্ব্বার॥
ব্রাহ্মণ হইবে সেই ভবানন্দ নামে।
হরিহোড়ে ছাড়ি তুমি যাবে তার ধামে॥
দিল্লী হইতে রাজা দিয়া পূজা লবে তার।
তাহা হৈতে হইবেক পূজার প্রচার॥
তার বংশে হবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
সঙ্কটে তারিবে তুমি দেখা দিয়া তায়॥

তাহা হৈতে পূজার প্রচার হবে বড়।
হাসিয়া কহেন দেবী এই কথা দড়॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
হরিহে ড় প্রসঙ্গ শুনহ ইতঃপর॥

বসুন্ধরের অন্নদার শাপ।

কুবেরের অনুচর, নাম তার বসুন্ধর,
বসুন্ধরা নামে তার জায়া।
দুই জনে হৃষ্ট মনে, ক্রীড়া করে কুঞ্জবনে,
নানা রস জানে নানা মায়া॥
চৈত্র শুক্ল অষ্টমীতে, অন্নদার পূজা দিতে,
নানা দ্রব্য আনি শীঘ্রগতি।
ফুল আনিবার তরে, ডাক দিয়া বসুন্ধরে,
কুবের দিলেন অনুমতি॥
কুবেরের আজ্ঞা পায়, বসুন্ধর বেগে ধায়,
কুঞ্জবনে হৈল উপনীত।
নানা জাতি ফুলে ফুল, তাহে মত্ত অলিকুল,
যার গন্ধে মদন মোহিত॥
দেখিয়া পুষ্পের শোভা, বসুন্ধরা রতিলোভা,
বসুন্ধরে কহিতে লাগিল।
ফুল গুণে ফুলবাণ, ফুল ধনু দিয়ে টান,
ফুলবাণে আমারে বিন্ধিল॥
আলিঙ্গন দিয়া কান্ত, কামানল কর শান্ত,
মোরে আর বিলম্ব না সহে।

কোকিল হুঙ্কার কাল, ভ্রমর ঝঙ্কার শাল,
মলয় পবনে তনু দহে॥
বসুন্ধর বলে প্রিয়া, আগে আসি ফুল দিয়া,
অন্নপূর্ণা পূজিবে কুবের।
পূজা সাঙ্গে তোমা সঙ্গে, বিহার করিব রঙ্গে,
এ সময়ে নাহি দেও ফের॥
অষ্টমীরে পর্ব্ব কয়, ইথে রতি যুক্ত নয়,
অন্নদার ব্রত তিথি তায়।
আমার বচন ধর, আজি রতি পরিহর,
পূজা কর অন্নদার পায়॥
বসুন্ধরা বলে প্রভু, এমন না শুনি কভু,
এ কথা শিখিলা কার কাছে।
সাপে যারে কামড়ায়, ওঝা গিয়ে ঝাড়ে তায়
তাহে কি অষ্টমী আদি বাছে॥
কাম কাল বিষধর, বিষে আমি জর জর,
তুমি সে ঔষধ জান তার।
অষ্টমীরে পর্ব্ব কয়ে, অন্নদার নাম লয়ে,
আরম্ভিলা কত ফের ফার॥
অন্নপূর্ণা কি করিবে, অষ্টমী কি সুখ দিবে,
যে সুখ পাইবে রতি সুখে।
দেবাসুরে সুধা লাগি, সিন্ধু মথি দুঃখভাগি,
সে সুধা সঘনে পেও মুখে॥
এই যে তুলিলা ফুল, কে জানে ইহার মূল,
বৃথা হবে জলে ভাসাইলে।

দেখ দেখি মহাশয়, সম্ভোগে কি সুখ হয়,
তোমার আমার গালে দিলে ॥
মালা গাঁথি এই ফুলে, দিয়া দেখ মোর চুলে,
মেঘে যেন বিজুলী খেলিবে।
বিপরীত রতিরঙ্গে, পড়িলে তোমার সঙ্গে,
ভাব দেখি কিবা শোভা দিবে ॥
এই রূপে বসুন্ধরে, বিন্ধিয়া কটাক্ষ শরে,
বসুন্ধরা মোহিত করিল।
কিবা করে ধ্যানে জ্ঞানে, সে করে শায়কবাণে,
বসুন্ধর মদনে মাতিল ॥
সেই ফুলে শয্যা করি, সেই ফুলে মালা পরি,
রতি রসে দুজনে রহিল।
এথায় যক্ষের পতি, অন্নদা পূজায় মতি,
এক মনে ধ্যান আরম্ভিল ॥
সংহতি বিজয়া জয়া, কুবেরে করিয়া দয়া,
অন্নদা করিলা অধিষ্ঠান।
দেখিয়া পুত্রের ব্যাজ, কুবের যক্ষের রাজ,
সভয় হইল কম্পমান ॥
অন্নদা অন্তরে জানি, কুবের নিকটে আসি,
দয়ায় অভয় দান দিলা।
বসুন্ধরা বসুন্ধরে, বান্ধি আনিবার তরে,
ডাকিনী যোগিনী পাঠাইলা ॥
ডাকিনী যোগিনীগণ, প্রবেশিয়া কুঞ্জবন,
বসুন্ধরা বসুন্ধরে, ধরে।

সেই ফুলমালা সঙ্গে, বুকে বুক বান্ধি রঙ্গে,
আনি দিল অন্নদা গোচরে ॥
অন্নপূর্ণা ক্রোধমনে, শাপ দিলা দুই জনে,
যেমন করিলি দুরাচার ।
মর্ত্ত ভুবনে যাও, মনুষ্য শরীর পাও
ভারতের এই যুক্তি সার ॥

বসুন্ধরের বিনয় ।

কান্দে বসুন্ধর বসুন্ধরা ।
অন্নপূর্ণা মহামায়া, দেহ চরণের ছায়া
শাপে কৈলা জীয়ন্তেতে মরা ॥
অজ্ঞানে করিনু দোষ, ক্ষমা কর অভিরোষ
তুমি দেবী জগত জননী ।
ভস্ম না করিলে কেন, কেন শাপ দিলে হেন,
কোন সুখে যাইব ধরণী ॥
অপরাধ অল্প মোর, শাপ দিলা অতি ঘোর,
নরলোকে কেমনে যাইব ।
গর্ভ বাস মহাদুঃখে, ঊর্দ্ধপদে হেটমুখে,
মল মূত্র ভূষিত থাকিব ॥
ভুঞ্জিব অশেষ ক্লেশ, না পাব জ্ঞানের লেশ
পর দুঃখে হইব দুঃখিত ।
মহাপাপ থাকে যার, গর্ভবাস হয় তার,
নিগম আগমে সুবিদিত ॥

স্বর্গবাস পাছে হয়, ব্রহ্মাদিরো এই ভয়.
সেই ভয়ে তোমারে যে ভজে।
ভব ঘোর পারাবারে, তোমা বিনে কেবা তারে,
যে তোমা না ভজে সেই মজে॥
অপরাধ হইয়াছে, আর কত শাস্তি আছে,
কুম্ভীপাক রৌরব(১) প্রভৃতি।
তাহে যেতে মন লয়, নরকে যাইতে ভয়,
বড় দুষ্ট নরের প্রকৃতি॥
ক্রন্দনেতে দোঁহাকার, দয়া হৈল অন্নদার
কহিলেন করিয়া সান্ত্বনা।
চল সুখে মর্ত্যলোক, না পাইবে রোগ শোক,
না পাইবে গর্ভের যাতনা॥
হয়ে মোর ব্রতদাস, মোর পূজা পরকাশ,
মরত ভুবনে গিয়া কর।
লোকে ব্রত পরকাশি, পুনঃ হবে স্বর্গবাসী,
আমি সঙ্গে রব নিরন্তর॥
শুনি বসুন্ধর কয়, ইহা যদি সত্য হয়,
তবে মোর মরতে কি ভয়।
তব অনুগ্রহ যথা, কৈলাস কৌশল তথা,
চতুর্ব্বর্গ সেই থানে হয়॥
যদি সঙ্গে যাহ তুমি, তবে আমি যাই ভূমি,
এই বর দেহ দাঁড়াইয়া।

---

(১) নরকবিশেষ, যে নরকে গো, স্ত্রী, ভিক্ষু, ভ্রূণ, ব্রহ্ম[illegible], [illegible], তীর্থগ্রাহীরা গমন করে তাহাকে রৌরব কহে।

পাতালেতে গিয়া বলি, ছিল যেন কুতূহলী,
গোবিন্দেরে দুয়ারি পাইয়া ॥
এত বলি বসুন্ধর, যোগাসনে করি ভর,
জায়া সহ শরীর ত্যজিল।
অন্নপূর্ণা তুষ্ট হয়ে, চলিলা দুজনে লয়ে,
রায় গুণাকর বিরচিল ॥

বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে গমন।

বসুন্ধর বসুন্ধরা অন্নদার শাপে।
ধরণীতে দিলা মন তনু ত্যজে তাপে ॥
বসুন্ধর বসুন্ধরা বসুন্ধরা চলে।
আগে আগে অন্নপূর্ণা যান কুতূহলে ॥
চতুর্দ্দশ ভুবন এ ত্রিভুবনে সার।
মর্ত্ত্য হেতু জন্ম লৈতে আশা দেবতার ॥
সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ ॥
তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান।
সাধ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান ॥
বাঙ্গালায় ধন্য পরগণা বাগুয়ান।
তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান ॥
পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্ব্বেতে গাঙ্গিনী।
সেই গ্রামে উত্তরিলা অন্নদা তারিণী ॥
জয়ারে কহিলা দেবী হাসিয়া হাসিয়া।
এ গ্রামে কে বড় দুঃখি দেখহ ভাবিয়া ॥

তোর ঘরে জন্মিবে আমার বসুন্ধর।
বড় সুখী করিব পশ্চাতে দিয়া বর॥
হেনকালে এক রামা স্নান করি যায়।
তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়॥
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন॥
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থি চর্ম্ম সার।
গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার॥
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা এক গাছি।
পান বিনা পদ্মিনীর মুখে উড়ে মাছি॥
তারে দেখি অন্নদার উপজিল দয়া।
হের আস বলি তারে ডাক দিল জয়া॥
অভিমানে সেই রামা কারেহ না চায়।
মনুষ্য দেখিলে পথে বনে বনে যায়॥
নিকটে বিজয়া গিয়া কহিল তাহারে।
হের এই ঠাকুরাণী ডাকেন তোমারে॥
শুনিয়া কহিছে রামা করিয়া ক্রন্দন।
কে ডাকিবে অভাগীরে কে আছে এমন॥
পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী।
পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী॥
ঘুঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে।
যে পান খাইতে তাহা না আঁটে তাঁহারে।
মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।
কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে থোড়॥

বাহাত্তুরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে।
বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে ॥
এমন দুঃখিনী আমি আমারে কে ডাকে।
সুখী লোক আমার বাতাসে নাহি থাকে
যে বল সে বল আমি যাব নাহি কাছে।
অভাগীর কাছে বল কিবা কার্য্য আছে ॥
বড়ই দুঃখিনী এই অন্নদা জানিলা।
কাছে গিয়া আপনি যাচিয়া বর দিলা ॥
আমার আশীষে তুমি পুত্রবতী হবে।
সেই পুত্র হৈতে তুমি বড় সুখে রবে ॥
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইবেক ঘর।
কুলীন কায়স্থ সব দিবে কন্যা বর ॥
অন্নপূর্ণা ভবানীরে তুমি গু পূজায়।
হইবেক নাম ডাক রাজায় প্রজায় ॥
মায়াময়ী(১) শ্রীফলের ফল দিলা হাতে।
বীজরূপে বসুন্ধর রাখিলা তাহাতে ॥
কাণে কাণে কহিলেন যতনে রাখিবে।
ঋতুস্নান দিনে ইহা বাটিয়া খাইবে ॥

(১) অন্যরূপ পাঠ। "মায়াময়ী শ্রীফলের ফল দিলা হাতে বীজরূপে বসুন্ধরে আরোপিলা তাতে ॥" পরন্তু রাধামোহন সেন লিখেন "শ্রীফলের ফল বলা ভাষা মত নয়। এই রূপ বদল করিয়া দিলে হয়। মায়াময়ী শ্রীফল দিলেন তার হাতে ইত্যাদি।"

এতেক বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান ।
দেখিতে না পেয়ে রামা হৈল হতজ্ঞান ॥
ক্ষণেকে সম্বিত(১) পেয়ে লাগিলা কান্দিতে ।
হায়রে দারুণ বিধি নারিনু চিনিতে ॥
পেয়েছিনু মাণিক আঁচলে না বান্ধিনু ।
নিকটে পাইয়া নিধি হেলে হারাইনু ॥
কেমন দেবতা মোরে দেখা দিয়াছিলা ।
অভাগীর ভাগ্য দোষে পুনঃ লুকাইলা ॥
হরিষ বিষাদে রামা গেলা নিজালয় ।
দেবীর দয়ায় ঋতু সেই দিনে হয় ॥
স্নান দিনে সেই ফল বাটিয়া খাইল ।
পতি সঙ্গে রতি রঙ্গে গর্ভিণী হইল ॥
শুভক্ষণে বসুন্ধর কৈল গর্ভবাস ।
এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস ॥
গর্ভবেদনায় হৈল পদ্মিনী কাতরা ।
দ্রুত হয়ে বসুন্ধর ধরে বসুন্ধরা ॥
পুত্র দেখি সুখ রাখিবারে নাহি ঠাঁই ।
ধরি কোলে তাপ দেয় হেন জন নাই ॥
আপনি দিলেন হুলু নাড়ী ছেদ করি ।
দুঃখেতে স্মরিয়া হরি নাম দিলা হরি ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর ।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

---

(১) শক্তি, চৈতন্য ।

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত।

অন্নদার দাস হয়ে, হরিহোড় নাম লয়ে,
বসুন্ধর ভূমিষ্ঠ হইল।
দেখিয়া পুত্রের মুখ, বিশুহোড় পায় সুখ,
পদ্মিনীর আনন্দ বাড়িল॥
ষষ্ঠী পূজা হৈল সায়, ছয় মাসে অন্ন খায়,
যুবা হৈল নানা দুঃখ পায়ে।
বনে মাঠে বেড়াইয়া, কাঠ ঘুঁটে কুড়াইয়া,
বেচিয়া পোষয়ে বাপ মায়ে॥
এক দিন শূন্যপথে, অন্নপূর্ণা সিংহরথে,
কুতূহলে ভ্রমন্ত ভ্রমিতে।
জয়া বিজয়ার সঙ্গে, কথোপকথন রঙ্গে,
হরিহোড়ে পাইলা দেখিতে॥
মনে হৈল পূর্ব্ব কথা, আপনি আসিয়া তথা,
মায়া করি হইলেন বুড়ী।
কাঠ খড় জড়াইয়া, সব ঘুঁটে কুড়াইয়া,
রাখিলেন ভরি এক ঝুড়ী॥
হরিহোড় যথা যান, কাঠ ঘুঁটে নাহি পান,
আট দিক আন্ধার দেখিলা।
বিস্তর রোদন করি, হরি হরি স্মরে হরি,
বুড়ীটিরে দেখিতে পাইলা॥
দেখেন বুড়ীর কাছে, ঝুড়িভরা ঘুঁটে আছে,
বোঝা বান্ধা কাঠ আছে তায়॥

হরিহোড় কান্দি কহে, বুড়ী মজাইল দহে,
তাহে বড় দেখি অনুপায়॥
কোথা হৈতে আসি বুড়ী, ঘুঁটে লয় ভরে ঝুড়ী,
সর্ব্বনাশ করিল আমার।
কাড়ি নিলে হবে পাপ, বুড়ী পাছে দেয় শাপ,
এ দুঃখের নাহি দেখি পার॥
বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে, আকুল অন্নের তরে,
ঘুঁটে বেচা আমার সম্বল।
কিছু ঘুঁটে না পাইনু, মিছা বেলা মজাইনু,
এ ছার জীবনে কিবা ফল॥
দয়া করি হরপ্রিয়া, হরিহোড়ে ডাক দিয়া,
ছল করি লাগিলা কহিতে।
কাট ঘুঁটে কুড়াইয়া, রাখিয়াছি সাজাইয়া,
ওরে বাছা না পারি বহিতে॥
মঙ্গল হইবে তোর, অতি দূরে ঘর মোর,
ঘুঁটে গুলি যদি দেহ বয়ে।
অর্দ্ধেক আমার হবে, অর্দ্ধেক আপনি লবে,
দয়া করি চল মোরে লয়ে॥
হরিহোড় এত শুনি, অর্দ্ধ লাভ মনে গণি,
মাথায় লইয়া ঘুঁটে ঝুড়ী।
হাতে কুঁজে বেঁকে বেঁকে, লড়িধায়ে থেকে থেকে,
আগে আগে চলিলেন বুড়ী॥
নিকটে হরির ঘর, নহে অতি দূরতর,
সন্ধ্যা কৈলা সেই খানে যেতে।

তাহারি উঠানে গিয়া, বসিলেন হরপ্রিয়া,
কহেন চলিতে নারি রেতে ॥
কহিলা মধুর স্বরে, থাকিলাম তোর ঘরে,
হরি বলে এ হবে কেমনে।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ছায়া পাতে, বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে,
ঠাঁই নাহি হয় চারি জনে ॥
অতিথি আপনি হবে, উপোষি কেমনে রবে,
অন্নের সংযোগ মোর নাই।
হেন ভাগ্য নাহি ধরি, অতিথি সেবন করি,
এই বেলা দেখ আর ঠাঁই ॥
এই দেখ বৃদ্ধ বাপ, অন্ন বিনা পান তাপ,
বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে।
গেল চারি পাঁচ দিন, অন্ন বিনা আমি ক্ষীণ,
মম যোগ্য অতিথি এ ঘরে ॥
হরির শুনিয়া বাণী, কহেন হরের রাণী,
অরে বাছা না ভাবিহ দুঃখ।
ভারত সান্ত্বনা করে, অন্নদা আইলা ঘরে,
ইতঃপর পাবে যত সুখ ॥

হরিহোড়ের অন্নদার দয়া।

ভবানী বাণী বল একবার।
ভবানী ভবের সার ॥
ভবানী ভবানী, সুমধুর বাণী, ভবনদী করে পার।
ভবানী ভাবিয়া, ভবানী পাইয়া, ভব তরে ভব ভার ॥

যে বলে, এ ভবমণ্ডলে, ভবনে ভবানী তার।
নন্দন, ভারত ব্রাহ্মণ, ভবানী ভরসা যার॥ধ্রু॥
হাসিয়া কহেন দেবী শুন রে বাছনি।
না জানে গৃহিণী-পনা তোমার জননী॥
গৃহিণীর পাপ পুণ্যে ঘর থাকে মজে।
সেই সে গৃহিণী যেই অন্নপূর্ণা ভজে॥
প্রভাতে যে জন অন্নপূর্ণা নাম লয়।
ইহলোকে অন্নে পূর্ণ শেষে মোক্ষ হয়॥
অন্নে পূর্ণ ধরা অন্নপূর্ণার দয়ায়।
অন্নপূর্ণা নাহি দিলে অন্ন কেবা পায়॥
শুনিয়া পদ্মিনী কহে শুন ঠাকুরাণী।
অন্নপূর্ণা কেবা কিবা কিছুই না জানি॥
বুড়িটি কহেন রামা শুন মন দিয়া।
অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পাড় গিয়া॥
হাঁড়ী ভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে।
কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে॥
শুনিয়া পদ্মিনী বড় আনন্দ পাইল।
অন্নপূর্ণা নাম লয়ে প্রণাম করিল॥
হাঁড়ি পাড়ি দেখে অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি।
দণ্ডবৎ প্রণামে বুড়ীরে করে আসি॥
হরিহোড় বলে তুমি কে বট আপনি।
পরিচয় দেহ বলি পড়িল ধরণী॥
বুড়ীটি কহেন বাছা আগে অন্ন খাও।
শেষে দিব পরিচয় আর যাহা চাও॥

হরি বলে পিতা মাতা আগে খান ভাত।
পরিচয় দিলে অন্ন খাইব পশ্চাৎ ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হৈল তোমারে দেখিয়া।
দূর কর দুর্ভাবনা পরিচয় দিয়া ॥
হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা হরি।
পরিচয় দিব আগে দুঃখ দূর করি ॥
আহা মরি ঘুঁটে বেচি তোমার নির্ব্বাহ।
এই ঘুঁটে একখানি বেচিবারে যাহ ॥
এত বলি একখানি ঘুঁটে হাতে লয়ে।
দিলেন হরির হাতে অনুকূল হয়ে ॥
ঘুঁটে হৈল হেমঘুঁটে দেবীর পরশে।
লোহা যেন হেম হয় পরশি পরশে ॥
ঘুঁটে দেখি হেমঘুঁটে হরিহোড়ে ভয়।
একি দেখি অপরূপ ঘুঁটে সোনা হয় ॥
কেমন দেবতা মেনে বুড়ী ঠাকুরাণী।
জাগিতে স্বপন কিবা বাজি অনুমানি ॥
তপস্যা কি আছে যে দেবতা দেখা দিবে
ভাগ্যগুণে বুঝি কোন বিপদ ঘটিবে ॥
হেমঘুঁটে হাতে করি কাঁপে থর থর।
অনিমিষ নয়নে সলিল ঝর ঝর ॥
এই রূপে হরিহোড়ে মোহিত দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা দেবী ঈষৎ হাসিয়া ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

হরিহোড়ের বরদান।

ভয় কি রে ওরে বাছা হরি।
আমি অন্নপূর্ণা মহেশ্বরী॥ ধ্রু॥

ওরে বাছা হরিহোড় দূর কর ভয়।
আমি দেবী অন্নপূর্ণা লহ পরিচয়॥
দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর।
ধন পুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ হবে ঘর॥
চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায়॥
আমার পূজার ফলে বড় সুখে রবে।
মাটীমুটা ধর যদি সোণামুঠা হবে॥
দেবীর অমৃত বাক্যে পাইয়া আনন্দ।
প্রণমিয়া হরিহোড় কহে মৃদুমন্দ॥
অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা অধমের ঘরে।
কেমনে এমন হবে প্রত্যয় কে করে॥
বিধি বিষ্ণু বিরিঞ্চি বাসব(১) আদি দেবে।
দেখিতে না পায় যাঁরে ধ্যান করি সেবে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাঁর নামে হয়।
তাঁরে আমি দেখিব কেমনে মনে লয়॥
শুনিয়াছি কাশীতে তাঁহার অধিষ্ঠান।
সেই মূর্ত্তি দেখি যদি তবে সে প্রমাণ॥

---

(১) ইন্দ্র। বসু শব্দে ঐশ্বর্য্য এবং বাসব শব্দ সাধিত হইয়া তার অর্থ ঐশ্বর্য্যশালী অথবা ধনাঢ্য নিষ্পন্ন হইল।

নহে হেন অসম্ভবে কে করে প্রত্যয় ।
ভেল্কীতে কত ভাত ঘুঁটে সোণা হয় ॥
হাসিয়া কহেন দেবী দেখরে চাহিয়া ।
বসিলেন অন্নপূর্ণা মুরতি ধরিয়া ॥
মণিময় রক্তপদ্মে পদ্মাসনা হয়ে ।
দুই হাতে পানপাত্র রত্নহাতা লয়ে ॥
কোটি শশী জিনি মুখ অর্দ্ধ শশী ভালে ।
শিরে রত্ন মুকুট কবরী কেশজালে ॥
পঞ্চমুখ সম্মুখে নাচেন অন্ন খেয়ে ।
ভূমে পড়ে হরিহোড় একবার চেয়ে ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া হরিহোড়ে হরপ্রিয়া ।
প্রবোধিয়া দিলা বর রূপ সম্বরিয়া ॥
হরিহোড় বলে মাগো ধনে কাজ কিবা ।
এই বর দেহ পাদপদ্মে ঠাঁই দিবা ॥
হাসিয়া কহিলা দেবী সে ত হবে শেষে ॥
কিছু দিন সুখভোগ করহ বিশেষে ॥
হরিহোড় কহে মাগো কর অবধান ।
চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলা (১) সমান ।
অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে ।
নিগ্রহ করিতে পুনঃ বিলম্ব না সহে ॥
তবে লব ধন আগে দেহ এই বর ।
বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর ॥

(১) তড়িৎ ।

কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেবী তথাস্তু বলিলা।
ভোজন করিতে পুনর্ব্বার আজ্ঞা দিলা॥
দেবীর আজ্ঞায় হরিহোড় ভাগ্যধর।
মায়েরে কহিলা অন্ন দেহ শীঘ্রতর॥
পদ্মিনী পদ্মিনী হৈল দেবীর দয়ায়।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার সুশোভিত কায়॥
মুখপদ্ম গন্ধে মত্ত মধুকর উড়ে।
মহানন্দে অন্ন বাড়ি দিলা হোরিহোড়ে॥
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় আদি নানা রস।
ভোজন করিল হরিহোড় মহাযশ॥
বস্ত্রে অলঙ্কারে বিষ্ণুহোড় দিব্য কায়।
কুটীর হইল কোঠা দেবীর কৃপায়॥
এই রূপে হরিহোড়ে দিয়া ধন বর।
অন্তরীক্ষে অন্নপূর্ণা গেলেন সত্বর॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর॥
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

বসুন্ধরার জন্ম।

এই রূপে হরিহোড় পেয়ে ধন বর।
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ কুবের সোসর॥
কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল।
নানা মতে ধন দিয়া সকলে তুষিল॥
ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর।
বাহাত্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর॥

ঘোষ বসু মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্যা।
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা॥
পিতা মাতা সুত ভ্রাতা কন্যা বধূগণ।
জামাই বেহাই লয়ে ভুঞ্জে নানা ধন॥
অন্নপূর্ণা ভবানীরে প্রত্যহ পূজিয়া।
রাখিলেক কিছু দিন অচলা করিয়া॥
ভাবেন অন্নদা দেবী কি করি এখন।
স্বর্গে লব বসুন্ধরে করিয়া কেমন॥
শাপ দিতে হইবেক কুবের নন্দনে।
জনম লইবে সেই মরত ভুবনে॥
ভবানন্দ মজুন্দার হইবেক নাম।
তার ঘরে হইবেক করিতে বিশ্রাম॥
ইহারে ছাড়িতে নারি না দিলে বিদায়।
কহিল বিজয়া জয়া কি করি উপায়॥
হেনকালে বসুন্ধরা অব্যাহত রূপে।
কান্দিয়া কহিছে মজি পতিশোককূপে॥
আমার স্বামিরে লয়ে মানুষ করিয়া।
আনন্দে রাখিলা তারে তিন নারী দিয়া॥
স্বামীহীনা আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া।
এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া॥
আপনি ত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার।
সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার॥
বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গায়।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়॥

শিব যদি যান কভু কুচনীর বাড়ী।
ভাবহ আপনি কত কর তাড়াতাড়ি॥
পর দুঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝে।
অন্তরযামিনী তুমি তবু নাহি সুঝে॥
ঠাকুরাণী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি।
তবে কেন স্ত্রী পুরুষে কৈলা রতি সৃষ্টি॥
ব্রহ্মরূপ তুমি তেঁই নাহি পাপ পুণ্য।
ছোঁক মেনে জানা গেল বিবেচনাশূন্য॥
এই রূপে বসুন্ধরা গর্ব্বিত ভর্ৎসনে।
কান্দিয়া কহিছে দেবী হাসিছেন মনে॥
জয়া বলে এই ভাল হইল উপায়।
ইহারে মানুষী করি বিভা দেহ তায়॥
ইহার কন্দলে তার অলক্ষণ হবে।
তাহারে ছাড়িতে তুমি পথ পাবে তবে॥
যুক্তি বটে বলি দেবী করিলেন ত্বরা।
বসুন্ধরা লইয়া চলিল বসুন্ধরা॥
আমনইঁাড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ু দত্ত।
তার বংশে ঝড়ু দত্ত ঠক মহামত্ত॥
ধূমী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া।
তার গর্ভে বসুন্ধরা জনমিল গিয়া॥
শিশুকাল হৈতে তার কন্দলে আবেশ।
এক বোলে দশ বলে নাহি আঁটে দেশ॥
মনোমত তার মাতা তাহারে পাইয়া॥
সোহাগী দিলেন নাম সোহাগ করিয়া॥

ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে।
বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈল তারে॥
শুভক্ষণে সোহাগী প্রবেশ কৈল আসি।
লকলকী নামে তার সঙ্গে আইল দাসী॥
বৃদ্ধকালে হরিহোড় যুবতী পাইয়া।
আজ্ঞাবহ সোহাগির সোহাগ করিয়া॥
অন্নপূর্ণা ছাড়িতে সর্ব্বদা চান ছল।
চারি সতিনীর সদা বড়ই কন্দল॥
ঝাড়ু করে কৈামী সোহাগী দ্বন্দ্ব করে।
নানা মতে ধন যায় রাজা ছল ধরে॥
কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার।
ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর॥
সেখানে দেবীর দয়া পিরীতি যেখানে।
যেখানে কন্দল দেবী নাহি সেখানে॥
দিনে দিনে হরিহোড় পাইছে যন্ত্রণা॥
কৈলাসে বসিয়া দেবী করেন মন্ত্রণা॥
ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিল।
ভবানন্দ মজুন্দার যে মতে জন্মিল॥
কর গো করুণাময়ি করুণা কাতরে।
কৃপাকল্পতরু বিনা কেবা কৃপা করে॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি সোমবারের রাত্রি পালা।

নলকূবরে শাপ।

কুবেরের সুত, রূপ গুণযুত,
বিখ্যাত নলকূবর।
তাহার কামিনী, চন্দ্রিণী পদ্মিনী,
দোঁহে প্রেম অতিভর॥
চৈত্র মধুমাস, বসন্ত প্রকাশ,
তরুলতা সুশোভিত।
কোকিল ঝঙ্কারে, ভ্রমর ঝঙ্কারে,
সৌরভে বিশ্ব মোহিত॥
কুঞ্জবনে গিয়া, রমণী লইয়া,
বিহরে নলকূবর।
রমণী সঙ্গেতে, বিহরে রঙ্গেতে,
তার যত সহচর॥
শুক্ল অষ্টমীতে, ভুবন ভ্রমিতে,
পূজা লইবার মনে।
অন্নদা জননী, চলিলা আপনি,
লয়ে সহচরীগণে॥
যাইতে যাইতে, পাইলা দেখিতে,
নলকূবরের খেলা।
দেখি বন শোভা, মন হৈল লোভা,
কৌতুক দেখিতে গেলা॥
নৃত্য বাদ্য গীত, গন্ধে আমোদিত,
নানা ভোজ্য আয়োজন।

নির্ম্মল চন্দ্রিকা, প্রফুল্ল মল্লিকা,
শীতল মন্দ পবন॥
কহেন অভয়া, দেখ লো বিজয়া,
কে বুঝি পূজে আমারে।
এ কৈল যেমন, না দেখি এমন,
এই সে ধন্য সংসারে॥
হাসি জয়া কহে, ও মা এ সে নহে,
এত কুবেরের বেটা।
পূজা কি কে জানে, কারে বা ও মানে,
উহারে আঁটয়ে কেটা॥
ধনমত্ত অতি, লইয়া যুবতী,
ও করে কামবিহার।
পূজিছে তোমারে, বল কি বিচারে,
কি কব আমি উহার॥
ধনমত্ত যেই, সে কি সেবা দেই,
আপনি না জান কিবা।
নিকট হইয়া, জিজ্ঞাসহ গিয়া,
এখনি মর্ম্ম পাইবা॥
পুরুষ আকারে, যাহ ছলিবারে,
না যাইও নারী বেশে।
মত্ত মধুপানে, বিদ্ধ কামবাণে,
লজ্জা দেয় পাছে শেষে॥
শুম্ভ নিশুম্ভেরে, বধ করিবারে,
মোহিনী হইয়াছিলে।

গৃহিনী করিতে, আইল লইতে,
মো সবারে লাজ দিলে ॥
জয়ার বচনে, হাসি মনে মনে,
আপনি দেবী চলিলা।
ব্রাহ্মণের বেশে, কৌতুক অশেষে,
নিকটেতে উত্তরিলা ॥
কহেন ব্রাহ্মণ, শুন হে সুজন,
কেমন বুদ্ধি তোমার।
পণ্ডিত হইয়া, পর্ব্ব না মানিয়া,
করিছ রতিবিহার ॥
এই যে অষ্টমী, পুণ্যদা এ ভূমি,
অন্নদার ব্রত তিথি।
ইহাতে অন্নদা, অবশ্য বরদা,
তাঁহারে কর অতিথি ॥
এই দিব্য স্থল, এ দ্রব্য সকল,
অন্নদা পূজার যোগ্য।
না পুজি তাঁহারে, যুবতী বিহারে,
কেন কর প্রেতভোগ্য ॥
এমন শুনিয়া, হাসিয়া ঢুলিয়া,
ঘূর্ণিত রক্তলোচনে।
মাথা হেলাইয়া, অঙ্গ দোলাইয়া,
জড়িমযুক্ত বচনে ॥
অতি মত্ত মদে, না গণে আপদে,
কহে কুবেরের বেটা।

এ নব বয়সে, ছাড়িয়া এ রসে,
কার পূজা করে কেটা ॥
এ সুখ যামিনী, এ নব কামিনী,
এ আমি নব যুবক।
এ রস ছাড়িয়া, পূজায় বসিয়া,
ধ্যানে রব যেন বক ॥
জানি অন্নদারে, সে জানে আমারে,
কি হবে পূজিলে তারে।
অন্নদা যেমন, কতেক তেমন,
আছয়ে মোর ভাণ্ডারে ॥
শঙ্কর ভিক্ষারী, সেত তার নারী,
আমি মর্ম্ম জানি তার।
বাপার ভাণ্ডারে, অন্ন চাহিবারে,
দিনে আসে তিন বার ॥
কি বলে বামণ, অরে চরগণ,
বধরে ইহার প্রাণ।
এমন শুনিয়া, সক্রোধ হইয়া,
দেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া, জয়ারে ডাকিয়া,
বিজয়ারে দিলা পান।
ডাকিনী যোগিনী, শাঁখিনী পেতিনী,
যুদ্ধে হৈল আগুয়ান ॥
ভাঙ্গি কুঞ্জবনে, বধি যক্ষগণে,
নলকুবরেরে ধরে।

রুমণী সঙ্গেতে, বান্ধিয়া রঙ্গেতে,
দিলা অন্নদা গোচরে॥
অন্নদা ভাবিয়া, ব্রতের লাগিয়া,
শাপ দিলা তিন জনে।
মর্ত্তলোকে যাও, নর দেহ পাও,
রায় গুণাকর ভণে॥

নলকূবরের প্রাণত্যাগ।

কান্দে নলকূবর দুঃখিত।
রুক্মিণী পদ্মিনী সংমিলিত॥
না জানিয়া করিয়াছি দোষ।
দয়াময়ি দূর কর রোষ॥
কেন দিলা নিদারুণ শাপ।
ভূমে গেলে বাড়িবেক পাপ॥
শাস্তি দিবা যদি মনে আছে।
সঁপে দেহ শমনের কাছে॥
কুম্ভীপাক রৌরবে রহিব।
তথাপি ভূতলে না যাইব॥
ভূমে কলি বড় বলবান।
নাহি রাখে ধর্ম্মের বিধান॥
পাতকীলোকের মাঝে গিয়া।
পড়িরব পাপ বাড়াইয়া॥
ক্রন্দনে দেবীর হৈল দয়া।
মর্ম্ম বুঝি কহিছে বিজয়া॥

ভয় নাহি ও নলকূবর।
চল তুমি অবনী ভিতর॥
অন্নদার হবে ব্রতদাস।
ব্রতকথা করিবে প্রকাশ॥
পুনরপি এখানে আসিবে।
কলি তোমা স্পর্শিতে নারিবে॥
অন্নপূর্ণা পরিপূর্ণা রঙ্গে।
আপনি যাবেন তোমা সঙ্গে॥
কান্দি কহে কুবেরের বেটা।
এ বাক্যে প্রত্যয় করে কেটা॥
অধম নরের ঘরে যাব।
কোন গুণে অন্নদারে পাব॥
ব্যস্ত হব উদর ভরণে।
কি জানিব ভজন পূজনে॥
সন্তান কেমন মেনে হবে।
তাহে কি দেবীর দয়া রবে॥
অন্নপূর্ণা কহেন আপনি।
ভয় নাহি চল রে অবনী॥
জনমিবে ব্রাহ্মণের ঘরে।
মোরে ভক্তি রহিবে অন্তরে॥
আপনি তোমার ঘরে যাব।
বড় বড় সঙ্কটে বাঁচাব॥
তোমার সন্তানে রাজা হবে।
তাহাতে আমার দয়া রবে॥

এত শুনি কুবের নন্দন।
জায়া সহ ত্যজিল জীবন॥
অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে।
অবনী চলিলা হৃষ্টা হয়ে॥
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।
রচিল ভারতচন্দ্র রায়॥

ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত।

অভয়া দয়া কর আমারে গো।
বিপাকে ডাকি তোমারে গো॥
দানব-দমনী, শমন-শমনী,
ভবানী ভব সংসারে গো।
সঙ্কট-তারিণী, লজ্জা-নিবারিণী,
তোমা বিনা কব কারে গো॥
জঠর যন্ত্রণা, যমের যন্ত্রণা,
কত সব বারে বারে গো।
দয়া দৃষ্টে চাহ, ত্বরায় তরাহ,
ভারতেরে ভব ভারে গো॥ধ্রু॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে।
উত্তরিলা ধরাতলে মহাহৃষ্টা হয়ে॥
ধন্য ধন্য পরগণা বাগুয়ান নাম।
গাঙ্গিনীর পূর্ব্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম।
তাহার পশ্চিম পাড়ে বড়গাছি গ্রাম।
যাহে অন্নদার দাস হরিহোড় নাম॥

রহিতে বাসনা নাহি হরিহোড় ধামে।
এই হেতু উত্তরিলা আন্দুলিয়া গ্রামে॥
তাহে রাম সমাদ্দার নাম এক জন।
শ্রোত্রিয় কেশরি গাঁই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ॥
সীতা ঠাকুরাণী নামে তাঁহার গৃহিণী।
হনুমান সে দিন করিয়াছিলা তিনি॥
রতিরসে সেই সতী পতিরে তুষিলা।
নলকূবরেরে দেবী সেই গর্ভে দিলা॥
শুভক্ষণে নলকূবরের গর্ভে বাস।
এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশমাস॥
ভূমিষ্ঠ হইল নলকূবর স্বচ্ছন্দে।
ভবানন্দ নাম হৈল ভবের আনন্দে॥
লালন পালন পাঠ ক্রমে সাঙ্গ পায়।
বিস্তার বর্ণিতে তার পুঁথি বেড়ে যায়॥
চন্দ্রিণী পদ্মিনী দোঁহে কত দিন পরে।
জনম লইল দুই ব্রাহ্মণের ঘরে॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নাম দুজনার।
বিবাহ করিলা ভবানন্দ মজুন্দার॥
চন্দ্রমুখী প্রসবিলা তিন পুত্র ক্রমে।
গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে॥
পদ্মমুখী যুবতী রহিল অই মত।
সুরাভাবে মজুন্দার তাহে অনুগত॥
নানা রসে মজুন্দার দোঁহে অভিলাষী।
সাধী মাধী নামে দোঁহে দিলা দুই দাসী॥

ইতঃপর অন্নপূর্ণা হরিহোড়ে ছাড়ি ।
আসিবেন ভবানন্দ মজুন্দার বাড়ী ॥
গৃহচ্ছেদে হরিহোড় সতত উন্মনা ।
দিনে দিনে নানামত বাড়িছে যন্ত্রণা ॥
এক দিন পূজায় বসিয়া ধ্যান করে ।
তার কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে ॥
মনে আছে তার পূর্ব্ব দিবস হইতে ।
জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে ॥
অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে ।
ক্রোধভরে হরিহোড় যাহ যাহ বলে ॥
এই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে ।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দার ঘরে ॥
স্থির নাহি হয় হরি যত ধ্যান ধরে ।
বাহিরে আসিয়া দেখে কন্যা আছে ঘরে ॥
জিজ্ঞাসা করিয়া তার বিশেষ জানিল ।
অন্নদা ছাড়িলা বলি শরীর ছাড়িল ॥
চারিদিকে বন্ধুগণ করে হায় হায় ।
দেখিতে দেখিতে ধন ধান্য উড়ে যায় ॥
সোহাগী মরিল পুড়ি হরিহোড় হয়ে ।
স্বর্গে গেল বসুন্ধর বসুন্ধরা লয়ে ॥
অন্নপূর্ণা গাঙ্গিনীর(১) তীরে উপনীত ।
রচিল ভারত চন্দ্র অন্নদার গীত ॥

---

(১) গঙ্গা নদীর পার্শ্বস্থ শাখা নদী ।

অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা।

কে জানিবে তারা নাম মহিমা গো।
ভীম ভজে নাম ভীমা গো॥
আগমে নিগমে, পুরাণ নিয়মে,
শিব দিতে নারে সীমা গো।
ধর্ম্ম অর্থ কাম, মোক্ষধাম নাম,
শিবের সেই সে অণিমা(১) গো॥
নিলে তারা নাম, তার পরিণাম,
নাশে কলির কালিমা গো।
ভারত কাতর, কহে নিরন্তর,
কি কর কৃপা বক্রিমা গো॥ ধ্রু॥

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিল পাটুনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিলা নৌকা বামাস্বর শুনি॥
ঈশ্বরীয়ে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফের ফার॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥

---

(১) মহাদেবের ঐশ্বর্য্য বিশেষ।

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামির নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা(১) মুখবংশ(২) জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশ খ্যাত(৩)॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম(৪)।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম(৫)॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ(৬)।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন(৭)॥

---

(১) আমার পিতার অতি সং গোত্রে জন্ম। পক্ষান্তরে গোত্র শব্দে পর্ব্বত, আমার পিতা সকল পর্ব্বতের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ হিমালয় পর্ব্বত।

(২) মুখোপাধ্যায় বংশ, পক্ষান্তরে মুখ শব্দে শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠবংশ।

(৩) স্বামী কুলীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ। পক্ষান্তরে বন্দ্য (পূজনীয়) (খ্যাত,) (বিখ্যাত,) অর্থাৎ বিখ্যাত, পূজনীয়।

(৪) আমার পিতামহ আমাকে আহ্লাদ পূর্ব্বক অন্নপূর্ণা নাম দিয়াছেন। পক্ষান্তরে পিতামহ ব্রহ্মা, তিনিই নাম দিয়াছেন।

(৫) আমার পতি অনেক বিবাহ করিয়া অনেকের পতি হইয়াছেন এ নিমিত্তে তিনি আমার প্রতি বাম (অনুরক্ত নহেন) পক্ষান্তরে। আমার পতি জগৎপতি "বাম" মহেশ্বর।

(৬) তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং সিদ্ধিখোর। পক্ষান্তরে তাঁহার অপেক্ষা বড় কেহই নাই, তিনি সিদ্ধি ভক্ষণে বা সিদ্ধিযোগে পারদর্শী।

(৭) তাঁর কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুণ দিই। পক্ষান্তরে নির্গুণ গুণাতীত এবং কপালানল, মহাদেব।

কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ(১)।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ(২)॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামির শিরোমণি(৩)॥
ভূত নাচাইয়া পতি(৪) ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ(৫) দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই(৬)।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই।
পাটনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল॥

---

(১) তিনি আমাকে কটু বলিবার সময় যেন পাঁচমুখে বলিতে থাকেন তার বাক্য যেন বিষের মত। পক্ষান্তরে কুবেদ, বেদ গানে তিনি পঞ্চানন ব্রহ্মা এবং তিনি বিষপান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন।

(২) আমার সঙ্গে তাঁর সর্ব্বদাই ঝগড়া। পক্ষান্তরে দ্বন্দ্ব বা স্ত্রী পুরুষ ভাব।

(৩) আমার গঙ্গানামে এক সপত্নী আছে তার এমনি তরঙ্গ দিন যে, সে আমার স্বামীর জীবন স্বরূপ এবং মস্তকের মণি রূপ আছে, পক্ষান্তরে গঙ্গা তরঙ্গময়ী এবং জীবন জলস্বরূপা।

(৪) আমার স্বামী ভূত নাচাইয়া বেড়ান। পক্ষান্তরে আমার স্বামী ভূতপতি।

(৫) আমার পিতার মরণ নাই আমাকে এমন পাত্রে দিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমার পিতা না মরে অমর পাষাণ পর্ব্বত।

(৬) আমার বাপ এইরূপ পাত্রস্থা করাতে আমার ভাই সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিয়া মরিল। পক্ষান্তরে আমার ভাই মৈনাক ইন্দ্রের ভয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে।

যার নামে পার করে ভব পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল॥
পাটুনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুম্ভীরে যাবে লয়ে
ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুই বল॥
পাটুনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গাচরণ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে॥
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোণা দেখিতে দেখিতে॥
সোণার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥
তটে উত্তরিল তরি তারা উত্তরিলা।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা॥

সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি।
সভয়ে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় বুঝিনু সে ছল॥
হের দেখ সেঁউতীতে থুয়ে ছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতী মোর হইল অষ্টাপদ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়॥
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়॥
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্যকথা বুঝহ ভাবিয়া॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে॥
কত দিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ী কোন্দলের ত্রাসে।
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব॥
প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥

বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়া ঘাটে যায়।
পুনর্ব্বার ফিরি চাহে দেখিতে না পায়॥
সাত পাঁচ মনে করি প্রেমেতে পূরিল।
ভবানন্দ মজুমদারে আসিয়া কহিল॥
তার বাক্যে মজুমদারে প্রত্যয় না হয়।
সোণার সেঁউতী দেখি করিলা প্রত্যয়॥
আপন মন্দিরে গেলা প্রেমভয়ে কাঁপি।
দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি॥
গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান।
কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান॥
পুলকে পূরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা।
হইল আকাশ-বাণী অন্নদা আইলা॥
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে
তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে॥
আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার।
দণ্ডবৎ হৈল ভবানন্দ মজুমদার॥
অন্নপূর্ণা পূজা কৈলা কত কব তার।
নানামতে সুখ বাড়ে কহিতে অপার॥
করুণা কটাক্ষে চায় উত্তর উত্তর।
সঙ্ক্ষেপে রচিত হৈল কহিতে বিস্তর।
ইতঃপর কহে শুন রায় গুণাকর।
প্রতাপ আদিত্য মানসিংহের সমর॥

অন্নদামঙ্গল।

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন।

যশোর-নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাতি,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥
তার খুড়া মহাকায়, আছিল বসন্ত রায়,
রাজা তারে সবংশে কাটিল।
তার বেটা কচুরায়, রাণী বাঁচাইল তায়,
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল॥
ক্রোধ হৈল পাতশায়, বান্ধিয়া আনিতে তায়,
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।
বাইশী লস্কর সঙ্গে, কচুরায় চলে রঙ্গে,
মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা॥

কেবল যমের দূত, সঙ্গে যত রজপুত,
নানা জাতি মোগল পাঠান।
নদী বন এড়াইয়া, নানা দেশ বেড়াইয়া,
উপনীত হৈল বর্দ্ধমান॥
দেবী দয়া অনুসারে, ভবানন্দ মজুন্দারে,
হয়েছে কানুনগোই ভার।
দেখা হেতু দ্রুত হয়ে, নানা দ্রব্য ডালী লয়ে,
বর্দ্ধমানে গেলা মজুন্দার॥
মানসিংহ বাঙ্গালার, যত কিছু সমাচার,
জ্ঞাত হন মজুন্দার স্থানে।
দিন কত থাকি তথা, বিদ্যাসুন্দরের কথা,
প্রসঙ্গত শুনিলা সেখানে॥
গজ পৃষ্ঠে আরোহিয়া, সুড়ঙ্গ দেখিল গিয়া,
মজুন্দারে জিজ্ঞাসা করিল।
বিবরিয়া মজুন্দার, বিশেষ কহেন তার,
যেই রূপে সুড়ঙ্গ হইল॥

বিদ্যাসুন্দরের কথারম্ভ।

শুন রাজা সাবধানে, (১) পূর্ব্বে ছিল এই স্থানে,
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তাঁর কন্যা, আছিলা পরম ধন্যা,
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥

(১) মোগলের সহিত

প্রতিজ্ঞা করিল সেই, বিচারে জিনিবে যেই,
পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপুত্রগণ তায়, আসিয়া হারিয়া যায়,
রাজা ভাবে কি হবে ইহার॥
শেষে শুনি সবিশেষ, কাঞ্চীনামে আছে দেশ,
তাহে রাজা গুণসিন্ধু রায়।
সুন্দর তাঁহার সুত, বড় রূপ গুণযুত,
বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায়॥
বীরসিংহ তার পাট, পাঠাইয়া দিল ভাট,
লিখিয়া এ সব সমাচার।
সেই দেশে ভাট গিয়া, নিবেদিল পত্র দিয়া,
আসিতে বাসনা হৈল তার॥
সুন্দর মগন হয়ে, ভাটেরে বিরলে লয়ে,
জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপ গুণ।
ভাট বলে মহাশয়, বাণী যদি শেষ হয়, (১)
তবু নহে কহিতে নিপুণ॥
বিধি চক্ষু দিল যারে, সে যদি না দেখে তারে,
তাহার লোচনে কিবা ফল।
সে বিদ্যার পতি হও, বিদ্যাপতি নাম লও,
শুনিয়া সুন্দর কুতূহল॥
চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি,
দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ীয়।

---

(১) বাণী অর্থাৎ সরস্বতী তিনি যদ্যপি শেষ অর্থাৎ অনন্তরূপ ধারণ করিয়া সহস্রবদনে বিদ্যার রূপ বর্ণন করিতে পারেন না।

তাঁর সভাসদ বর, কহে রায় গুণাকর,
অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয়॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা।

রাগিণী মল্লার। তাল আড়াতেতালা।

প্রাণ কেমন রে করে, না দেখি তাহারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥ ধ্রু॥

ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখপারাবার(১)॥
বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ।
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ(২)॥
হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব।
কি বিদ্যা-প্রভাবে বিদ্যা-বিদ্যমানে যাব॥
কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট।
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট(৩)॥
প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে।
খেয়াব তনুর তরী প্রবাস সাগরে(৪)॥

(১) বিদ্যার সংবাদ শ্রবণে সুন্দরের সুখরূপসমুদ্র তাহাতে উথলিয়া উঠিল, অসীম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

(২) বিদ্যালাপ কেবল বিদ্যার প্রসঙ্গ এবং বিদ্যালাভ হেতু নিয়ত তপ সার করিলেন। (৩) বিদ্যা সমাগমস্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না।

(৪) প্রাণধন স্বরূপ যে বিদ্যা তাহারি লাভরূপ বাণিজ্য নিমিত্ত তনুরূপ তরী বিদেশরূপ সাগরে চালনা করিব।

যদি কালী কুল দেন কূলে আগমন(১)।
মন্ত্রের সাধন কিবা শরীর পতন॥
একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন॥
যে প্রভাবে রামের সাগরে হৈল সেতু।
মহাবিদ্যা আরাধিলা বিদ্যালাভ হেতু॥
হইল আকাশবাণী বুঝে অনুভবে।
চল বাছা বর্দ্ধমানে বিদ্যালাভ হবে॥
আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ।
সোয়ারির অশ্ব আনে গমনে বাতাস॥
আপনি সাজায় ঘোড়া মনোহর সাজ।
আপনার সুসাজ করয়ে যুবরাজ॥
বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চিরা(২)।
মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা॥
গলে দোলে ধুক্‌ধুকী করে ধক্‌ধক্।
মণিময় আভরণ করে চক্‌মক্॥
খড়্গ চর্ম্ম নেজা তীর কামান খঞ্জর(৩)।
পড়া শুক লৈলা হাতে সহিত পিঞ্জর॥

(১) যদ্যপি কালীর কৃপায় উক্ত সমুদ্রের কূলে উত্তীর্ণ হইতে পারি তবে পুনরায় কুলে অর্থাৎ গৃহে প্রত্যাগমন করিব নচেৎ দেহাবসান করিব।

(২) জরীর পাগড়ী।

(৩) তরবার, ঢাল, ধনুক, শর, কামান, গোলা।

রত্ন ভরা খঙ্গী পুঁথি ঘোড়ার হানায়(১)।
জনক জননী ভয়ে ভাটে না জানায়॥
অতশীকুসুম শ্যামা(২) স্মরি সকৌতুক।
দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক॥
অশ্বের শিক্ষায় নল(৩) বিপক্ষে অনল(৪)।
চলিল কুমার যেন কুমার অটল(৫)॥
তীর তারা উল্কা বায়ু(৬) শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা॥

---

(১) কণ্ঠ, গলা।

(২) এ স্থানে কবিবর কি এক অপরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, যেহেতু সুন্দর বিশেষ কালীভক্ত এজন্য কালীর স্মরণ করা তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং যাত্রাকালে দুর্গার স্মরণ করাও প্রসিদ্ধ আছে, এ বিধায় দুই পক্ষই রক্ষার নিমিত্ত গুণাকর "অতশী কুসুম শ্যামা" বলিয়াছেন। যদিও শ্যামা ভগবতীর একটী নাম বটে কিন্তু কেবল শ্যামা কালীমূর্ত্তিই বোধ হয় এজন্য অতশী কুসুম বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ করিয়া দুর্গামূর্ত্তি প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

(৩) চন্দ্রবংশীয় রাজাবিশেষ, তিনি অশ্বচালনা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। (৪) বিপক্ষের পক্ষে অগ্নিতুল্য ধ্বংসকারী।

(৫) অটলকুমার শব্দে কার্ত্তিকেয়।

(৬) এই কয়েক বস্তু অত্যন্ত দ্রুতগামী কিন্তু কবি সুন্দরের গমন ততোধিক দ্রুত নিষ্পন্ন করিবার জন্য ঐ কয়েক বস্তুর হীনতা দর্শাইয়া বেগ শিখিবার জন্য সুন্দরের সহিত গমনে অশক্ত মানিয়াছেন, ইহাতে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে, কিন্তু কবিদিগের এই শৈলী প্রদত্ত আছে এ কারণ দোষ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।

সুন্দরের অশ্বারোহণে বর্দ্ধমান যাত্রা।

এড়াইয়া স্বদেশ বিদেশ কত আর।
কত ঠাঁই কত দেখে কত কব তার॥
বিদ্যা-নাম সোসর দোসর নাই সাতে।
কথার দোসর মাত্র শুকপক্ষী হাতে॥
কাঞ্চীপুর(১) বর্দ্ধমান ছ মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ (২)॥
জানিলা লোকের মুখে এই বর্দ্ধমান।
রচিল ভারত কৃষ্ণচন্দ্র যে কহান॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ।

দেখি পুরী বর্দ্ধমান, সুন্দর চৌদিকে চান,
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ।
রাজা বড় ভাগ্যধর, কাছে নদ দামোদর,
ভাল বটে জানিনু বিশেষ॥
চৌদিগে সহরপনা, দ্বারে চৌকী কতজনা,
মুরচা(৩)বুরুজ (৪)শিলাময়।

(১) দক্ষিণ রাজ্য, ইংরাজেরা যাহাকে ডেকান বলিয়া থাকেন বোধ হয় সেই স্থানে কাঞ্চিপুর দেশ ছিল। পূর্ব্বে পথ অতি দুর্গম ছিল একারণ ছয়মাসের ন্যূন বর্দ্ধমান হইতে কাঞ্চীপুর যাওয়া যাইত না।

(২) মনোরথ (বাসনা) স্বরূপ অশ্ব ছয় দিবসে কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হইল। ইহাতে অশ্বের দ্রুত গমন বাহুল্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) বারুদখানা। (৪) গোলাখানা।

কামানের হুড়হুড়ি, বন্দুকের দুড়দুড়ি,
সলখে বাণের গড় হয় ॥
বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল, নৌবত ঝাঁঝর রোল,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি।
তীর গুলি শন শনি, গজ ঘণ্টা ঠন ঠনি,
ঝড় বহে অশ্ব দড়বড়ি ॥
ঢালি খেলে উড়াপাকে, ঘন হান হান হাকে,
রায়বেঁশে লোফে রায়বাঁশ।
মল্লগণ মালসাটে, ফুটি হেন মাটি ফাটে,
দূর হৈতে শুনিতে তরাস ॥
নদী জিনি গড়খানা, দ্বারে হাবশীর থানা,
বিকট দেখিয়া লাগে শঙ্কা।
দয়া সর্ব্বমঙ্গলার, লঙ্ঘিতে শকতি কার,
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা ॥
যাইতে প্রথম থানা, জিজ্ঞাসে করিয়া মানা,
কোথা হৈতে আইলা কোথা যাও।
কি জাতি কি নাম ধর, কোন ব্যবসায় কর,
না কহিলে যাইতে না পাও ॥
সুন্দর বলেন ভাই, আমি বিদ্যা ব্যবসায়ী,
দাক্ষিণাত্য কাঞ্চীপুর ধাম ॥
এসেছি বিদ্যার আশে, যাইব রাজার পাশে,
সুকবি সুন্দর মোর নাম ॥
দ্বারি কহে একি হয়, পড়ুয়ার বেশ নয়,
খুঙ্গী পুঁথী ধুতি ধরে তারা ॥

ঘোড়া চড়া জোড়া অঙ্গে, পাঁচ হাতিয়ার সঙ্গে,
চোর কিম্বা হবে হরকারা॥
নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে,
রায় বলে বটি বিদ্যা চোর।
খুঙ্গী পুঁথী ছিল সঙ্গে, দেখায়ে কহেন রঙ্গে,
তুষ্ট হৈনু কষ্ট বাক্যে তোর॥
সবিনয় দ্বারী কয়, শুন শুন মহাশয়,
বুঝিনু পড়ুয়া তুমি বট।
ঘোড়া চড়া জোড়া পরা, বিদেশী হেতের ধরা,
ছাড়ি দিলে আমি হব নট॥
ঠক ভরা দরবার, ছলে লয়ে ঘর দ্বার,
খুরধার ছুঁতে কাটে মাছি।
চাকুরির মুখে ছাই, ছাড়িতে না পারি ভাই,
বিষকৃমি(১) সম হয়ে আছি॥
সুন্দর বলেন ভাই, ঘোড়া যোড়া ছেড়ে যাই,
খুঙ্গী পুঁথী ধুতি পাখি লয়ে।
তবে নাকি ছাড় দ্বারী, দ্বারী কহে তবে পারি,
জমাদ্দার বকৃশীরে করে॥
শিরোপা স্বরূপে রায়, পেশকস(২) দিল তায়,
ঘোড়া যোড়া পাঁচ হাতিয়ার।

(১) বিষ মধ্যে যে কৃমির জন্ম হয় সে বিষ ব্যতীত জীব ধারণ করিতে পারে না কিন্তু বিষে নিয়ত জর্জ্জরীভূত হইয়া কাল কালযাপন করে।

(২) বক্রাকার ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ অস্ত্রবিশেষ, কটিবন্ধনের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে রক্ষিত হয়, পেশকজ, কোমরবন্ধ।

দ্বারী ছেড়ে দিল দ্বার, থানায় হইয়া পার,
প্রবেশিলা নগরে কুমার॥
ভুরিশিটে মহাকায়, নৃপতি নরেন্দ্র রায়,
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর, অন্নদামঙ্গল সার,
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

বৰ্দ্ধমানের গড় বর্ণন।

রাগিণী শোহিনী। তাল মধ্যমান ঠেকা।

গুণসাগর নাগর রায়। নগর দেখিয়া যায়॥
রূপের নাগর, গুণের সাগর,
অগুরু চন্দন গায়।
বেণী বিননিয়া, চূড়া চিকনিয়া,
হেলয়ে মলয় বায়॥
মৃদু মধু হাসি, বাজাইছে বাঁশী,
কোকিল বিকল তায়।
ভুরুর ভঙ্গিতে, নয়ন ইঙ্গিতে,
ভারত ফিরিয়া চায়॥ ধ্রু॥

দ্বারিকে শিরোপা দিয়া ঘোড়া যোড়া তন্ত্র।
পদব্রজে চলিলা পরিয়া যুগ্মবস্ত্র॥
বাম কক্ষে শুঙ্গী পুঁথী ডানি করে শুক।
ধীরে ধীরে চলে ধীর দেখিয়া কৌতুক॥

প্রথম গড়েতে কালাপোশের(১) নিবাস।
ইঙ্গরাজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস॥
দিনেমার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী॥
দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান।
সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান॥
তুরকী আরবী পড়ে ফারশী মিশালে।
ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে॥
তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল।
অস্ত্র শাস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল॥
চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রজপুত।
রাজার পালঙ্ক রাখে যুদ্ধে মজবুত॥
পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক রাহুত।
ভাট বৈসে তার কাছে যাতায়াতে দূত॥
ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থানা।
আঁটা আঁটি সেই গড়ে যাতে মালখানা॥
সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন।
লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সংখ্যা করে ধন॥
পড়ুয়া জানিয়া কিছু না কহে সুন্দরে।
অবধান হৌক বলি নমস্কার করে॥
এই রূপে ছয় গড় সকল দেখিয়া।
প্রবেশে ভিতর গড় অভয়া ভাবিয়া॥

(১) কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত।

সম্মুখে দেখেন চক চাঁদনী সুন্দর।
নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর॥
চকের মাঝেতে কোতয়ালী চবুতরা(১)।
ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা॥
ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার।
বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার॥
বসিয়াছে কোতোয়াল ধূমকেতু নাম।
যমালয় সমান লেগেছে ধূম ধাম॥
ঠেকঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি।
চর্ম্ম উড়ে চর্ম্মপাদুকার চটচটি॥
কেহ বা দোহাই দেয় কেহ বলে হায়।
কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায়॥
কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া।
দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া॥
ভারত কহিছে কেন ভাবহ এখনি।
ঠেকিবে যখন সুখ জানিবে তখনি॥

পুর বর্ণন।

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥
নবজলধর তনু, শিখিপুচ্ছে শক্রধনু,(২)
পীতধড়া বিজুলিতে, ময়ূরে নাচাও হে।

(১) এই শব্দটী হিন্দি ইহার প্রকৃতার্থ দালান অথবা দাওয়া কিন্তু চবুতরা বলিলেই কোতয়ালের থানা বুঝায়। (২) ইন্দ্রধনুঃ।

নয়ন চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছ ভোর,
মুখ সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে॥
নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত যেমত চাহে সেই মত চাও হে॥ ধ্রু ॥

চলে রায় পাছু করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা॥
চৌদিগে সহর মাঝে মহল রাজার।
আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার।
থানে বান্ধা মত্ত হাতী হলকে হলকে।
শুড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে॥
ইরাকী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী।
হাজার হাজার দেখে থানে বান্ধা বাজী (১)॥
উট গাধা খচ্চর গণিতে কেবা পারে।
পালিয়াছে পশু পক্ষী যে আছে সংসারে॥
ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন॥
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খ ঘণ্টা রব।
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব।

(১) অশ্ব, ঘোটক

বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেণে মণি গন্ধ সোণা কাঁসারি শাঁখারি॥
গোয়ালা তাম্বুলী তিলি তাঁতী মালাকার।
নাপিত বারই কুরী কামার কুমার॥
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগি চাসাধোবা চাসা কৈবর্ত্ত অনেক॥
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী॥
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মালি বাজিকর॥
বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক।
দেখি নগরের শোভা বাখানে সুন্দর।
সমুখে দেখেন সরোবর মনোহর॥
সানে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।
অবধূত জটা ভস্মধারী সারি সারি॥
চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয় পবন॥
টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।
নানা পক্ষী জলচর খেলিয়া বেড়ায়॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শত চ্ছদ।
ফুটে পদ্ম কুমুদ কহ্লার কোকনদ॥

ডাহুকা ডাহুকী নাচে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী রাজহংস আদিগণ॥
পুষ্পবনে পক্ষিগণে দিবা নিশি জাগে।
ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগে॥
ভুবন জিনিয়া বুঝি করি রাজধানী।
কামদেব দিল বর্দ্ধমান নাম খানি॥
দেখি সুন্দরের পদে লাগে কামফাঁস।
স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
জলেতে নিবায় জ্বালা সর্ব্বলোকে কয়।
এ জল দেখিয়া জ্বালা দশগুণ হয়॥
স্থলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা॥
স্নান করি শিব শিবা চরণ পূজিলা॥
সঙ্গেতে দাড়িম ছিল ভাঙ্গিয়া কৌতুকে।
আপনি খাইলা কিছু কিছু দিলা শুকে॥
করে লয়ে এক পদ্ম লইলেন ঘ্রাণ।
এই ছলে ফুলধনু হানে ফুলবাণ॥
আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে।
দ্বিগুণ আগুণ জ্বালে বকুলের ফুলে॥
হেনকালে নগরিয়া অনেক নাগরী।
স্নান করিবারে আইলা সঙ্গে সহচরী॥
সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কড়সী খসিয়া।
ভারত কহিছে শাড়ী পর লো কসিয়া॥

সুন্দর দর্শনে নাগরীগণের খেদ ।

একি মনোহর, পরম সুন্দর,
নাগর বকুলমূলে ।
মোহনিয়া ছাঁদে, চাঁদ পড়ে ফাঁদে,
রতি রতিপতি ভুলে ॥ধ্রু॥

দেখিয়া সুন্দর, রূপ মনোহর,
স্মরে জর জর যত রমণী ।
কবরী ভূষণ, কাঁচলী কষণ,
কটির বসন, খসে অমনি ॥
চলিতে না পারে, দেখাইয়া তারে,
এ বলে উহারে, দেখলো সই ।
মদন জ্বালায়, মরম গলায়,
বকুল তলায়, বসিয়া অই ॥
আহা মরে যাই, লইয়া বালাই,
কুলে দিয়া ছাই, ভজি ইহারে ।
যোগিনী হইয়া, ইহারে লইয়া,
যাই পলাইয়া, সাগর পারে ॥
কহে এক জন, লয় মোর মন,
এ নব রতন, ভুবন মাঝে ।
বিরহে জ্বালিয়া, সোহাগে গালিয়া,
হারে মিলাইয়া, পরিলে সাজে ॥
আর জন কয়, এই মহাশয়,
চাঁপা ফুলময়, খোঁপায় রাখি ।

হলদী জিনিয়া, তনু চিকনিয়া ॥
স্নেহেতে ছানিয়া, হৃদয়ে মাখি ॥
ধিক্ বিধাতায়, হেন যুবরায়,
না দিল আমায়, দিবেক কারে।
এই চিতগামী, হবে যার স্বামী,
দাসী হয়ে আমি, সেবিব তারে ॥
ঘরে গিয়া আর, দেখিব কি ছার,
মিছার সংসার, ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী, শাশুড়ী রাগিণী,
ননদী নাগিনী, বিষের ভরা॥
সেই ভাগ্যবতি, এই যার পতি,
সুখে ভুঞ্জে রতি, মন আবেশে।
এ মুখ চুম্বন, করয়ে যখন,
না জানি তখন, কি করে শেষে ॥
রতি মহোৎসবে, এ কর-পল্লবে,
কুচঘটে যবে, শোভিত হবে।
কেমন করিয়া, ধৈরয ধরিয়া,
গুমানে মরিয়া, গুমানে রবে(১) ॥
হেন লয় চিতে, রতি বিপরীতে,
সাধিতে পাড়িতে, ভর না সহে।
সুজনে মিলিত, সুজনে রচিত,
এই সে উচিত, ভারত কহে।

(১) গুমান (অভিমান)। গুমান (মান) ॥

সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ।

এ কি অপরূপ রূপ তরুতলে।
হেন মনে সাধ করি তুলে পরি গলে॥
মোহন চিকনকালা, নানা ফুলে বনমালা,
কিবা মনোহর তর, বরগুঞ্জা ফলে।
বরণ কালিম ছাঁদে, বৃষ্টিছলে মেঘ কাঁদে,
তড়িত লুটায় পায়, ধড়ার আঁচলে॥
কস্তূরী মিশালে মাখি, কবরী মাঝারে রাখি,
অঞ্জন করিয়া মাজি, আঁখির কাজলে।
ভারত দেখিয়া যারে, ধৈরয ধরিতে নারে,
রমণী কি তায় যায়, মুনি মন টলে॥ ধ্রু॥
এই রূপে রামাগণ কহে পরস্পর।
স্নান করি যায় সবে নিজ নিজ ঘর॥
আন(১) ছলে পুনঃ চাহে ফিরিয়া ফিরিয়া।
পিঞ্জরের পাখি মত বেড়ায় ঘুরিয়া॥
বসিয়া সুন্দর রায় বকুলের তলে।
শুক সঙ্গে শাস্ত্রকথা কহে কুতূহলে॥
সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেনকালে তথা এক আইল মালিনী॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গালভরা গুয়া পান পাকিমালা(২) গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে॥

(১) অন্য মনে ছলনা করিয়া দৃষ্টি করণ। (২) কাঠীর মালা

সুন্দরের বকুলতলায় মালিনীর সহিত সাক্ষাৎ

চূড়া বান্ধা চুল পরিধান শাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কত গুলি।
চেঙ্গড়া(১) ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া।
তুলিতে বৈকালি ফুল আইল সেই পাড়া॥
হেরিয়া হরিল চিত বলে হরি হরি।
কাহার বাছুনি রে নিছুনি লয়ে মরি॥
কামের শরীর নাহি রতি ছাড়া নহে(২)।
তবে সত্য ইহারে দেখিয়া যদি কহে॥
এদেশী না হবে দেখি বিদেশীর প্রায়।
কেমনে বাঁচিয়া মন ছাড়ি দিল মায়॥
খুঙ্গী পুঁথী দেখি সঙ্গে বুঝি পড়ো হবে।
বাসা করি থাকে যদি লয়ে যাই তবে॥

(১) অপ্রবীণ, অর্ব্বাচীন।

(২) যাহারা কহে কামের শরীর নাই এবং কাম রতি ছাড়া থাকে না, তাহারা যদি ইহাকে দেখিয়া ঐ রূপ কহে তবে তাহাদিগের বাক্য গ্রাহ্য হইতে পারে। অর্থাৎ এ ব্যক্তি সাক্ষাৎ কামদেব কিন্তু ইহার শরীর আছে অথচ সঙ্গে রতি নাই।

কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কোথায় যাবে কোন খানে বাসা॥
সুন্দর কহেন আমি বিদ্যা ব্যবসাই।
এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই॥
ভরসা কালীর নাম বিদ্যালাভ আশা।
ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা।
মালিনী কহিছে আমি দুঃখিনী মালিনী।
বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী॥
নিয়মিত ফুল রাজবাটীতে যোগাই।
ভালবাসে রাজা রাণী সদা আসি যাই॥
কাঙ্গাল দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয়।
আমি দিব বাসা আইস আমার আলয়॥
রায় বলেন ভাল কালী দিলেন উদ্দেশ।
ইহা হৈতে শুনিব বিদ্যার সবিশেষ॥
শুনাইতে শুনিতে পাইব সমাচার।
বাসার সুসারে হবে আশার সুসার॥
কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্টরীত।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত॥
মাসী বলি সম্বোধন আমি করি আগে।
নাত্তি বলে পাছে মাগী দেখে ভয় লাগে॥
রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী।
আমি পুত্র সম তুমি মার সম মাসী॥
মালিনী বলিছে বটে সুজন চতুর।
তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর॥

ভারত বলিছে ভাল মিলে গেল বাসা।
চল মালিনীর বাড়ী পূর্ণ হবে আশা॥

সুন্দরের মালিনীবাটী প্রবেশ।

দুর্গা বসি সকৌতুকে, লয়ে শুদ্ধী পুঁথী শুকে,
মালিনীর বাড়ী গেলা কবি।
চৌদিকে প্রাচীর উচা, কাছে নাহি গোলি ঘুচা,
পুষ্পবনে ঢাকে শশী রবি॥
নানা জাতি ফুটে ফুল, উড়ি বৈসে অলিকুল,
কুহু কুহু কুহরে কোকিল।
মন্দ মন্দ সমীরণ, রসায় ঋষির মন,
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল॥
দেখি তুষ্ট কবিরায়, বাটীর ভিতরে যায়,
রহিলা দক্ষিণদ্বারি ঘরে।
মালিনী হরিষ মন, আনি নানা আয়োজন,
অতিথি উচিত সেবা করে॥
নানা উপহারে রায়, রন্ধন করিয়া খায়,
নিদ্রায় পোহায় বিভাবরী।
শীতল মলয় বায়, কোকিল ললিত গায়,
উঠে রায় দুর্গা দুর্গা স্মরি॥
নিকটেতে দামোদর, স্নান করি কবীশ্বর,
বাসে আসি বসিলা পূজায়।
তুলি ফুল গাঁথি মালা, সাজাইয়া সাজি ডালা,
মালিনী রাজার বাটী যায়॥

রাজা রাণী সম্ভাষিয়া, বিদ্যারে কুসুম দিয়া,
মালিনী ত্বরায় আইল ঘরে।
সুন্দর বলেন মাসী, নাহি মোর দাস দাসী,
বল হাট বাজার কে করে॥
মালিনী বলিছে বাপু, এত কেন ভাব হাপু,
আমি হাট বাজার করিব।
কড়ী কর বিতরণ, যাহে যবে যাবে মন,
কৈও মোরে তখনি আনিব॥
কড়ী কট্‌কা চিড়া দই,(১) বন্ধু নাই কড়ী বই,
কড়ীতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়ীতে বুড়ার বিয়া, কড়ী লোভে মরে গিয়া,
কুলবধূ ভুলে কড়ী দিলে॥
এ তোর মাসীরে বাপা, কোন কর্ম্ম নাহি ছাপা,
আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ, ধরে দিতে পারি চাঁদ,
কামের কামিনী আনি ছলে॥

(১) কড়ী হইলে চিড়া দই অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অপর কোন দ্রব্য না বলিয়া চিড়া দই বলিবার তাৎপর্য্য এই বোধ হইতেছে যে তৎসময়ে ঐ দ্রব্যদ্বয় অতি উপাদেয় বলিয়া গণ্য হইত। তাহার প্রমাণ জনশ্রুতিতে ব্যক্ত আছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কোন গোপজাতীয় জনৈক প্রজার উন্নতি দেখিয়া ছলক্রমে তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিবার মানসে অনুজ্ঞা করেন যে, আমার ভোগার্থ উত্তম সামগ্রী আনিয়া দাও, তাহাতে গোপ বহু যত্নে চিপিটক ও দধি প্রস্তুত করিয়া উপহার প্রদান করিলে রাজা পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

রায় বলে তুমি মাসী, হীরা বলে আমি দাসী,
মাসী বল আপনার গুণে।
হরি বাস হরিবারে, মা বলিলা যশোদারে,
পুরাণে পুরাণ লোকে শুনে॥
শুনি তুষ্ট কবিরায়, দশ টাকা দিল তায়,
দুটি টাকা দিল নিজ রোজ।
টাকা পেয়ে মুটাভরা, হীরা পরধনহরা,
বুঝিল এ মেনে আজবোজ(১)॥
সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি, রাঙ্গ তামা বাহির করি,
হাটে যায় বেসাতির তরে।
চলে দিয়া হাতনাড়া, পাইয়া হীরার সাড়া,
দোকানি দোকান ঢাকে ডরে॥
ভাঙ্গাইয়া আড়কাট, এমনি লাগায় ঠাট,
বলে শ্যালা আলা(২) টাকা মোর।
যদি দেখে আঁটা আঁটি, কাঁন্দিয়া ভিজায় মাটী,
সাধু হয়ে বেণে হয় চোর॥
রাঙ্গ তামা মেকী মেলে, রাশিতে মিশায়ে ফেলে,
বলে বেটা নিলি বদলিয়া।
কান্দি কহে কোটালেরে, বাণিয়ারে ফেলে ফেরে,
কড়ী লয় দুহাতে গণিয়া॥
দর করে এক মুলে, জুখে লয় দুনা তুলে,
ঝকড়ায় ঝড়ের আকার।

(১) বোকা, নির্ব্বোধ। (২) জলসী॥

পণে বুড়ি নিরূপণ, কাহনেতে চারি পণ,
টাকাটায় শিকার ব্যাভার॥
এরূপে করিয়া হাট, ঘরে গিয়া আর নাট,
বাঁকামুখে কথা কহে চোখা।
সুন্দর গুণান বোজা, তবু নহে মুখ সোজা,
যাবত না চোকে লেখাজোখা॥
দিয়াছে যে কড়ী যার, দ্বিগুণ শুনায় তার,
সুন্দর রাখিতে নারে হাসি।
ভারত হাসিয়া কয়, এই সে উচিত হয়,
রূপিণোর উপযুক্ত দাসী॥

মালিনীর বেসাতির হিসাব।

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে।
তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে॥
লাভ কে করিতে চায়, মূল রাখা হৈল দায়,
এমন ব্যাপারে কেবা আঁটে।
পসারি গোপের নারী, বসিয়াছে সারি সারি,
রসের পসরা গীত নাটে॥
তোমার কথায় টাকা, লয়ে গেনু জানি পাকা,
তামা বলি ফিরে দিল সাটে।
মুনশীব রাধা ভায়, তুমি মোহ পাও যায়,
ভারত কি কবে সেই ঠাটে॥ধ্রু॥
বেসাতি কড়ীর লেখা বুঝ রে বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥

পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেয় খোঁটা।
যটি টাকা দিয়াছিলা সব গুলি খোঁটা॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে না জুয়ায়।
এ টাকা উচিত দেয়া কেবল জুয়ায়(১)॥
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু দুকাহনে ভাগ্যে বেগে ভাঙ্গি(২)॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ(৩)॥
আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
দুর্লভ চন্দন চুয়া(৪) লঙ্গ জায়ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥
কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরা।
যেটি কয় সেটি লয় নাহি লয় ফিরা॥
দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পাণ।
আমি সেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান॥
অবাক্ হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক।
নাহি বিনা দোকানির না সরে গুবাক (৫)॥

---

(১) প্রথম অর্থাৎ উপার্জ্জিত। দ্বিতীয়ার্থ ক্রীড়া বিশেষ।
(২) ভাঙ্গাই। ভাঙ্গ অথবা সিদ্ধিভক্ষণকারী।
(৩) মিষ্টান্ন বিশেষ। বার্ত্তা।
(৪) চন্দন চুয়া ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না সকল দ্রব্যের প্রয়োজন নাই তাহা প্রচুর রূপে পাওয়া যায়।
(৫) সুপারি। মন্দকথা। দুর্ব্বাক্য।

দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদীপারে।
আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে॥
আট পণে আনিয়াছি কাট আট আঁটি।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আঁটি॥
খুন হয়েছিনু বাছা চুণ চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ী আনিলাম চেয়ে॥
লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে খড়ীপাতি।
পাছে বল মাসী খাইয়াছে কড়ী পাতি(১)॥
মহার্ঘ্য দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥
শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥

মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন।

বাজার বেসাতি করি মালিনী আইল।
রন্ধন করিয়া রায় ভোজন করিল॥
মাসী মাসী বলি ডাক দিলা মালিনীরে।
ভোজনের পরে হীরা আইল ধীরে ধীরে॥
শুয়েছে সুন্দর রায় হীরা বৈসে পাশে।
রাজার বাড়ীর কথা সুন্দর জিজ্ঞাসে॥
নিত্য নিত্য যাও মাসী রাজ দরবার।
কহ শুনি রাজার বাটীর সমাচার॥

বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী-তাপে বিবরে লুকায়(১)॥
কে বলে শরদ-শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা(২)॥
কি ছার মিছার কামধনু রাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে(৩)॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন-হিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে(৪)॥

---

(১) চুলের বিননী সামান্যতঃ সর্পাকার কিন্তু বিদ্যার চুলের বিননী এতাদৃশ বিচিত্র শোভাবিশিষ্ট যে ভুজঙ্গ আপনাপেক্ষা তাহা শ্রেষ্ঠতর মানিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বিবর মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া থাকে।

(২) শরৎকালের চন্দ্র অতি নির্ম্মল-অংশুজন্য প্রিয় দর্শন হইয়া থাকে, তথাচ বিদ্যার মুখমণ্ডলের সহিত তাহার তুলনা হয় না। বিদ্যার পায়ের নখে কত চন্দ্র পড়িয়া আছে এ স্থানে মনুষ্যের পদনখরে দেবতার পতন বর্ণন করা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে দোষ সম্পন্ন বোধ হইতে পারে, কিন্তু সামান্য স্ত্রীলোকের উক্তি বলিয়া ঐ দোষ ধর্ত্তব্য নহে।

(৩) কন্দর্প স্বীয় শরাসনের সৌন্দর্য্যে গর্ব্বিত হইয়া গুণ প্রদানচ্ছলে স্ফীতাঙ্গ হইয়া থাকে কিন্তু তাহার সে গর্ব্ব বৃথা, যেহেতু বিদ্যার ভ্রুভঙ্গী অর্থাৎ কটাক্ষে সেও বিমোহিত হইয়া যায়। অতএব কি প্রকারে তাহার ভ্রুর সমান হইবে।

পুস্তকান্তরে এই রূপ পাঠ আছে যথা।—“কি ছার মিছার ধনু ধরে ফুলবাণ। ভুরু ভঙ্গে ভুলে কোথা ভুরুর সমান”॥
এই উভয় পাঠের তুল্যার্থ ও ভাবেরও তারতম্য বোধ হয় না।

(৪) বিদ্যার নয়নভঙ্গী এতাদৃশী মনোহারিণী যে বোধ হয়

বৎসর পনর ষোল হৈল বয়ঃক্রম।
লক্ষ্মী সরস্বতী-পতি আল্যে রহে ভ্রম(১)॥
রাজপুত্র বট বাছা রূপ বড় বটে(২)।
বিচারে জিনিতে পার তবে বড় ঘটে॥
যদি কহ কহি রাজা রাণীর সাক্ষাত।
রায় বলে কেন মাসী বাড়াও উৎপাত॥
দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড়।
কি জানি হারায় বিদ্যা হাসিবেক গৌড়॥
নিত্য নিত্য মালা তুমি বিদ্যারে যোগাও।
এক দিন মোর গাঁথা মালা লয়ে যাও॥
মালা মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা শুঝা॥
বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা॥
বুঝিলে তাহার ভাব তবে করি শ্রম।
বিক্রমে কি ফল ক্রমে ক্রমে বুঝি ক্রম॥
ভাল বলি হাস্যমুখে হীরা দিল সায়।
গাঁথিনু বড়িশে মাছ আর কোথা যায়॥
বোলে চালে গেল দিবা বিভাবরী ঘুমে।
ভারত পড়িলা ভোরে মালা গাঁথাধুমে॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি মঙ্গলবারের দিবাপালা।

(১) রূপবান গুণবান ব্যক্তি আইলেই মান সম্ভ্রম রক্ষা হয়।

(২) তুমি রাজপুত্র বট এবং রূপবানও বট কিন্তু যদি বিচারে জয়ী হইতে পার তবেইত উত্তম ঘটনা হয়, নচেৎ সকলি মিথ্যা।

মাল্যরচনা।

কি এ মনোহর, দেখিতে সুন্দর,
গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা।
গাঁথে বিনা গুণে, শোভে নানাগুণে,(১)
কামমধুব্রতপালিকা ॥ধ্রু॥

মালিনী আনিল ফুলের ভার, আনন্দনন্দনবনের সার,(২)
বিবিধ বন্ধন জানে কুমার, সহায় হইলা কালিকা।
কুসুম আকর কিঙ্কর তায়, মলয় পবন গুণ যোগায়,
ভ্রমর ভ্রমরী গুনগুনায়, ভুলিবে ভূপতিবালিকা ॥
ধৃক্রিতে গিরীশ গিরীশবালা, লয়ে আমলকীপাতেরমালা,
নব রবি ছবি জবা উজালা, কমল কুমুদ মল্লিকা।
বান্ধুলী পিউলী মালতী জাতি, কুন্দ কৃষ্ণকেলি দনারপাঁতি,
গুলাব সেউতী দেশী বিলাতি, আছু কুরচীরজালিকা।
ধুতুরা অতসী অপরাজিতা, চন্দ্রসূর্যমুখী অতি শোভিতা,
ভারত রচিল ফুলকবিতা, কবিতা রসের শালিকা ॥

পুষ্পময় কাম ও শ্লোক রচনা।

ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে।
বনমালি মেঘমালি কালিয়া রে ॥
মোহন মালার ছাঁদে, রতি কাম পড়ে ফাঁদে,
বিরহ অনল দেই জ্বালিয়া রে।

(১) প্রথম গুণ শব্দে সূত্র। দ্বিতীয় গুণ শব্দে গন্ধ।
(২) ইন্দ্রের পুষ্পোদ্যান (নন্দনবন) তাহার সার।

যে দিগে যখন চায়, ফুল বরষিয়া যায়,
মোহ করে প্রেমমধু ঢালিয়া রে ॥
নাসা তিলফুল পরে, অঙ্গুলী চম্পক ধরে,
নয়ন কমল কামে টানিয়া রে।
দশন কুন্দের দাপে, অধর বাঁধুলী চাপে,
ভারত ভুলিল ভালা ভালিয়া রে ॥ধ্রু॥
ভাবে রায় মালায় কি হবে কারিকরি।
অন্যের অদৃশ্য কিছু কারিকরি করি ॥
পাতকৌটা মত কৌটা কৈল কেয়াফুলে।
সাজাইল থরে থরে মল্লিকা বকুলে ॥
তার মাঝে গড়িল ফুলের ফুলধনু।
তার পাশে গড়ে রতি ফুলময় তনু ॥
গড়িয়া অপরাজিতা থরে কৈল চুল।
মুখানি গড়িল দিয়া কমলের ফুল ॥
তিলফুলে কৈল নাসা অধর বাঁধুলী।
চাঁপার পাকড়ী দিয়া গড়িল অঙ্গুলী ॥
নয়ন সুন্দর কৈল ইন্দীবর দিয়া।
মৃণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া ॥
কনক চম্পকে তনু সকল গড়িয়া।
গড়িল চরণপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়া ॥
গড়িল পারুলফুলে তূণ মনোহর।
বোঁটা সহ রঙ্গণে পূরিয়া দিল শর।
ফুলধনু ফুলগুণ ফুলময় বাণ।
দুই হাতে দিল তার পূরিয়া সন্ধান ॥

থুইল কৌটার কল করিয়া এমনি।
ফুটিবে বিদ্যার বুকে ছুটিবে যখনি।
চিত্রকাব্যে এক শ্লোক লিখি কেয়াপাতে।
নিজ পরিচয় দিয়া থুইল তাহাতে॥

বসুধা বসুলা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজন্।
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্॥ ।

লোকে যদি কোন লোক মন্দ জাতি হয়।
বসু হেতু বসুন্ধরা তাহারে বন্দয়॥
করিসুত শুণ্ড সম উরুবর শোভা।
রতির পণ্ডিতা শুন আমি তার লোভা॥
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষর গণ দুই বার॥
একত্র করিয়া পড় মোর নাম পাবে।
অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে॥
শ্লোক রাখি কৌটা ঢাকি হীরারে গছায়।
কহিল সকল কল দেখাইতে চায়॥
বেলা হৈল উচুর(১) প্রচুর ভয় মনে।
ফুল লয়ে গেল হীরা রাজার ভবনে॥
নিজ গাঁথা মালা দিল আর সবাকারে॥
সুন্দরের গাঁথা মালা দিলেক বিদ্যারে॥
বসিয়া রয়েছে বিদ্যা পূজার আসনে।
ভারত হীরারে কয় ঘূর্ণিত লোচনে॥

---

(১) বেলা অধিক হইয়াছে সুর্য্যদেব মস্তকোপরি উঠিয়াছেন।

মালিনীর প্রতি তিরস্কার

শুন লো মালিনি কি তোর রীতি।
কিঞ্চিত হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥
ধুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে।
ধালি শিখাইব মায়ের আগে॥
বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট।
রাঁড় হৈয়ে যেন ষাঁড়ের নাট॥
রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধুম।
এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম॥
দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা।
মেয় পেয়ে বুঝি করিস্ হেলা॥
কি করিবে তোর আমার গালি।
বাপারে বলিয়া শিখাব কালি॥
হীরা থর থর কাঁপিছে ডরে।
ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে॥
কাঁদি কহে শুন রাজকুমারি।
ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি॥
চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা।
তোমার কাজে কি আমার হেলা॥
বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ।
করিনু ভালরে হইল মন্দ॥

ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম।
শ্রম বৃথা হৈল ঘটিল ভ্রম(১)
বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ।
অস্ত গেল রোষ উদয় রস॥
বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার।
এ গাঁথনি আই নহে তোমার॥
পুনঃ কি যৌবন ফিরি আইল।
কিবা কোন বঁধু শিখায়ে দিল॥
হীরা কহে তিতি(২) আঁখির নীরে।
যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে॥
নহে ক্ষীণ মাজা কুচ কঠোর।
কি দেখিয়া বঁধু আসিবে মোর॥
ছাড় আই বলা জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল॥
খড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥
কৌটায় কি আছে দেখ খুলিয়া।
থাকিয়া কি ফল যাই চলিয়া।
বিদ্যা খোলে কৌটা কল ছুটিল।
শর হেন ফুলশর ফুটিল॥
শিহরিল ধনী দেখিয়া কল।
শ্লোক পড়ি আরো হৈল বিকল॥

(১) সম্ভ্রম, মর্য্যাদা। (২) ভিজিয়া, আর্দ্র হইয়া।

ডগমগ তনু রসের ভরে।
ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে॥

মালিনীকে বিনয়।

কহ লো হীরা, তোরে মোর কিরা,
কি কল করিলি কলে।
গড়িল যে জন, সে জন কেমন,
বিশেষ কহ নিছলে॥
হীরা কহে শুন, কেন পুনঃ পুনঃ,
হান সোহাগের শূল।
কহিয়া কি ফল, বুঝিনু সকল,
আপন বুদ্ধির ভুল॥
এ রূপ তোমার, যৌবনের ভার,
অদ্যাপি না হৈল বিয়া।
কোথা পাব বর, ভাবি নিরন্তর,
বিদরে আমার হিয়া॥
যে জিনে বিচারে, বরিবা তাহারে,
কোন মেয়ে হেন কহে।
যে তোমা হারাবে, তারে কবে পাবে,
যৌবন তাহে কি রহে।
যৌবনে রমণ, নহিল ঘটন,
বুড়াইলে পাবে ভালে।

নিদাঘ(১) জ্বালায়, তনু জ্বলে যায়,
কি করে বরিষাকালে ॥
দেখিয়া তোমায়, এই ভাবনায়,
নাহি রুচে অন্ন জল।
পাইয়া সুজন, রাজার নন্দন,
রাখিনু করিয়া ছল ॥
কাঞ্চীপুর ধাম, গুণসিন্ধু নাম,
মহারাজ রাজেশ্বর।
তাঁহার তনয়, ভুবন বিজয়,
সুকবি নাম সুন্দর।
বঞ্চি বাপ মায়, একেলা বেড়ায়,
করিয়া দিগ্বিজয়।
পথে দেখা পায়ে, রেখেছি ভুলায়ে,
স্নেহে মাসী মাসী কয় ॥
অশেষ প্রকারে, কহিনু তাহারে,
তোমার পণের মর্ম্ম।
শুনিয়া হাসিল, ইঙ্গিতে ভাষিল,(২)
নারী জিনা কোন কর্ম্ম ॥
বুঝিতে তোমার, আচার বিচার,
সে কৈল এ ফুল খেলা।
নিজ পরিচয়, শ্লোক চিত্রময়,
লিখিতে বাড়িল বেলা ॥

---

(১) গ্রীষ্ম। (২) বলিল।

তোমার লাগিয়া, নাগর রাখিয়া,
গালি লাভ হৈল মোর।
যাহার লাগিয়া, চুরি করে গিয়া,
সেই জন কহে চোর॥
হীরা এত বলি, ছলে যায় চলি,
আঁচলে ধরিল ধনী।
মাথার কিরায়, হীরারে ফিরায়,
মণি ধরে যেন ফণী॥
থাক বঁধু কয়ে, এই কথা কয়ে,
অপরাধ হৈল মোর।
কৈতে পারি যেই, কহিয়াছি তেই,
আমি লো নাতিনী তোর॥
কামানল জ্বেলে, যেতে চাহ ঠেলে,
নাতিনী ঘাতিনী বুড়ী।
কেমনে পা চলে, মা ভাল মা বলে,
বাপার ভাল শাশুড়ী॥
এস বৈস কয়ো, হোক মেনে যেয়ো,
বল সে কেমন জন।
কি কথা কহিলে, কি ফেরে ফেলিলে,
উড়ু উড়ু করে মন॥
দেখিয়া কাতরা, হীরা মনোহরা,
কহিছে কাণের কাছে।
রূপের নাগর, গুণের সাগর,
আর কি তেমন আছে॥

বদন মণ্ডল, চাঁদ নিরমল,
ঈষদ্ গোঁফের রেখা (১)।
বিকচ কমলে, যেন কুতুহলে,
ভ্রমর পাঁতির দেখা॥
গৃধিনী গঞ্জিত, মুকুতা রঞ্জিত,
রতিপতি শ্রুতিমূলে (২)।
ফাঁস জড়াইয়া, গুণ গুড়াইয়া,
থুলা ভুরুধনু ছুলে॥
অধর বিম্বুর, খাইতে মধুর,
চঞ্চল খঞ্জন আঁখি (৩)।
মধ্যে দিয়া থাক, বাড়াইল নাক,
মদনের শুকপাখি (৪)॥

---

(১) নির্ম্মল শশীসদৃশ বদনমণ্ডল। তাহাতে কিঞ্চিৎ কালো [illegible]ফের রেখা দেখিলে বোধ হয় যেন প্রস্ফুটিত পদ্মে ভ্রমর [illegible]ত হইয়াছে।

(২) গিধিনী—শকুনীর ঠোট ও সদৃশ কর্ণ বটে কিন্তু মুকুতা-[illegible]ত সুন্দরের কর্ণ তাহাকে গঞ্জনা করিতেছে, যাহার ক[illegible] [illegible] কামদেব আপনার ধনুকের জন্য সঙ্কুচিত হইয়া তাহা[illegible] [illegible] অন্তে রাখিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য সুন্দরের অ[illegible] [illegible]ঙ্কিত ভ্রূ।

(৩) বিম্ব স্বরূপ অধরের মধুপান ইচ্ছায় যেন খঞ্জন তুল্য [illegible] লোচন হইয়াছে।

(৪) ভ্রূ এবং অধরের মধ্যে শুকপক্ষী সম নাসিকা শোভা করিতেছে। মদনের শুকপক্ষী অতি মনোহর তজ্জন্য তাহার তুলনা হইয়াছে।

আজানু লম্বিত, বাহু সুললিত,
কামের কনক আশা(১)।
রসের আলয়, কপাট হৃদয়,
ফণিমণি পরকাশা॥
যুবতীর মন, সফরী জীবন(২),
নাভি সরোবর তার।
ত্রিবলি বন্ধন(৩), দেখয়ে যে জন,
তার কি মোচন আর॥
দেখিয়া সে ঠাম, জীয়ে মোর কাম,
এত যে হৈয়াছি বুড়া।
মাসী বলে যেই, রক্ষা হেতু এই,
ভারত রসের চূড়া।

বিদ্যাসুন্দরের দর্শন।

কি বলিলি মালিনি, ফিরে বল বল
রসে তনু ডগমগ মন টল টল॥

(১) তাঁহার জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হস্ত দেখিয়া বোধ হয়, যেন কামের সোণার দণ্ড।

(২) তাহার নাভিসরোবর যুবতীর মনোরূপ পুঁটী মৎস্যের জল স্বরূপ।

(৩) যৌবন সময়ে নাভিদেশের ঊর্দ্ধভাগে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলের তিনটী বলি অর্থাৎ রেখা হয়।
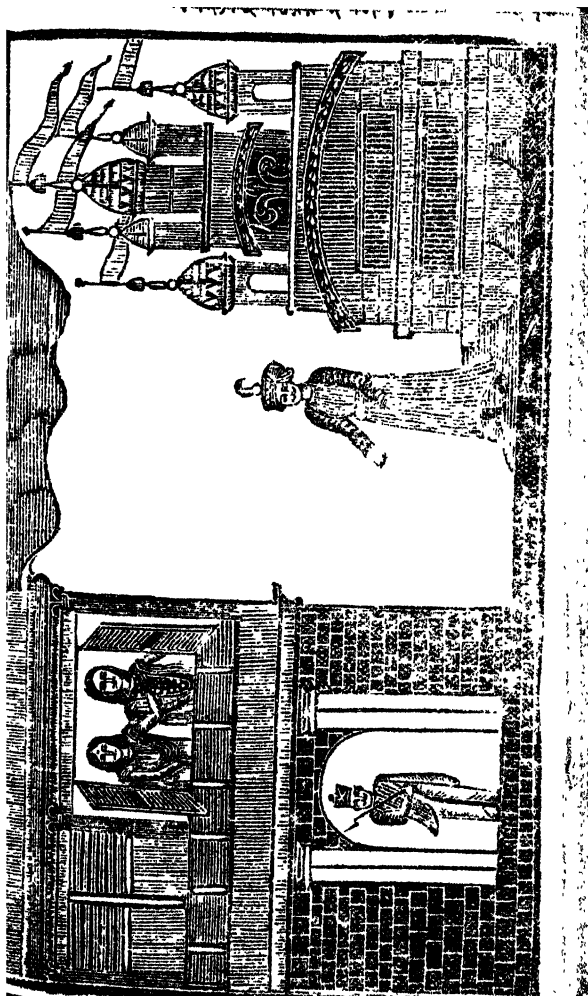
শীহরিল কলেবর, তনু কাঁপে থর থর,
হিয়া হৈল জ্বর জ্বর, আঁখি ছল ছল।
তেয়াগিয়া লোক লাজ, কুলের মাথায় বা
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল॥
রহিতে না পারি ঘরে, আকুল পরাণ কা
চিত না ধৈরজ ধরে, পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যামরায়, বিকাইব রাঙ্গা
ভারত ভাবিয়া তায়, ভাবে ঢল ঢল।

বিদ্যা বলে শুলো হীরা মোর দিব্য তোরে
কোন মতে দেখাইতে পার না কি মোরে॥
অনুমানে বুঝিলাম জিনিবেন তিনি।
হারাইলে হারাইব হারিলে সে জিনি॥
যত গুলা এসেছিল করি মোর আশা।
রাজার তনয় বটে, রাজবংশে চাসা॥
সে সব লোকেতে মন মজে কি বিদ্যার।
বিদ্যাপতি এই, তারা দাস অবিদ্যার॥
জিনিবেন যে জন সে জন বুঝি এই।
বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই॥
ভাবিয়া মরিয়াছিনু প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া॥

এত দিনে শিব বুঝি হৈলা অনুকূল ।
ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল ॥
হীরারে শিরোপা দিলা হীরাময় হার ।
বুঝাইয়া বুঝিয়া কহিবে সমাচার ॥
কেমন প্রকারে তাঁরে দেখাবে আমায় ।
ভাবহ মালিনী আছে তাহার উপায় ॥
মোর বালাখানার সম্মুখে রথ আছে ।
দাঁড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে ॥
তুমি আসি আমারে কহিবে সমাচার ।
সেই ছলে দরশন করিব তাঁহার ॥
পুষ্পময় রতি কাম দিয়াছিলা রায় ।
কি দিব উত্তর বিদ্যা ভাবয়ে উপায় ॥
কাম গ্রহণের ছলে কাম রাখে সতী (১) ।
রতি দান ছলে তারে পাঠাইল রতি ॥
চিত্রকাব্যে সুন্দর সুন্দর নাম দেখি ।
বিদ্যা বিদ্যা নাম চিত্রকাব্য দিলা লেখি ॥

সবিতা পদ্মাম্বুজানাং ভুবি তে নাদ্যাদি স্মরঃ ;
দিবি দেবাদ্যা বদন্তি দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যজম্ ।

কবিতা কমলে রবি তুমি মহাশয়।
নরলোকে সম নাহি দেব-লোকে কয়॥
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষরে গণ তিনবার॥
তিন অর্থে তিন বার মোর নাম পাবে।
অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে॥
এই রূপে মালিনীরে করিয়া বিদায়।
বড় ভক্তিভাবে বিদ্যা বসিল পূজায়॥
পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর।
দেবীরে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ।
দেবীরে অর্পিতে করে বরে সমর্পণ॥
সুগন্ধ সুগন্ধি মালা দেবী গলে দিতে।
বরের গলায় দিনু এই লয় চিতে॥
দেবী প্রদক্ষিণে বুঝে বর প্রদক্ষিণ।
আকুল হইল পূজা হয় অঙ্গ হীন॥
ব্যস্ত দেখি তারে দেবী কহেন আকাশে।
আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে॥
পূজা না হইল বলি না করিহ ভয়।
সকলি পাইনু আমি আমি বিশ্বময়॥
আকাশ বাণীতে হাতে পাইলা আকাশ।
বুঝিলা কালিকা মোর পূরাইল আশ॥
এপারে মালিনী গিয়া আপনার ঘরে।
কহিল সকল কথা কুমার সুন্দরে॥

শুন বাপা তোমারে দেখিবে অকপটে।
কহিল সঙ্কেত স্থান রথের নিকটে॥
এত বলি সুন্দরে লইয়া হীরা যায়।
রাখিয়া রথের কাছে কহিল বিদ্যায়॥
আথিবিথি (১) সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায়।
অঙ্গুলী হেলায়ে হীরা তাঁহারে দেখায়॥
অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ(২)॥
শুভক্ষণে দরশন হইল দুজনে।
কে জানে যে জানাজানি সুজান সুজনে॥
বিপরীত বিপরীত উপমা কি কব।
ঊর্দ্ধে কুমুদিনী হেটে কুমুদবান্ধব(৩)॥
দুহার নয়ন ফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে।
দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনার মনে॥
মনে মনে মনমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া॥

(১) ব্যস্ত সমস্ত হইয়া।

(২) বিনোদিনী (বিদ্যা) অনিমেষ লোচনে (বিনোদ) সুন্দ-ক দেখিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে বিনোদের (অনঙ্গের) নোদিনী (রতি) প্রমোদিত হইল অর্থাৎ তাহাদের পরস্পর ীতি জন্মিল।

(৩) চন্দ্রের স্থান আকাশে ও কুমুদিনীর স্থান ধরাতলে ইহা সিদ্ধই আছে কিন্তু সুন্দর চন্দ্র রথের নিকট নিম্নে দণ্ডায়মান ং বিদ্যা কুমুদিনী অট্টালিকোপরি ঊর্দ্ধে দণ্ডায়মানা, ইহাতে পরীত উপমা হইল।

আঁখি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হৈল কাল।
ভারত জানয়ে প্রেম এমনি জঞ্জাল॥

সুন্দর সমাগমের পরামর্শ।

প্রভাতে কুসুম লয়ে, হীরা গেল দ্রুত হয়ে,
সুন্দর রহিল পথ চেয়ে।
বিদ্যার পোহায় রাতি, ঐ কথা নানা জাতি,
পুরুষের আট গুণ মেয়ে (১)॥
হীরা বলে ঠাকুরাণি, কিবা কর কাণাকাণি,
শুভকর্ম্ম শীঘ্র হৈলে ভাল।
আপনি সচেষ্ট হও, রাজারে রাণীরে কও,
আন্ধার ঘরেতে কর আল॥
বিদ্যা বলে চুপ চুপ, ইহা যদি শুনে ভূপ,
তবে বিয়া হয় কি না হয়।
গুণসিন্ধু মহারাজ, তাঁর পুত্র হেন সাজ,
ব্যাপার না হইবে প্রত্যয়॥
তাঁহারে আনিতে ভাট, গিয়াছে তাঁহার পাট,(২)
তিনি এলে আসিত সে ভাট॥
লস্কর আসিত সঙ্গে, শব্দ হৈত রাঢ় বঙ্গে,
হাটের দুয়ারে কি কপাট॥
এমনি বুঝিলে বাপা, অমনি রহিবে চাপা,
অন্য দেশে যাইবে কুমার।

(১) স্ত্রীলোক রতিবিষয়ে পুরুষাপেক্ষা আট গুণ চতুর।
(২) নগর বিশেষ।

সব কর্ম্ম হবে নট, তুমিত সুবুদ্ধি বট,
তবে বল কি হবে আমার ॥
তেঁই বলি চুপে চুপে, বিয়া হয় কোন রূপে,
শেষে কালী যা করে তা হবে।
ইহাঁরা কহে শ্রীহরিয়া,লুকায়ে করিয়ে বিয়া,
এ কি কথা ছাপাত না রবে ॥
ঠক ফিরে পায় পায়, রাণী বাঘিনীর প্রায়,
নরপতি প্রলয়ের কাল।
কোতোয়াল ধুমকেতু, কেবল অনর্থ হেতু,
পলকেতে পাড়িবে জঞ্জাল ॥
তোমার টুটিব মান,মোর যাবে জাতি প্রাণ,
দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে।
সখীরা ঠেকিবে দায়, তুমি কি কহিবে মায়,
ভাব দেখি কেমন ঘটিবে ॥
দ্বারী আছে দ্বারে দ্বারে,কেমনে আনিবে তারে,
ভাবি কিছু না পাই উপায়।
লোকে হবে জানাজানি,আমা লয়ে টানাটানি,
মজাইবে পরের বাছায় ॥
এই সহচরীগণ, এক ধিঙ্গী(১) এক জন,
উদ্দেশেতে করি নমস্কার।
মুখে এক মনে আর, কেবল ক্ষুরের ধার,
ঠারে ঠোরে করিবে প্রচার (২)॥

---

(১) প্রধান।

(২) এইস্থানে মালিনী যে প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া ছে

বিদ্যা বলে কেন হীরা, ইহা কহ ফিরা ফিরা,
সখীগণে তোমার কি ভয়।
মোর খায় মোর পরে, যাহা বলি তাহা করে,
মোর মত ছাড়া কভু নয়॥
যত সখীগণ কয়, কেন হীরা কর ভয়,
দাসী কোথা ঠাকুরাণী ছাড়া।
বিরহিণী ঠাকুরাণী, ঠাকুর মিলাবে জানি,
কিবা সুখ ইহা হইতে বাড়া॥
কেবা দুই মাথা ধরে, গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে,
ঠাকুর পাবেন ঠাকুরাণী।
সলিল চন্দন চুয়া, কুসুম তাম্বুল গুয়া,
যোগাইব এই মাত্র জানি॥
বিদ্যা বলে চল চল, বুঝাইয়া গিয়া বল,
তিনি ভাবিবেন পথ তার।
কালী কুলাইবে যবে, ঘটনা হইবে তবে,
নারিকেলে জলের সঞ্চার॥
কৈও কৈও কবিবরে, কোনরূপে মোর ঘরে,
আসিতে পারেন যদি তিনি।
তবে পণে আমি হারি, হইব তাঁহার নারী,
কৃষ্ণ যেন হরিলা রুক্মিণী॥

*তাহাতে তাহার বৈচক্ষণ্য বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, পর ঘটনা দৃষ্টি করিলে অনায়াসে প্রতীত হইবে, মালিনী সকল বিষয় বরাবর অবলোকন করিয়াছিল।

বেষ্টিত ভূপতি জাল, বর আইল শিশুপাল,
পিতা ভ্রাতা তাহে পুষ্টি ছিল।
রুক্মিণীর কৃষ্ণে মন, শূন্য হৈতে নারায়ণ,
হরিলেন তেঁই সে হইল॥
তেমতি আমার মন, তাহে চাহে অনুক্ষণ,
ভয় করি বাপ ভাই মায়।
রুক্মিণীর মত করি, হরি হয়ে লউন হরি,
এই নিবেদন তাঁর পায়॥
এত বলি চারুশীলা,(১) হীরারে বিদায় দিলা,
হীরা গিয়া সুন্দরে কহিল।
রায় বলে একি কথা, কেমনে যাইব তথা,
ভারতের ভাবনা হইল॥

সন্ধি খনন।

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে।
করকলিতাসি(২) বরাভয় মুণ্ডে॥
লক্ লক্ রসনে, কড়মড় দশনে,
রণভূমি(৩) খণ্ডিত সুররিপু মুণ্ডে।
অট অট হাসে, কটমট ভাষে,
নখর বিদারিত রিপু করিশুণ্ডে॥

(১) নম্রশীলা, সচরিত্রা স্ত্রী।
(২) করের দ্বারা করিয়াছে।
(৩) রণ স্থানে।

লটপট কেশে, সুবিকট বেশে,
হুতদনুজাহুতি(১) মুখ শিখিকুণ্ডে।
কলিমল মথনং(২) হরিগুণ কথনং,
বিরচয় ভারত কবিবর তুণ্ডে। ধ্রু॥
সুন্দর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া॥
কোটাল দুরন্ত থানা দুয়ারে দুয়ারে।
পাখি এড়াইতে নারে মানুষে কি পারে॥
আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায়।
কালীর চরণ ভাবি বসিলা পূজায়॥
মনোনীত মালিনী যোগায় উপহার।
পূজা সমাপিয়া স্তুতি করয়ে কুমার॥
কালের কামিনী কালী কপালমালিকা।
কাতর কিঙ্করে কৃপা কর গো কালিকা॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষেম(৩) কর ক্ষীণেরে ক্ষমিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া॥
স্তবে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্না হইয়া।
সন্ধি কাটিবারে দিল উপায় করিয়া॥
তাম্রপাত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া।
শূন্য হৈতে সিঁধকাঠী দিলেন ফেলিয়া॥
পূজা করি সিঁধকাঠী লইলেন রায়।
মন্ত্র পড়ি ফুঁক দিয়া মাটিতে ভেজায়॥

---

(১) মৃত দৈত্যের আহুতি।
(২) কলিকালের পাপনাশন। (৩) মঙ্গল কর।

"অরে অরে কাঠী তোরে বিশাই গড়িল ।
সিঁধ কাটি বিঁধ কর কালিকা কহিল ॥
আথর(১) পাথর কাট বেটে ফেল হাড় ।
ইট কাট কাঠ কাট মেদিনী পাহাড় ॥
বিদ্যার মন্দিরে আর মালিনীর ঘরে ।
মাটি কাটি পথ কর অন্নদার বরে ॥
সুড়ঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায় ।
হাড়ীঝি চণ্ডীর বরে কামাখ্যা আজ্ঞায় ॥"
কালিকার প্রভাবে মন্ত্রের দেখ রঙ্গ ।
মালিনী বিদ্যার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ ॥
ঊর্দ্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্দ্ধেক তাহার ।
জ্বলে জ্বলে মণিজ্বাল হরে অন্ধকার ॥
সুন্দরের চোর নাম তাই সে হইল ।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিল ॥

বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি ।

বিদ্যার নিবাস, যাইতে উল্লাস,
সুন্দর সুন্দর সাজে ।
কি কহিব শোভা, রতি মনোলোভা,
মদন মোহিত লাজে ॥
চলিল সুন্দর, রূপ মনোহর,
ধরিয়া বরের বেশ ।

(১) মাটী

চাঁদের মণ্ডল, বরিষে গরল,
চন্দন আগুনকণা।
কর্পূর তাম্বুল, লাগে যেন শূল,
গীত নাট ঝনঝনা॥
ফুলের মালায়, সূচের জ্বালায়,
তনু হৈল জর জর।
মন্দ মন্দ বায়, বজ্রের ঘায়,
তনু কাঁপে থর থর॥
কোকিল হুঙ্কারে, ভ্রমর ঝঙ্কারে,
কাণে হানে যেন তীর।
যত অলঙ্কার, জ্বলন্ত অঙ্গার,
পোড়ায় মোর শরীর॥
এ নীল কাপড়, হানিছে কামড়,
যেমন কালসাপিনী।
শয্যা হৈল শাল, সজ্জা হৈল কাল,
কেমনে জীবে পাপিনী॥
রজনী বাড়িছে, যে পোড়া পুড়িছে,
কি ছার বিছার জ্বালা।
বৎসর তিলেকে, প্রলয় পলকে,
কেমনে বাঁচিবে বালা॥
ক্ষণেক শয্যায়, ক্ষণেক ধরায়,
ক্ষণেক সখীর কোলে।
ক্ষণে মোহ যায়, সখীরা জাগায়,
বঁধু এল এই বোলে॥

এরূপে কামিনী, কাটিছে যামিনী,
সুন্দর হেন সময়।
সুড়ঙ্গ হইতে, উঠিলা ত্বরিতে,
ভূমিতে চাঁদ উদয়॥
দেখি সখীগণ, চমকিত মন,
বিদ্যার হইল ভয়।
হংসীর মণ্ডল, যেমন চঞ্চল,
রাজহংস দেখি হয়॥
এ কি লো এ কি লো, একি কি দেখি লো,
এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব, নাগ কি মানব,
কেমনে এলো এখানে॥
কপাট না নড়ে, গুঁড়াটী না পড়ে,
কেমনে আইল নর।
ভারত বুঝায়, না চিন ইহায়,
সুন্দর বিদ্যার বর॥

সুন্দরের পরিচয়।

এ কি দেখি অপরূপ। দেখ লো সই।
ভুবন-মোহন রূপ॥
কোন পথ দিয়া, কেমন করিয়া,
আইল নাগর ভুপ।
এজন যেমন, না দেখি এমন,
মদনমোহন রূপ॥

থাকে সব ঠাঁই, কেহ দেখে নাই
বেদেতে কহে অরূপ।
ভারতের নিধি, মিলাইল বিধি,
না কহিও চুপ চুপ ॥ধ্রু॥

বিদ্যার আজ্ঞায় সখী সুলোচনা কয়।
কে তুমি আইলে এথা দেহ পরিচয় ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিবা নাগ নর।
সত্য কহ নারী মোরা পাইয়াছি ডর ॥
সুন্দর বলেন রামা কেন কর ডর।
দেব উপদেব নহি দেখ আমি নর ॥
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজা মহাশয়।
সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয় ॥
আসিয়াছি তোমার ঠাকুরঝির পাশে।
বাসা করিয়াছি হীরা মালিনীর বাসে ॥
প্রতিজ্ঞার কথা লয়ে গিয়াছিল ভাট।
সুরপাঠ(১) শুনিয়া দেখিতে আইনু নাট
বিচার হইবে কি প্রথমে অবিচার।
আহুত অতিথি এলে নাহি পুরস্কার ॥
আসিয়াছি আশ্বাসে বিশ্বাস হৈলে বসি
শুনি সিংহাসন দিতে কহিল রূপসী ॥
বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার ॥
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার ॥

(১) নাট্যকারদের প্রথম সুরপাঠের গীত বাদ্যাদি।

তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে (১)
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ।
মাণিকের ছটা কি কাপড়ে যায় বন্ধ॥
দেখা মাত্র জিনিয়াছি কহিতে ডরাই।
দেশের বিচারে পাছে হারায়ে হারাই॥
কথায় যে জিনে সুধা মুখে সুধাকর।
হাসিতে তড়িৎ জিনে পয়োধরে হর (২)॥
জিনিলেক এতজনে যেজন বিচারে।
দেখ লো লজ্জার হাতে সেই জন হারে॥
হারিয়া লজ্জার হাতে কথা নাহি যার।
সে কেন প্রতিজ্ঞা করে করিতে বিচার॥
রতির সহিত দেখা হইবে যখন।
কেবা হারে কেবা জিনে বুঝিব তখন॥
অধোমুখী সুমুখী অধিক পেয়ে লাজ।
সাক্ষী হৈও সখীগণ কহে যুবরাজ॥
সখী বলে মহাশয় তুমি কবিবর।
আমার কি সাধ্য দিতে তোমার উত্তর॥
উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে॥

(১) বিরোধাভাস অলঙ্কার।
(২) মিষ্ট কথাদ্বারা সুধাকে, বদনে চন্দ্রকে, হাস্যতে তড়িৎকে কুচযুগ মহাদেবকে পরাস্ত করিয়াছে।

আমি যদি কথা কহি একে হবে আর।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার (১)।
কি কব ঠাকুরঝির ধরিয়াছে লাজ।
নহিলে উত্তর ভাল পেতে যুবরাজ ॥
শুনিয়া ঈষদ হাসি কহিছে সুন্দর।
বলহ ঠাকুরঝিকে কি দেন উত্তর ॥
সখী সম্বোধনে বিদ্যা কহে মৃদুস্বরে।
মন চুরি কৈল চোর সিঁধ দিয়া ঘরে ॥
চোর বিদ্যা বিচার আমার নহে পণ।
চোর সহ বিচার কি করে সাধুজন ॥
সুন্দর বলেন ভাল বিচার এ দেশে।
উলটিয়া চোর গৃহি বান্ধে বুঝি শেষে ॥
কটাক্ষেতে মন চুরি করিলেক যেই।
মাটি কাটি তপাসিতে চোর বলে সেই ॥
চোর ধরি নিজ ধন নাহি লয় কেবা।
আমি নিজ চোরে দিব বাঁকি আছে যেবা ॥
এই রূপে দুজনে কথায় পাঁচা পাঁচি।
কি করি দুজনে মনে করে আঁচা আঁচি ॥

---

(১) ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, সমানে সমানে বাক্যা[লাপ] হইলেই উত্তম হয়। কবিরাজ সুন্দরের সহিত সখীর [সহিত] প্রত্যুত্তর করা উপযুক্ত নহে। সখী কি বলিতে কি বলি[বে] তাহাতে কবির মানের লাঘব হইবার সম্ভাবনা, যেমন হী[রা] বহুমূল্যের পদার্থ হইয়াও অজ্ঞান মেষের শৃঙ্গে পড়িলে চূর্ণ হই[য়া] তীক্ষ্ণধার চ্যুত হয়।

হেনকালে ময়ূর ডাকিল গৃহ পাশে।
কে ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে॥
শুনিয়া সুন্দর রায় ইঙ্গিতে বুঝিল।
সখী উপলক্ষ মাত্র মোরে জিজ্ঞাসিল॥
উহার উত্তর দিতে হৈল ত্বরা করি।
কহিছে ভারত শ্লোক শুন লো সুন্দরী॥

গোমধ্য মধ্যে মৃগগোধরে হে,
সহস্র গোভূষণ কিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোচ্ছিন্নশিখরেষু মত্তা,
নদন্তি গোকর্ণ শরীরভক্ষ্যাঃ॥

গো শব্দ নানার্থ অভিধানে দেখ ধনি।
এ শ্লোকে গো শব্দে সিংহলোচন ধরণি॥
সিংহের মাজার সম মাজার বলন।
মৃগের লোচন সম তোমার লোচন॥
সহস্রলোচন ইন্দ্র দেবরাজ ধীর।
তাহার কিঙ্কর মেঘ গরজে গভীর॥
মেঘের শুনিয়া নাদ মাতি কাম শরে।
পর্ব্বত ধরণীধর তাহার শিখরে॥
লোচন শ্রবণ পদে বুঝহ ভুজঙ্গ।
তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ূর বিহঙ্গ॥
শুনিয়া আনন্দে ধনী নানার্থ ঘটায়।
বুঝিলাম মহাকবি শ্লোকের ছটায়॥
কিন্তু এক সন্দেহ ভাঙ্গিতে হয় আশ।
এখনি করিল কিবা আছিল অভ্যাস॥

পুনঃ জিজ্ঞাসিলে যদি পুনঃ ইহা পড়ে।
তবেত অভ্যাস ছিল এ কথা না নড়ে॥
এত ভাবি কহে বিদ্যা সখী সম্বোধনে।
না শুনিনু না বুঝিনু ছিনু অন্য মনে॥
সুন্দর বলেন যদি তুমি দেহ মন।
যত বল তত পারি নূতন রচন॥

স্বযোনি ভক্ষধ্বজ সম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোঽরিরিন্দ্র প্রতিবিম্বধারী,
কুরু ব কান্তে পবনাশনাশঃ॥

আপনার জন্ম স্থান ভক্ষয়ে অনল।
তার ধ্বজধুম উঠে গগণমণ্ডল॥
তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ।
পর্ব্বত গহ্বরে বিরহির পরমাদ॥
পবন অশন করে জানহ ভুজঙ্গ।
তাহারে আহার করে ময়ূর বিহঙ্গ॥
তমঃ অন্ধকার তার অরি চাঁদ এই।
যার পিচ্ছে চাঁদ ছাঁদ ডাকিলেক সেই॥
শ্লোক শুনি সুন্দরীর রসে মন টলে।
ইহার অধিক আর হারি কারে বলে॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ॥

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধক॥
মধ্যবর্ত্তী হইলা মদন পঞ্চানন।
যার সঙ্গে ছয় ঋতু ছয় দরশন॥
কোকিল ভ্রমর চন্দ্র মলয় পবন।
ময়ূর চকোর আদি সঙ্গে পড়োগণ॥
আত্মতত্ত্বে(১) পূর্ব্বপক্ষ করিলা সুন্দর।
সিদ্ধান্ত করিতে বিদ্যা হইলা ফাঁফর॥
বিচারের কোটি মনে ছিল লক্ষ লক্ষ।
কিছু স্ফূর্ত্তি না হয় সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ(২)॥
বেদান্ত একান্তবাদি ন্যায়বাদি তর্ক।
মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক॥
বৈশেষিকে(৩) বিশেষ কহিতে কিছু নারে।
পাতঞ্জলে(৪) মাথায় অঞ্জলি বান্ধে হারে॥
শাংখ্যেতে(৫) কি হবে সংখ্যা আত্ম নিরূপণ।
পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ মন॥
শ্রুতি বিনা উপায় না পায় সমাধার।
স্ত্রীলোকে করিতে নারে শ্রুতির বিচার॥

(১) জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্র।
(২) কোটি ফাকি, প্রথম পক্ষ।
(৩) ষড়্দর্শন মধ্যে দর্শন বিশেষ।
(৪) পতঞ্জলি মুনি প্রণীত দর্শনশাস্ত্র বিশেষ।
(৫) ষড়্দর্শনের মধ্যে এক দর্শন।

শ্রুতির বিচারে বিদ্যা অবাক্ হইল।
মধ্যবর্ত্তি ভট্টাচার্য্য হারি কয়ে দিল॥
দুই এক কথা যদি আনয়ে ভাবিয়া।
মধ্যস্থ মুন্দাই হয়ে দেয় ভুলাইয়া॥
সুন্দর কহেন রামা কি হৈল সিদ্ধান্ত।
বিদ্যা বলে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত॥
অন্য শাস্ত্রে যে সব সে সব কাঁটা বন।
তত্ত্বন্তু(১) বাদরায়ণে(২) প্রমাণ লিখন॥
রায় বলে এক আত্মা তবে তুমি আমি।
বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী॥
শুভক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা।
হরগৌরী সাক্ষি করি দিলা বরমালা॥
ব্রস্ত হয়ে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়।
বিয়া কর বর কন্যা রাত্রি বয়ে যায়॥

বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ।

নব নাগরী নাগর বিহরে।
লাজ ভয়ে আর কি করে॥
সময় পাইল, মদনে মাতিল,
কোকিল কোকিলা কুহরে।
রসে গরগর, অধরে অধর,
ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে॥

(১) যথার্থ তত্ত্ব বলিতে হইবে।
(২) মুনি বিশেষ প্রণীত শাস্ত্র।

সখীগণ সঙ্গে, গায় নানা রঙ্গে,
অনঙ্গের অঙ্গ সঞ্চরে।
রাধাকৃষ্ণের রাস, হাস্যপরিহাস,
ভারত উল্লাস অন্তরে ॥ ধ্রু॥

বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার ॥
কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর ॥
কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন।
বাদ্যকরে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ ॥
নৃত্য করে বেশরে নূপুরে গীত গায়।
আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈলা তায়(১) ॥
ধিক্ ধিক্ অধিক আছিল সখী তায় ॥
নিশ্বাস আতসবাজী উত্তাপে পলায় ॥
নয়ন অধর কর জঘন চরণ।
দুহার কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন ॥
বুঝহ চতুর এই প্রচ্ছন্ন বিহার।
ইতঃপর কহি শুন প্রকাশ ইহার ॥
পালঙ্কে বসিলা সুখে যুবক যুবতী।
শোভা দেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি ॥
গোলাব আতর চুয়া কেশর(২) কস্তূরী।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটী পূরি ॥

(১) ধিক্কার, লজ্জা, ভয় ইত্যাদি কাম উদ্দীপনে পলায়ন করিল। (২) নাগকেশর বৃক্ষ।

মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা ।
রাখে সহচরী পূরি কনকের থালা ॥
ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানা জাতি ।
নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি(১) ॥
শীতল গঙ্গার জল কর্পূর বাসিত ।
পাখা মোরছল শ্বেতচামর ললিত(২) ॥
মিঠা পান মিঠা গুয়া চুন পাথরিয়া ।
রাখে ছুটা বিড়া বান্ধি খিলি সাজাইয়া ॥
রাখে লঙ্গ এলাচি জয়িত্রি জায়ফল ।
উদ্দীপন(৩) আলম্বন(৪) সম্ভোগের বল ॥
প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী ।
সুগন্ধ মারুত মন্দ নিরমল শশী ॥
কোকিল কোকিলা মুখে মুখ আরোপিয়া ।
কুহু কুহু রব করে মদনে মাতিয়া ।
মুখে মুখে মধুকর মধুকরবধূ ।
গুন গুন গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু ॥
চন্দ্রের অমৃত পিয়া মাতিয়া চকোর ।
চকোরী সহিত খেলে কামরসে ভোর ॥
বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ ।
আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন ॥

(১) নেয়াপাতি ।
(২) মনোহর ।
(৩) প্রকাশন, তাপন । বিভাব বিশেষ ।
(৪) অবলম্বন আশ্রয় । বিভাব বিশেষ ।

মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ।
আলাপি বসন্ত ছয় রাগিণীর সঙ্গ॥
বীণা বাঁশী তম্বুরা রবাব (১) কপিনাশ (২)।
বাজাইয়া সপ্তস্বরা (৩) স্বরের প্রকাশ॥
অঙ্গুলে ঘুঙ্ঘুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ।
সম্ভোগ শৃঙ্গার রসে লেগে গেল রঙ্গ॥
প্রস্তার মূর্চ্ছনা গ্রামে শ্রুতি মিশাইয়া।
সঙ্গীতে পণ্ডিত কবি মোহিত শুনিয়া॥
মোহিত সখীর গীতে হারাইয়া জ্ঞান।
বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান॥
সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা।
মিশায়ে বীণার স্বরে গাইতে লাগিলা॥
দুজনের গানেতে মোহিত দুই জন।
আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন॥
কামমদে মাতাল দেখিয়া দুই জনে।
যন্ত্র তন্ত্র ফেলায়ে পলায় সখীগণে॥
লাজে পলাইল লাজ ভয়ে ভাঙ্গে ভয়।
লোভেতে আইল লোভ গুণাকর কয়॥

বিহারারম্ভ।

নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া।
পরিধান ধুতী পড়িছে খসিয়া॥

---

(১) বাদ্য যন্ত্র বিশেষ। (২) যন্ত্রবিশেষ। (৩) পরিবাদিনী বীণা।

তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল।
নলিনী যেন মত্তকরী ধরিল॥
মুখ চুম্বই চাঁদ চকোর হয়ে।
ধনি বারই (১) অম্বর ঝাঁপি লয়ে॥
কুচপদ্মকলী কবিরাজ করে।
ধরিতে তরুণী পুলকে সিহরে॥
নৃপনন্দন পিন্ধন বাস হরে।
রমণী অমনি প্রিয় হাত ধরে॥
বিনয়ে করপদ্ম করে ধরিয়া।
কহিছে তরুণী করুণা করিয়া॥
ক্ষম হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে।
নব-যৌবন জোরের যোগ্য নহে॥
রতি এমন কেমন জানি কবে।
প্রভু আজি ক্ষমা কর কালি হবে॥
তুমি কামরণে রণপণ্ডিত হে।
করুণা কর না কর পীড়িত হে॥
চরণে ধর কি চরণে ধরিব।
যদি জোর কর মরমে মরিব॥
রস লাভ হবে রহিয়া ফুটিলে।
বল কি হইবে কলিকা দলিলে॥
যদি না রহিতে তুমি পার বঁধু।
পর ফুলফুলে কর পান মধু॥

(১) বারণ করিতে লাগিল।

রস না হইবে করিলে রগড়া।
অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া॥
নখ আঁচড় লাগিল দেখ কুচে।
জ্বলিছে রুধিরে দুখ নাহি ঘুচে॥
গুণসাগর নাগর আগর(১) হে।
নট না কর না কর না কর হে॥
শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে।
তনু মোর মনোজ শরে দহিছে॥
তুমি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।
ভয় না কর না কর না কর লো॥
কুচ শম্ভু শিরে নখ চন্দ্রকলা(২)।
বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট ছলা॥
কুচ হেম ঘটে নখ রক্ত ছটা।
বলিহারি সুরঙ্গ প্রবাল ঘটা॥
ভয় না টুটিবে ভয় না ভুড়িলে।
রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে॥
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে।
রসিয়া পশিল ভ্রমরা কমলে॥
রতি রঙ্গরণে মজিলা দুজনে।
দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে॥

(১) সম্বোধন।

(২) রূপকালঙ্কার কুচরূপ শম্ভু, তাঁহার মস্তকে নখক্ষতরূপ চন্দ্রকলা।

বিহার।

খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে।
বিষম কুসুম শর, খর শর জর জর,
তর তর থর থর অঙ্গে॥ ধ্রু॥
রতি মদ সাগর, নাগরী নাগর,
সুন্দরী সুন্দর কোলে।
চুম্বই বদন, মদন রস মোহিত,
লোহিত কুচ নেতে(১) চোলে॥
রতিমদসাগর, নাগরী নাগর,
নিরখি নিরখি দুই ঠাটে।
রাখিতে নিজঘর, রতি রতি নায়ক,
কুলপিল কুলুপ কপাটে॥
ঝম্পই সঘন, নিতম্ব ধরাধর,
অধর ধরাধরি দন্তে।
জঘন জঘন পর, হৃদয় হৃদয় মিলি,
মাতিল সমর দুরন্তে॥
ঝন ঝন কঙ্কণ, রণ রণ নূপুর,
ঘুনু ঘুনু ঘুঙ্ঘুর বোলে।
লটপট কুন্তল, কুণ্ডল ঝলমল,
পুলকিত ললিত কপোলে॥
শ্বাস পবন ঘন, ঘন ঘন খেলই,
হেলই সঘন নিতম্বে।

(১) বস্ত্রবিশেষ, ছিন্নবস্ত্র, চোলা, কঞ্চুলিকা, কাঁচুলি।

দংশই দশন, দশন মধুরাধর,
দুহু তনু দুহু অবিলম্বে॥
দুহু ভুজ পাশহি, দুহু জন বন্ধন,
সম রস অবশ দু অঙ্গে।
দুহু তনু ঝম্পন, কম্পন ঘন ঘন,
উথলিল মদন তরঙ্গে॥
নব বয় নাগর, নাগরী নব বয়,
চির দিন ভুক পিয়াসা।
সমর কড়াপড়, অঝড় ঝড়াঝড়,
তাবত যাবত আশা॥
পূরণ আহুতি, অনল নিভায়ল,
রতি পতি হোম নিবড়ে।
বরিখিল মেঘ, ধরণি ভেল শীতল,
ঝড় দল বাদল ছাড়ে॥
চুম্বন চুচুকৃতি, শীৎকৃতি(১)শিহরণ,
কোকিল কুহরে গলায়ে।
সম অবলম্বন, বালিশ আলিশ,
মুদিত নয়ন ছলায়ে॥
অলস অবশ, দুহু অঙ্গ অচেতন,
ক্ষণ রহি চেতন পায়ে॥
উপজিল হাস, বাস পরি সম্ভ্রম,
রসবতি বাহিরে যায়ে॥

---

(১) কম্প।

সহচরীগণ, যদি সন্নিধি আইল,
নম্রমুখী অতি লাজে।
ভারতচন্দ্র কহে, শুন সুন্দরি,
লাজ কর কোন কাজে ॥

সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা।

শুন শুন সুনাগর রায়।
আপনার মণি মন বেচিনু তোমায় ॥
তুমি বাড়াইলে প্রীতি, মোর তাহে নাহি ভীতি
রহে যেন রীতি নীতি, নহে বড় দায়।
চুপে চুপে এসো যেয়ো, আর দিকে নাহি ধেয়ো
সদা এক ভাবে চেয়ো, এই রাধিকায় ॥
তুমি হে প্রেমের বশ, তেঁই কৈনু প্রেমরস,
না লইও অপযশ, বঞ্চিয়া আমায় ॥
মোর সঙ্গে প্রীতি আছে, না কহিও কারো কাছে,
ভারত দেখিবে পাছে, না ভুলিয়ো তায় ॥ ধ্রু

রসিক রসিকা সুখে যুবক যুবতী।
বসিয়া পালঙ্কে জিনি রতি রতিপতি ॥
সুগন্ধে লেপিত অঙ্গ সুগন্ধ মালায়।
মিষ্ট জল পান করি জলপান খায় ॥
সহচরী চামর ব্যজন করে অঙ্গে।
রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গ প্রসঙ্গে ॥

আসি বলি বাসায় বিদায় হৈলা রায়।
কুমুদ মুদিত আঁখি চন্দ্র অস্ত যায়(১)॥
বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ।
পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান॥
এ নয়ন চকোর ও মুখ সুধাকর।
না দেখে কেমনে রবে এ চারি প্রহর॥
বিরহ দহন দাহে যদি থাকে প্রাণ।
রজনীতে করিব ও মুখসুধা পান॥
রায় বলে আমি দেহ তুমি সে জীবন।
বিচ্ছেদ তখন হবে যখন মরণ॥
যে কথা কহিলে তুমি ও কথা আমার।
তোমার কি আমার কি ভাব আরবার॥
এত বলি বিদায় হইলা থুথি(২)ধরি।
মালিনীরে না কহিও কহিলা সুন্দরী॥
পদ্মবন প্রমুদিত সমুদিত রবি।
মালিনীর নিকেতনে দেখা দিলা কবি॥
করিয়া প্রভাত ক্রিয়া দামোদর তীরে।
স্নান পূজা করি গেলা হীরার মন্দিরে॥
মালিনী তুলিয়া ফুল গাঁথিলেক মালা।
রাজবাড়ী গেল সাজাইয়া সাজি ডালা।

---

(১) চন্দ্র অস্তাচলে গমন করিলে কুমুদিনী মুদ্রিত হইল অর্থাৎ সুন্দর-চন্দ্র প্রস্থান করিলে বিদ্যা-কুমুদিনী নয়ন মুদ্রিত করিলেন।
(২) দাড়ি, চিবুক।

যোগায়ে যোগান ফুল মালা সবাকার।
বিদ্যার মন্দিরে গেল বিদ্যুত আকার॥
স্নান করি বসিয়াছে বিদ্যা বিনোদিনী।
নিকটে রাখিয়া মালা বসিলা মালিনী॥
সখিগণে সুন্দরী কহিলা আঁখি ঠারে।
রাত্রির সংবাদ কেহ না কহ ইহারে॥
বুঝিয়াছি কালি মাগী পাইয়াছে ভয়।
ভাবিয়া উত্তর কাল মায়ে পাছে কয়।
ভবিষ্যত ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে।
প্রসবের ভয় তবু পতি সঙ্গ করে॥
বিদ্যা বলে আগো আই জিজ্ঞাসি তোমায়।
আনিতে হেথায় তারে কি কৈলা উপায়॥
হীরা বলে আমি ঠেকিলাম ভাল দায়।
কেমনে আনিতে বল শুনে ভয় পায়।
তারে গিয়া কহিলাম তোমার বচনে।
সে বলে বিদেশী আমি যাইব কেমনে॥
কোন মতে কোন পথে কেমনে আনিবে।
কে দেখিবে কে শুনিবে বিপাকে মজিবে॥
কি জানি কি বুঝিয়াছ কি আছে কপালে।
মজাইবে মিছা কাজে পরের ছাবালে॥
মিছা ভয় করিয়া না কহ বাপ মায়।
আমি কহিবারে চাহি মানা কর তায়॥
বুঝিয়া আপনি কর যেবা মনে ভায়।
ধর্ম্ম জানে আমি নহি এ সব কথায়॥

বিদায় হইয়া হীরা নিবাসে আইল।
পূর্ব্বমত বাজার করিয়া আনি দিল॥
রন্ধন ভোজন করি বসিলা সুন্দর।
মালিনীরে কন কথা সহাস অন্তর॥
বাঁচাও হিতাশী মাসী উপায় বলিয়া।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া॥
হীরা বলে রাজপুত্র বট বিদ্যাবান।
কেমনে যাইবা দেখি কর অনুমান॥
হাজার হাজার লোকে রাখে যার পুরী।
কেমনে তাহার ঘরে হইবেক চুরি॥
আগু পাছু সাত পাঁচ ভেবে করি মানা।
মৃগ হয়ে দিবে কি সিংহের ঘরে হানা॥
রাজাকে রাণীকে করে ঘটাইতে পারি।
চুপে চুপে কোন রূপে আমি ইহা নারি॥
কোন পথে কোন মতে কেবা লয়ে যাবে।
কি পাকে বিপাকে ঠেকি পরাণ হারাবে॥
লুকায়ে করিতে কাজ তুজনারি সাদ।
হায় বিধি ছেলেখেলা একি পরমাদ॥
আপনি মজিবে আরো মোরে মজাইবে।
কার ঘাড়ে দুটা মাথা এ কর্ম্ম করিবে॥
এত বলি মালিনী আপন কাজে যায়।
সুড়ঙ্গ কি রূপে ছাপে ভাবিছেন রায়॥
বোলে চালে গেল দিবা আইল যামিনী।
বৈকালি সামগ্রী আনি দিলেক মালিনী॥

সুন্দর বলেন মাসী বুঝিনু সকল।
যত কথা কয়েছিলে কথা সে কেবল॥
বিদ্যার সহিত নাহি মিলাইয়া দিলে।
ভুলাইয়া ভাল মালা গাঁথাইয়া নিলে॥
যত আশা ভরসা সকল হৈল মিছা।
এখন দেখাও ভয় জুজু হাপা বিছা॥
সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।
মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর॥
শেষে ফাঁকী আগে দিয়া কথার কোলানী(১)
বুঝা গেল ভাল মাসী বনিপো ভুলানী॥
মূঢ় নর যে করে নরের উপাসনা।
দৈবে বিনা কোন কর্ম্ম না হয় ঘটনা॥
কুণ্ড কাটিয়াছি মাসী তোমার মন্দিরে।
একটি সাধন আছে সাধিব কালীরে॥
রজনীতে তুমি মোর না করো সন্ধান।
যাবত সাধন মোর নহে সমাধান॥
এত বলি দুই দ্বারে খিল লাগাইয়া।
বিদ্যার মন্দিরে গেল শুকেরে কহিয়া॥
বুঝহ চতুর সব কি এ চতুরালী।
কুটিনীরে ফাঁকি দিয়া করে নাগরালী॥
যেমন নাগর ধূর্ত্ত তেমনি নাগরী।
সেবায় কারণ মাত্র জানে সহচরী॥

---

(১) অভ্যর্থনা।

বিপরীত বিহারারম্ভ।

গীত বাদ্য কৌতুকে মজিয়া গেল মন।
মত্ত দেখি দুজনে পলায় সখীগণ॥
ভারত কহিছে ভাল চুরি কৈলি চোর
সাধুলোক চোর হয় চুরি শুনে তোর॥

বিপরীত বিহারারম্ভ।

সুন্দরীর করে ধরি, সুন্দর বিনয়
কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরী।
আজি দিন দুপহরে, দেখিলাম সরে
কমলিনী বান্ধিয়াছে করি॥
গিরি অধোমুখে কাঁদে, এ কথা কহিতে
কুমুদিনী উঠিল আকাশে।
সে রস দেখিতে শশী, ভূতলে পড়িল
খঞ্জন চকোর মিলি হাসে॥
কি দেখিনু আহা২, আর কি দেখিব
কি জানি ঘটাবে বিধি কবে।
তুমি কন্যা এ রাজার, তোমারি এ অ
দেখাও যদ্যপি দেখি তবে॥
বিদ্যা বলে মহাশয়, এ না কি সম্ভ
রায় বলে দেখিনু প্রত্যক্ষ।
এ দুঃখে যদ্যপি তার, এখনি দেখাতে
কি কর সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ॥
সুন্দরী বুঝিয়া ছলে, মুচকি হাসিয়া
বড় অসম্ভব মহাশয়।

শিলা জলে ভাসি যায়,বানরে সঙ্গীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয় ॥
রায় বলে আমি করী, তুমি কমলীনীশ্বরী,
বান্ধহ মৃণাল ভুজপাশে।
আমি চাঁদ পড়ি ভূমি, ফুল্ল কুমুদিনী তুমি,
উঠ মোর হৃদয় আকাশে ॥
নয়ন খঞ্জন মোর, নয়ন চকোর তোর,
দুহে মিলে হাসিবে এখনি।
শ্যাম ছলে কুচগিরি, কাঁদিবেক ধিরি ধিরি,
করি দেখ বুঝিবে তখনি ॥
শুনি মনে মনে ধনী, বাখানে নাগর মণি,
বিনা মূলে কিনিলে আমারে।
অন্তরে না সহে ব্যাজ,বাহিরে বাড়ায় লাজ,
এড় মেনে হারিনু তোমারে ॥
পুরুষের ভার যাহা,রমণী কি পারে তাহা,
তুলিতে আপন ভার ভারি।
আজি জানিলাম দড়, পুরুষ নির্লজ্জ বড়,
লাজে বাধে নৈলে কৈতে পারি ॥
শিখিয়াছ যার কাছে,তাহার এ গুণ আছে,
সে মেনে কেমন মেয়ে বটে।
ভাল পড়া পেয়েছিল, ভাল পড়া পড়াইল,
লাভে হৈতে মোর ফের ঘটে ॥
লাজ নাহি চল চল, কেমনে এমন বল,
পুরুষের এত কেন ঠাট ॥

যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে,
কে কোথা দেখেছে হেন নাট ॥
চেতাইলে বুঝি চেত, যৌবনে অলস এত,
বুড়া হৈলে না জানি কি হবে।
ক্ষমা কর ধরি পায়, বিফলে রজনী যায়,
নিদ্রা যাও নিদ্রা যাই তবে ॥
আমারে বুঝাও ভাবে, এ কর্ম্মে কি সুখ পাবে,
আমি কিছু না পাই ভাবিয়া।
হৃদয়ের রাজা হয়ে, চোর হেন হেঁট রয়ে,
কিবা লাভ নিগ্রহ সহিয়া ॥
করিয়া সুখের নিধি, পুরুষে গড়িল বিধি,
দুঃখ হেতু গড়িল তরুণী।
তাহা করি বিপরীত, কেন চাহ বিপরীত,
একি বিপরীত কথা শুনি ॥
রায় বলে পুনঃ পুনঃ, সাধিলে যদি না শুন,
অরণ্যে রোদনে কিবা ফল।
কথায় বুঝিনু কাজ, আমা হৈতে প্রিয় লাজ,
লাজ লয়ে করহ কৌশল।
দিয়াছি যে আলিঙ্গন, দিয়াছি সে যে চুম্বন,
সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ।
কল্যাণ করুণ কালী, নাহি দিও গালাগালি,
দেশে যাই মনে রেখ স্নেহ ॥
হাসি ঢলে পড়ে ধনী, কি বলিলা গুণমণি,
ফিরে দিব চুম্ব আলিঙ্গন।

..থা বিপরীত, দুই মতে বিপরীত.
দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন ॥
..খ না শুনি কভু, যদি ইছা হবে প্রভু
না পারিব থাকিতে প্রদীপ ॥
. দিলেন সায়, যে কর্ম্ম করিবে তায়
অপ্রদীপে হইবে প্রদীপ ॥

বিপরীত বিহার।

..তিল বিদ্যা বিপরীত রঙ্গে।
সুন্দর পড়িল প্রেম তরঙ্গে ॥
আলু থালু লাজে কবরি খসী।
জলদের আড়ে লুকায় শশী ॥
লাজের মাথায় হানিয়া বাজ।
স ধরে রামা বিপরীত কাজ ॥
ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে।
ঘুনু ঘুনু ঘন ঘুঙ্ঘুর বোলে ॥
আবেশে ছাঁদি ধরে ভুজ যুগে।
মুখ পূরে মুখ কর্পূর পুগে(১) ॥
ঝন ঝন ঝন কঙ্কণ বাজে।
রুন রুন রুন নূপুর গাজে ॥
দংশয়ে পতির অধর দলে।
কপোত কোকিলা(২) কুহরে গলে ॥

(২) .র কালীন স্ত্রীলোকের গলার স্বর বিশেষ।

উথলিল কামরস জলধি।
কত মত সুখ নাহি অবধি॥
ঘন ঘন ভুরু কামান টানে।
জর জর করে কটাক্ষ বাণে॥
থর থর ধনী আবেশে কাঁপে।
অধীরা হইয়া অধর চাপে॥
ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম।
কোথায় বসন ভূষণ দাম(১)।
তনুলোমাঞ্চিত শীৎকার মুখে।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া চাপয়ে সুখে॥
অটল আছিল টলিল রসে।
অবশ হইয়া পড়ে অলসে॥
পড়িল দেখিয়া উঠে নাগর।
আহা মরি মরি চুম্বে অধর॥
অবশ ছুঁহে মুখ মধু খেয়ে।
উঠিল ক্ষণেকে চেতন পেয়ে॥
জর জর দুই বীরের ঘায়।
রতি লয়ে রতি পতি পলায়॥
এই রূপে নিত্য করে বিহার।
ভারত ভারতী রসের সার॥
কৃষ্ণচন্দ্রাজ্ঞায় ভারত গায়।
হরি বল পালা হইল সায়॥

ইতি মঙ্গলবারের নিশাপালা

---

১) স্ত্রীলোকের অলঙ্কার সমূহ।

সুন্দরের সন্ন্যাসী বেশে রাজদর্শন।

বড় রসিয়া নাগর হে।
গভীর গুণ সাগর হে।
কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী,
কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী,
কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী,
অবধূত জটা ধর হে।
কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী,
কখন খেটেল কখন ভাঁড়ারী,
কখন লুটেরা কখন পসারী,
কভু চোর কভু চর হে।
কখন নাপীত কখন কাঁসারী,
কখন সেকরা কখন শাঁকারী,
কখন তাম্বুলী তাঁতী মণিহারী,
তেলী মালী বাজীকর হে।
কখন নাটক কখন চেটক,(১)
কখন ঘটক কখন পাঠক,
কখন গায়ক কখন গণক,
ভারতের মনোহর হে॥ধ্রু॥

(১) ভাঁড়। নায়কবিশেষ, যে নায়ক রুষ্টা নায়িকাকে তুষ্ট বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করে।

এইরূপে কবি কোলে করিয়া কামিনী।
কামরসে করে ক্রীড়া প্রত্যহ যামিনী॥
কৌতুকে কামিনী লয়ে যামিনী পোহায়।
দিবসে কি রসে রব ভাবয়ে উপায়॥
টাকা লয়ে বাজার বেসাতি করে হীরা।
দেখা জোখা তাহার জিজ্ঞাসা নাহি ফিরা॥
রন্ধন ভোজন করি ক্ষণেক শুইয়া।
নগর ভ্রমণে যায় দ্বারে কুঁজি দিয়া॥
আগে হৈতে বহু রূপ জানে যুবরাজ।
নাটুয়ার মত সঙ্গে আছে কত সাজ॥
কখন সন্ন্যাসী ভাঁড় ভাট দণ্ডধারী।
বেদে বাজীকর বৈদ্য বেণে ব্রহ্মচারী॥
রায় বলে কার্য্যসিদ্ধি হইল আমার।
এখন উচিত দেখা করিতে রাজার॥
দেখিব রাজার সভা সভাসদগণ।
আচার বিচার রীত চরিত্র কেমন॥
সন্ন্যাসীর বেশে গেলে আদর পাইব।
বিদ্যার প্রসঙ্গে নানা কৌতুক করিব॥
সাত পাঁচ ভাবি সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
পরচুল জটাভার ভস্ম কলেবরে॥
করে করে কমণ্ডলু স্ফটিকের মালা।
বিভূতির গোলা হাতে কান্ধে মৃগছালা॥
কটিতে কৌপীন ডোর রাঙ্গা বহির্ব্বাস।
মুখে শিবনাম তেজঃ সূর্য্যের প্রকাশ॥

উপনীত হৈল গিয়া রাজার সভায়।
উঠিয়া প্রণাম করে বীরসিংহ রায়॥
নারায়ণ নারায়ণ স্মরে কবিরায়।
শ্বশুরে প্রণাম করে এত বড় দায়॥
আর সবে প্রণমিল লুটিয়া ধরণি।
বিছাইয়া মৃগছালা বসিলা আপনি॥
সভাসদ জিজ্ঞাসয়ে শুনহ গোঁসাই।
কোথা হৈতে আসন আসন(১) কোন ঠাঁই॥
নগরে আইলা কবে কোথা উত্তরিলা।
জিজ্ঞাসা করেন রাজা কি হেতু আইলা॥
সন্ন্যাসী কহেন থাকি বদরিকাশ্রমে।
আসিয়াছি যাব গঙ্গাসাগর সঙ্গমে॥
এ দেশে আসিয়া এক শুনিনু সংবাদ।
আইলাম রাজারে করিতে আশীর্ব্বাদ।
রাজার তনয়া না কি বড় বিদ্যাবতী।
শুনিলাম রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।
করিয়াছে প্রতিজ্ঞা সকলে বলে এই।
যে জন বিচারে জিনে পতি হবে সেই॥
অনেকে আসিয়া না কি গিয়াছে হারিয়া।
দেখিতে আইনু বড় কৌতুক শুনিয়া॥
বুঝিব কেমন বিদ্যা বিদ্যায় অভ্যাস।
নারীর এমন পণ একি সর্ব্বনাশ॥

(১) অবস্থিতি।

বিচারে তাহার ঠাঁই আমি যদি হারি।
ছাড়িয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম দাস হব তারি॥
গুরু কাছে মাথা মুড়ায়েছি একবার।
তারে গুরু মানিয়া মুড়াব জটাভার॥
সে যদি বিচারে হারে তবে রবে নাম।
সন্ন্যাসী আপনি তাহে নাহি কিছু কাম॥
তবে যদি সঙ্গে দেহ প্রতিজ্ঞার দায়।
নিযুক্ত করিয়া দিব শিবের সেবায়॥
ধরাইব জটা ভস্ম পরাইব ছাল।
গলায় রুদ্রাক্ষ হাতে স্ফটিকের মাল॥
তীর্থ ব্রতে লয়ে যাব দেশ দেশান্তরে॥
এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারী নাহি করে॥
কাণাকাণি করে পাত্র মিত্র সভাসদ।
রাজা বলে এ কি আর ঘটিল আপদ॥
তেজঃপুঞ্জ দারুণ সন্ন্যাসী দেখি এটা।
হারাইলে ইহার মুড়াবে জটা কেটা॥
হারিলে ইহাকে নাকি বিদ্যা দেওয়া যায়।
গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়॥
সন্ন্যাসী কহেন কিবা ভাবহ এখন।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন॥
রাজা বলে গোঁসাই বাসায় আজি চল।
করা যাবে যুক্তি মত কালি সেবা বল॥
সভাসদে জিন আগে করিয়া বিচার।
তবে সে বিচার যোগ্য হইবে বিদ্যার॥

সে দিন বিদায় কৈল এমনি কহিয়া।
বিদ্যারে কহিছে রাজা অন্তঃপুরে গিয়া॥
হায় কেন মাটী খেয়ে পড়াইনু বিদ্যায়।
বিপাক ঘটিল মোরে তোর প্রতিজ্ঞায়॥
যত রাজপুত্র আসি পলায় হারিয়া।
অভাগি বিদ্যার ভাগ্যে বুঝি নাই বিয়া॥
এসেছে সন্ন্যাসী এক করিতে বিচার॥
হারাইবা হারিবা হইল দুই ভার॥
বিদ্যা বলে আমার বিচারে কাজ নাই।
এমনি থাকিব আমি যে করে গোসাঁই॥
সন্ন্যাসীর রজনীতে বিদ্যা লয়ে রঙ্গ।
দিবসে রাজার কাছে বিদ্যার প্রসঙ্গ॥
সভাসদ সকলেরে জিনিয়া বিচারে।
প্রত্যহ সন্ন্যাসী কহে আনহ বিদ্যারে॥
প্রত্যহ কহেন রাজা আজি নহে কালি।
তেজস্বি দেখিয়া ভয় পাছে দেয় গালি॥
এই রূপে ধূর্ত্তরাজ করে ধূর্ত্তপনা।
বহুরূপ চিনিতে না পারে কোন জনা॥
ভারত কহিছে ভাল চোরের চলনি।
রাজা রাজচক্রবর্ত্তি চোর চূড়ামণি॥

বিদ্যা সহ সুন্দরের রহস্য।

নাগরী কেন নাগরে হেলিলে।
জানিয়া আনিয়া মণি টানিয়া ফেলিলে॥

আপনি নাগর রায়, সাধিল ধরিয়া পায়,
মঙ্গল কলস হায়, চরণে ঠেলিলে॥
পুরুষ পরশ মণি,(১) যারে ছোঁবে সেই ধনী,
মণি ছাড়া যেন ফণী, তেমনি ঠেকিলে।
নলিনী করিয়া হেলা, ভ্রমরে না দেয় খেলা,
সে করে কুমুদে মেলা, কি খেলা খেলিলে॥
মান তারে পরিহার, সাধি আন আরবার,
গুমানে কি করে আর, ভারত দেখিলে॥ধ্রু॥
এক দিন সুন্দরে কহিলা বিদ্যা হাসি।
আসিয়াছে বড় এক পণ্ডিত সন্ন্যাসী॥
আমারে লইতে চাহে জিনিয়া বিচারে।
শুনিনু বাপার মুখে জিনিল সভারে॥
রায় বলে কি বলিলা আর বলো নাই।
আমি জানি পরম পণ্ডিত সে গোসাঁই॥
যবে আমি হেথা আসি দেখা তার সঙ্গে।
হারিয়াছি তার ঠাঁই শাস্ত্রের প্রসঙ্গে॥
কি জানি বিচারে জিনে না জানি কি হয়!
যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়॥
বিদ্যা বলে আমার তাহাতে নাই কাজ।
রায় বলে কি করিবে দিলে মহারাজ॥
আমার অধিক পাবে পণ্ডিত কিশোর।
তোমার কি ক্ষতি হবে যে ক্ষতি সে মোর॥

---

(১) যাহা স্পর্শ করিলে লৌহ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

পুরাতন ফেলাইয়া নূতন পাইবে।
ফিরে যদি দেখা হয় ফিরে কি চাহিবে॥
বিদ্যা বলে এড় মেনে ঠাট কর কত।
নারীর কপাল নহে পুরুষের মত॥
পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন।
পুরুষে যেমন পারে নারী কি তেমন॥
এরূপে দুজনে ঠাট কথায় কথায়।
কতেক কহিব আর পুঁথি বেড়ে যায়॥
এই রূপে রজনীতে করিয়া বিহার।
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার॥
স্নান পূজা হেতু গেলা দামোদর তীরে।
ফুল লয়ে গেলা হীরা রাজার মন্দিরে॥
সন্ন্যাসীর কথা শুনি রাণীর মহলে।
আসিয়া বিদ্যার কাছে কহে নানা ছলে॥
কি শুনিনু কহ গো নাতিনি ঠাকুরাণী।
সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানে লোকে জানা জানি॥
কান্দিয়া কহিতে পোড়া মুখে আসে হাসি।
বর না কি আসিয়াছে একটা সন্ন্যাসী॥
দাড়ী তার তোমার বেণিরে নাকি বড়।
সন্ধ্যা হৈলে ঘরে ঘরে ঘুঁটে করে জড়॥
আমি যদি দেখা পাই জিজ্ঞাসিব তায়।
তামাক আফিঙ্গ গাঁজা ভাঙ্গ কত খায়॥
ছাই মাথে শরীরে চন্দনে বলে ছার।
দাঁড়াইলে পায় না কি পড়ে জটাভার॥

কিবা ঢুলু ঢুলু আঁখি খাইয়া ধুতুরা।
দেখাইবে বারাণসী প্রয়াগ মথুরা॥
এত দিনে বাছিয়া মিলিল ভাল বর।
দেখিয়া জুড়াবে আঁখি সদা দিগম্বর॥
পরাইবে বাঘছাল ছাই মাখাইবে।
লয়ে যাবে দেশে দেশে সিদ্ধি ঘুটাইবে॥
হরগৌরী বিবাহের হইল কৌতুক।
হায় বিধি কহিতে শুনিতে ফাটে বুক॥
যে বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার।
সেই বুঝি ঘটাইল সন্ন্যাসী তোমার॥
ময়ুর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম্র দাঁড়কাকে খায়॥
কেমন সুন্দর বর আনি দিনু আমি।
না কহিয়া বাপ মায়ে হারাইলা জানি॥
তোমা হেন রসবতী তার ভাগ্যে নাই।
কি কব তোমারে তারে না দিল গোসাঁই॥
থাকহ সন্ন্যাসী লয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে।
সে যাউক সন্ন্যাসী হয়ে হাতে খোলা লয়ে॥
বিদ্যা বলে বটে আই বলিলা বিস্তর।
এনেছিলা বটে বর পরম সুন্দর॥
নিত্য নিত্য বলি বটে আনি দেহ তারে।
দেখিয়া পড়েছ ভুলে নার ছাড়িবারে॥
সেই সে আমার পতি যত দিন পাই।
সন্ন্যাসীর কপালে তোমার মুখে ছাই॥

অদ্যাপি নাতিনী বলি কর পরিহাস।
মর লো নির্লজ্জ আই তুইত মাসাস॥
আধ বুড়া হৈলি তবু ঠাট ঘাটে নাই।
পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনী-জামাই॥
কেমনে আনিবে তারে ভাবহ উপায়।
এত বলি মালিনীরে করিলা বিদায়॥
হাসিতে হাসিতে হীরা নিবাসে আইল।
সুন্দরেরে সমাচার কহিতে লাগিল॥
শুন বাপা শুনিলাম রাজার বাড়ীতে।
সন্ন্যাসী এসেছে এক বিদ্যারে লইতে॥
জিনিয়াছে রাজসভা বিদ্যা আছে বাঁকী॥
আজি কাল লইবে তোমারে দিয়া ফাঁকী॥
এমন কামিনী পেয়ে নারিলে লইতে।
তোমারে উচিত হয় সন্ন্যাসী হইতে॥
তখনি কহিনু রাজা রাণীরে কহিতে।
কি বুঝি করিলে মানা নারিনু বুঝিতে॥
এখন সন্ন্যাসী যদি জিনে লয়ে যায়।
চেয়ে রবে ভেল ভেল ভেলকীর প্রায়॥
সুন্দর বলেন মাসী একি বিপরীত।
বিদ্যা কি বলিল শুনি বলহ নিশ্চিত॥
হীরা বলে সে যেনে তোমার দিকে আছে।
এখনো কহিল লয়ে যেতে তার কাছে॥
সুন্দর কহেন মাসী ভাব কেন তবে।
এবড় আনন্দ মাসী আইশাশ হবে॥

ভারত কহিছে হীরা ভয় কর কারে॥
বিদ্যারে সুন্দর বিনা কেবা লৈতে পারে॥

দিবা বিহার ও মান ভঙ্গ।

এক দিন দিবা ভাগে, কবি বিদ্যা অনুরাগে,
বিদ্যার মন্দিরে উপনীত।
দুয়ারে কপাট দিয়া, বিদ্যা আছে ঘুমাইয়া,
দেখিয়া সুন্দর আনন্দিত॥
রজনীর জাগরণে, নিদ্রা যায় অচেতনে,
সখীগণ ঘুমায় বাহিরে।
দিবসে ভুঞ্জিতে রতি, সুন্দর চঞ্চল অতি,
অলি কি পদ্মিনী পাইলে ফিরে।
মত্ত হৈলা যুবরাজ, জাগিতে না সহে ব্যাজ,
আরম্ভিলা মদনের যাগ।
না ভাঙ্গে নিদ্রার ঘোর, কাম-রসে হৈয়া ভোর,
স্বপ্ন বোধে বাড়ে অনুরাগ॥
দিবসে রজনী জ্ঞান, চুম্ব আলিঙ্গন দান,
বন্ধে বন্ধে বিবিধ বন্ধান।
নিদ্রাবেশে সুখ যত, জাগ্রতে কি হয় তত,
বুঝ লোক যে জান সন্ধান॥
সাঙ্গ হৈল রতি রঙ্গ, সুখে হৈলা নিদ্রা ভঙ্গ,
রাঙ্গা আঁখি ঘূর্ণিত অলসে।
বাহিরে আসিয়া ধনী, দেখে আছে দিনমণি,
ভাবে একি হইল দিবসে॥

আতিবিতি ঘরে যায়, সুন্দরে দেখিতে পায়,
অভিমানে উপাজিল মান।
দিবসে নিদ্রার ঘোরে, আলু থালু পেয়ে মোরে,
এ কর্ম্ম কেবল অপমান॥
ঘৃণা লজ্জা দয়া ধর্ম্ম, নাহি বুঝে মর্ম্ম কর্ম্ম,
নিদারুণ পুরুষের মন।
এত ভাবি মনোদুঃখে, মৌন হয়ে হেটমুখে,
ত্যজে হার কুণ্ডল কঙ্কণ (১)।
সুন্দর বুঝিল মর্ম্ম, ঘাটি হৈল এই কর্ম্ম,
কেন কৈনু হইয়া পাগল॥
করিনু সুখের লাগি হইনু দুঃখের ভাগী,
অমৃতে উঠিল হলাহল।
কি করি ভাবেন কবি, অস্তগিরি গেলে রবি,
রাত্রি হৈল চন্দ্রের উদয়।
করিবারে মানভঙ্গ, কবি করে কত রঙ্গ,
ক্রোধে উপরোধ কোথা রয়॥
ছল করি কহে কবি, হের যে উদিত রবি,
বিফলে রজনী গেল রামা।

(১) এই ত্রিবিধ অলঙ্কার উন্মোচন করিলেন। স্ত্রীলোক দিগের পতির সহিত বিবাদ হইলে প্রায় এই রূপ ব্যবহার দেখা যায়, ইহাতে পতিত্ব পরিহার জ্ঞাপন করে অর্থাৎ যেন বিবাহ হয় নাই। রাধানাথ সেন এ স্থানে বিধবাদের হার অলঙ্কার পরিধানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বস্তুতঃ সে কথা যথার্থ নহে। এ বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট অর্থই মিষ্ট বোধ হয়।

তোর ক্রোধানল লয়ে, চন্দ্র আইল সূর্য্য হয়ে,
হের দেখ পোড়াইছে আমা॥
কেবল বিষের ডালি, কোকিল পাড়িছে গালি,
ভ্রমর হুঙ্কার দিছে তায়।
সেই কথা দূত হয়ে, ঘরে ঘরে ফিরে কয়ে,
মন্দ মন্দ মলয়ের বায়॥
বৃক্ষ হাসে মোর দুঃখে, সুগন্ধ প্রফুল্লমুখে,
সব শত্রু লাগিল বিবাদে।
ভরসা তোমার সবে, তুমি না রাখিলে তবে,
কে রাখিবে এমন প্রমাদে॥
অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি,
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড (১)।
বুকে চাপ কুচগিরি, নখাঘাতে চিরি চিরি,
দশনে করহ খণ্ড খণ্ড॥
আঁটিয়া কুন্তল ধর, নিতম্ব প্রহার কর,
আর আর যেবা মনে লয়।
কেন রৈলে মৌনী হয়ে, গালি দেহ কটু করে,
ক্রোধ কৈলে গালি দিতে হয় (২)॥
এরূপে সুন্দর যত, চাতুরী কহেন কত,
বিদ্যা বলে ঠেকেছেন দায়।
জানেন বিস্তর ঠাট, দেখাইব তার নাট,
কথা কব ধরাইয়া পায়॥

(১) অপরাধী ব্যক্তির পক্ষে উত্তম দণ্ড বিধান হইয়াছে।
(২) ক্রোধের কার্য্য কটুক্তি করা প্রথা বটে।

ভাবে কবি মহাশয়, লঘু মধ্য মান নয়, (১)
সে হইলে ভাঙ্গিত কথায়।
গুরু মান বুঝি ভাবে, চরণে ধরিলে যাবে, (২)
দেখি আগে কত দূর যায়॥
চতুর কুমার ভাবে, জীব বাক্যে মান যাবে,
ছাঁচিলেন নাকে কাঠি দিয়া।
চতুরা কুমারী ভাবে, জীব কৈলে মান যাবে,
জীব কব কথা না কহিয়া॥
জীব বুঝাবার তরে, আপন আয়তি ধরে,
তুলি পরে কনক কুণ্ডল (৩)।
দেখি ক্রিয়া বিদগ্ধায়, বাখানে সুন্দরারায়,
পায়ে ধরি ভাঙ্গিল কুন্দল॥
হৃদে ধরে রাঙ্গাপদ, হ্রদে যেন কোকনদ,
নূপুর ভ্রমর ধ্বনি করে।
ভারত বহিছে সার, বলিহারি যাই তার,
হেন পদ মাথায় যে ধরে॥

সারী শুক বিবাহ ও পুনর্বিবাহ।

তোমারে ভাল জানি হে নাগর।
কহিলে বিরস হবে সরল অন্তর॥

---

(১) মান তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে, লঘু মধ্য ও গুরু বিদ্যার মান লঘু নহে, মধ্যও নহে অর্থাৎ গুরু মান।

(২) গুরু মান ভঞ্জনের চরণে ধরাই অব্যর্থ উপায়।

(৩) পূর্ব্ব উন্মোচিত হার কুণ্ডল ও কঙ্কণের একটী অলঙ্কার অর্থাৎ কুণ্ডল পুনঃ গ্রহণ করিয়া বিদ্যা আপন আয়তি জ্ঞাপন

যেমন আপন রীতি, পরে দেখ সেই নীতি,
ধরম করম প্রতি, কিছু নাহি ডর।
আগে ভাল বল যারে, পিছে মন্দ বল তারে,
এ কথা কহিব কারে, কে বুঝিবে পর॥
আদর কাজের বেলা, তার পর অবহেলা,
জান কত খেলাদেলা, গুণের সাগর।
কথা কহ কত মত, ভুলায়ে রাখিবে কত,
তোমার চরিত্র যত, ভারত গোচর॥ ধ্রু॥

চতুর চতুরা পেয়ে চাতুরীর মেলা।
নিত্য নিত্য নূতন নূতন রসে খেলা॥
সর্ব্বদা বিরল থাকে দুজনার ঘর।
কোন বাধা নাহি পথ মাটির ভিতর॥
সুন্দর সুড়ঙ্গ পথ দেখায়ে বিদ্যারে।
লয়ে গেল এক দিন হীরার আগারে॥
কুমারের পড়া শুক দেখিয়া কুমারী।
ফিরে আসি লয়ে গেলা আপনার সারী॥
সারী শুকে বিয়া দিলা আনন্দে দুজন।
বেহাই বিহানী বলে বাড়ে সম্ভাষণ॥

করিলেন ইহাতে প্রকারান্তরে জীব বলা হইল। এস্থানে রাধানাথ সেন পূর্ব্বে তিন খানি অলঙ্কার পরিত্যাগ করা এবং পরে তাহার এক খানি ধারণ করা অযুক্তি বোধ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার ভ্রমমাত্র, যেহেতু তিন খানি অলঙ্কার না লইয়া একখানি লওয়াতেই আয়তি রক্ষার কার্য্য জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ইহাতেই রাধানাথ সেনের আপত্তি খণ্ডন হইল।

একাকী আছিল শুক একা ছিল সারী।
দুহে দুহা পেয়ে হৈল মদন বিহারী॥
সারী শুক বিহার দেখিয়া বাড়ে রাগ।
সেই খানে একবার হৈল কাম যাগ॥
সাড়া পেয়ে হীরা বলে কি শুনিতে পাই।
সুন্দর বলেন শুকে দাড়িম খায়াই (১)॥
কপাটেতে খিল আঁটা দেখিতে কে পায়।
ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভৃঙ্গ মধু খায়(২)॥
দুজনে আইলা পুনঃ বিদ্যার আগার।
এই রূপে নানামতে করেন বিহার॥
সুন্দরীর ছিল দিবা-সম্ভোগের ক্রোধ।
এক দিন মনে হৈল দিব তার শোধ॥
দিবসে সুন্দর ছিলা বাসায় নিদ্রায়।
সুড়ঙ্গের পথে বিদ্যা আইলা তথায়॥

(১) গ্রন্থান্তরে এরূপ পাঠ আছে।—

"সুন্দর বলেন মাসী শুকেরে পড়াই"।

শুকপক্ষী মনুষ্যের ন্যায় কথোপকথন করিতে সক্ষম, অতএব তাহাকে পড়াইবার প্রয়োজন সংস্থাপন করা যাইতে পারে না।

(২) যে রূপ নিকটস্থ ভেক স্বত্ত্বেও মধুকর তাহার অজ্ঞাত সারে পদ্মিনীর মধুপান করিয়া থাকে তদ্রূপ চতুর চূড়ামণি সুন্দরও মালিনীকে প্রতারণা করিয়া বিদ্যার সহিত বিহার করিতেন।

নিদ্রায় অবশ দেখি রাজার নন্দন।
ধীরে ধীরে তার মুখে করিল চুম্বন॥
সিন্দুর চন্দন সতী পতি ভালে দিয়া।
দ্রুত গেলা চিহ্ন রাখি নয়ন চুম্বিয়া॥
নারীর পরশ পেয়ে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
শীহরিল কলেবর মাতিল অনঙ্গ॥
আতিবিতি(১) গেল রায় বিদ্যার ভবন।
দেখে বিদ্যা খাটে বসি দেখিছে দর্পণ॥
সুন্দর দেখিয়া বিদ্যা হাসি দেই লাজ।
এস এস প্রাণনাথ এ কি দেখি সাজ॥
কে দিয়াছে কপালেতে সিন্দুর চন্দন।
নয়নে পানের পিক দিল কোন জন॥
দর্পণে দেখহ প্রভু সত্য হয় নয়।
দর্পণে দেখিয়া কবি হইলা বিস্ময়॥
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ বুঝিনু আভাস।
মালিনীর বাড়ী বুঝি দিনে হয় রাস॥
নূতন নূতন বুঝি আনি দেয় হীরা।
কত দিনে মোরে বুঝি না চাহিবে ফিরা॥
আমি হৈনু বাসি ফুল ফুরাইল মধু।
কেবল কথায় না কি রাখা যায় বঁধু॥

(১) শীঘ্র, দ্রুত ইত্যাদি।

অনুকূল(১) পতি যদি হয় প্রতিকূল(২)।
ধৃষ্ট(৩) শঠ(৪) দক্ষিণ(৫) না হয় তার তুল॥
এ বার বৎসর যদি কামে তনু দহে।
তবু যেন লম্পটের সঙ্গে সঙ্গ নহে॥
পর নারী মুখে মুখ দেয় যেই জন।
তার মুখে মুখ দেয় সে নারী কেমন॥
পরের উচ্ছিষ্ট খেতে যার হয় রুচি।
তারে যে পরশ করে সে হয় অশুচি(৬)॥
সুন্দর কহেন রামা কত ভর্ৎসি আর।
তোমা বিনা জানি যদি শপথ তোমার॥
তোমারি সিন্দুর এই তোমারি চন্দন।
তোমারি পানের পিকে রেঙ্গেছে বদন॥
এমনি তোমার দাগে দেগেছি কপাল।
ধুইলে না যাবে ধোয়া জীব যত কাল॥

---

(১) নায়কবিশেষ, যে নায়ক নিজ নায়িকার প্রতি সম্যক্ প্রকারে তুষ্ট থাকে তাহাকে অনুকূল নায়ক কহে ইহা এই পুস্তকের অন্নদামঙ্গলের পর রসমঞ্জরী গ্রন্থে বিশেষরূপে লিখা আছে, দৃষ্ট করিলেই সুগোচর হইবে।

(২) যে নায়ক স্বীয় নায়িকার প্রতি অসন্তুষ্ট।

(৩) যে নায়ক আত্মদোষে নিজ নায়িকার নিকটে তিরস্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার ছলপূর্ব্বক নায়িকার অনুকূলতা প্রার্থনা করে।

(৪) যে নায়ক নিজ অঙ্গে অপর নায়িকার বিহার চিহ্নাদি স্বত্ত্বে ছল বাক্যদ্বারা তুষ্ট করিয়া থাকে।

(৫) যে নায়ক নিজ কুপিত নায়িকার প্রতি অপর নায়িকার দ্বারা মনোভিলাষ সিদ্ধি হইবেক ইহা প্রকাশ করে।

(৬) চতুরা রমণী চাতুরীপূর্ব্বক চতুর চূড়ামণির প্রতি যেরূপ

এমনি তোমার পাশে রেখেছি নয়নে।
তোমা বিনা নাহি দেখি জাগ্রত স্বপনে॥
আপন চিহ্নিতে কেন হইলা খণ্ডিতা(১)
লাভে হৈতে হৈলা দেখি কলহান্তরিতা(২)॥
ভাবি দেখ বাসসজ্জা(৩) নিত্য নিত্য হও।
উৎকণ্ঠিতা(৪) বিপ্রলব্ধা(৫) এক দিনো নও॥
কখন না হইল করিতে অভিসার(৬)।
স্বাধীনভর্ত্তৃকা(৭) কে বা সমান তোমার॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা(৮) হৈতে বুঝি সাধ যায়।
নহে কেন মিছা দোষ দেখাহ আমায়॥
তোমা ছাড়ি যাব যদি অন্যের নিকট।
তবে কেন তোমা লাগি আইনু সঙ্কটে॥

রসাভাস ব্যক্ত করিয়াছেন ইহাতে ভারতের বুদ্ধি কৌশলের অসীম শক্তি প্রতীয়মান হইয়াছে, আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

(১) যে নায়িকা নিজপতির অঙ্গে অন্য স্ত্রীর বিহার চিহ্ন অবলোকন করিয়া দুঃখিতা হয়।

(২) যে নায়িকা নিজপতিকে তিরস্কার করিয়া বহির্গত করতঃ পশ্চাৎ অনুতাপিতা হয়।

(৩) যে নায়িকা নায়কের আগমন প্রতীক্ষায় সুসজ্জিতা ও ভূষিতা হইয়া থাকে।

(৪) যে নায়িকা নায়কের বিলম্ব দেখিয়া ব্যগ্রতা ও অধৈর্য্যতা প্রকাশ করে।

(৫) যে নায়িকা অভিসার স্থানে উপস্থিতা হইয়া প্রিয়দর্শন না পায়। (৬) নায়ক নায়িকার সাঙ্কেতিক স্থান।

(৭) যে নায়িকার পতি সর্ব্বদাই অনুগত।

(৮) বিদেশস্থ পতির বিরহে কাতরা।

তুষ্ট হৈলা রাজসুতা শুনিয়া বিনয়।
মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়॥
ভাঙ্গিল কুন্দল দুঁহে মাতিল অনঙ্গে।
রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গ প্রসঙ্গে॥
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার।
এই রূপে বহু দিন করয়ে বিহার॥
বিদ্যার হইল ঋতু সখীরা জানিল।
বিয়া মত পুনর্ব্বিয়া সুন্দর করিল॥
খুদখাগা কাদা খঁড়ু নারিনু রচিতে।
পুঁথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে
অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিল কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

বিদ্যার গর্ভ।

আ লো আমার প্রাণ কেমন লো করে।
কি হৈল আমারে॥
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে।
লুকায়ে পিরীতি কৈনু, কুলকলঙ্কিনী হৈনু,
আকুল পরাণ মোর অকুল পাথারে॥
সুজন নাগর পেয়ে, আগু পাছু নাহি চেয়ে,
আপনি করিনু প্রীতি কি দুষিব তারে॥
লোকে হৈল জানাজানি, সখীগণে কাণাকাণি,
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।

যায় যাউক জাতি কুল, কে চাহে তাহার মূল,
ভারতে সে ধন্য শ্যাম ভাল বাসে যারে ॥ধ্রু॥

এই রূপে ধূর্ত্তপনা করিয়া সুন্দর।
করিলা বিস্তর খেলা কহিতে বিস্তর ॥
দেখহ কালীর খেলা হইতে প্রকাশ।
গর্ভবতী হৈলা বিদ্যা দুই তিন মাস ॥
উদর আকাশে সুতচাঁদের উদয়(১)।
কমল মুদিল মুখ রজ দূর হয়(২) ॥
ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিন দিন উচ।
অভিমানে কালমুখ নম্রমুখ কুচ(৩) ॥
স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধির(৪)।
কাল পেয়ে শির তোলা দিল গজ শিব(৫) ॥

---

(১) হৃদয়রূপ আকাশে অপত্যরূপ শশধর উদিত হইল, অর্থাৎ বিদ্যার গর্ভের সঞ্চার হইল।

(২) চন্দ্র উদয় হইলেই কমল মুদ্রিত হয় অর্থাৎ স্ত্রীলোকের ঋতুকালে উদরস্থ পদ্ম বিকসিত হয় পরে পুরুষ সহিত রতি সম্ভোগে শুক্র পতন হইলে পদ্ম মুদ্রিত হয়, শাস্ত্রকারেরা ইহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

(৩) সূক্ষ্ম কটি ক্রমে ক্রমে স্থূল হইতে লাগিল। ইহাতে পীনোন্নত পয়োধর অভিমানে ম্লান হইলেন অর্থাৎ কুচ অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও কিঞ্চিৎ নম্র হইল, গর্ভসঞ্চার হইলে এই রূপ লক্ষণ হইয়া থাকে।

(৪) স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার দেখিয়া রক্ত জল হইয়া গেল, গর্ভবতী স্ত্রীর শোণিত পাতলা হইয়া শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে।

(৫) গর্ভিণীর শরীরের শির স্ফীত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

হরিদ্রা তড়িত চাঁপা সুবর্ণের শাপে।
বরণ পাণ্ডুর বুঝি সমতার তাপে(১)॥
দোহাই না মানে নাই কথায় কথায়(২)
উদরে কি হৈল বলি দেখাইতে চায়॥
অধর বাঁধুলি মুখ কমল আশায়(৩)।
দুই গণ্ড গণ্ডগোল অলি মাছী তায়॥
সর্ব্বদা ওয়াক ছর্দ্দি মুখে উঠে জল(৪)।
কত সাধ খেতে সাধ সুস্বাদ অম্বল(৫)॥

(১) হরিদ্রা, বিদ্যুৎ, চম্পক, স্বর্ণ ইহারা বিদ্যার রূপলাবণ্যে লজ্জিত ছিল, এক্ষণে যেন তাহাদের অভিশাপে দিন দিন বিদ্যার বর্ণ পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল।

(২) সর্ব্বদা হাই ও মুখে জল উঠিতে লাগিল, কিছুতেই নিবারণ হয় না।

(৩) অধর তেলাকুচার ন্যায় ও মুখ পদ্মের তুল্য এবং গণ্ডদেশে উপবিষ্ট মক্ষিকা ভ্রমর স্বরূপ। মুখপদ্মে অলির প্রয়োজন জন্য মাছির সমাগম বর্ণনা করা হইয়াছে। মুখমণ্ডল সমুদয় পদ্ম বলিয়া গৃহীত হইলে গণ্ডদেশ (গাল) তদন্তবর্ত্তী স্থানে মাছিরূপ ভ্রমরনিচয় উপবেশন পূর্ব্বক গোলযোগ করিতেছে। মতান্তরে বদনকমলে গমনাকাঙ্ক্ষি মক্ষিকারূপ ভ্রমরনিকর গণ্ডদেশে ধ্বনি করিতেছে। মক্ষিকা একেবারে লক্ষিত স্থানে না যাইয়া তন্নিকটে বসিয়া পরে লক্ষিত স্থানে গমন করিয়া থাকে। তাৎপর্য্যার্থ এই স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার হইলে মুখে সর্ব্বদা জল উঠে এবং দুর্গন্ধ হয়, তাহাতে মক্ষিকার সমাগম হইয়া থাকে, বিদ্যার তাহাই হইয়াছিল।

(৪) সর্ব্বদা বদনে ও মুখে জল উঠিতে লাগিল।

(৫) অম্ল ভক্ষণে সর্ব্বদা ইচ্ছা হয়।

মাটী খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ(১)।
পোড়া মাটী খেতে রুচি সারিতে সে লাজ॥।
জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার।
অবিরত নিদ্রা বুঝি শুধিতে সে ধার॥
নিদ্রা না হইত পূর্ব্বে অপূর্ব্ব শয্যায়।
আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায়॥
বসিলে উঠিতে নারে সর্ব্বদা অলস।
শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস॥
গর্ভ দেখি সখীগণ করে কাণাকাণি।
কি হইবে না জানি শুনিলে রাজা রাণী॥
হায় কেন মাটী খেয়ে এখানে রহিনু।
না খাইনু না ছুঁইনু বিপাকে মরিনু॥
ইহার হইল সুখ তারো হৈল সুখ।
হতভাগী মো সবার ভাগ্যে আছে দুঃখ॥
পূর্ব্বেতে এ সব কথা হীরা কয়ে ছিল।
লোচনী লোচনখাগী প্রমাদ পাড়িল॥
লুকায়ে এসব কথা রাখা নাহি যায়।
লোকে বলে পাপ কায কদিন লুকায়(২)॥
চল গিয়া রাণীরে কহিব সমাচার।
যায় যাবে যার থুন গর্দ্দান তাহার॥

(১) যেমন মাটী খাইয়া গোপনে প্রেম করিয়া গর্ভ বাধাইয়া বসিয়াছেন সেই লজ্জা ঢাকিবার জন্য এক্ষণে পোড়ামাটী খাইতে সর্ব্বদা বাঞ্ছা হয়।

(২) পাপকর্ম্ম এবং ছদ্মবেশ বহুকাল গোপনে থাকে না।

ভারত কহিছে এ দাসীর বড় গুণ ।
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে করে খুন ॥

গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার ।

যত সখীগণ, বিরস বদন,
রাণীর নিকটে যায় ।
করি যোড়পাণি, নিবেদয়ে বাণী,
প্রণাম করিয়া পায় ॥
ঠাকুর কন্যার, যে দেখি আকার,
পাণ্ডুবর্ণ পেট ভারি ।
গর্ভের লক্ষণ, এ ব্যাধি কেমন,
চাহরিতে কিছু নারি ॥
দেখিলে আপনি, যে হৌক তখনি,
সকলি হবে বিহিত ।
শুনি চমকিয়া, চলে শীহরিয়া,
মহিষী যেন তড়িত ॥
আকুল কুন্তলে, বিদ্যার মহলে,
উত্তরিলা পাটরাণী ।
উদর ডাগর, দেখি হৈল ডর,
রাণীর না সরে বাণী ॥
প্রণমিতে মারে, বিদ্যা নাহি পারে,
লজ্জায় পেটের দায় ।
কাপড়ে ঢাকিয়া, প্রণমে বসিয়া,
বৈস বৈস বলে মায় ॥

গালে হাত দিয়া, মাটীতে বসিয়া,
অধোমুখে ভাবে রাণী।
গর্ভের লক্ষণ, করি নিরীক্ষণ,
কহে ভালে কর হানি॥
ওলো নিঃশঙ্কিনী, কুল কলঙ্কিনী,
সাপিনী পাপকারিণী।
শাঁখিনীর প্রায়, আনিলি কাহায়,
ডাকিয়া ডাক ডাকিনী (১)॥
ডরে মোর ঘরে, বায়ু না সঞ্চরে,
ইহার ঘটক কেবা।
সাপের বাসায়, ভেকেরে নাচায়,
কেমন কুটিনী সেবা॥
না মিলিল দড়ী, না মিলিল কড়ী,
কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ, কেমনে এ কাজ,
করিলি খাইয়া মোরে॥
রাজা মহারাজ, তাঁরে দিলি লাজ,
কলঙ্ক দেশে বিদেশে।
কি ছাই পড়িলি, কি পণ করিলি,
প্রমাদ পাড়িলি শেষে॥
এল কত জন, রাজার নন্দন,
বিবাহ করিতে তোরে।

---

(১) ডাকিনী ডাক ডাকিয়া শাঁখিনীর ন্যায় কাহাকে আনিলি

জিনিয়া বিচারে, না বরিলি কারে,
শেষে মিটে গেলি চোরে।
শুনি তোর পণ, রাজপুত্রগণ,
অদ্যাপি আইসে যায়।
শুনিলে এমন, হইবে কেমন,
বল কি তার উপায়॥
সন্ন্যাসীটা আছে, ভূপতির কাছে,
নিত্য আসে তোর পাকে।
কি কব রাজায়, না দিল তাহায়,
তবে কি এ পাপ থাকে॥
আমি জানি ধন্যা, বিদ্যা মোর কন্যা,
ধন্য ধন্য সর্ব্ব ঠাঁই।
রূপ গুণ যুত, যোগ্য রাজসুত,
হইবে মোর জামাই॥
রাজার ঘরণী, রাজার জননী,
রাজার শাশুড়ী হব।
যত কৈনু সাদ, সব হৈল বাদ,
অপবাদ কত সব(১)॥

(১) রাণী স্বীয় গুণবতী তনয়াকে অনূঢ়াবস্থায় গর্ব্ভবতী দেখিয়া দুঃখিতা হইয়া খেদ পূর্ব্বক করিতেছেন আমি রাজরাণী রাজমাতা হইয়াছি, অতএব আমার মনে নিতান্ত আশা ছিল রাজার শাশুড়ী হইয়া ক্রমে জামাতা ও দুহিতা ঘটিত নানা প্রকার আনন্দ লাভ করিব কিন্তু দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ সে সকল সাধ সম্পূর্ণ হইল না। নন্দিনী কলঙ্কিণী হইয়া সকল নষ্ট করিল। আর অপমান সহ্য করিতে পারি না।

বিদ্যার মা ছলে, যদি কেহ বলে,
তখনি খাইব বিষ।
প্রবেশিব জলে, কাতী(১) দিব গলে,
পৃথিবী বিদার দিস ॥
আ লো সখীগণ, তোরা বা কেমন,
রক্ষক আছিলি ভালে।
সকলে মিলিয়া, কুটিনী হইয়া,
চুণ কালি দিলি গালে ॥
তোরা ত সঙ্গিনী, এ রঙ্গে রঙ্গিণী,
এই রসে ছিলি সবে।
ভুলালি আমায়, দানি ভাঁড়া যায়,(২)
সঙ্গী ভাঁড়া যায় কবে ॥
থাক থাক থাক, কাটাইব নাক,
আগেতে রাজারে কহি।
মাথা মুড়াইব, শালে চড়াইব,
ভারত কহিছে সহি ॥

(১) অস্ত্রবিশেষ।

(২) হট্টে অথবা নদী তীরে যাহারা দান সাধে অর্থাৎ কর সংগ্রহ করে তাহাদিগকে এড়ান যায় কিন্তু সঙ্গীকে ভাঁড়ান যায় না।

বিদ্যার অনুনয়।

রাণী যত কহে, বিদ্যা মৌনে রহে,
লাজে ভয়ে জড় সড়।
ভাবিয়া কান্দিয়া, কহে বিনাইয়া,
ধূর্ত্তের চাতুরী বড় ॥
নিবেদয়ে ধনী, শুন গো জননি,
কত কহ করে ছল।
কিছু জানি নাই, জানেন গোসাঁই,
ভাল মন্দ ফলাফল ॥
চৌদিকে প্রহরী, সঙ্গে সহচরী,
বঞ্চি এ বন্দির মত।
নাহি কোন ভোগ, মিথ্যা অনুযোগ,
মা হইয়া কহ কত ॥
রাজার নন্দিনী, চির বিরহিণী,
মোর সমা কেবা আছে।
বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে,
দাঁড়াইব কার কাছে ॥
কি করি বাঁচিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া,
গুল্ম হৈল বুঝি পেটে।
মুখে উঠে জল, অঙ্গে নাহি বল,
চাহিতে না পারি হেঁটে ॥

সবে এক জানি, শুন ঠাকুরাণি,
প্রত্যহ দেখি স্বপন ।
একই সুন্দর, দেব কি কিন্নর,
বলে করে আলিঙ্গন ॥
চোর বলি তারে, চাহি ধরিবারে,
তপাসি ঘুমের ঘোরে ।
নিদ্রাভঙ্গে চাই, দেখিতে না পাই,
নিত্য এই জ্বালা মোরে ॥
পুরুষে স্বপনে, নারীর ঘটনে,
মিথ্যায় সত্যের ভান ।
দেখে নিদ্রাভঙ্গে, মিথ্যা রতি রঙ্গে,
বসনে মাত্র নিশান ॥
তেমনি আমারে, স্বপন বিহারে,
পুরুষ সহিত ভেট ।
মিথ্যা পতিসঙ্গ, মিথ্যা রতিরঙ্গ,
সত্য হবে বুঝি পেট(১) ॥
বাক্যের কৌশলে, রাণী ক্রোধে জ্বলে,
রাজারে কহিতে যায় ।

(১) এই প্রস্তাবের আদ্যোপান্ত বিদ্যার আশ্চর্য্য বাক্‌কৌশল ও চাতুরী প্রতীয়মান হইয়াছে। যেহেতু ছলে সুন্দরের নাম কহা হইয়াছে। নিদ্রাবস্থায় পুরুষের স্ত্রী সংসর্গ হইলে যেমন অপরাপর সকল ঘটনা মিথ্যা হইয়া বস্ত্রে চিহ্ন মাত্র থাকে সেই মত বিদ্যার আপ্ত পুরুষ সঙ্ঘটন হইয়া সকল অলীক হইয়া গর্ভ মাত্র সত্য হইয়াছে বলা হইল ।

ভারত ভাষায়, সকলে হাসায়,
ছায়ে দাঁড়াইল মায় ॥

রাজার বিদ্যার গর্ভ শ্রবণ।

ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে, আঁচল ধরায় পড়ে,
আলু থালু কবরী বন্ধন।
চক্ষু ঘূরে যেন চাক, হাতনাড়া ঘন ডাক,
চমকে সকল পুরজন ॥
শয়ন মন্দিরে রায়, বৈকালিক নিদ্রা যায়,
সহচরী চামর ঢুলায়।
রাণী আইল ক্রোধ মনে, নূপুরের ঝনঝনে,
উঠি বৈসে বীরসিংহ রায়।
রাণীর দেখিয়া হাল, জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল,
কেন কেন কহ সবিশেষ।
রাণী বলে মহারাজ, কি কব কহিতে লাজ,
কলঙ্কে পূরিল সব দেশ ॥
ঘরে আইবড় মেয়ে, কখন না দেখ চেয়ে,
বিবাহের না ভাব উপায়।
অনায়াসে পাবে সুখ, দেখিবে নাতির মুখ,
এড়াইলে বিবাহের দায় ॥
কি কহিব হায় হায়, জ্বলন্ত আগুন প্রায়,
আইবড় এত বড় মেয়ে।
কেমনে বিবাহ হবে, লোক ধর্ম্ম কিসে রবে,
বারেক দেখিতে হয় চেয়ে ॥

উচ্চ মাথা হৈল হেট, বিছার হয়েছে পেট,
কালামুখ দেখাইবে কারে।
যেমন আছিল গর্ব্ব, তেমনি হইল খর্ব্ব,
অহঙ্কারে গেলে ছার খারে॥
বিছার কি দিব দোষ, তারে বৃথা করি রোষ,
বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।
যৌবনে কামের জ্বালা, কত বা সহিবে বালা,
কথায় রাখিব কত ঠেলে॥
সদা মত্ত থাক রাগে, কোন ভার নাহি লাগে,
উপযুক্ত প্রহরী কোটাল।
এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার,
আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল॥
যে জন আপনা বুঝে, পর দুঃখ তারে শুঝে,
সকলে আপন ভাবে জানে।
রাণী গেলা এত বলে, বীরসিংহ ক্রোধে জ্বলে,
বার দিল বাহির দেয়ানে॥
কালান্ত কালের কাল, ক্রোধে কহে মহীপাল,
কে আছ রে আনত কোটালে।
উকীল আছিল যারা, কীলে সারা হৈল তারা,
কোটালের যে থাকে কপালে॥
হুঙ্কারে হুকুম পায়, শত শত খোজা ধায়,
খানেজাদ চেলা চোপদার।
কীল লাথি লাঠি হুড়া, চর্ম্ম উড়ে হাড় গুঁড়া,
এনে ফেলে মৃতের আকার॥

ক্ষণেকে সম্বিত পেয়ে, যোড় হাতে রহে চেয়ে,
ভারত কহিছে কহে রায়।
যেমন নিমক খালি, হালাল করিলি ভালি,
মাথা কাটি তবে দুঃখ যায়(১) ॥

কোটালের শাসন।

রাজা কহে শুন রে কোটাল।
নিমক হারাম বেটা, আজি বাঁচাইবে কেটা,
দেখিবি করিব যেই হাল ॥
রাজ্য কৈলি ছার খার, তল্লাস কে করে তার,
পাত্র মিত্র গোবর গণেশ।
আপনি ডাকাতি করি, প্রজার সর্ব্বস্ব হরি,
হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ ॥
লুঠিলি সকল দেশ, মোর পুরী ছিল শেষ,
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।
জান বাচ্চা এক খাদে, গাড়িব হারামজাদে,
তবে সে জনিবি মোর দম্ভ ॥
তোর জিম্মা মোর পুরী, বিদ্যার মন্দিরে চুরি,
কি কহিব কহিতে সরম।

(১) এই প্রস্তাবমধ্যে রাণীর স্বাভাবিক ভাব আশ্চর্য্যরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। যেহেতু তিনি প্রথমতঃ বিদ্যাকে যথোচিত ভৎসনা করিয়া পরে সে ভাব ত্যাগ করিয়া রাজাকেই দোষী করিতেছেন। তদনন্তর রাজারও প্রতাপ ও দম্ভ সমুদিত প্রকাশ হইয়াছে।

মাতালে কোটালি দিয়া, পাইনু আপন কিয়া,
দূরে গেল সরম ভরম॥
প্রাণ রাখিবার হেতু, নিবেদয়ে ধূমকেতু,
অবধান কর মহারাজ।
সাত দিন ক্ষম মোরে, ধরি আনি দিব চোরে,
প্রাণ রাখ গরীব নেবাজ॥
পাত্র মিত্র দিল সায়, ভাল ভাল বলি রায়,
নাজীবের হাবালে করিল।
কোটাল বিনয়ে কয়, মহল হাবালে হয়,
ভাল বলি রাজা সায় দিল॥
রাজার হুকুম পায়, আগে আগে খোজা ধায়,
সমাচার কহিল দোপটে।
বিদ্যা সখীগণ লয়ে, বাহির হৈলা ক্রুত হয়ে,
রহিলেন রাণীর নিকটে॥
কোটাল বিদ্যার ঘরে, সুরাখ সন্ধান করে,
কোন পথে আসে যায় চোর।
কি করিব কোথা যাব, কেমনে সে চোর পাব,
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ মোর॥
কি জানি কেমন চোর, কাল হয়ে এল মোর,
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ।
হেন বুঝি অভিপ্রায়, শূন্যে শূন্যে আসে যায়,
কেমনে পাইব তার লাগ॥
পূর্ব্ব শুভাশুভ ফলে, জনম ধরণি তলে,
কে পারে করিতে অন্যমত।

পরে করি গেল সুখ, আমার কপালে দুঃখ,
ধন্যরে কোটালি খেজমত॥
রসময়ী রাজকন্যা, রূপ গুণময়ী ধন্যা,
চোর বুঝি উপযুক্ত তাঁর।
দুজনে ভুঞ্জিল সুখ, আমার কপালে দুঃখ,
এবড় বিধির অবিচার॥
কুট বুদ্ধি কোটালের, কিছু নাহি পায় টের,
ভাবে বসি বিষন্ন হইয়া।
ঘরের ভিতরে গিয়া, শয্যা ফেলে টান দিয়া,
দশ দিক দেখে নিরখিয়া॥
কপালে আঘাত হানি, পালঙ্ক ফেলিল টানি,
দেখিলেক সুড়ঙ্গের পথ।
ভারত সরস ভণে, কোটাল সানন্দ মনে,
কালী পুরাইল মনোরথ॥

কোটালের চোর অনুসন্ধান।

এ বড় চতুর চোর। গোকুলে নন্দকিশোর॥
নারিনু রাখিতে, দেখিতে দেখিতে,
চিত চুরি কৈল মোর।
সে দেখে সবারে, কে দেখে তাহারে,
লম্পট কাল কঠোর॥
ঘোরে পাকে পাকে, কাছে কাছে থাকে,
চাঁদের যেন চকোর।

নাচিয়া গাইয়া, বাঁশী বাজাইয়া,
ভারতে করিল ভোর ॥ধ্রু॥
দেখিয়া সুড়ঙ্গ পথ কহিছে কোটাল।
দেখরে দেখরে ভাই এ আর জঞ্জাল ॥
নাহি জানি বিদ্যার কেমন অনুরাগ।
পাতাল সুড়ঙ্গে বুঝি আসে যায় নাগ ॥
নিত্য নিত্য আসে যায় আজি আসিবেক।
দেখা পেতে পারি কিন্তু কেবা ধরিবেক ॥
হরিষ বিষাদে হৈল একত্রে মিলন।
আমারে ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ ॥
না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ ॥
কেহ বলে ডাক দিয়া আন সাপুড়িয়া।
এখনি ধরিবে সাপ কাঁদনী গাইয়া ॥
কেহ বলে এ কি কথা পাগলের প্রায়।
বিপত্তি পড়িলে বুঝি বুদ্ধি শুদ্ধি যায় ॥
এমন গর্ত্তের সাপ না জানি কেমন।
এত দিনে ধরে খাইত কত লোক জন ॥
আর জন বলে ভাই সাপ মেনে নয়।
ভুঁয়েসের গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয় ॥
আর জন বলে বুঝি শেয়ালের গাড়া।
ভেকো বলি কেহ হাসে কেহ দেই তাড়া ॥
তাহারে নির্ব্বোধ বলি আর জন কয়।
সিঁধেলে দিয়াছে সিঁধ মোর মনে লয় ॥

ধূমকেতু তার প্রতি কহিছে রুষিয়া।
মেঝায় দিলেক সিঁধ কোথায় বসিয়া॥
যত জনে যত বল মোরে নাহি ভায়।
আমার কেবল কালসাপ আসে যায়॥
ধরিতে এ কাল সাপে পারে কার বাপে॥
আমি এই পথে যাব ধরি খাউক সাপে॥
ধরিতে নারিয়া চোরে আমি হৈনু চোর।
রাজার হুজুরে যাওয়া সাধ্য নহে মোর॥
যে মারি খেয়েছি আজি চোরের অধিক।
এ ছার চাকরি করি ধিক্ ধিক্ ধিক্॥
এত বলি কোটাল সুড়ঙ্গে যেতে চায়।
ভীমকেতু ছোট ভাই ধরি রাখে তায়॥
যমকেতু নাম তার আর সহোদর।
দর্প করি কহে কেন হইলে কাতর॥
সাপ নয় কিন্নর গন্ধর্ব্ব যদি হয়।
সুরাখ পেয়েছি পাব আর কারে ভয়॥
পেয়েছে বিছার লোভ আসিবে অবশ্য।
নারীবেশে থাক সবে করিয়া রহস্য॥
লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাচ কে কোথা এড়ায়॥
দেব উপদেব পড়ে তন্ত্র মন্ত্র ফাঁদে।
নিরাকার ব্রহ্ম দেহ ফাঁদে পড়ে কাঁদে॥
সাপ সাপ বলি যদি মনে ভয় আছে।
সাপুড়ে গরুড়মণি আনি রাখ কাছে॥

যেমন থাকিত বিদ্যা সখীগণ লয়ে।
নারী বেশে থাক সবে সেইমত হয়ে॥
ইথে মৃত্যু বরঞ্চ বিষয় জানা চাই।
বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষ ভাই॥
এখন সে চোর নাহি জানে সমাচার।
আজি যদি জেনে যায় না আসিবে আর॥
বেলাবেলি আয়োজন করহ ইহার।
কালকেতু বলে দাদা এই যুক্তি সার॥
ভারত বিরাট পর্ব্বে কহিয়াছে ব্যাস।
এই রূপে ভীম কৈল কীচকের নাশ॥

কোটালগণের স্ত্রীবেশ।

চল সবে চোর ধরি গিয়া।
রমণিমণ্ডল ফাঁদ দিয়া॥
তেয়াগিয়া ভয় লাজ, সকলে করহ সাজ,
সে বড় লম্পট কপটিয়া।
জানে নানা মত খেলা, দিবস দুপর বেলা,
চুরি করে বাঁশী বাজাইয়া॥
সে বটে বসন চোরা, তাহারে ধরিয়া মোরা,
পীতধড়া লইব কাড়িয়া।
সদা ফিরে বাঁকা হয়ে, আজি সোজা করি লয়ে,
ভারত রহিবে পহরিয়া॥ ধ্রু॥

যুক্তি বটে বলি ধূমকেতু দিল সায়।
মহাবেগে আট ভাই আট দিকে ধায়॥

নাটশালা হইতে আনিল আয়োজন।
ধরিল নারীর বেশ ভাই দশজন॥
চন্দ্রকেতু ছোট ভাই পরম সুন্দর।
সে ধরে বিদ্যার বেশ অভেদ বিস্তর॥
কাঠের গঠিত কুচ ঢাকে কাঁচুলিতে।
কাপড়ের উচ্চ পেট ঢাকে ঘাঘরিতে॥
সূর্য্যকেতু সুলোচনা হেমকেতু হিমী।
জয়কেতু জয়াবতী ভীমকেতু ভীমী॥
কালকেতু কালী হৈল উগ্রকেতু উগ্রী।
যমকেতু যমী হৈল রুদ্রকেতু রুদ্রী।
ধূমকেতু আপনি হইল শ্যামধূমী।
তিনজন সাপুড়ে মালতী চাঁপী সুমী॥
বীণা বাঁশী আদি লয়ে গীত বাদ্য রঙ্গ।
গন্ধ মাল্য উপভোগে মোহিত অনঙ্গ॥
চাঁদড় ঈশার মূল বোঝা বোঝা আনে।
মণি মন্ত্র মহৌষধি যেবা যত জানে॥
শরীর পাঁচিয়া সবে ঔষধ বসায়।
যার গন্ধে মাথা গুঁজি বাসুকি পলায়॥
এইরূপে তের জন রহে গৃহ মাঝে।
আর সবে আটদিকে রহে নানা সাজে॥
থানায় থানায় নিয়োজিল হরকরা।
হুঁসিয়ার খবরদার পহরী পহরা॥
সোণারায় রূপারায় নায়েব কোটাল।
ফাটকে বসিল যেন কালান্তের কাল॥

হীরু নীলু কাশী বাঁশী চারি জমাদার।
আগুলিল সহরপনার চারি দ্বার॥
সাত গড়ে চারি সাতে আটাইশ দ্বার।
আঁটিয়া বসিল আটাইশ জমাদার॥
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।
কাহনে কাহনে লেখা দেখিতে করাল॥
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে চতুরঙ্গ দল।
ধুলায় দিবসে নিশা ক্ষিতি টলমল॥
খেদারায় বেড়ায় করিয়া ধূমধাম।
খেদাইয়া বাঘ ধরি খেদারায় নাম॥
ধায় রায়বাঘিনী সে কোটালের পিসী।
এমনি কুহক জানে দিনে হয় নিশী॥
রাঙ্গা শাড়ী রাঙ্গা শাঁখা জবামালা গলে।
সিন্দুর কপালভরা খাঁড়া করতলে॥
এই রূপে তার সঙ্গে সাত শত মেয়ে।
ঘরে ঘরে নানা বেশে ফিরে চোর চেয়ে॥
পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে কোটালের চর।
করিল দারুণ ধূম কাঁপিল সহর॥
উদাসীন বেপারী বিদেশী যারে পায়।
লুঠে লয়ে বেড়ি দিয়া ফাটকে ফেলায়॥
বিশেষতঃ পড়ো যদি দেখিবারে পায়।
খুঙ্গী পুথি লইয়া ফাটকে আটকায়॥
সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগন্ধি চন্দন।
যার অঙ্গে দেখে তার তখনি বন্ধন॥

ক্ষণমাত্রে সহরে হইল হাহাকার।
ফাটক হইল জরাসন্ধ কারাগার॥
এই রূপে নানা বেশে ফিরে নানা স্থানে।
নানা মতে নানা ছলে চোরের সন্ধানে॥
কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি বুধবারের দিবা পালা।

চোর ধরা।

আজি ধরা গেল চোর চূড়ামণি।
মোরা জেগে আছি সকল রমণী॥
ভাঙ্গা গেল যত ভুর, চাতুরী হইল চুর,
এড়াইতে নারিবে এমনি।
প্রকাশিয়া ভারি ভুরি, অনেক করেছ চুরি,
আজি ধরি শিখাব তেমনি॥
হৃদি কারাগারে ঘোরে, বান্ধিয়া মনের ডোরে,
গছাইব পরাণে এখনি।
সকলেরে ফাঁকি দেহ, ধরিতে না পারে কেহ,
ভারত না ছাড়িবে অমনি॥ধ্রু॥

ওথায় ভাবেন বিদ্যা একি পরমাদ।
না জানিলা প্রাণনাথ এ সব সংবাদ॥
না জানি আমার লোভে আসিবেন ঘরে।
হায় প্রভু কোটালের পড়িলা চাতরে॥

এথায় মদনে মত্ত কুমার সুন্দর ।
সুড়ঙ্গের পথে গেলা কুমারীর ঘর ॥
পালঙ্কে বসিয়া চন্দ্রকেতু যেন চাঁদ ।
ধরিতে সুন্দর চাঁদে বিদ্যারূপ ফাঁদ ॥
হাসিয়া হাসিয়া কবি বসিলেন পাশে ।
চন্দ্রকেতু হাসিয়া বদন ঢাকে বাসে ॥
কাম কথা কহে কবি কামিনী জানিয়া ।
চন্দ্রকেতু মান করে ঘোমটা টানিয়া ॥
কামে মত্ত করিবর বুঝিতে না পারে ।
হাতে ধরে পায় ধরে মান ভাঙ্গিবারে ॥
আঁখি ঠারে চন্দ্রকেতু নাহি কহে বাণী ।
সুন্দর আঁচল ধরি করে টানাটানি ॥
সূর্য্যকেতু বলে এটা যে দেখি গোঁয়ার ।
কি জানি চাঁদেরে ধরি একে করে আর ॥
ধূমকেতু ধামধূমী ধূমধাম চায় ।
সুড়ঙ্গের পথে এক পাথর চাপায় ॥
সভয়ে নিরখি সবে দেখয়ে সুন্দরে ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ ভুজঙ্গের ডরে ॥
চক্ষুর নিমিষ আছে দেহে আছে ছায়া ।
বুঝিল মানুষ বটে নহে কোন মায়া ॥
ধরিব মানুষ বটে হইল ভরসা ।
কি জানি কি হয় ভয়ে না পারে সহসা ॥
চন্দ্রকেতু ঘরের বাহিরে যেতে চায় ।
কোথা যাহ বলিয়া সুন্দর ধরে তায় ॥

বদন চুম্বন করি স্তনে হাত দিল।
খসিল কাঠের কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িল॥
কামমদে মত্ত ঋষি তবু নহে জ্ঞান।
সাবাসি সাবাসি রে সাবাসি ফুলবাণ॥
আজি কেন বিদ্যা হেন ভাবেন সুন্দর।
আজ্ঞা করি চন্দ্রকেতু ধরিল সত্বর॥
তখনি অমনি ধরে আর চার জন।
রায় বলে বিপরীত এ আর কেমন॥
ধূমকেতু বলে শুন ঠাকুরজামাই।
হুকুম ঠাকুরঝির ছাড়ি দিব নাই॥
এত জুম আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা।
ভাঙ্গিয়া ফেলিলা কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িলা॥
দেখিয়া কাঠের কুচ চমকে কুমার।
মর্ম্ম বুঝি কোটালে বাখানে বার বার॥
ভারত কহিছে চোর চতুরের চূড়া।
কোটালের ফাঁদেতে গুমান হৈল গুঁড়া॥

কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ।

কোতোয়াল, যেন কাল, খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ, খরশাণ, হানহান হাঁকে॥
চোর ধরি, হরি হরি, শব্দ করি কয়।
কে আমারে, আর পারে, আর কারে ভয়॥
ভুর কালি, ভাল ভালি, যত ঢালি গাজে।
দেই লম্ফ, ভূমিকম্প, জগঝম্প বাজে॥

ডাকে টাট, কাট কাট, মালসাট মারে।
কম্পমান, বর্দ্ধমান, বলবান ভারে॥
হাঁকে হাঁকে, ঝাঁকে ঝাঁকে, ডাকে ডাকে জাগে।
ভাই মোর, দায় তোর, পাছে চোর ভাগে॥
কাছে কাছে, আগে পাছে, সবে আছে রঙ্গে।
হরষিত, আনন্দিত, পুলকিত অঙ্গে॥
সরে ধুম, অতি ছুম, নাহি ঘুম নেত্রে।
হাতে কড়ী, পায় দড়ী, মারে ছড়ী বেত্রে॥
নটশীল, মারে কীল, লাগে খিল দাঁতে।
ভয়ে মুক, কাঁপে বুক, লাগে হুক আঁতে॥
কোন বীর, শোষে তীর, দেখি ধীর কাঁপে।
ক্ষুর ধার, তলবার, যমধার(১) দাপে॥
কোতোয়াল, বলে কাল, রাখ ভাল রূপে।
ছাড় শোর, হৈলে ভোর, দিব চোর ভূপে॥
সব দল, মহাবল, খল খল হাসে।
গেল দুঃখ, হৈল সুখ, শতমুখ ভাষে॥
জয় জয়, শব্দ হয়, শুনি ভয় লাগে।
টলমল, ক্ষিতিতল, দল বল রাগে॥
সুন্দরেরে, শত ফেরে, সবে ঘেরে জোরে।
ভাবে রায়, হায় হায়, একি দায় মোরে॥
মরি যেন, লোভে যেন, কৈনু হেন কাজ।
স্ত্রীর দায়, প্রাণ যায়, কৈতে পায় লাজ॥

(১) অস্ত্রবিশেষ, কিরীটি।

শত্রু বাড়ে, বিয়া করে, কেবা ধরে তারে ।
কেবা গণে, রোষ মনে, কত জনে মারে ॥
মরি হরি, মরি মরি, কিবা করি জীয়া ।
কত কহে, নাহি সহে, তাপে দহে হিয়া ॥
রাজা কালি, দিবে গালি, চূণ কালি গালে ।
কিবা সেই, মাথা নেই, কিবা দেই শালে ॥
দরবার, সব তার, চাব কার পানে ।
গেলে প্রাণ, পাই ত্রাণ, ভগবান জানে ॥
যার লাগি, দুঃখ ভাগী, সে অভাগী চায় ।
এ সময়, কথা কয়, তবু ভয় যায় ॥
তার সমা, নিরুপমা, প্রিয়তমা কেবা ।
দেখা দৈল, মনে রৈল, যত কৈল সেবা ॥
সে আমার, আমি তার, কেবা আর আছে ।
সেই সার, কেবা আর, যাব কার কাছে ॥
দিগ দশ, গুণে বশ, মহাযশ দেশে ।
করিলাম, বদকাম, বদনাম শেষে ॥
ছাড়ি বাপ, করি পাপ, পরিতাপ পাই ।
অহর্নিশ, বিমরিষ, পেলে বিষ খাই ॥
এই মত, শত শত, ভাবে কত তাপ ।
নত শির, যেন ধীর, হড়পীর সাপ ॥
ভারতের, গোবিন্দের, চরণের আশ ।
পাইলাম, হরিনাম, আর কাম পাশ ॥

সুড়ঙ্গ দর্শন।

সুড়ঙ্গের, লৈতে টের, কোটালের সায়।
জন সাতে, ধরি হাতে, নামি তাতে যায়॥
ঘোর তম, নিরুপম, কূপ সম থানা।
কেহ ডরে, পাছু সরে, কেহ করে মানা॥
স্থলে স্থলে, মণি জ্বলে, দেখি বলে ভাল।
চল ভাই, চল যাই, দেখা পাই আল॥
পায় পায়, সবে যায়, কাঁপে কায় ডরে।
তোলে শির, যত বীর, মালিনীর ঘরে॥
উঠি ঘরে, ধূম করে, হীরা ডরে জাগে।
ধরি তারে, অন্ধকারে, সবে মারে রাগে॥
আল জ্বালি, যত ঢালি, গালাগালি করে।
কহে চোর, ঘরে তোর, দে লো মোর তরে॥
সুড়ঙ্গের, পথে ফের, কোটালের তরে।
কেহ গিয়া, বার্ত্তা দিয়া, তুষ্ট হিয়া করে॥
কোতোয়াল, শুনি ভাল, খাঁড়া ঢাল ধরে।
ছুটে বীর, যেন তীর, মালিনীর ঘরে॥
আগু সরে, চুল ধরে, দর্প করে কয়।
কথা জোর, বল চোর, কেবা তোর হয়॥
দেই গালি, বলে শালী, কোথা পালি চোর।
কেবা সেটা, কার বেটা, বল কেবা তোর॥
ভারতের, রচিতের, অমৃতের ভার।
ভাষা গীত, সুললিত, অতুলিত সার॥

মালিনী নিগ্রহ।

মালিনী কীল খাইয়া, বলিছে দোহাই দিয়া।
আমারে যেমন, মারিলি তেমন,
পাইবি তাহার কিয়া॥
নষ্টের এ বড় গুণ, পিঠেতে মাথায়ে চুণ।
কি দোষ পাইয়া, ওরে কোটালিয়া,
মারিয়া করিলি খুন॥
এ তিন প্রহর রাতি, ডাকিয়া কর ডাকাতি।
দোহাই রাজার, লুটিলি আগার,
ধরিয়া খাইলি জাতি॥
কোটাল হাসিয়া কয়, কহিতে লাজ না হয়।
ছেদে বুড়ী শালী, বলে জাতি খালি,
শুনিয়ে লাগয়ে ভয়॥
হীরা বলে অয়ে বেটা, তোরে ভয় করে কেটা।
তোর গুণপনা, জানে সর্ব্বজনা,
পাসরিলি বটে সেটা॥
কোটাল কহিছে রাগি, কি বলে রে বুড়া মাগী।
ঘরে পোষে চোর, আরো কহে জোর,
এ বড় কুটিনী মাগী॥
হীরা কহে পুনঃ জোরে, কুটিনী বলিস মোরে।
রাজার মালিনী, বলিলি কুটিনী,
কালি শিখাইব তোরে॥

মেয়ে নাহি বেটী বহুড়ী, না রাখি আপনি বুড়ী।
কার বহু বেটী, কারে দিনু ভেটী,
যে বলে সে হবে কুড়ী॥
লোকের ঝি বহু লয়ে, সদা থাক মত্ত হয়ে।
তোর ঘরে যত, সকলি অসত,
আমি দিতে পারি কয়ে॥
ধূমকেতু ক্রোধে ফুলে, ভূমে পাড়ে ধরি চুলে।
কুটিনী গন্তানী, বড় যে মস্তানী,
উভে উভে দিব শূলে॥
আমারে হেন উত্তর, এখন না হয় ডর।
রাজার নন্দিনী, হয়েছে গর্ব্ভিণী,
তুই দিলি চোরা বর॥
তারারে হইল ভয়, কাণে হাত দিয়া কয়।
আমি জানি নাই, জানেন গোসাঁই,
যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ॥
শুনিয়া কোটাল টানে, সুড়ঙ্গের কাছে আনে।
এই পথ দিয়া, চুরি কৈল গিয়া,
মালিনী বলে কে জানে॥
মালিনী বুঝিল মর্ম্ম, কোটালে জানায় ধর্ম্ম।
হোমকুণ্ড বলি, বুঝি মোরে ছলি,
সুন্দরের এই কর্ম্ম॥
হাতে স্রোতে ধরিয়াছে, আর কি উপায় আছে।
যার ঘরে সিঁদ, সে কি যায় নিদ,
ইহা কব কার কাছে॥

কোটাল জিজ্ঞাসা করে, হীরার কথা না সরে ;
চোরের যে ছিল, লুঠিয়া লইল,
সে ছিল হীরার ঘরে ॥
পুঁজি পুঁথি রত্নভারে, দিতে হবে সরকারে ;
পিঞ্জর সহিত, লয় হরষিত,
পড়া শুক সারিকারে ॥
মালিনী অবাক ত্রাসে, কোটাল মুচকি হাসে ;
মুড়ঙ্গে ফেলিয়া, পায়ে হেঁচুড়িয়া,
লইল চোরের পাশে ॥
সুন্দর কহেন হাসি, এস গো মাসি হিতাশী ;
মালিনী রুষিয়া, বলে গালি দিয়া,
কে তুই কে তোর মাসী ॥
কি ছার কপাল মোর, আমি মাসী নই তোর ;
মাসী মাসী কয়ে, ছিলি বাসা লয়ে,
কে জানে সিঁধেল চোর ॥
হস্তকুণ্ড ছল পাতি, সিঁধ কাট সারা রাতি,
আই মা কি লাজ, করিলি যে কাজ,
ভাগ্যে বাঁচে মোর জাতি ॥
যত দিন আর জীব, কারেহ না বাসা দিব ;
গিয়া তিন কাল, শেষে এই হাল,
খত বা নাকে লিখিব ॥
অরে বাছা ধূমকেতু, মা বাপের পুণ্য হেতু ;
কেটে ফেল চোরে, ছাড়ি দেহ মোরে,
ধর্ম্মের বাঁধহ সেতু ॥

সুন্দর হাসি আকুল, মাসী সকলের মূল।
বিদ্যার মাসাস, মোর আইশাশ,
পাড়ি দিয়াছিল ফুল॥
কৌতুক না বুঝে হীরা, পুনঃ পুনঃ করে কিরা।
কিবেল ডেগরা, বড় যে চেগরা,
ঐ কথা ফিরা ফিরা॥
কোটাল কহে এ নয়, দুঁহারে থাকিতে হয়।
রাজার নিকটে, যাহার যে ঘটে,
ভারত উচিত কয়॥

বিদ্যার আক্ষেপ।

প্রভাত হইল বিভাবরী,
বিদ্যারে কহিল সহচরী।
সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা,(১)
সখী তোলে ধরাধরি করি॥
কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে,
ধরা তিতে (২) নয়নের জলে।
কপালে কঙ্কণ হানে, অধীর রুধির বাণে,
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে॥
হায় রে বিধাতা নিদারুণ,
কোন দোষে হইলি বিগুণ।

(১) পৃথিবী, ভূমি ইত্যাদি। (২) শিক্ত হওন, ভিজন ইত্যাদি।

আগে দিয়া নানা দুঃখ, মধ্যে দিন কত সুখ,
শেষে দুঃখ বাড়ালি বিগুণ॥
যুবতী জনম কালামুখ,
পরের অধীন সুখ দুঃখ।
পর ঘরে ঘর করে, পরের মরণে মরে,
পরে সুখ দিলে হয় সুখ॥
রমণীর রমণ পরাণ,
তাহা বিনা কেবা আছে আন।
সে পরাণ ছাড়া হয়ে, যে রহে পরাণ লয়ে,
ধিক ধিক তাহার পরাণ॥
হায় হায় কি কর বিধিরে,
সম্পাদ ঘটায় ধিরে ধিরে।
শিরোমণি মস্তকের, মণিহার হৃদয়ের,
দিয়া লয় সুখের নিধিরে (১)॥
কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া,
শ্বাস বহে অনল জিনিয়া।
ইহা কব কার কাছে, এখনো পরাণ আছে,
বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া॥
প্রভু মোর গুণের সাগর,
রসময় রূপের নাগর।

(১) মস্তকের শিরোমণি ও হৃদয়ের মণিহার স্বরূপ যে সুখের নিধি তাহা একবার প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার হরণ করেন।

রসিকের শিরোমণি, বিলাস ধনের ধনী,
নৃত্য গীত বাদ্যের আকর ॥
জননী ডাকিনী হৈল মোর,
মোর প্রাণনাথে বলে চোর।
রূপ অনর্থের হেতু, ধূমকেতু(১) ধূমকেতু(২)
বিধাতার হৃদয় কঠোর ॥
চোর ধরা গেল শুনি রাণী,
অন্তঃপুরে করে কাণাকাণি।
দেখিবারে ধায় রড়ে, কোঠার উপরে চড়ে,
কাঁদে দেখি চোরের মুখখানি ॥
রাণী বলে কাহার বাছনি,
মরে যাই লইয়া নিছনি।
কিবা অপরূপ রূপ, মদন মোহন কূপ,
ধন্য ধন্য ইহার জননী ॥
কি কহিব বিদ্যার কপাল,
পেয়েছিল মনোমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে, মোরে না কহিল মেয়ে,
তবে কেন হইবে জঞ্জাল ॥
হায় হায় হায় রে গোসাঁই,
পেয়েছিনু সুন্দর জামাই।
রাজার হয়েছে ক্রোধ, না মানিবে উপরোধ,
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই ॥

(১) নাম বিশেষ।
(২) গ্রহবিশেষ; নবগ্রহের মধ্যে কেতুগ্রহ।

এই রূপে পুরবধূগণ,
সুন্দরে বাখানে জনে জন।
কোটাল সত্বর হয়ে, চলিলা দুজনে লয়ে,
ভেট দিতে যেখানে রাজন ॥
চোরে লয়ে কোতোয়াল যায়,
দেখিতে সকল লোক ধায় ॥
বালক যুবক জরা, কাণা খোঁড়া করে ত্বরা,
গবাক্ষেতে কুলবধূ চায় ॥
কেহ২ বলে এ চোর কেমন,
এখনি করিল চুরি মন।
বিদ্যারে কে মন্দ বলে, ভারত কহিছে ছলে,
পতি নিন্দে আপন আপন ॥

নারীগণের পতি নিন্দা।

কারে কব লো যে দুঃখ আমার।
সে কেমনে রবে যারে এত জ্বালা যায় ॥
বাঁধা আছি কুলফাঁদে, পরাণ সতত কাঁদে,
না দেখিয়া শ্যামচাঁদ, দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয়, সদা কলঙ্কিনী কয়,
পাপ ননদিনী ভয়, কত সব আর ॥
শ্যাম অখিলের পতি, তাঁরে বলে উপপতি,
পোড়া লোক পাপমতি, না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম, শ্যাম সে পুরুষোত্তম,
ভারতের সে নিয়ম, কৃষ্ণচন্দ্র সার ॥ ধ্রু ॥

চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি।
আহা মরি চোরের বালাই লয়ে মরি॥
কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কাণ।
কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ॥
ভূষণ লয়েছে কাড়ি হাতে পায় দড়ী।
কেমনে এমন গায়ে মারিয়াছে ছড়ী॥
দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার॥
এ বড় বিষম চোর না দেখি এমন।
দিনে কোটালের কাছে চুরি করে মন॥
বিদ্যারে করিয়া চুরি এ হইল চোরা।
ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা॥
দেখিয়া ইহার রূপ ঘরে যেতে নারি।
মনোমত পতি নহে সহিতে না পারি॥
আপন আপন পতি নিন্দিয়া নিন্দিয়া।
পরস্পর কহে সবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
এক রামা বলে সই শুন মোর দুঃখ।
আমারে মিলিল পতি বালা কালামুখ॥
সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ে সব হৈল হত॥
বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে।
আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে॥
নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন॥

আর রামা বলে সই এত বড় সুখ।
মোর দুঃখ শুনিলে পলাবে তোর দুঃখ॥
মন্দভাগ্য অন্ধ পতি দন্দ্বে মাত্র ভাল।
গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল॥
ভরা পূরা যৌবন উদাসে বাসি শূন্য।
আঁধলারে দেখাইতে নাহি পাপ পুণ্য॥
আর রামা বলে সই এ মাথার চূড়া।
আমি এই যুবতি আমার পতি বুড়া॥
বদনে রদন নড়ে অদনে বঞ্চিৎ।
সে মুখ চুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিৎ॥
আমার আবেশ দৈবে কোন কালে নয়।
ধর্ম্ম ভাবি তাহার আবেশ যদি হয়॥
ঝাঁপনে কাঁপনি সারা কেবল উৎপাত।
অধর দংশিতে চায় ভেঙ্গে যায় দাঁত॥
গড়াগড়ি যায় বুড়া দাঁতের জ্বালায়।
কাজের মাথায় বাজ বাঁচাইতে দায়॥
আর রামা বলে বুড়া মাথার ঠাকুর।
মোর দুঃখ শুনি তোর দুঃখ যাবে দূর॥
কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেঁট।
মোটা সোটা মোর পতি বড় ভুঁড়ো পেট॥
অন্যের শুনিয়া সুখ দুঃখে পোড়ে মন।
একেবারে নহে কভু চুম্ব আলিঙ্গন॥
বদন চুম্বিতে চাহে আরম্ভিয়া হেটে॥
আঁটিয়া ধরিতে চাহে ঠেলে ফেলে পেটে॥

একে আরম্ভিতে হয় আরে অবসর।
ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট ন পূর্ব্ব ন পর॥
আর রামা বলে ইথে না বলিহ মন্দ।
না চাপিতে চাপ পাও এ বড় আনন্দ॥
বামন বাংশুর পতি কৈতে লাজ পায়।
উপাসিয়া নাহি পাই কোলেতে লুকায়॥
আপেতে হইনু জরা না পূরিল সাধ।
হাত ছোট আম বড় এ বড় প্রমাদ॥
আর রামা বলে সই না ভাবিহ দুঃখ।
কোল শোভা হয়ে থাকে এহ বড় সুখ॥
রাজসভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে॥
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উল্বণ(১)॥
চতুর্ম্মুখ খাইতে বলে শুনে দুঃখ পায়।
বজ্জর পড়ুক চতুর্ম্মুখের মাথায়॥
আর রামা বলে সই কিছু ভাল বটে।
নাড়ি ধরিবার বেলা হাত ধরা ঘটে॥
রাজসভাসদ পতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত॥
পাণ বিনা মুখে গন্ধ নাহি দ্বিভোজন।
কি কব আমার মাথা গোগ্রাস ভক্ষণ॥

(১) পিত্তাদি বিকার।

ঋতু হৈলে একবার সম্ভবে সম্ভাষ।
তাহে যদি পর্ব্ব হয় তবে সর্ব্বনাশ॥
আর রামা বলে হৌক তথাপি পণ্ডিত।
বরমেকাহুতি কালে না করে বঞ্চিত॥
অবিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার।
বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার॥
পাপ রাশি পাপ গ্রহ পাপ তিথি তারা।
অভাগারে এক দিন না ছাড়িবে তারা॥
সর্ব্বদা আঙ্গুলগাঁজি করি কাল কাটে।
তাহাতে কি হয় মোর কৈতে বুক ফাটে॥
আর রামা বলে মন্দ না বলিহ তায়।
পাইলে উত্তম ক্ষণ অবশ্য যোগায়॥
পাতি লেখা রাজার মুনসী মোর পতি।
দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি॥
কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তকরার।
দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার॥
আর রামা বলে সই ভাল ত মুনসী।
বখশী আমার পতি সদাই খুনশী॥
কিঞ্চিত কসুর নাহি কশুর কাটিতে।
যে হিসাবে এক বিন্দু না পারে লইতে॥
পারের হাজীরী গরহাজীরী লিখিতে।
ঘরে গরহাজীরী সে না পায় দেখিতে॥
ফেরেব ফিকিরে ফিরে ফাকি ঝুকি লেখে।
কেবল আমার গুণে পুত্র মুখ দেখে॥

আর রামা বলে সই এত গুণ বড়।
উকীল আমার পতি কীল খেতে দড়॥
স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে।
সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে॥
আর রামা বলে সই এত ভাল শুনি।
আমার আরজবেগী পতি বড় গুণী॥
আরজীর আটি ফরিয়াদীগণ সঙ্গে।
বাথানিয়া গাই মত ফিরে অঙ্গ ভঙ্গে॥
আমি ফরিয়াদী ফরিয়াদির মিশালে।
করিতে না পারে নিসা টালে টোলে টালে॥
আর রামা বলে সই এ বুঝি উত্তম।
খাজাঞ্চি আমার পতি সবার অধম॥
চাঁদমুখা টাকা দেই সোণামুখে লয়।
গণি দিতে ছাইমুখো অধোমুখ হয়॥
পরধন পরে দিতে যার এই হাল।
তার হাঁই পানিকৌটা পাইতে জঞ্জাল॥
কহে আর রসবতী গালভরা পাণ।
পোদ্দার আমার পতি কৃপণ প্রধান॥
কোণে নিধি খরচ করিতে হয় খুন।
চিনির বলদ সবে এক খানি গুণ॥
আমারে ভুলায় লোক রাঙ্গ তাঁমা দিয়া।
সে দেয় তাহার শোধ হাত বদলিয়া॥
আর রামা বলে সই এ বড় সুধীর।
অভাগীর পতি হিসাবের মুহরীর॥

শেষ রেতে আসে সারা রাতি লিখে পড়ে।
খাওয়াইতে জাগাইতে হয় দিয়া কড়ে॥
গোঁজা বিদ্যা না জানে হিসাবে দেয় গোঁজা।
নিকাশে তাহার গোঁজা তারে হয় গোঁজা॥
আর রামা বলে সই এ বটে গভীর।
অভাগীর পতি নিকাশের মুহরীর॥
মফঃসল সরবরা কেমন না জানে।
অধিক যে দেখে তাহা রদ দিয়া টানে॥
জমা লেখে বাকী দেখে খরচেতে ভয়।
পরে ফেলে খরচ তাহারে কষ্ট হয়॥
আর রামা বলে সই এ বড় রসিক।
অভাগির পতি বাজে জমার মালিক॥
যম সম ধরিতে পরের বাজে জমা।
নিজ ঘরে বাজে জমা না জানে অধমা॥
সবে তার এক গুণে প্রাণ ঝুরে মরে।
বঁধু এলে তার ডরে কেহ নাহি ধরে॥
আর রামা বলে সই এত বড় গুণ।
দপ্তরী আমার পতি তার গতি শুন॥
সদা ভাবে কোন ফর্দ্দ কেমনে গড়ায়।
পড়া ভাগ্য নিজে নাহি অন্যেরে পড়ায়॥
হেটে ফর্দ্দ হারায়ে উপরে হাতড়ায়।
পরের কলমে সদা দোয়াতি ঘোলায়॥
আর রামা বলে সই এত শুনি ভাল।
হুড়েল পাতির জ্বালে আমি হৈনু কাল॥

রাত্রি দিন আট পর ঘড়ী পিটে মরে।
তার ঘড়ী কে বাজায় তল্লাস না করে॥
রাত্রি নাহি পোহাইতে দুঘড়ী বাজায়।
আপনি না পারে আর বঁধুরে খেদায়॥
আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই॥
বিয়া কালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে।
পুনর্ব্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে॥
বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি ঘাটি।
জাতির যেমন হোক কুলে বড় আঁটি॥
দু চারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার॥
সুতা বেচা কড়ী যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥
গোদা কুঁজো কুষ্ঠে প্রভৃতি আর যত।
সকলের রমণী সকলে নিন্দে কত॥
তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব্ব আমার দুঃখ কর অবগতি॥
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥

শাঁখা সোণা রাঙ্গা শাড়ী না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু॥
কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।
কত মতে করে রতি বলিহারি তার॥
ভাবে বুঝি এই চোর কবি হৈতে পারে।
তেঁই চুরি করি বিদ্যা ভজিল ইহারে॥
তার কথা শুনে সবে মনে মনে জ্বলে।
যাইবারে চাহে ঘরে চরণ না চলে॥
একবার চোর যারে করে নিরীক্ষণ।
তখনি অমনি তার চুরি করে মন॥
দ্রুত হয়ে চোর লয়ে চলিল কোটাল।
ভারত কহিছে গেল যথা মহীপাল॥

রাজসভায় চোরানয়ন।

কি শোভা কংসের সভায়।
আইলা নাগর শ্যামরায়॥
কংসের গায়ন যারা, যে বীণা বাজায় তারা,
বীণা সে গোবিন্দ গুণ গায়।
বীরগণ আছে যত, বলে কংস হৌক হত,
হেন জনে বধিবারে চায়॥
বীরগণ মনে ভাবে, পাপ তাপ আজি যাবে,
লুঠিব এ চরণ ধূলায়।
ভারত কহিছে কংস, কৃষ্ণের প্রধান অংশ,
শত্রুভাবে মিত্র পদ পায়॥ধ্রু॥
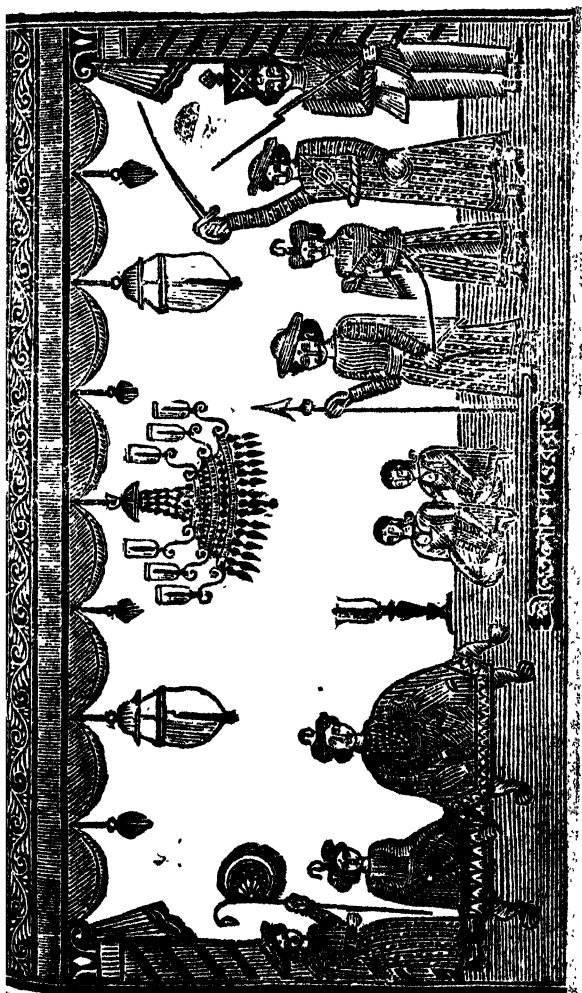
বার দিয়া বসি আছে বীরসিংহ রায়।
পাত্র মিত্র সভাসদ বসিয়া সভায়॥
ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল।
গোলাম গর্দ্দিশে খাড়া গোলাম সকল॥
পাঠক কথক কবি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য গুরু পুরোহিত॥
পাঁচ পুত্র চারি ভাই ভাই পুত্র দশ।
ভাগিনী জামাই সাত ভাগিনা ষোড়শ॥
জামাই বেহাই শ্যালা মাতুল সকল।
জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব বসিয়া দল বল॥
সমুখে সেফাই সব কাতার কাতার।
যোড় হাতে বুকে ধরে ঢাল তলবার॥
ঘড়ীয়াল দুই পাশে হাতে বালীঘড়ী।
সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ী॥
অগ্রেতে আরজবেগী আরজী লইয়া।
ভাটে পড়ে কায়বার যশো বর্ণাইয়া॥
মোসাহেব বসিয়া সকল বরাবর।
আজ্ঞা বিনা কার মুখে না সরে উত্তর॥
মুনসী বখসী বৈদ্য কানগোই কাজি।
আর আর যে সব লোকেরে রাজা রাজি
রবাব তম্বুরা বীণা বাজয়ে মৃদঙ্গ।
খাড়ীকালোয়াত গান গায় নানা রঙ্গ॥
ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই নর্ত্তকে নাচে গায়।
ফকীর সেলাম গাহে সেলাম জানায়॥

উজ্জ্বল কজ্জলবাস ছাবশী জল্লাদ।
আশাশুল মল্ল ঢালী চেলা খানেজাদ॥
সম্মুখে ফেরায় ঘোড়া চাবুক সোয়ার।
মাহুত হাতির কাঁধে জানায় জোহার॥
রাবণের প্রতাপে বসেছে মহীপাল।
হেনকালে চোর লয়ে দিলেক কোটাল॥
সারী শুক খুন্তি পুঁথি মালিনী সহিত।
হাজির করিল চোরে নাজির বিদিত॥
নারীবেশে দশ ভাই করে দণ্ডবত।
নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামত॥
নিবেদিল চোরে ধরিবার সমাচার।
শিরোপা পাইল হাতী ঘোড়া হাতীয়ার॥
হেট মুখে আড়চক্ষে চোরে দেখে রায়।
রাজপুত্রহবে রূপ লক্ষণে জানায়॥
বাছিয়া দিয়াছে বিধি কন্যা যোগ্য বর।
কিন্তু চুরি করিয়াছে শুনিতে দুষ্কর॥
কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব।
কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব॥
সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা।
যে হয় করিব পিছে আগে যাউক জানা॥
হীরারে জিজ্ঞাসে চক্ষু করিয়া পাকল।
এটা কেটা কার বেটা সত্য কহি বল॥
হীরা বলে ইহার দক্ষিণ দেশে ঘর।
পড়ো বেশে এসেছিল তোমার নগর॥

সত্য মিথ্যা কে জানে দিয়াছে পরিচয় ।
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজার তনয় ॥
বাসা করে রয়েছিল আমার আলয় ।
ছেলে বলি ভালবাসি মাসী মাসী কয় ॥
বিচারে পণ্ডিত বড় নানা গুণ জানে ।
মাটি খেয়ে কয়েছিনু বিদ্যা বিদ্যমানে ॥
চাহিয়া ছিলেন বিদ্যা বিয়া করিবারে ।
আমি কহিলাম কহ রাণীরে রাজারে ॥
কি জানি কি বুঝি বিদ্যা করিলেন মানা
আনিতে বলেন চুপে কার সাধ্য আনা ॥
ইহা বই জানি যদি তোমারি দোহাই ।
মরিলে না পাই গঙ্গা দুটি চক্ষু খাই ॥
তদবধি বাসা করি আছে মোর ঘরে ।
কে জানে এমন চোর সিঁধে চুরি করে ॥
না জানি কুটিনীপোনা দুঃখিনী মালিনী ।
চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী ॥
নষ্ট নই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন ।
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন ॥
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহাশয় ।
বুঝিয়া বিচার কর উচিত যে হয় ॥
রাজার হইল দয়া হীরার কথায় ।
ছাড়ি দেহ কহিছে ভারতচন্দ্র রায় ॥

চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা ।

লোকে বলে মিছা চোর ।
বুঝিবে কেবা এ ঘোর ॥
সবে চোর হয়ে, মোর ধরি লয়ে,
চোর বাদ দেই মোরে ।
দেখিয়া কঠোর, প্রাণ কাঁদে মোর,
আমারে বলে কঠোর ॥
সবে করে পাপ, ভুঞ্জি বারে তাপ,
মোর পদে দেয় ডোর ।
কে মোরে জানিবে, কে মোরে চিনিবে,
ভারত ভাবিয়া ভোর ॥ ধ্রু ॥

রাজা বলে কি হইবে ইহারে বধিলে ।
অধিক কলঙ্ক হবে স্ত্রীবধ করিলে ॥
দূর কর কুটনীরে মাথা মুড়াইয়া ।
গঙ্গা পার কর গালে চুন কালি দিয়া ॥
ঢেকা দিয়া কোটালের ভাই লয়ে যায় ।
ধুতী খেয়ে ছেড়ে দিল মালিনী পলায় ॥
রাজার ঠারার বাক্যে হইল সংশয় ।
আরজবেগীরে কহে লহ পরিচয় ॥
জিজ্ঞাসে আরজবেগী কহ অরে চোর ।
কি নাম কাহার বেটা বাড়ী কোথা তোর ॥

চোর কহে আমি রাজবংশের ছাবাল।
কেন পরিচয় চেয়ে বাড়াও জঞ্জাল॥
তুমিত আরজবেগী বুঝ দেখি ভাবে।
নীচ বিনা কোথায় ডাকাতি চোর পাবে॥
চোরের জানিয়া জাতি কি লাভ করিবে।
উচ্চ জাতি হলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে॥
তাহারে জিজ্ঞাসে জাতি যে করে আরজ।
তোরে দিব পরিচয় এত কি গরজ॥
দেমাগ দেখিয়া রাজা বুঝিলা আশয়।
বৈদ্যেরে কহিল তুমি চাহ পরিচয়॥
বৈদ্য বলে শুন চোর আমি বৈদ্যরাজ।
মোরে পরিচয় দেহ ইথে নাহি লাজ॥
চোর বলে জানিলাম তুমি বৈদ্যরাজ।
নাড়ী ধরি বুঝ জাতি কথায় কি কাজ॥
মুনশী জিজ্ঞাসে আমি রাজার মুনশী।
মোরে পরিচয় দেহ ছাড়হ খুনশী॥
চোর বলে মুনশীজী তুমি সে বুঝিবে।
জামাই হইলে চোর কি পাঠ লিখিবে॥
বখশী জিজ্ঞাসে আমি বখশী রাজার।
মোরে পরিচয় দেও ছাড় ফের ফার॥
চোর বলে ঠেকিলাম হিসাবের দায়।
পাইবা চোরের জাতি দেখ চেহারায়॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পরিচয় চায়।
চোর বলে এবার হইল বড় দায়॥

বিচার করিয়া দেখ লক্ষণ লক্ষণা।
জাতি গুণ দ্রব্য কিম্বা বুঝায় ব্যঞ্জনা (১)॥
এই রূপে পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে।
বাক্‌ছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে॥
শেষে রাজা আপনি জিজ্ঞাসে পরিচয়।
ভারত কহিছে এই উপযুক্ত হয়॥

রাজার নিকটে চোরের পরিচয়।

কহে বীরসিংহ রায়, কহে বীরসিংহ রায়।
কাটিতে বাসনা নাই ঠেকেছি মায়ায়।
কহ তোমার কি নাম, কহ তোমার কি নাম।
কিবা জাতি কার বেটা বাড়ী কোন গ্রাম॥
কহ সত্য পরিচয়, কহ সত্য পরিচয়॥
মিথ্যা যদি কহ তবে যাবে যমালয়॥
শুনি কহিছে সুন্দর, শুনি কহিছে সুন্দর।
কালিকার কিঙ্কর কিঞ্চিৎ নাহি ডর॥
শুন রাজা মহাশয়, শুন রাজা মহাশয়।
চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়॥
আমি রাজার কুমার, আমি রাজার কুমার।
কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার॥
বিদ্যাপতি মোর নাম, বিদ্যাপতি মোর নাম।
বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম॥

---

(১) শব্দের বৃত্তিবিশেষ।

শুন শ্বশুর ঠাকুর, শুন শ্বশুর ঠাকুর।
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর ॥
তুমি ধর্ম্ম অবতার, তুমি ধর্ম্ম অবতার।
অবিচারে চোর বল এ কোন বিচার ॥
বিদ্যা করেছিল পণ, বিদ্যা করেছিল পণ।
সেই পতি বিচারে জিনিবে যেই জন ॥
পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায়।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায় ॥
দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ, দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ।
যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ ॥
তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে, তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে।
বিচারে হারিয়া পতি করিল আমারে ॥
আমি যে হই সে হই, আমি যে হই সে হই।
জিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবার নই ॥
মোর বিদ্যা মোরে দেহ, মোর বিদ্যা মোরে দেহ।
জাতি লয়ে থাক তুমি আমি যাই গেহ ॥
বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ, বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ।
তপ জপ যজ্ঞ যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান ॥
ক্রোধে কহে মহীপাল, ক্রোধে কহে মহীপাল।
নাহি দিল পরিচয় কাটরে কোটাল ॥
চোর তবু কহে ছল, চোর তবু কহে ছল।
বিদ্যা না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল ॥
আমি বিদ্যার লাগিয়া, আমি বিদ্যার লাগিয়া।
আসিয়াছি ঘর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইয়া ॥

আমি তোমার সভায়, আমি তোমার সভায়।
নিত্য আসি নিত্য তুমি ভুলাও আমায়॥
তুমি নাহি দিলা যেই, তুমি নাহি দিলা যেই।
সুড়ঙ্গ করিয়া আমি গিয়াছিনু তেঁই॥
শুনি সভাজন কয়, শুনি সভাজন কয়।
সেই বটে এই চোর মানুষ ত নয়॥
চাহে কাটিতে কোটাল, চাহে কাটিতে কোটাল।
নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল॥
চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া, চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া।
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া॥
শুনি চমকিত লোক, শুনি চমকিত লোক।
ভারত কহিছে তার গোটাকত শ্লোক॥

ইতি বুধবারের নিশাপালা।

রাজার নিকটে চোরের শ্লোক পাঠ।

মোর পরাণপুতলী রাধা।
সুতনু তনুর আধা॥
দেখিতে রাধায়, মন সদা ধায়,
নাহি মানে কোন বাধা।
রাধা সে আমার, আমি সে রাধার,
আর যত আছে বাঁধা॥

*

রাধা সে ধেয়ান, রাধা সে গেয়ান,
রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে, কভু নাহি টলে,
রাধাকৃষ্ণ পদে বাঁধা ॥ ধ্রু ॥

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদাম গৌরীং,
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীং।
সুপ্তোত্থিতাং মদন বিহ্বললালসাঙ্গীং,
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি ॥

এখনো সে কনকচম্পক সুবরণী।
তনুলোমাবলী ফুল্ল কমলবদনী ॥
শুইয়া উঠিল কাম বিহ্বলা লালসা ॥
প্রমাদ গণিছে মোর শুনি এই দশা ॥
কন্যার বর্ণনে রাজা লাজে বলে মার।
চোর বলে মহারাজ শুন আরবার ॥

অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ত্ততে মে,
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ,
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা ॥

এখনো সে মোর মনে আছয়ে সর্ব্বথা।
এক রাত্রি মোর দোষে না কহিল কথা ॥
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে।
ছলে হাঁচিলাম জীববাক্য বলাইতে ॥

আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল।
জানায়ে পরিল কাণে কনককুণ্ডল॥
দগ্ধ হয়ে তনু তার বৈদগ্ধ ভাবিয়া (১)।
ক্রিয়ায় কহিল জীব কথা না কহিয়া॥
রাজা বলে বুঝা যাবে কেমন জামাই।
তুই মৈলে তার কি আয়তি রবে নাই॥
ছল পেয়ে কবিরায় কহিতে লাগিলা।
সভা সাক্ষী হৈও রাজা জামাই বলিলা॥
ভাল হই মন্দ হই বলিলা জামাই।
ধর্ম্ম সাক্ষী কাটিবারে আর পার নাই॥

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূট,
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি,
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥

এখনো কণ্ঠের বিষ না ছাড়েন হর।
কমঠ (২) বহেন পীঠে ধরণীর ভর॥
বারিনিধি দুর্ব্বহ বাড়ব অগ্নি বহে।
সুকৃতির অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে॥
লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ অধোমুখ হয়।
সভাজন কহে চোর মানুষ ত নয়॥
ভূপতি বুঝিলা মোর বিদ্যারে বর্ণায়।
মহাবিদ্যা স্তুতি করে গুণাকর রায়॥

(১) বিদগ্ধত্ব, রসিকতা।　　(২) কূর্ম্ম, কচ্ছপ।

দুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায়।
বুঝিবে পণ্ডিত চোরপঞ্চাশী টীকায়॥
হেট মুণ্ডে ভাবে রাজা কি করি এখন।
না পাইনু পরিচয় এ বা কোন জন॥
বিষয় আশয়ে বুঝি ছোট লোক নয়।
সহসা বধিলে শেষে কি জানি কি হয়॥
কোটালে কহিলা ঠারে লহ রে মশানে।
ভয়ে পরিচয় দিতে পারে তোর স্থানে॥
এইরূপে অনিরুদ্ধ উষা লয়েছিল।
তাহারে বান্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল॥
লক্ষ্মণা হরিয়াছিল কৃষ্ণের নন্দন।
তার দায়ে বিপাকে ঠেকিল দুর্য্যোধন॥
অতএব সহসা বধিবা যুক্তি নয়।
বটে বটে গুরু পাত্র মিত্রগণ কয়॥
কোটাল মশানে চলে লইয়া সুন্দর।
ভবানী ভাবেন কবি হইয়া কাতর॥
রাজার সভায় সুন্দরের সারী শুক।
ভূপতিরে ভৎসিবারে করিছে কৌতুক॥
অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শুক মুখে চোর পরিচয়।

শুকমুখে মুখ দিয়া, সারী কান্দে বিনাইয়া,
সুন্দরের দুর্গতি দেখিয়া।

সারীর ক্রন্দন ছাঁদে, শুক বিনাইয়া কাঁদে,
সভাজন মোহিত শুনিয়া ॥
শুক পাকসাট দিয়া, সারিকারে খেদাইয়া,
নারীনিন্দাছলে নিন্দে ভূপে।
আলো সারি দূর দূর, নারীর হৃদয় ক্রূর,
পুরুষে মজায় কামকূপে ॥
গুণসিন্ধু রাজসুত, সুন্দর সুগুণযুত,
বিদ্যা লাগি মরে গুণমণি।
দস্যুকন্যা মহৌষধে, পতি করি সাধু বধে,
বিদ্যা বীরসিংহের তেমনি ॥
বিয়া কৈল লুকাইয়া, শেষে দিল ধরাইয়া,
ডাকাতির দুহিতা রাক্ষসী।
আহা মরি আহা মরি, হায় হায় হরি হরি,
পতিবধ কৈল পাপীয়সী ॥
তুই সে বিদ্যার সারী শিখেছিস গুণ তারি,
তুই কবে বধিবি জীবন।
যেমন দেবতা যিনি, তেমন স্বরূপা তিনি,
সেইমত ভূষণ বাহন ॥
শুকের শুনিয়া বাণী, সবে করে কাণাকাণি,
রাজা হৈলা সন্দেহ সংযুত।
মালিনী কহিল যাহা, শুকপাখি বলে তাহা,
চোর বুঝি গুণসিন্ধুসুত ॥
রাজা কহে শুক শুন, কি কহিলা কহ পুনঃ,
চোরের কি জান পরিচয়।

গুণসিন্ধু রাজা যেই, তাহার তনয় এই,
বল কিসে হইবে প্রত্যয়॥
বিদ্যা নিল চুরি করি, কোটাল আনিল ধরি,
পরিচয় না দেয় চাহিলে।
তুমিত পণ্ডিত হও, কেন না কাটিব কও,
কেন মোরে ডাকাতি বলিলে॥
শুক বলে মহাশয়, আপনার পরিচয়,
রাজপুত্র কেবা কোথা দেই।
ভাটে দেয় পরিচয়, ঘটকেরা কুল কয়,
বড় মানুষের রীতি এই॥
নিজ পরিচয় প্রভু, সুন্দর না দিবে কভু,
পাখি আমি মোর কথা কিবা।
তুমি ত তাহার পাট, পাঠাইয়াছিলা ভাট,
ভাটে ডাক সকলি জানিবা॥
রাজা বলে বটে হয়, ভাটের সর্দ্দারে কয়,
কাঞ্চীপুর কেটা গিয়াছিল।
জমাদার নিবেদিল, গঙ্গা ভাট গিয়াছিল,
আন বলি রাজা আজ্ঞা দিল॥
ভাটেরে আনিতে দূত, ধায় দশ রজপুত,
ওথায় সুন্দর মহাশয়।
পঞ্চাশ মাতৃকাক্ষরে, কালিকার স্তুতি করে,
কবিরায় গুণাকর কয়॥

মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি।

মা কালিকে।
কালিকালি কালিকালি কালিকালি কালিকে॥
চণ্ডমণ্ডি মুণ্ডখণ্ডি খণ্ডমুণ্ডমালিকে।
লট্ট পট্ট দীর্ঘজট্ট মুক্তকেশ জালিকে॥
ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নিচন্দ্রভালিকে।
লীহ লীহ লোলজীহ লক্ক লক্ক সাজিকে॥
সৃক চক্ক ভক্ক ভক্ক রক্তরাজিরাজিকে।
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোরহাসহাসিকে॥
মার মার ঘোর ঘোর ছিক্কি ভিক্কি ভাষিকে।
টক্ক টক্ক হক্ক হক্ক পীতরক্তহাসিকে॥
ধেই ধেই থেই থেই নৃত্যগীততালিকে।
ভীতিচূর্ণ কামপূর্ণ কাতিমুণ্ডধারিকে॥
শম্ভুবক্ষ পাদলক্ষ্য পাদপদ্মচারিকে।
খর্ব্ব খর্ব্ব দৈত্য সর্ব্ব গর্ব্বখর্ব্বকারিকে॥
সিংহভাব ঘোররাব ফেরুপালপালিকে।
এহি এহি দেহি দেহি দেবি রক্তদন্তিকে।
ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তিমস্তিকে॥ধ্রু॥
অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা।
অনাদ্যা অনন্তা অন্নপূর্ণা অষ্টভুজা॥ ১ ॥
আদ্যা আত্মরূপা আশা পুরাহ আসিয়া।
আনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া॥ ২

ইচ্ছারূপা ইন্দুমুখী ইন্দ্রাণী ইন্দিরা।
ইন্দীবরনয়নী ইঙ্গিতে ইচ্ছ ইরা(১) ॥ ৩ ॥
ঈশ্বরী ঈশপতিজায়া ঈষদহাসিনী।
ঈদৃশী তাদৃশী নহ ঈশান ঈহিনী ॥ ৪ ॥
উমা উর উরস্থল উপরে উত্থিতা।
উপকারে উর গো উরগ উপবীতা ॥ ৫ ॥
ঊর্দ্ধজটা ঊরুরম্ভা ঊষ(২) প্রকাশিকা।
ঊর্ম্মি ভ(৩) ফেলিয়া কৈল ঊষর(৪) মৃত্তিকা ॥ ৬॥
ঋতু...া তুমি ঋষি ঋভুক্ষের বুদ্ধি।
ঋণিচক্রে ঋণী আছ মোরে দেহ ঋদ্ধি ॥ ৭ ॥
ৠকার স্বর্গের নাম তুমি ৠরূপিণী।
ৠস্বরূপা রাখ মোরে ৠবাসদায়িনী ॥ ৮ ॥
ঌকার বেদের নাম তুমি সে ঌকার।
ঌপা...ল কি হবে ঌ কি জানে তোমার ॥ ৯ ॥
ৡকার দৈত্যের মাতা ৡভব দানব।
ৡকারস্বরূপা তনু বধিলা ৡভব ॥ ১০ ॥
এণরিপুবাহিনী এ একান্তেরে চাও।
একা আনি এথানে এখন কি এড়াও ॥ ১১ ॥
ঐশানী ঐহিকসুখে একান্ত বাসনা।
ঐরাবতপতি করে ঐ পদ কামনা ॥ ১২ ॥
ওড়পুষ্প ওষ জিনি ওষ্ঠের ওজস।
ওজোগুণ তরাবার ওপদ ওকস ॥ ১৩ ॥

(১) ভূমি। (২) প্রভাত। (৩) তরঙ্গ, ঢেউ। (৪) লোনাস্থান।

ঔৎপাত্তিকে ঔপসর্গে তুমি সে ঔষধ।
ঔরসে ঔদাস্য করি ঔর্দ্ধদাহে বধ ॥ ১৪ ॥
অংশরূপা অংশুময়ী অংশে কংসঅরি ।
অংহতে অঙ্কিত অঙ্গ রাখ অঙ্ক করি ॥১৫॥
অঃকার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষরকোষে ।
অঃ কি কর অঃস্বরূপা রাখ মোরে তোষে ॥১৬॥
কালী কাল কালকান্তা করালী কালিকা ।
কাতরে করুণা কর কৃপাকর্ণিকা ॥ ১৭ ॥
খর খড়্গা খর্পর খেটকে খলনাশা ।
খণ্ড খণ্ড কর খলে খল খলহাসা ॥ ১৮ ॥
গিরিজা গিরিশা গৌরী গণেশজননী ।
গয়া গঙ্গা গীতা গাথা গজারিগমনী ॥ ১৯ ॥
ঘনঘন ঘোরঘটা ঘর্ঘরঘোষিণী ।
ঘন ঘন ঘুঙ্ ঘুঙ্ ঘাঘর ঘণ্টিনী ॥ ২০ ॥
ঙকার ভৈরব আর বিষয় ঙকার ।
ঙকার স্বরূপা রাখ ঙপদ আমার ॥ ২১ ॥
চন্দ্রচূড়া চণ্ডঘণ্টা চষক(১) চুম্বিকা ।
চাতুরীতে চোর কৈল চাহ গো চণ্ডিকা ॥ ২২ ॥
ছায়ারূপা ছাবালের ছাড় ছদ্ম ছল ।
ছলে লোক ছি ছি বলে আঁখি ছল ছল ॥ ২৩ ॥
জয় জয় জয়াবতী জলদবরণী ।
জয় দেহ জয়ন্তি গো জগতজননী ॥ ২৪ ॥

(১) মদ্যপান পাত্র ।

ঝঞ্ঝারূপা ঝড়রূপে ঝাঁপ গো ঝটিত।
ঝর ঝর মুণ্ডমালে ঝর্ঝর শোণিত॥ ২৫ ॥
ঞকার ঘর্ঘর ধ্বনি গায়ন ঞকার।
ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার॥ ২৬ ॥
টঙ্কিনী টমক টাঙ্গী টানিয়া টঙ্কার।
টিক ধরি টানে গো টুটাহ টিটিকার॥ ২৭ ॥
ঠাকুরাণী ঠেকাইলা এ কি ঠকঠকে।
ঠেঁঠায় করিল ঠেঁঠা ঠক কৈল ঠকে॥ ২৮ ॥
ডাকিনী ডমরু ডক্কে ডাকিয়া ডাগর।
ডামর বিদিত ডঙ্কা দূর কর ডর॥ ২৯ ॥
ঢঙ্কনাশা ঢাক ঢোল ঢেমসা বাদিনী।
ঢেমা দিয়া ঢেকা মারে ঢাক গো ঢক্কিনী॥ ৩০ ॥
ণত্ব ণয়ে জ্ঞান ণত্বণকারে নির্ণয়।
ণস্বরূপা রক্ষা কর ণ হইল ক্ষয়॥ ৩১ ॥
ত্রিপুরা ত্রিগুণা ত্রিলোচনী ত্রিশূলিনী।
তাপিত তনয়ে তবু তারহ তারিণী॥ ৩২ ॥
থকারে পাথর তুমি থকারের মেয়ে।
স্থির কর থর থর কাঁপি ভয় পেয়ে॥৩৩॥
দাক্ষায়ণী দয়াময়ী দানবদমনী।
দুঃখ দূর কর দুর্গা দুর্গতিদলনী॥ ৩৪ ॥
ধরিত্রী ধাতার ধাত্রী ধূর্জ্জটির ধন।
ধন ধান্য দয়া তার ধ্যানের ধারণ॥ ৩৫ ॥
নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী।
নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিন নয়নী॥ ৩৬ ॥

পরমেশী পার কর পড়িয়াছি পাপে ।
পতিত পবিত্র পদ প্রসঙ্গ প্রতাপে ॥ ৩৭ ॥
ফলরূপা ফলফুলপ্রিয়া ফণিপ্রিয়া ।
ফাঁফর করিলা ফের ফাঁদেতে ফেলিয়া ॥ ৩৮ ॥
বিশালাক্ষী বিশ্বনাথ বনিতা বিশেষে ।
বিদ্যা দিয়া বিড়ম্বিয়া বধিলা বিদেশে ॥ ৩৯ ॥
ভীমা ভীমপ্রিয়া ভীমভীষণ ভাষিণী ।
ভয় ভাঙ্গ ভবানি গো ভবের ভাবিনী ॥ ৪০
মহামায়া মাহেশ্বরী মহেশ মহিলা ।
মোহিয়া মদনমদে মিছা মজাইলা ॥ ৪১ ॥
যশোদা যমুনা যজ্ঞরূপা যদুসুতা ।
যমালয় যাই প্রায় এস জবযুতা ॥ ৪২ ॥
রক্তবীজ রক্তরসে রসিতরসনা ।
রাখ গো রঙ্গিণি রণে রৌরব রটনা ॥ ৪৩ ॥
লহ লহ লক লক লোলে লোলজিহ্বী ।
লটপট লম্বিত ললিত লটলিহী ॥ ৪৪ ॥
বারাহী বৈষ্ণবী ব্রাহ্মী বালা বালা বলা ।
বন্ধ হৈনু বর্দ্ধমানে বাঁচাও বিমলা ॥ ৪৫ ॥
শক্তি শিবা শাকম্ভরী শশি শিরোমণি ।
শুভ কর শুভঙ্করী শমন শমনী ॥ ৪৬ ॥
ষড়ানন মাতা ষড়রাগ বিহারিণী ।
ষট্‌পদ বরণী ষড় ঋতু বিলাসিনী ॥ ৪৭ ॥
সারদা সকল সারা সর্ব্বত্র সঞ্চার ।
সকলে সমান সদা সতের সুসার ॥ ৪৮ ॥

হৈমবতী হেরম্ব জননী হরপ্রিয়া।
হায় হায় হত হই রাখ গো হেরিয়া॥ ৪৯॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষণেক চাহিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া॥ ৫০॥
সুন্দর করিলা স্তুতি পঞ্চাশ অক্ষরে।
ভারত কহিছে কালী জানিলা অন্তরে॥

দেবীর সুন্দরে অভয়দান।

হরপুত্র চোর হৈল, কোটাল মশানে লৈল,
কালীর অন্তরে হৈল রোষ।
সাজ বলি কৈলা রব, ধাইল যোগিনী সব,
অট্টহাস ঘর্ঘর নির্ঘোষ॥
ডাকিনী হাকিনী ভূত, শাঁখিনী পেতিনী দূত,
ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল।
পিশাচ ভৈরব চলে, যক্ষ রক্ষ আগু দলে,
ঘণ্টাকর্ণ নন্দী মহাকাল॥
লোলে জটা কেশপাশ, অট্ট অট্ট অট্ট হাস,
চক্রসম রাঙ্গা ত্রিনয়ন।
লোল জিহ্বা লকলক, ভালে অগ্নি ধক ধক,
কড়মড় বিকট দশন॥
মুখ অতি সুবিস্তার, সৃক্কেতে রক্তের ধার,
শব শিশু শ্রবণে কুণ্ডল।
খড়্গ মুণ্ড বরাভয়, চারি হস্ত মোহময়,
গলে মুণ্ডমালা দলমল॥

দৈত্যনাড়ী গাঁথা থরে,কিঙ্কিণী দৈত্যের করে,
অস্থিময় নানা অলঙ্কার।
রুধির মাংসের লোভে,চারিদিকে শিবা শোভে,
ফেরবে ভুবন চমৎকার॥
পদ ভরে টলমল, স্বর্গ মর্ত্য রসাতল,
অকাল প্রলয় নিবারণে।
শিব শব রূপ হয়ে, হৃদয়ে সে পদ লয়ে,
ধ্যানে শুয়ে মুদ্রিত লোচনে॥
এই রূপে বর্দ্ধমানে, রহিলা আকাশযানে,
সুন্দরেরে করিয়া অভয়।
মাভৈষীঃ মাভৈষীঃ বেটা,তোরে বা বধিবে কেটা,
তবে আজি করিব প্রলয়॥
তোরে রাজা বধে যদি, রুধিরে বহাব নদী,
বীরসিংহে সবংশে বধিয়া।
তোরে পুনঃ বাঁচাইয়া, বিদ্যা দিব রাজা দিয়া,
ভয় কিরে বিদ্যাবিনোদিয়া॥
দেবীর আকাশবাণী, শুনিলা সুন্দর জ্ঞানী,
আর কেহ শুনিতে না পায়।
ঊর্দ্ধমুখে কবি চায়, দেবীরে দেখিতে পায়,
পুলকে পূরিল সব কায়॥
কালিকার অনুগ্রহে, সুন্দর আনন্দে রহে,
দূর হৈল যতেক বন্ধন।
কোটালে সৈন্যের সনে, বান্ধিলেক জনে জনে,
ডাকিনী যোগিনী ভূতগণ॥

এরূপে সুন্দর আছে, ওথায় রাজার কাছে,
গঙ্গা ভাট হৈল উপনীত।
ভারত সরস ভণে, শুন সবে এক মনে,
ভাট ভূপে কথা সুললিত॥

ভাটের প্রতি রাজার উক্তি।

গঙ্গ কহো গুণসিন্ধু মহীপতি নন্দন সুন্দর
কোঁা নহি আয়া।
যো সব ভেদ বুঝায় কহা কি ধোঁ নহি তঁহা
সমুঝায় শুনায়া॥
কাম লিয়ে তু ঝ ভেজ দিয়া সুবি ভুল-গয়া
অব মোহি ভুলায়া।
ভট্টহো অব ভণ্ড ভয়া কবিতাই ভটাই মে
দাগ চঢ়ায়া॥
প্যার কহা বহু প্যার কিয়া কিয়া গজবাজি দিয়া
শিরতাজ ধরায়া।
ঢাল দিয়া তলবার দিয়া জরপোষ কিয়া
সব কাব্য পঢ়ায়া॥
গামই ধাম মহাকবি নাম দিয়া মণিদাম
বড়াই বঢ়ায়া।
কাম গয়া বরবাদ সবে অব ভারতীকে
নহে ভেদ জনায়া॥

ভাটের উত্তর।

ভূপ মৈ তিহারি ভট্ট কাঞ্চিপুর যায়কে।
ভূপকো সমাজ মাঝ রাজপুত্র পায়কে॥
হাত জোরি পত্র দীহ্ন শীষ ভূমি নায়কে।
রাজপুত্রিকী কথা বিশেষ মৈ শুনায়কে॥
রাজপুত্র পত্র বাঁচি পুছি ভেদ ভায়কে।
এক মে হাজার লাখ মৈ কহা বনায়কে॥
বুঝকে সুপাত্র রাজপুত্র চিত্ত লায়কে।
আয়নে ভয়া মহাবিয়োগিচিত্ত ধায়কে॥
য্যাহি মে কথা ভয়া কঁহা গয়া ভুলায়কে।
বাপ মা মহাবিয়োগি দেখনে না পায়কে॥
শোচি শোচি পাঁচ মাহ মৈ তঁহা গমায়কে।
আগুহী কহাহুঁ বাত বর্দ্ধমান আয়কে॥
য্যাদ নাহি হৈ মহীপ মৈ গয়া জনায়কে।
পুছহুঁ দিবানজীসো বথশিকো মঙ্গায়কে॥
বুঝ কে কহে মহীপ ভট্টকো মনায়কে।
চোর কৌন হৈ তু চিহ্ন দেখ দেখ যায়কে॥
ভূপকে নিদেশ পায় গঙ্গ গায় ধায়কে।
চোরকো বিলোকি চিহ্ন শীষ ভূমি নায়কে॥
বেগকে কহা মহীপ পাশ ভট্ট আয়কে।
সোহি এহি হৈ কুমার কাঞ্চিরাজ রায়কে॥
ভাগ হৈ তিহারি ভূপ আপ এহি আয়কে।
বাসমে রহা তিহারি পুত্রিকো বিহায়কে॥

চোরকো মশানে মে কহঁা দিও পঠায়কে।
ভাগ মানি আপ যায় লায়হুঁ মনায়কে॥
ভট্টকো কহে মহীপ চিত্ত মোদ লায়কে।
লায়নে চলে মশান ভারতী বনায়কে॥

সুন্দর প্রসাদন।

শুনিয়া ভাটের মুখে, বীরসিংহ মহাসুখে,
ভাটেরে শিরোপা দিল হাতি।
কুঠার বান্ধিয়া গলে, আপনি মশানে চলে,
পাত্র মিত্রগণ সব সাতি॥
মশানেতে গিয়ে রায়, সুন্দরে দেখিতে পায়,
উর্দ্ধমুখে দেবতা ধিয়ায়।
কোটাল সৈন্যের সনে, বান্ধা আছে জনে জনে,
কে বান্ধিল দেখিতে না পায়॥
শূন্যেতে হুঙ্কার দিয়া, ভূত নাচে ধিয়া ধিয়া,
ডাকিনী যোগিনী হুহুঙ্কার।
ভৈরবের ভীম রব, নৃত্য গীত মহোৎসব,
মশানে শ্মশান অবতার॥
দেব অনুভব জানি, রাজা মনে অনুমানি,
সুন্দরে বিস্তর কৈলা স্তব।
না জানি করিনু দোষ, দূর কর অভিরোষ,
জানিনু তোমার অনুভব॥
বিনয়েতে কবিরায়, শ্বশুর জেয়ানে তায়,
কহিলেন প্রসন্নবদনে।

আপনি হইনু চোর, দুঃখ নহে সুখ মোর,
তুমি মাত্র দয়া রেখো মনে ॥
নৃপ বীরসিংহ কয়, শুন বাপা মহাশয়,
কোটালের কি হবে উপায়।
কিসে হবে বন্ধ মুক্তি, বলহ তাহার যুক্তি,
সুন্দর কহেন শুন রায় ॥
বিশেষিয়া শুন কই, কালিকা আকাশে অই,
অই অনুভবে এ সকল।
পূজা কর কালিকার, রক্ষা হবে সবাকার,
ইহ পর লোকের মঙ্গল ॥
বীরসিংহ এত শুনি, মহাপুণ্য মনে গণি,
গুরু পুরোহিত আদি লয়ে।
আনি নানা উপহার, পূজা কৈলা অন্নদার,
স্তুতি কৈলা সাবধান হয়ে ॥
বীরসিংহ পুনঃ কয়, শুন বাপা মহাশয়,
অই যে কহিলা কালী কই।
যদ্যপি দেখিতে পাই, তবেত প্রত্যয় যাই,
তোমার কৃপায় ধন্য হই ॥
হাসিয়া সুন্দর রায়, অঙ্গুলে ছুঁইলা তায়,
বীরসিংহ পায় দিব্যজ্ঞান।
দেখি কাল রাজা পায়, আনন্দে অবশ কায়,
ভবানী করিল অন্তর্দ্ধান ॥
ডাকিনী যোগিনীগণ, সঙ্গে গেল সর্ব্বজন,
কোটালের বন্ধন ছাড়িয়া।

রাজা রাজ্য জ্ঞান পায়, সুন্দরে লইয়া যায়,
নিজ পুরে উত্তরিল গিয়া ॥
সিংহাসনে বসাইয়া, বসন ভূষণ দিয়া,
বিদ্যা আনি কৈল সমর্পণ।
করিল বিস্তর স্তব, নানামত মহোৎসব,
হুলাহুলি দেয় রামাগণ ॥
সুন্দর বিদ্যারে লয়ে, চোর ছিলা সাধু হয়ে,
কত দিন বিহারে রহিলা।
পূর্ণ হৈল দশ মাস, শুভ দিন পরকাশ,
বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিল ॥
ষষ্ঠী পূজা সমাপিলা, ছয় মাসে অন্ন দিলা,
বৎসরের হইল তনয়।
সুন্দর বিদ্যারে কয়, যাব আমি নিকেতন,
ভারত কহিছে যুক্ত হয় ॥

সুন্দরের স্বদেশ গমন প্রার্থনা।

ওহে পরাণবঁধু যাই গীত গায়ো না।
তিল নাহি সহে তালে বেতাল বাজায়ো না ॥
তনু মোর হৈল যন্ত্র, যত শির তত তন্ত্র,
আলাপে মাতিল মন নাচালে নাচায়ো না।
তুমি বল যাই যাই, মোর প্রাণ বলে তাই,
বারে বারে কয়ে কয়ে মুরাখ শিখায়ো না ॥
অপরূপ মেঘ তুমি, দেখি আলো হয় ভূমি,
না দেখিলে অন্ধকার আন্ধার দেখায়ো না।

ভারতীর পতি হও, ভারতের ভার লও,
না ঠেলিয়ো ও ভারতী ভারত ছাড়ায়ো না॥ধ্রু॥
সুন্দর বলেন রামা যাব নিকেতন।
তুষ্ট হয়ে কহ মোরে যেবা লয় মন॥
তোমার বাপেরে কয়ে বিদায় করহ।
যদি মোরে ভাল বাস সংহতি চলহ॥
বিদ্যা বলে হৌক প্রভু পারিব তাহারে।
বিধি কৃত স্ত্রী পুরুষ কে ছাড়ে কাহারে॥
কৃপা করি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ।
এই দেশে প্রভু আর দিন কত রহ॥
শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাঁই কথা।
হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা॥
গঙ্গাহীন সে দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর।
সে দেশের সুধাসম এ দেশের নীর॥
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট।
ন পুনঃ গঙ্গার দূরে ভূপতি প্রকট॥
সুন্দর কহেন ভাল কহিলা প্রেয়সী।
জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী॥
বিদ্যা বলে এত দিন ছিলা চোর হয়ে।
সাধু হয়ে দিন কত থাক আমা লয়ে॥
সুন্দর কহেন রামা না বুঝ এমন।
চোর নাম আমার সে ঘুচিবে কখন॥
কালিকা তোমার চোর করিলা আমারে।
তুমি কি আমারে পার সাধু করিবারে॥

তোমার বাপের কাছে তোমারি লাগিয়া।
করিয়াছি যাতায়াত সন্ন্যাসী হইয়া॥
তুমিত না জান তাহা না জানে মালিনী।
এমনি তোমার আমি শুনলো কামিনী॥
বিদ্যা বলে এমন সন্ন্যাসী তুমি যেই।
সন্ন্যাসিনী করিতে চাহিয়াছিলে তেঁই॥
পুরুষ হইয়া ঠাট তোমার এমন।
নারী হৈলে না জানি বা করিতে কেমন॥
কেমনে হইয়াছিলা কেমন সন্ন্যাসী।
দেখিতে বাসনা হয় শুনি পায় হাসি॥
রায় বলে সন্ন্যাসী হইতে কোন দায়।
তার মত সন্ন্যাসিনী পাইব কোথায়॥
কোথায় পাইব আর সে সকল সাজ।
চোর দায়ে লুঠিয়ে লইল মহারাজ॥
শুনি বিদ্যা সুলোচনা সখীরে পাঠায়।
সারী শুক খুঙ্গী পুথি তখনি আনায়॥
খুঙ্গী হৈতে বাহির করিয়া সেই সাজ।
পূর্ব্বমত সন্ন্যাসী হইলা যুবরাজ॥
ভারত কহিছে শুন ভারতী গোঁসাই।
পেয়েছ মনের মত ভিক্ষা ছেড়ো নাই॥

বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসী বেশ।

নব নাগরী নাগর মোহনিয়া।
রতি কাম নটী নট সোহনিয়া॥

কত ভাব ধরে, কত হাব করে,
রসসিন্ধু তরে ভব তারণীয়া।
নূপুর রণ রণ, কিঙ্কিণী কণ কণ,
ঝঞ্ঝন ঝননন কঙ্কনিয়া॥
লপট লটপট, ঝপট ঝটপট,
রচিত কচজট কমনিয়া।
কুটিল কটুতর, নিমিষ বিষভর,
বিষম শরশর দমনিয়া॥
সখী সকল মিলিত,মধুমঙ্গল গায়ত,
ততকার তরঙ্গত, সঙ্গত নাচত,
ঘন বিবিধ মধুর, রব যন্ত্র বাজাবত,
তাল মৃদঙ্গ বনী বনিয়া।
ধিধি ধিকট ধিকট ধিধিকট ধিধি ধেই,
ঝিঁঝিঁতক ঝিমতক, ঝিমি ঝমক ঝমক,
ঝোঁই তত ততত তা তা থুথুং থেই থেই
ভারত মানস মাননিয়া॥ ধ্রু॥
সন্ন্যাসীর শোভা দেখি মোহিলা কুমারী।
সন্ন্যাসিনী হইতে বাসনা হৈল তারি॥
পূর্ব্ব কথা মনে করি হৈল চমৎকার।
নমঃ নারায়ণ বলি কৈল নমস্কার॥
রায় বলে নারায়ণি কিবা ভিক্ষা দিবা।
বিদ্যা বলে গোঁসাই অদেয় আছে কিবা॥
ভিক্ষা ছলে একবার হৈল কাম যাগ।
পুনশ্চ কহিছে কবি বাড়াইয়া রাগ॥

তোমার বাপের কাছে সভাতে বসিয়া।
শুনিয়াছ কহিয়াছি প্রতিজ্ঞা করিয়া॥
সভায় তোমার ঠাঁই হারিলে বিচারে।
মুড়াইয়া জটাভার সেবিব তোমারে॥
জিনিলে তোমারে তীর্থ ব্রতে লয়ে যাব।
বাঘছাল পরাইব বিভূতি মাখাব॥
সকলে জানিল আমি জিনিনু এখন।
সন্ন্যাসিনী হও যদি তবে জানি পণ॥
বিদ্যা বলে উপযুক্ত যুক্তি বটে এই।
সন্ন্যাসী যাহার পতি সন্ন্যাসিনী সেই॥
হাসিয়া ধরিল বিদ্যা সন্ন্যাসিনী বেশ।
জটাজুট বনাইল বিনাইয়া কেশ॥
মুখচন্দ্রে অর্দ্ধচন্দ্র সিন্দূর উপর।
শাড়ী মেঘডম্বুরে করিলা বাঘাম্বর॥
ছি বলিয়া ছুই হেন চন্দন ফেলিয়া।
সোণা অঙ্গে ছাই মাখে হাসিয়া হাসিয়া॥
হীরা নীল পলা মুক্তা যে ছিল গলায়।
দেখিয়া রুদ্রাক্ষমালা ভয়েতে পলায়॥
বসিলেন সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসির বামে।
দেখিয়া সে সাজ লাজ হয় রতি কামে॥
হরগৌরী বলি ভ্রম হয় পঞ্চবাণে।
ফুলধনু টান দিয়া ফুলবাণ হানে॥
মাতিল মদনে মহাযোগী মহাভাগ।
বব কত মত মত হৈল কাম যাগ॥

পূরণ আহুতি দিয়া কহে কবি রায়।
দক্ষিণা আমায় দেহ দক্ষিণে বিদায়॥
এ কথা শুনিয়া বিদ্যা লাগিল ভাবিতে।
এত করিলাম তবু নারিনু রাখিতে॥
একান্ত যদ্যপি কান্ত যাবে নিজ বাস।
মোর উপরোধে থাক আর বার মাস॥
বার মাসে মাসে মাসে যে সেবা পতির।
যে নারী না করে তার বিফল শরীর॥
বার মাসে সুখ রামা শুনায় বিস্তর।
ভারত কহিছে তাতে ভুলে কি সুন্দর॥

বার মাস বর্ণন।

কি লাগিয়া যাই যাই কহ হে।
প্রাণনাথ এই খানে বার মাস রহ হে।
বার মাসে ঋতু ছয়, লোকে তিন কাল কয়,
কাল হয় একালে বিরহ হে॥
কোকিলের কলধ্বনি, ভ্রমরের গণগণি,
প্রলয় মলয় গন্ধবহ হে।
বিজুলী জলের ছাট, মত্ত ময়ূরের নাট,
মণ্ডুকের কৌতুক দুঃসহ হে॥
মজিবে কমল ফুল, সাজাবে মুক্তার ফুল,
ভারতের এ বড় নিগ্রহ হে॥ ধ্রু॥
বৈশাখে এ দেশে বড় সুখের সময়।
নানা ফুল গন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয়॥

বসাইয়া রাখিব হৃদয় সরোবরে।
কোকিলের ডাকে কামে নিদাঘে কি করে ॥ ১ ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম্র এদেশে বিস্তর।
সুধা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর ॥
মল্লিকা ফুলের পাখা অগুরু মাখিয়া।
নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া ॥ ২ ॥
আষাঢ় নবীনমেঘে গভীর গর্জ্জন।
বিয়োগির যম সংযোগির প্রাণধন ॥
ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পীঠ দিয়া থাকে।
জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে ॥ ৩ ॥
শ্রাবণে রজনি দিনে এক উপক্রম।
কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম ॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুৎ চকমকি।
দেখিবে শিখির নাদ ভেক মকমকি ॥ ৪ ॥
ভাদ্রমাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।
কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি ॥
ঝরঝরী জলের বায়ুর থরথরি।
শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি ॥ ৫ ॥
আশ্বিনে এ দেশে দুর্গা প্রতিমা প্রচার।
কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার ॥
নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু (১) আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব ॥

(১) ইতর কবিতা, যাহাকে কবি বলে।

কার্ত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা।
দেখিবে আদ্যার মূর্ত্তি অনন্ত মহিমা॥
ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে বাস॥ ৭॥
অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার॥
নূতন সুরস অন্ন দেবের দুর্লভ।
সদ্যোঘৃত সদ্যোদধি রসের বল্লভ॥ ৮॥
পৌষ মাসে তিন লোক ভোগে থাকে দড়।
দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড়॥
সে দেশে যে সব ভোগ জানহ বিশেষে।
এ বার করহ ভোগ যে সুখ এ দেশে॥ ৯॥
বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।
ঘরের বাহির নহে যেই যুব জানি॥
শিশিরে কমল বনে বধয়ে পরাণে।
মু'ফুলে ফুলধনু কামিজনে হানে॥ ১০॥
বার মাস মধ্যে মাস বিষম ফাল্গুন।
মলয় পবনে জ্বলে মদন আগুন॥
কোকিল হুঙ্কার আর ভ্রমর ঝঙ্কার।
শুক তরু মঞ্জরিবে কত কব আর॥ ১১॥
মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস।
জানাইব নানামত মদন বিলাস॥ ১২॥
আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর।
ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর॥

অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।
ক্ষীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়ে হর॥
হাসিয়া সুন্দর কহে এ যুক্তি সুন্দর।
তেঁই পাকে বলি চল শ্বশুরের ঘর॥
অবাক হইলা বিদ্যা মহাকবি রায়।
শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে মাগিলা বিদায়॥
বিস্তর নিষেধ বাক্য করে রাজা রাণী।
বিদায় করিলা শেষে করি যোড়পাণি॥
বিস্তর সামগ্রী দিলা কহিতে বিস্তর।
দাস দাসী দিলা সঙ্গে সৈন্য বহুতর॥
মালিনী মাসীরে মনে পড়িল তখন।
রাজারে কহিয়া তারে দিলা নানা ধন॥
ভারত কহিছে সুখে চলিলা দুজনা।
কহিব কতেক আর মেয়ের কাঁদনা॥

বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশ যাত্রা।

সুন্দর বিদ্যারে লয়ে, ঘরে গেলা হৃষ্ট হয়ে,
বাপ মায় প্রণাম করিলা।
রাজা রাণী তুষ্ট হয়ে, পুত্রবধূ পৌত্র লয়ে,
মহোৎসবে মগন হইলা॥
সুন্দরের পূজা লয়ে, কালী মূর্ত্তিময়ী হয়ে,
দম্পতীরে কহিতে লাগিলা।
তোরা মোর দাস দাসী, শাপেতে ভূতলে আসি,
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা॥

ব্রত হৈল পরকাশ, এবে চলো স্বর্গবাস,
নানামতে আমারে তুষিলা॥
এত বলি জ্ঞান দিয়া, মায়া জাল ঘুচাইয়া,
অষ্টমঙ্গলায় বুঝাইলা।
দেবী দিলা দিব্য জ্ঞান, দুহে হৈলা জ্ঞানবান,
পূর্ব্ব সর্ব্ব দেখিতে পাইলা॥
দেবীর চরণ ধরি, বিস্তর বিনয় করি,
দুইজনে অনেক কান্দিলা।
বাপ মায়ে বুঝাইয়া, পুত্রে রাজ্যভার দিয়া,
দুই জনে সত্বর চলিলা।
আনন্দে দেবীর সঙ্গে, স্বর্গেতে চলিলা রঙ্গে,
রাজা রাণী শোকেতে মোহিলা॥
বিদ্যাসুন্দরেরে লয়ে, কালিকা কৌতুকী হয়ে,
কৈলাস শিখরে উত্তরিল।।
ইতিহাস হৈল সায়, ভারত ব্রাহ্মণ গায়,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা॥

বিদ্যাসুন্দরের কথা সমাপ্ত।

মানসিংহ।

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান।

জয় জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে।
হরি পদকমল কমলকলদঙ্গে॥
টলটল ঢলঢল চলচল ছলছল
কল কল তরল তরঙ্গে।
পুটকিত শিরজট বিঘটিত সুবিকট
লট পট কমঠ ভুজঙ্গে॥
তরুণ অরুণবর কিরণ বরণ কর
বিধি কর নিকরকরঙ্গে।
ভুবম ভবন লয় ভজন ভকিময়
ভারত ভব ভয় ভঙ্গে॥ ধ্রু॥

সাঙ্গ হৈল বিদ্যাসুন্দরের সমাচার।
মজুন্দারে মানসিংহ কৈলা পুরস্কার॥
মজুন্দারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান।
উত্তরিলা পূর্ব্বস্থলী নদে সন্নিধান॥

আনন্দে গঙ্গার জলে স্নানদান কৈলা।
কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা॥
পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ।
ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লয়ে বিচার শুনিয়া।
তুষ্ট কৈলা সকলেরে নানা ধন দিয়া॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুন্দারে।
কোথায় তোমার ঘর দেখাও আমারে॥
মজুন্দার কহিলা সে দূর বাগোয়ান।
মানসিংহ কহে চল দেখিব সে স্থান॥
মজুন্দার সঙ্গে রঙ্গে খড়ে পার হয়ে।
বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈন্য লয়ে॥
মজুন্দার ঘরে গেলা বিদায় হইয়া।
অন্নপূর্ণা যুক্তি কৈলা বিজয়া লইয়া॥
মানসিংহে আপনার মহিমা জানাই।
দুঃখ দিয়া সুখ দিলে তবে পূজা পাই॥
তবে সে জানিবে মোরে পড়িয়া সঙ্কটে
বিনা ভয় প্রীতি নাই জয়া বলে বটে॥
ঝড় বৃষ্টি করিবারে মেঘগণে কও।
জল পরিপূর্ণ করি অন্ন হরি লও॥
ভবানীর ভাণ্ডারেতে দিয়া শুভদৃষ্টি।
শেষে পুনঃ অন্ন দিবা মিটাইয়া বৃষ্টি॥
শুনি দেবী আজ্ঞা দিলা যত জলধরে।
ঝড় বৃষ্টি কর মানসিংহের লস্করে॥

দেবীর আদেশে ধায় যত জলধর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ঘন ঘন ঘন ঘন গাজে।
শিলা পড়ে তড় তড়, ঝড় বহে ঝড় ঝড়,
হড়মড় কড়মড় বাজে॥ ধ্রু॥

দশদিগ আঁধার করিল মেঘগণ।
দুণ হয়ে বহে উনপঞ্চাশ পবন॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুৎ চকমকী।
হড়মড়ী মেঘের ভেকের মকমকী॥
ঝড়ঝড়ি ঝড়ির জলের ঝরঝরী।
চারি দিগে তরঙ্গ জলের তরতরী॥
থরথরী স্থাবর বজ্রের কড়মড়ী।
ঘুট ঘুট আঁধার শিলার তড়তড়ী॥
ঝড়ে উড়ে কানাৎ দেখিয়া উড়ে প্রাণ।
কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বান॥
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতি।
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাতি॥
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার॥
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার।
তল গেল মালমাত্তা উরদু বাজার(১)॥

(১) টি ন; সনভিব্যাহারি বাজার।

বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া।
কুজড়ানী(১) কোলে করি ভাসিল কুজড়া(২)॥
ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাভাষে॥
কাঁদি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোসাঁই।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই॥
বৎসর পোনর ষোল বয়স আমার।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার॥
হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া।
অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাইয়া॥
ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি।
কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি॥
বাপ বাপ মরি মরি হায় হায় হায়।
উভরায় কাঁদে লোকে প্রাণ যায় যায়॥
কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গালায় এসে।
শির বেচে টাকা করি সেহ যায় ভেসে॥
এইরূপে লস্করে দুষ্কর হৈল বৃষ্টি।
মানসিংহ বলে বিধি মজাইল সৃষ্টি॥
গাড়ি করি এনেছিল নৌকা বহুতর।
প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর॥
নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায়।
মজুন্দার শুনিয়া আইলা চড়ি নায়॥

(১) ফল মূল ইত্যাদি বিক্রয় কারিণী।
(২) ফল মূল ইত্যাদি বিক্রেতা।

অন্নপূর্ণা ভগবতী তাহারে সহায়।
ভাণ্ডারের দ্রব্য তার ব্যয়ে না ফুরায়॥
নায়ে ভরি লয়ে নানা জাতি দ্রব্যজাত।
রাজা মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাৎ॥
দেখি মানসিংহ রায় তুষ্ট হৈলা বড়।
বাঙ্গালায় জানিলাম তুমি বন্ধু দড়॥
কে কোথা বাহির হয় এমন দুর্যোগে।
বাঁচাইলা সকলেরে নানা মত ভোগে॥
বাঁচাইয়া বিধি যদি দিল্লী লয়ে যায়।
অবশ্য আসিব কিছু তোমার সেবায়॥
এই রূপে মজুন্দার সপ্তাহ যাবত।
যোগাইলা যত দ্রব্য কি কব তাবত॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসিলা কহ মজুন্দার।
কি কর্ম্ম করিলে পাব এ বিপদে পার॥
দৈববল কিছু বুঝি আছয়ে তোমার।
এত দ্রব্য যোগাইতে শক্তি আছে কার॥
মানসিংহে বিশেষ কহেন মজুন্দার।
অন্নপূর্ণা বিনা আমি নাহি জানি আর॥
মানসিংহ বলে তাঁর পূজার কি ক্রম।
কহিলেন মজুন্দার যে কিছু নিয়ম॥
অন্নপূর্ণা পূজা কৈলা মানসিংহ রায়।
দূর হইল ঝড় বৃষ্টি দেবীর কৃপায়॥
মানসিংহ গেলা মজুন্দারের আলয়।
দেখিলা গোবিন্দদেবে মহানন্দময়॥

আসরফী বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত।
দিলেন গোবিন্দদেবে কব তাহা কত ॥
মজুন্দার সে সকল কিছু না লইলা।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে বিতরিয়া দিলা॥
অতঃপর শুন সবে ভারত রচিলা।
সৈন্য লয়ে মানসিংহ যশোরে চলিলা ॥

মানসিংহের যশোর যাত্রা।

ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগারা।
বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতারা ॥
পরদল কলবল, ভূতল টলমল,
সাজল দলমল, অটল সোয়ারা।
দামিনী তকতক, জামকী ধকধক,
ঝকমক চকমক, খর তরবারা ॥
ব্রাহ্মণ রজপুত, ক্ষত্রিয় রাহুত,
মোগল মাহুত, রণ অনিবারা।
ভাড় কলাবত, নাচত গায়ত,
ভারত অভিমত, গীত সুধারা ॥ ধ্রু ॥

চলে রাজা মানসিংহ যশোর নগরে।
সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্করে ॥
ঘোড়া উট হাতি পিঠে নাগারা নিশান।
গাড়িতে কামান চলে বাণচন্দ্রবাণ ॥

হাতির আমারী ঘরে বসিয়া আমীর।
আপন লস্কর লয়ে হইল বাহির॥
আগে চলে লালপোশ খাসবরদার।
সিফাই সকল চলে কাতার কাতার॥
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।
দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল॥
আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার।
নটী নট হরকরা উকদু বাজার॥
সানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া।
ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া॥
ধাড়ী গায় কড়খাঁ ভাঁড়াই করে ভাঁড়।
মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড়
আগে পাছে দুই পাশে দুসারি লস্কর।
চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর॥
মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া।
কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া॥
এইরূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া।
থানা দিলা চারি দিকে মুরুচা করিয়া॥
শিষ্টাচার মত আগে দিলা সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমান বেড়া তলবার॥
প্রতাপ আদিত্য রাজা তলবার লয়ে।
বেড়ী দিলা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে॥
কহ গিয়া ওরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥

লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥
শুনি মানসিংহ সাজে করিতে সমর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

মানসিংহ ও প্রতাপ আদিত্যের যুদ্ধ।

ধূধূ ধুধু ধু নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম ভম, দমামা দমদম,
ঝনন্ন ঝমঝম ঝাঁজে॥
কত নিশান ফর ফর, নিনাদ ধরধর,
কামান গর গর গাজে।
সব জুবান রজপুত, পাঠান মজবুজ,
কামান শরযুত সাজে॥
ধরি অনেক প্রহরণ, জরীর পহিরণ,
সিফাইগণ রণ মাজে।
পরি করাইবথতর, পোশাক বহুতর,
সুশোভি শিরপর তাজে॥
বসি আমরী ঘর পর, আমীর বহুতর,
হলায় গজবর রাজে।
পুর যশোর চমকত, নকীব-শত শত,
হঁসার ফুকরত কাজে॥
হয় গজের গরজন, সেনার তরজন,
পয়োধি ভয়ছন লাজে।

দ্বিজ ভারত কবিবর, বনায় তঁহিপর,
প্রতাপ দিনকর সাজে ॥ ধ্রু ॥

যুঝে প্রতাপ আদিত্য, যুঝে প্রতাপ আদিত্য।

ভাবিয়া অসার, ডাকে মার মার,
সংসার সব অনিত্য ॥
শিলাময়ী নামে, ছিলা তার ধামে,
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া, বসিলা রুষিয়া,
তাহারে অকৃপা করি ॥
বুঝিয়া অহিত, গুরু পুরোহিত,
মিলে মানসিংহ রাজে।
লস্কর লইয়া, সত্বর হইয়া,
প্রতাপ আদিত্য সাজে ॥
ধূ ধু ধম ধম, ঝাঁ ঝাঁ ঝম ঝম,
দামামা দমদম বাজে।
হুড় হুড় হুড়, দুড় দুড় দুড়,
কামানের গোলা গাজে ॥
সিন্দুর সুন্দর, মণ্ডিত মুদ্গার,
ষোড়শ হলকা হাতি।
পতাকা নিশান, রবি চন্দ্র বাণ,
অযুতেক ঘোড়া সাতি ॥
সুন্দর সুন্দর, নৌকা বহুতর,
যাহাম হাজার ঢালী।

সমরে পশিয়া, অন্তরে কষিয়া,
দুই দলে গালাগালি ॥
ঘোড়ায় ঘোড়ায়, যুঝে পায় পায়,
গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে।
সোয়ারে সোয়ারে, খর তরবারে,
মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে ॥
হান হান হাঁকে, খেলে উড়াপাকে,
পাইকে পাইকে যুঝে।
কামানের ধুমে, তমঃ রণভূমে,
আত্ম পর নাহি শুঝে ॥
তীর শনশনি, গুলী ঠনঠনি,
খাঁড়া ঝন ঝন ঝাঁকে।
মুচড়িয়া গোঁফে, শূল শেল লোফে,
ক্রোধে হান হান হাঁকে ॥
ভালায় ফুটিয়া, পড়িছে লুটিয়া,
গুলীতে মরিছে কেহ।
গোলায় উড়িছে, আগুনে পুড়িছে,
তীরে কেহ ছাড়ে দেহ ॥
পাতসাহি ঠাটে, কবে কেবা আঁটে,
বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া, কে করিবে দয়া,
প্রতাপ আদিত্য হারে ॥
শেষে ছিলা যারা, পলাইলা তারা,
মানসিংহে জয় হৈল।

পিঞ্জর করিয়া, পিঞ্জরে ভরিয়া,
প্রতাপ আদিত্যে লৈল ॥
দল বল সঙ্গে, পুনরপি রঙ্গে,
চলে মানসিংহ রায়।
ললিত সুছন্দে, পরম আনন্দে,
রায় গুণাকর গায় ॥

রণজয়ভেরী বাজে রে।
ঝাঁগড় ঝাঁগড় ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁজে রে ॥
রণজয় করি, মুণ্ডমালা পরি,
কালী সাজে রে।
শ্বেত অলি শিব, সে নীলরাজিব,
রাজীরাজে রে ॥
গাইছে যোগিনী, নাচিছে ডাকিনী,
দানা গাজে রে।
মহোৎসব যত, কি করে ভারত,
সেনা মাঝে রে ॥ ধ্রু ॥

প্রতাপ আদিত্য রায়ে পিঁজরা ভরিয়া।
চলে রাজা মানসিংহ জয়ডঙ্কা দিয়া ॥
কচুরায় পাইল যশোরজিত নাম।
সেই রাজ্যে রাজা হৈল পূর্ণ মনস্কাম ॥
মজুন্দারে মানসিংহ কহিলা কি বল।
পাতশার হজুরে আমার সঙ্গে চল ॥

পাতশার সহিত সাক্ষাত মিলাইব।
রাজ্য দিয়া ফরমানী রাজা করাইব॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী তোমারে সহায়।
জয়ী হয়ে যাই আমি তোমার দয়ায়॥
নানামতে অন্নপূর্ণা দেবীরে পূজিয়া।
চলিলেন মজুন্দারে সংহতি লইয়া॥
অন্নপূর্ণা দেবীরে পূজিয়া মজুন্দার।
মানসিংহ সংহতি চলিলা দরবার॥
মহামায়া মহেশ্বরী মহিষমর্দ্দিনী।
মোহরূপা মহাকালী মহেশ মোহিনী॥
কৃপাময়ি কাতর কিঙ্করে কৃপা কর।
তোমা বিনা কেবা আর করুণা অপার॥
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল॥
এত দূরে পালা গীত হৈল সমাপন।
অতঃপর রজনীতে গাব জাগরণ॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥
ইতি বৃহস্পতিবারের দিবা পালা।

ভবানন্দের দিল্লীযাত্রা।

দিয়া নানা উপচার, পূজা করি অন্নদার,
দিল্লী যাত্রা কৈলা মজুন্দার।

জননী তাহার সীতা, রাম সুমার্দ্দার পিতা,
সমর্পিলা পদে অন্নদার ॥
শিরে চীরা হীরা তায়, বিলাতি খেলাত গায়,
নানা বঙ্কে কমর বান্ধিলা।
বিল্বপত্র ঘ্রাণ লয়ে, বন্ধুগণে প্রিয় কয়ে,
গোবিন্দ দেবেরে প্রণমিলা ॥
বাপ মায় প্রণমিয়া, দুই নারী সম্ভাষিয়া,
আরোহিলা পাল্কীর উপর।
জয় অন্নপূর্ণা কয়ে, চলিলা সত্বর হয়ে,
মঙ্গল দেখেন বহুতর ॥
ধেনু বৎস একস্থানে, বৃষখুরে ক্ষিতি টানে,
দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল
অশ্ব গজ পতাকায়, রাজা মানসিংহ রায়,
আগে আগে সকল মঙ্গল ॥
পূর্ণঘট বাম পাশে, রামাগণ যায় বাসে,
গণিকারে মালা বেচে মালী।
ঘৃত দধি মধু মাসে, রজত লইয়া হাসে,
কুজড়ানী দেখাইয়া ডালী ॥
শুক্ল ধান্যে গাঁথি হার, কাঞ্চন সুমেরু তার,
আশীর্ব্বাদ দিয়াছেন সীতা।
নকুল সহিত যান, বাম দিকে ফিরা চান,
শিবারূপে শিবের বনিতা।
নীলকণ্ঠ উড়ি ফিরে, মণ্ডলী দিছেন শিরে,
অন্নপূর্ণা ক্ষেমঙ্করী হয়ে।

দেখি যত সুমঙ্গল, মজুন্দার কুতূহল,
চলিলা দেবীর গুণ কয়ে॥
শিরে চীরা জামা গায়, কটি আঁটি পটুকায়,
দাসু বাসু সঙ্গে দুই দাস।
সুতেরে বিদায় দিয়া, সীতাদেবী ঘরে গিয়া,
নানা মত ভাবেন হুতাশ॥
বাড়ীর নিকটে খড়ে, পার হৈলা নায়ে চড়ে,
অগ্রদ্বীপে গেলা কুতূহলে।
অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে, প্রণমিয়া গোপীনাথে,
স্নান দান কৈলা গঙ্গাজলে॥
মনে করি অনুভব, গঙ্গারে করিলা স্তব,
কৃতাঞ্জলি হয়ে মজুন্দার।
ব্রহ্মকমণ্ডলু বাসি, বিষ্ণুপাদ প্রসূতাসি,
শিব জটাজুট অবতার॥
বরমিহ তব তীরে, শরট করট ফিরে,
ন পুনঃ ভূপতি তব দূরে।
রাজ্যলোভে দূরে যাই, তব তীরে রাজ্য পাই,
এই মনস্কাম যেন পূরে॥
স্তবে হয়ে তুষ্ট মন, গঙ্গা দিলা দরশন,
মজুন্দারে কহেন সরসে।
ধন্য তুমি মজুন্দার, ব্রত দাস অন্নদার,
আমি ধন্যা তোমার পরশে॥
মহাসুখে দিল্লী যাবে, মনোমত রাজ্য পাবে,
মোর তীরে পাবে অধিকার।

সন্তান হইবে যত, সবে হবে অনুগত,
অনেক হইবে রাজা তার ॥
দিয়া এই বরদান, গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান,
মজুন্দার হৈলা গঙ্গাপার।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায়, রায় গুণাকর গায়,
অন্নপূর্ণা সহায় যাহার ॥

চল চল যাই নীলাচলে। রে অরে ভাই।
ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে ॥
মহাপ্রভু জগন্নাথ, সুভদ্রা বলাই সাথ,
দেখিব অক্ষয়বট তলে।
খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত,
নাচিব গাইব কুতূহলে ॥
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি, পার হৈনু হেন মানি,
সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে।
দেখিয়া সে চাঁদমুখ, পাইব কৈবল্য সুখ,
সুধন্য ভারত ভূমণ্ডলে ॥ ধ্রু ॥

গঙ্গাপার হইয়া চলিলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥
জগন্নাথ দেখিতে করিয়া মনোরথ।
ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ ॥
গজে মানসিংহ পালকীতে মজুন্দার।
ইন্দ্র সঙ্গে যেমন কুবের অবতার ॥

এড়ায় মঙ্গলকোট উজানী নগর।
খুল্লনার পুত্র সাধু শ্রীমন্তের ঘর॥
সরাই সরাই ক্রমে গেলা বর্দ্ধমান।
পার হৈলা দামোদর করি স্নান দান॥
রহে চম্পানগর ডাহিনে কত দূর।
চাঁদ বেণে ছিল যাহে ধনের ঠাকুর॥
জানু মানু ছিল যাহে মনসার দাস।
হাসন হোসন গিয়া যথা কৈলা বাস॥
আমিলা মোগলমারি উচালন গিয়া।
ক্রমে ক্রমে অনেক সরাই এড়াইয়া॥
মল্লভূমি কর্ণগড় দক্ষিণে রাখিয়া।
বাঙ্গালার সীমা নেড়াদেউল দেখিয়া॥
এড়ায় মেদিনীপুর নারায়ণ গড়ে।
দাঁতন এড়ায়ে জলেশ্বরে ডেরা পড়ে॥
রাজঘাট পার হয়ে বস্তায় বিশ্রাম।
মহানদ পার হয়ে কটকে মোকাম॥
ডাহিনে ভুবনেশ্বর বামে বালেশ্বর।
বালিহস্তা পাছু করি চলিলা সত্বর॥
এড়ায়ে আঠারনালা গেলা নীলাচলে।
দেখিলেন জগন্নাথ মহা কুতূহলে॥
দিন দশ বার তথা করিয়া বিশ্রাম।
দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম॥
কৃতার্থ হইলা মহাপ্রসাদ খাইয়া।
বিমললোচন হৈল বিমলা দেখিয়া॥

মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুন্দারে
ক্ষেত্রের মহিমা কিছু শুনাহ আমারে ॥
বিশেষিয়া কহিতে লাগিলা মজুন্দার।
রায় গুণাকর কহে সে কথা অপার ॥

জগন্নাথপুরীর বিবরণ।

জয় জয় জগন্নাথ, সুভদ্রা বলাই সাথ,
জয় লক্ষ্মী জয় সুদর্শন।
সুধন্য অক্ষয় বট, সুধন্য সিন্ধুর তট,
ধন্য নীলাচল তপোধন ॥
পূর্ব্বে ছিল অযোধ্যায়, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়,
সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান।
কৃষ্ণ দেখিবারে খেদ, স্বপনে পাইয়া ভেদ,
নীলমাধবের এই স্থান ॥
পুরোহিতে পাঠাইল, দেখি গিয়া সে কহিল,
নীলমাধবের বিবরণ।
মূর্ত্তিমান ভগবান, দেখিলাম ভগ্ন থান,
সেবা করে ব্যাধ এক জন ॥
করি তার কন্যা বিয়া, তাহার সংহতি গিয়া,
দেখিলাম কৃষ্ণের চরণ।
রোহিণী কুণ্ডের কথা, কি কব দেখিনু তথা,
কাক মরি হৈল নারায়ণ ॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন এত শুনি, বড় ভাগ্য মনে গুণি,
রাজ্য শুদ্ধ এখানে আইল।
দশ অশ্বমেধ করি, বৈতরণী জল তরি,
বন কাটি আসি প্রবেশিল॥
দেখে সেই পুরী নাই, বালিপূর্ণ সর্ব্ব ঠাঁই
শত অশ্বমেধ আরম্ভিল।
স্বপ্ন হৈল গোবিন্দের, সে পুরী না পাবে টের,
আর পুরী গড়িতে হইল॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন তুষ্ট হৈল, স্বর্ণময় পুরী কৈল,
ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে গেল সেই।
রূপা তামাময় আর, পুরী কৈল দুইবার,
শেষে পুরী পাথরের এই॥
গোদানে গরুর খুরে, মাটী উড়ে যায় দূরে,
তাহে এই ইন্দ্রদ্যুম্ন হ্রদ।
শ্বেতগঙ্গা মার্কণ্ডের, স্নান কৈলে যম জের,
পুনর্জন্ম না হয় আপদ॥
হরি বৃক্ষরূপে আসি, সমুদ্রের জলে ভাসি,
চতুঃশাখ হয়ে দেখা দিলা।
জগন্নাথ বলরাম, ভদ্রা সুদর্শন নাম,
চারি মূর্ত্তি বিশাই গড়িলা॥
দারু ব্রহ্ম সর্ব্বাদৃত, বিষ্ণু পঞ্জরেতে কৃত,
ইন্দ্রদ্যুম্ন স্থাপিত সম্পন্ন।
লক্ষ্মী রান্ধি দেন যাহা, জগন্নাথ খান তাহা,
ব্রহ্মরূপ এই সেই অন্ন॥

খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় বুলায় হাত,
আচার বিচার নাহি তায়।
পঞ্চক্রোশ পুরী এই, প্রদক্ষিণ করে যেই,
শমন সহিত নাহি দায়॥
শুষ্ক কিবা পির্য্যুষিত, দূর দেশে সমানীত,
কুকুরের বদন গলিত।
এই অন্ন সুধাময়, ভুক্তি মাত্র মুক্তি হয়,
উৎকলখণ্ডেতে সুবিদিত॥
শুনি মানসিংহ রায়, পুলকে পূরীত কায়,
প্রণাম করিল নীলাচলে।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায়, রায় গুণাকর গায়,
জগন্নাথ চরণকমলে॥

মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিত।

চল চল রে ভাই চল চল।
অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণা বল বল॥ ধ্রু॥

চলিলেন নীলাচলে হয়ে দণ্ডবত।
কত দূরে এড়াইয়া চড়য়া পর্ব্বত॥
স্বর্ণরেখা পার হয়ে গেলা সীতাকোল।
কত দূরে সেতুবন্ধ শ্রীরামের পোল॥
কৃষ্ণা আদি নদী নদ কাঞ্চী আদি দেশ।
এড়াইয়া কৌতুক দেখিয়া সবিশেষ॥
মারহট্ট বরগির দেশ এড়াইয়া।
কত গিরি বন নদ নদী ছাড়াইয়া॥

গুজরাট দেখিয়া সন্তোষ হৈল অতি।
কালকেতু যেখানে দেখিলা ভগবতী॥
যত দূরে রহিল মথুরা বৃন্দাবন।
নানা স্থানে নানা দেব করি দরশন॥
প্রতাপ আদিত্য রাজা মৈল অনাহারে।
মৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে॥
কত দিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত।
সাক্ষাত করিলা পাতশাহের সহিত॥
মৃতে ভাজা প্রতাপ আদিত্যে ভেট দিলা।
সব কত যত মত প্রতিষ্ঠা পাইলা॥
পাতশার আজ্ঞামত মানসিংহ রায়।
প্রতাপ আদিত্যে ভাসাইলা যমুনায়॥
মজুন্দারে লয়ে গেলা পাতশার পাশে॥
ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাসে॥
মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারশী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হউক সে হউক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥
রায় গুণাকর কহে শুন সভাজন।
মানসিংহ পাতশায় কথোপকথন॥

পাতশার নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্ত কথন

কহ মানসিংহ রায়, গিয়াছিলা বাঙ্গালায়,
কেমন দেখিলা সেই দেশ।
কেমন করিলা রণ, কহ তার বিবরণ,
না জানি পাইলা কত ক্লেশ॥
মানসিংহ যোড়হাতে, অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে,
কহে জাহাঁপনা সেলামত।
রামজীর কুদরতে, মহিম হইল ফতে,
কেবল তাহারি কেয়ামত॥
হুকুম শাহনশাহী, আর কিছু নাহি চাহি,
জের হৈল নিমকহারাম।
গোলাম গোলামী কৈল, গালিম কয়েদ হৈল,
বাহাদুরী সাহেবের নাম॥
পাতশা হইল খুসি, কহিতে লাগিলা তুষি,
কহ রায় কি চাহ ইনাম।
কহে মানসিংহ রায়, গোলাম ইনাম চায়,
ইনাম সে যাহে রহে নাম॥
গিয়াছিনু বাঙ্গালায়, ঠেকেছিনু বড় দায়,
সাত রোজ দারুণ বাদলে।
বিস্তর লস্কর মৈল, অবশেষে যাহা রৈল,
উপবাসী সহ সব দলে॥

ভবানন্দ মজুন্দার, নাম খুব হুশীয়ার,
বাঙ্গালি বামণ এই জন।
সপ্তাহ খোরাক দিল, সকলেরে বাঁচাইল,
ফতে হৈল ইহার কারণ॥
অন্নপূর্ণা নামে দেবী, তাঁহার চরণ সেবি,
কেরামত তামাম ইহার।
সে দেবীর পুজা দিয়া, ঝড় বৃষ্টি মিটাইয়া,
যোগাইল সকলে আহার॥
রাজ্য দিব কহিয়াছি,সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি,
গোলাম কবুলে পার পায়।
স্বদেশে রাজাই পায়,দোয়া ঘরে দিয়া যায়,
ফরমান ফরমাহ তায়॥
লেখা হৈল হজরতে, বজা আনে খেদমতে,
গোলামের এ বড় ইনাম।
শুনিয়া একথা তার,ক্রোধ হৈল পাতশার,
ভারত ভাবিছে পরিণাম॥

পাতশাহের দেবতা নিন্দা।

এ ফের বুঝিবে কেবা।
তারে শুঝে বুজে যেবা॥
নিত্য নিরঞ্জন, সত্য সনাতন,
মিথ্যা যত দেবী দেবা।
নীরূপ যে ভাবে,স্বরূপ প্রভাবে,
বুঝি কিছু বুঝে সেবা॥

ঈশ্বরের নামে, তরি পরিণামে,
কেবা গয়া গঙ্গা রেবা ॥
ভারত ভূতলে,যে করে যে বলে,
সব ঈশ্বরের সেবা ॥ ধ্রু ॥
পাতশাহা কহে শুন মানসিংহ রায় ॥
গজব (১) করিলে তুমি আজব কথায় ॥
লস্করে দু তিন লাখ আদমী তোমার।
হাতি ঘোড়া উঠ গাধা খচর যে আর ॥
এ সকলে ঝড় বৃষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া।
বামণ খোরাক দিলা অন্নদা পূজিয়া ॥
শয়তান দিল দাগা ভূতের পূজায়।
আল চাউল বেঁড়ে কলা ভুলাইয়া খায় ॥
আমারে মালুম খব হিন্দুর ধরম।
কহি যদি হিন্দু পতি পাইবে শরম ॥
সয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরাণ।
ঝুট মুট পড়ি মরে আগম পুরাণ ॥
গোঁসাই মর্দ্দের মুখে হাত বুলাইয়া ॥
আপনার নুর(২) দিলা দাড়ী গোঁফ দিয়া ॥
হেন দাড়ী বামণ মুড়ায় কি বিচারে।
কি বুঝিয়া দাড়ী গোঁফ সাঁই দিল তারে ॥
আর দেখ পাঁঠা পাঁঠী না করি জবাই।
উভ চোটে কেটে বলে খাইল গোসাঞি ॥

---

(১) সর্ব্বনাশ, কোপ, রাগ।
(২) মুসলমানেরা দাড়িকে পরমেশ্বরের জ্যোতিঃ বলিয়া থাকে

হালাল(১) না করি করে নাহক হালাক(২)।
যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক(৩)॥
ভাতের কি কব পান পানীর আয়েব(৪)।
কাজী নাহি মানে পেগম্বরের নায়েব॥
আর দেখ নারীর খসম মরি যায়।
নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায়॥
ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে।
বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে॥
মাটী কাঠ পাথরের গড়িয়া মুরত।
জীউদান দিয়া পূজে নানামত ভূত॥
আদমীতে বনাইয়া জীউ দেয় যারে।
ভাব দেখি সে কি তারে তরাবারে পারে॥
বিশেষ বামণ জাতি বড় দাগাদার(৫)।
আপনারা এক জপে আরে বলে আর॥
পরদারে পাপ বলি বাঁদি রাখে নাই।
দুঃখ ভোগ হেতু হিন্দু করেছে গোসাঁই॥
বন্দেগী করিবে বান্দা জমীনে ঠুকিয়া।
করিম(৬) দিয়াছে মাথা করম(৭) করিয়া॥
মিছা ফাঁদে পাড়ি হিন্দু তাহা না বুঝিয়া।
যারে তারে সেবা দেই ভুমে মাথা দিয়া॥

(১) মহম্মদীয় শাস্ত্রানুসারে পশু পক্ষ্যাদির কণ্ঠচ্ছেদন করা।
(২) বধ, হত্যা। (৩) অপবিত্র, অশুদ্ধ। (৪) বিচার।
(৫) বিশ্বাসঘাতক। (৬) করুণাময়, ঈশ্বর।
(৭) অনুগ্রহ, ভাগ্য।

যতেক বামণ মিছা পুঁথি বানাইয়া।
কাফর(১) করিল লোকে কোফর পড়িয়া॥
দেবী বলে দেই গাছগড়ায় সিন্দুর।
হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর॥
বাঙ্গালিরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে।
পান পানী খানা পিনা আয়েব না করে॥
দাড়ী রাখে বাঁদী রাখে আর জবে খায়।
কাণ ফোঁড়ে টিকী রাখে এই মাত্র দায়॥
আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত(২) দেওয়াই আর কলেমা(৩) পড়াই॥
জন কত তোমরা গোঁয়ার আছ জানি।
মিছা লয়ে ফির বেইমানী হিন্দুআনী॥
দেহ জ্বলি যায় মোর বামন দেখিয়া।
বামণের রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া॥
প্রতাপ আদিত্য হিন্দু ছিল বাঙ্গালায়।
গালিমী(৪) করিল তাহে পাঠানু তোমায়॥
কাফর বাঙ্গালি হিন্দু বেদিন(৫) বামণ।
তাহারে রাজাই দিতে নাহি লয় মন॥

---

(১) নাস্তিক; পৌত্তলিকধর্ম্মাবলম্বী, মহাম্মদীয়ানেরা স্ব ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে কাফর বলিয়া থাকে।

(২) মহম্মদীয়ানদিগের বাল্যকালে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ ত্বকচ্ছেদন সংস্কার।

(৩) মহম্মদীয়ানদিগের অঙ্গশুদ্ধিকর কোরাণোক্ত ভজন।

(৪) শক্রতা। (৫) অধর্ম্মী, পাপী।

বুঝিলাম অন্নপূর্ণা ভূত দেখাইয়া।
ভুলাইল বামণ তোমারে বাজী দিয়া॥
এমন হিন্দুর ভূত দেখেছি বহুত।
মোরে কি ভুলাবে হিন্দু দেখাইয়া ভূত॥
আর কিছু ইনাম মাগিয়া লহ রায়।
বামণেরে বল ভূত দেখাকু আমায়॥
আগু হয়ে মজুন্দার কহিতে লাগিলা।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা॥

পাতশাহের প্রতি মজুন্দারের উত্তর।

একথা কব কেমনে। নর নিন্দে নারায়ণে॥
যেই নিরাকার, সেই সে সাকার,
তারি রূপ ত্রিভুবন।
তেজঃ ভাবে যোগী, দেবী ভাবে ভোগী,
কৃষ্ণ ভাবে ভক্ত জনে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম, মোক্ষের বিশ্রাম,
কেবল তার ভজনে।
ভারতের সার, গোবিন্দ সাকার,
নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে॥ ধ্র॥
মজুন্দার কহে জাঁহাপানা (১) সেলামত।
দেবতার নিন্দা কেন কর অদ্ভুত॥
হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত॥•

(১) পৃথিবীর আশ্রয়, ভূপতি।

পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে।
ভাবি দেখ আগে হিন্দু মোসলমান পিছে॥
ঈশ্বরের মুর বলি দাড়ির যতন।
টিকি কাটি নেড়া মাথা এ যুক্তি কেমন॥
কর্ণবেধে যদি হয় হিন্দু গোণাগার।
সুন্নতের গুণা তবে কত গুণ তার॥
মাটি কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর।
পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর॥
তাঁহার মুরতি গড়ি পূজা করে যেই।
নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥
সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার।
সোণা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার॥
দেব দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায়।
স্ত্রী পুরুষ বিনা কোথা সন্তান খোজায়॥
দেবী পূজা করে হিন্দু বলিদান দিয়া।
যবনেরা যবে করে পেটের লাগিয়া॥
দেবী ভাবি হিন্দুরা সিন্দূর দেই গাছে।
শূন্য ঘরে নমাজ কি কায তাহে আছে॥
খশম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড়ী।
একে ছাড়ি গাই যেন ধরে আর ষাঁড়॥
ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ।
সয়তানবাজী সেই এ যদি প্রমাণ॥
সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয়।
সেহ সয়তানবাজী কহিতে কি ভয়॥

হিন্দুরে সুন্নত দিয়া কর মুসলমান।
কাণে ছেঁদা মুদে যদি তবে সে প্রমাণ॥
কারসাজী (১) বলি কর্ণবেধে বল বাজী।
ভেবে দেখ সুন্নত বিষম কারসাজী॥
বেদমন্ত্র না মানিয়া কলমা পড়ায়।
তবে জানি সেইক্ষণে সে মন্ত্রে ভুলায়॥
প্রণাম করিতে মাথা দিল সে গোসাঞি।
সংসারে যে কিছু মূর্ত্তি তাহা ছাড়া নাই॥
ভেদজ্ঞানী নহে হিন্দু অভেদ ভাবিয়া।
যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া॥
সূর্য্যরূপে ঈশ্বরের পূর্ব্বেতে উদয়।
পূর্ব্বমুখ পূজে হিন্দু জ্ঞানোদয় হয়॥
পশ্চিমে সূর্য্যের অস্ত সে মুখে নমাজ।
যত করে মুসলমান সকলি অকাজ॥
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মার নায়েব।
না মানে না করে খানাপিনার আয়েব॥
বাম হস্ত নাপাক তসবী জপে তায়।
হিন্দুরে নাপাক বলে এত বড় দায়॥
উত্তম হিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের।
হায় হায় যবনের কি হবে আখের॥
যবনের কত ভাল ফিরিঙ্গির মত।
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত॥

---

(১) ছলনা।

শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়॥
মজুন্দার কৈলা যদি এ সব উত্তর।
ক্রুদ্ধ হৈলা জাহাঁগীর দিল্লীর ঈশ্বর॥
নাজীরে কহিলা বন্দী কর রে বামণে॥
দেখিব হিন্দুর ভূত বাঁচায় কেমনে॥
ক্রুদ্ধ হয়ে মানসিংহ চলিল বাসায়।
বিরচিল পাঁচালী ভারতচন্দ্র রায়॥

দাসু বাসুর খেদ।

পাতশার আজ্ঞা পায়, নাজির সত্বরে ধায়,
মজুন্দারে কয়েদ করিল।
দিলেক হাবশিখানা, অন্ন জল বৈল মানা,
দ্রব্যজাত লুঠিয়া লইল॥
কাহার প্রভৃতি যারা, ছুটিয়া পলায় তারা,
দাসু দাসু কান্দে উভরায়।
হায় হায় হরি হরি, বিদেশে বিপাকে মরি,
ঠাকুরের কি হইল দায়॥
দাসু বলে বাসু ভাই, পলাইয়া চল যাই,
কি হইবে বিদেশে মরিলে।
বিস্তর চাকরী পাব, বিস্তর পরিব খাব,
কোন রূপে পরাণ থাকিলে॥
যুবতী রমণী আছে, না রয়ে তাহার কাছে,
কেনে আনু বামণের সাতে।

নারী রৈল মুখ চেয়ে, তবু আম্ন মাটী খেয়ে,
তারি ফল পায় হাতে হাতে॥
দিবসে মজুরী করে, রজনীতে গিয়া ঘরে,
নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী।
নারী ছাড়ি ধন আশে, যেই থাকে পরবাসে,
তারে বড় কেবা আছে দুঃখী।
কাঁদিয়া কহিছে বাম্ন, উচিত কহিলা দাম্ন,
এই দুঃখে মোর প্রাণ কাঁদে।
মরি তাহে দুঃখ নাই, নারী রৈল কোন ঠাঁই,
বিধাতা ফেলিল একি ফাঁদে॥
কুড়ি টাকা পণ দিয়া, নূতন করিনু বিয়া,
এক দিনো শুতে না পাইনু।
কাদা খেঁড়ু হইয়াছে, পুনর্ব্বিয়া বাকী আছে,
মাটী খেয়ে বিদেশে আইনু॥
হেদে বামণের ছেলে, আগু পাছু নাই চেয়ে,
দিল্লী আইলা রাজাই করিতে।
দুধে ভাতে ভাল ছিল, হেন বুদ্ধি কেটা দিল,
পাতাশার দেয়ানে আসিতে॥
মানসিংহ সঙ্গ পেয়ে, রাজা হৈতে এল ধেয়ে,
এখন সে মানসিংহ কই।
গাঁজাখোর রজপুত, আফিঙ্গেতে মজবুত,
ব্রহ্মহত্যা করিলেক অই॥
মোগলে রহিল ঘেরি, সদা করে তেরি মেরি,
রাজা আঁখি দেখে ভয় পাই॥

খোট্টা মোট্টা বুঝি নাই, লুকাইব কোন ঠাঁই,
ছাতি ফাটে জল দেরে খাই ॥
উজ্জ্বল কজ্জলবাসে, ঘেরিয়াছে চারি পাশে,
রোহেলাজল্লাদ আদি যত।
কামড়ায়ে খেতে যায়, জাতি লৈতে কেহ চায়,
কত জনে কহে কতমত ॥
অরে রে হিন্দুকে পুত, দেখলাও কাঁহা ভূত,
নাহি তুঝে করেঙ্গা দোটুক।
না হোয় সুন্নত দেকে, কলমা পড়াঁও লেকে,
জাতি লেউ খেলায়কে থুক ॥
ধরিবারে কেহ ধায়, কাটিবারে কেহ চায়,
অন্নদা ভাবেন মজুন্দার।
অন্নদা ধ্যানের বলে, তেজঃ যেন অগ্নি জ্বলে,
ছুঁইতে যোগ্যতা হয় কার ॥
স্তুতি পাঠে অন্নদার, বসিলেন মজুন্দার,
চৌদিকে যবনে ধূম করে।
সিংহ যেন বসি থাকে, চারিদিকে শিবা ডাকে,
কাছে যেতে নাহি পারে ডরে ॥
ভূরিশিটে মহাকায়, নৃপতি নরেন্দ্র রায়,
তার সুত ভারত ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায়, অন্নদামঙ্গল গায়,
নীলমণি প্রথম গায়ন ॥

মজুন্দারের অন্নদা স্তব।

প্রসীদ মাতরন্নদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে।
পিনাকি পদ্মপাণি পদ্মযোনি সদ্ম সম্পদে॥
করস্থ রত্নদর্ব্বিকা সুপানপাত্রশর্ম্মদে।
পুরস্থ ভুক্ত ভক্ত শম্ভু নর্ত্তনে কটাক্ষদে॥
সুধান্বিত প্রভাত ভানু ভানুদন্তকচ্ছদে।
স্মিত প্রকাশিত ক্ষণপ্রভাংশু মুক্তিকারদে॥
বিলোললোচনাঞ্চলেন শান্ত রক্তপারদে।
প্রসীদ ভারতস্য কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তিসম্পদে॥ ধ্রু॥

অন্নদার মজুন্দারে অভয়দান।

স্তুতি কৈলা মজুন্দার, স্মৃতি হৈল অন্নদার,
আসিয়া দিল্লীতে উত্তরিলা।
জয়া বিজয়ারে লয়ে, আকাশ ভারতী কয়ে,
মজুন্দারে অভয় করিলা।
ভয় কিরে অরে ভবানন্দ।
মোর অনুগ্রহ যারে, কে তারে বধিতে পারে,
দুঃখ যাবে পাইবে আনন্দ॥
পাপী পাতশার পুত, আমারে কহিল ভুত,
ভালমতে ভুত দেখাইব।
পাতশাহী সরঞ্জাম, যত আছে ধুমধাম,
ভুত দিয়া সব লুঠাইব॥

যতেক বেদের মত, সকলি হইল হত,
নাহি মানে আগম পুরাণ।
মিছা মালা ছিলিমিলি, মিছা জপে ইলিমিলি,
মিছা পড়ে কলমা কোরাণ॥
যত দেবতার মঠ, ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ,
নানামতে করে অনাচার।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পায়, থুথু দেয় তার গায়,
পৈতা ছেঁড়ে ফোঁটা মোছে আর॥
এত বলি মহামায়া, দিয়া তারে পদছায়া,
রক্ষা হেতু জয়ারে রাখিলা।
ডাকিনী যোগিনী ভূত, ভৈরব বেতাল দূত,
সঙ্গে লয়ে সহরে চলিলা॥
জয়া নিজগণ লয়ে, রহিল রক্ষক হয়ে,
আনন্দে রহিল মজুন্দার।
মোগলে ছুঁইতে যায়, ভূতে ঢেলা মারে তায়,
ব্রহ্মদৈত্য করয়ে প্রহার॥
যবনের ধুমধাম, ভূত হাঁকে হুম হাম,
মহামারি পড়িল মশানে।
কহে রায় গুণাকর, অন্নপূর্ণা দয়া কর,
পরীক্ষিত তনু ভগবানে(১)॥

(১) ভারতচন্দ্র রায়ের তিন পুত্র,—পরীক্ষিত রায়, রায় এবং ভগবান রায়।

অন্নপূর্ণা সৈন্য বর্ণন।

ধূ ধূ ধম ধম, ঝমক ঝমক ঝম,
ঘন ঘন নৌবত বাজে।
ঝাঁগড় ঝাঁগড়, গড় গড় গড় গড়,
দগড় দগড় ঘন ঝাঁজে॥
হান হান হাঁকা, শত শত বাঁকা,
বাঁক কটার বিরাজে।
কত কত হাজী, কত বত বাজী,
ধাইল ছাড়ি নমাজে॥
বড় বড় দাড়ী, চামর ঝাড়ী,
গোঁফ উঠে শির তাজে।
গোলা ধম ধম, গোলী ঝম ঝম,
গম গম তোপ আবাজে॥
ঝন ঝন ঝনন, ঠন ঠন ঠন,
বরিখত বরকন্দাজে।
পাৰাণ হননে, বধিছে যবনে,
হুগাগণ যেমন বাজে॥
মারিয়া লাথী, বধিছে হাতী,
ঘোড়া অনলে ভাজে।
শোণিত পানা, সহিতে দানা,
চৰ্ব্বই যেমন লাজে॥
ভৈরব লম্ফে, ধরণী কম্পে,
ঝ.ঝুকি নভশির লাজে।

ভারত কাতর, কহিছে মুরহর,
রিপুবধ কর অব্যাজে ॥ ধ্রু ॥

দিল্লীতে ভূতের উৎপাত।

ডাকিনী যোগিনী, শাঁখিনী পেতিনী,
গুহ্যক দানব দানা।
ভৈরব রাক্ষস, বোক্কস খোক্কস,
সমরে দিলেক হানা ॥
লপটে ঝপটে, দপটে রপটে,
ঝড় বহে খরতর।
লপ লপ লম্ফে, ঝপ ঝপ ঝম্পে,
দিল্লী কাঁপে থর থর ॥
টাকরে চাপড়ে, আঁচড়ে কামড়ে.
মরিছে যবন সেনা।
রক্তের পাঁতারে, ভৈরব সাঁতারে,
গগণে উঠিছে ফেণা ॥
তা থই তা থই, হো হো হই হই,
ভৈরব ভৈরবী নাচে।
অট অট হাসে, কট মট ভাষে,
মত্ত পিশাচী পিশাচে ॥
তুরঙ্গ ধরিয়া, গণ্ডুষ করিয়া,
মাতঙ্গ পুরিয়া গালে।

সিপাই ধরিয়া, ফেলিয়া লুফিয়া,
খেলিছে তাল বেতালে ॥
রথ রথি সঙ্গে, মুখে পূরি রঙ্গে,
দশনে করিছে গুঁড়া।
হুঙ্কার ছাড়িয়া, ফুঁকে উড়াইয়া,
খেলিছে আবির উড়া ॥
নরশির মালা, সমর বিশালা,
শোণিত তটিনী তীরে।
রণজয় তালী, ঘন দিয়া কালী,
শৃগালী বেষ্টিত ফিরে ॥
এইরূপে দানা, গণ দিল হানা,
যবনে হইল দায়।
ললিত বিধানে, রচিয়া মশানে,
রায় গুণাকর গায় ॥

ভূতের প্রাদুর্ভাব।

একি ভূতগত দেশে রে।
না জানি কি হবে শেষে রে ॥

উত্তম অধম, না হয় নিয়ম,
কেহ নাহি ধর্ম্ম লেশে রে।
দাতা ছিল যারা, ভিক্ষা মাগে তারা,
চোর ফিরে সাধু বেশে রে ॥
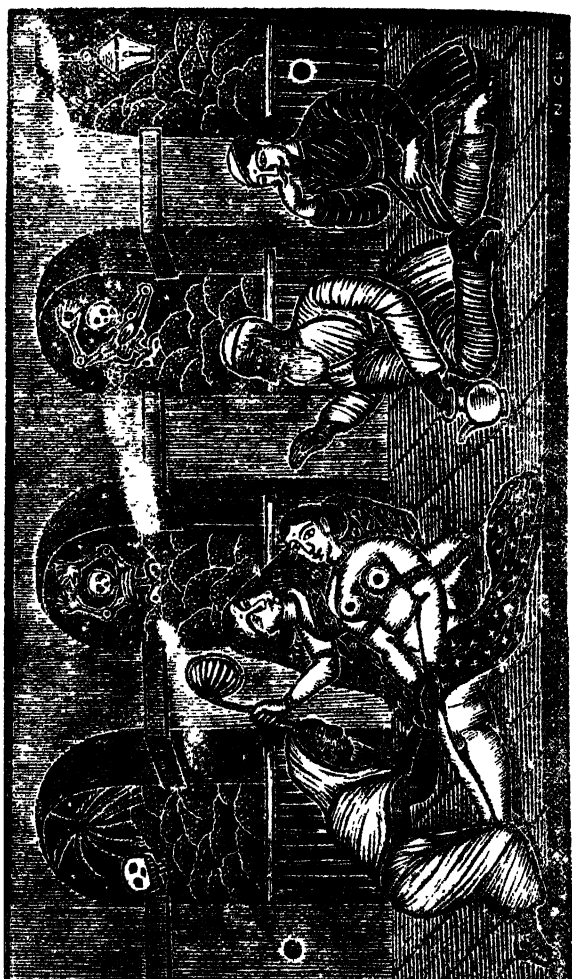
যবনে ব্রাহ্মণে, সমভাবে গণে,
তুল্য মূল্য গজে মেষে রে।
ভারতের মন, দেখি উচাটন,
না দেখিয়া হৃষীকেশে রে॥ ধ্রু॥

এইরূপে দিল্লীতে পড়িল মহামার।
যবনের হাহাকার ভূতের হুঙ্কার॥
ঘরে ঘরে সহরে হইল ভূতাগত।
মিয়ারে কহিছে বান্দী শুন হজরত॥
বিবীরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল।
পেশবাজ ইজার ধনকে ছিঁড়ি দিল॥
চিতপাত হয়ে বিবী হাত পা আছাড়ে।
কত দোয়া দবা (১) দিনু তবু নাহি ছাড়ে॥
শুনি মিয়া তসবী (২) কোরাণ ফেলাইয়া।
দড় বড় রড় দিলা ওঝারে লইয়া॥
ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত।
বিবী লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে যত॥
"অরে রে খবিস তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত।
ও তোর মাতারি তুই উহারি সে পুত॥
কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়।
ফতমাবিবীর আজ্ঞা ছাড় ছাড়॥"
ইত্যাদি অনেক মন্ত্র পড়িলেক ওঝা।
মিয়া দিলা লিখিয়া জ বোঝা বোঝা॥

(১) ঔষধ। (২) জপমালা

আর বিবী বাঁদীরে ধরেছে আর ভূতে।
ওঝারে কিলায় কেহ কেহ মুখে মুতে॥
ধূলা ঝাড়ি গুড়ি গুড়ি পলাইল ওঝা।
মিয়া হৈলা মিয়ানী ওঝার ঘাড়ে বোঝা॥
এই রূপে ভূতাগত হইল সহরে।
হাহাকার হুহুঙ্কার প্রতি ঘরে ঘরে॥
শূন্যপথে সিংহরথে অন্নদা রহিলা।
সহরের যত অন্ন কটাক্ষে হরিলা॥
পাতশার ভাণ্ডার কি আর আর ঠাঁই।
হাট ঘাট বাজারে দোকানে অন্ন নাই॥
ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর।
মসূরাদি বরবটী বাটুলা মটর॥
দেধান মাড়ুয়া কোদো চিনা ভুরা যব।
জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব॥
মৎস্য মাংস কাঁচা পাকা নানা গুড় দ্রব্য।
ঘাস পাত ফুল ফল যতমত গব্য॥
কিনিতে বেচিতে কেহ কোথায় না পায়।
সবে বলে আচম্বিতে একি হইল দায়॥
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
মিশালে বিস্তর হিন্দু ঠেকে গেল দায়॥
উপোষে উপোষে লোক হৈল মৃতপ্রায়।
থাকুক অন্নের কথা জল নাহি পায়॥
বখরা বকরী আদি নানা জন্তু কাটি।
খাইবারে সকলেতে মাস লয় বাঁটি॥

নানামতে লোক আহারের চেষ্টা পায়।
হাতে হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায়॥
এই রূপে সপ্তাহ সহরে অন্ন নাই।
ছেলে পিলে বুড়া রোগা হৈল এক ঠাঁই॥
পাতশার কাছে গিয়া উজির নাজির।
সহরের উপদ্রব করিল জাহির॥
পাতশা কহেন বাবা কি হৈল গোঁসাই।
সাত রোজ মোর ঘরে খানা পিনা নাই॥
মামুর(১) হইল মোর বাবুরচি-খানা।
ঘরে হৈতে নিকলিতে না পারে জনানা॥
গোহাড় ইটাল ইট শূন্য হৈতে পড়ে।
ভূচালার(২) মত মালা কোটা সব লড়ে॥
আঁধারে কি কব রোজ(৩) রৌশনে(৪) আঁধার।
লুপ ছাপ দুপ দাপ হুঙ্কার হাঁকার॥
দেখিতে না পাই কেবা করে ধুমধাম।
শবো(৫) রোজ হাঁকে হুম হাম ধুম থাম॥
যুবতী সহেলী বাঁদী ধরিয়া পাছাড়ে।
বেহোশ হইয়া তারা হাত পা আছাড়ে॥
খবিশ(৬) পাইল বলি ডাকি আনে ওঝা।
লিখি দিনু গলায় তাবিজ বোঝা বোঝা॥
এমন খবিশ আর না শুনি কোথায়।
তাবিজ(৭) ছিঁড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায়॥

(১) শেষ, অন্ত। (২) ভূমিকম্প। (৩) দিবা। (৪) আলোক (৫) রাত্রি। (৬) মুসলমানের ভূত। (৭) মাদলি।

ভারত কহিছে ভূতনাথের এ ভূত
খবিশের খবিশ যমের যমদূত ॥

পাতশার নিকটে উজিরের নিবেদন।

ফিরিয়া চাও মা অন্নদা ভবানী।
জননী না শুনে কোথা বালকের বাণী ॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, সাধন তোমার নাম,
বিধি হরি হর ভাবে ওপদ দুখানি।
তুমি যারে দয়া কর, অন্নে পূর্ণ তার ঘর,
না থাকে আপদ কিছু আমি ইহা জানি ॥
পানপাত্র হাতা হাতে, রতন মুকুট মাতে,
নাচাও ত্রিশূলপাণি দিয়া অন্ন পানি।
ভারত বিনয় করে, অন্নে পূর্ণ কর ঘরে,
হরিভক্তি দেহ মোরে তবে দয়া জানি ॥ ধ্রু ॥

কাজি কহে জাঁহাপানা কত কব আর।
কোরাণ টানিয়া কালি ফেলিল আমার ॥
নাহি মানে কোরাণ তাবিজ মজবুত।
এ কভু খবিশ নহে হিন্দুর এ ভূত ॥
উজির কহিছে আলম্পানা (১) সেলামত (২)।
আমি বুঝি সেই বামণের কেরামত (৩) ॥

(১) জাহাপনা, ভূভুবণ। (২) মঙ্গল। (৩) দৈবশক্তি, ক্ষমতা।

মানসিংহ কহিয়াছে দেবী পূজে সেই।
যখন যে চাহে তাহে দেবী তাহা দেই॥
তুমি তার দেবীরে হিন্দুর ভূত কয়ে।
ভূত দেখা বলি বন্দী কৈলা ক্রুদ্ধ হয়ে॥
সেই দেবী এত করে মোর মনে লয়।
মানাও সে বামণেরে মিটিবে প্রলয়॥
উজিরের বাক্যে জাহাঁগীর জ্ঞান পায়।
দড় বড় ডাকাইল মানসিংহ রায়॥
মানসিংহ আসিয়া করিল নিবেদন।
ভূত জানে তুমি জান জানে সে বামণ॥
আমি দেখিয়াছি বামণের কেরামত।
অন্নপূর্ণা ভবানীর মহিমা যে মত॥
ভালহেতু করেছিনু হজুরে আরজ॥
নহিলে কহিতে মোর কি ছিল গরজ॥
ভূত বলি দেবীরে সাহেব গালি দিলা।
সহরে কহর(১) এত আপনি করিলা॥
এখনো সে বামণেরে কর পরিতোষ।
তবে বুঝি তার দেবী মাপ করে রোষ॥
মানসিংহ রায়ের কথার অনুসারে।
মজুন্দারে আনিতে কহিলা দরবারে॥
যোড়হাতে কহে নাজিরের লোক জন।
বামণের কাছে যাবে কে আছে এমন॥

(১) কোপ, দণ্ড।

মশানেতে শ্মশান করিল যত ভূত।
হাতী ঘোড়া উঠ আদি মরিল বহুত॥
মারা গেল কত শত আমীর উমরা।
কেবল তক্তের বক্তে বাঁচিলা তোমরা॥
যমুনার লহর(১) লহুতে হৈল লাল।
এখনো বামণে মান মিটুক জঞ্জাল॥
শুনি জাহাঁগীর বড় দিলগির(২) হয়ে।
মশানে চলিলা ভয়ে দস্তবস্ত(৩) হয়ে॥
অন্তরযামিনী দেবী অন্তরে জানিয়া।
দয়া হৈল জাহাঁগীরে কাতর দেখিয়া॥
ভূত দেখা বলি ভবানন্দে বন্দী কৈল।
বাঞ্ছাকল্পতরু আমি দেখা দিতে হৈল॥
সহরের উপদ্রব বারণ করিয়া।
দেখা দিলা জাহাঁগীরে মায়া প্রকাশিয়া।
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

অন্নপূর্ণার মায়া প্রপঞ্চ।

কে তোমায় চিনিতে পারে গো মা।
বেদে সীমা দিতে নারে গো মা॥ ধ্রু॥

---

(১) স্রোত। (২) দুঃখিত, ভাবিত। (৩) বদ্ধকর, বদ্ধাঞ্জলি

রক্ত শতদল তক্তে পাতশা অভয়া।
উজির হইলা জয়া নাজীর বিজয়া॥
মহাবিদ্যাগণ যত হৈলা পরিবার।
আমীর উমরা হৈলা যত অবতার॥
বিশ্ব বাড়ী মুরুচা বুরুজ বার রাশি।
গোলন্দাজ নবগ্রহ নক্ষত্র সাতাশি॥
বিষ্ণু বক্সী ব্রহ্মা কাজী মুনশী মহেশ।
সেনাপতি শাহাজাদা কার্ত্তিক গণেশ॥
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী শিবদূতী।
নারসিংহী বারাহী কৌমারী পৌরহূতী॥
আট দিকে আনন্দে নায়িকা আট জন।
শিরে ছত্র ধরে করে চামর ব্যজন॥
সক্কা হৈল বরুণ পবন ঝাড়ুকশ।
চন্দ্র সূর্য্য মশালচী মশাল ওজস॥
মজুন্দারে রাজা করি রাখিল সমুখে।
দেবরাজ রাজছত্র ধরিয়াছে সুখে॥
জাহাঁগীর যেমন এমন কত আর।
চারিদিকে মজুন্দারে করে পরিহার॥
কোনখানে মধুকৈটভের মহারণ।
কোন খানে মহিষাসুরের নিপাতন॥
কোন খানে সুগ্রীব দূতের রায়বার।
কোন খানে ধূম্রলোচনের তিরস্কার॥
কোন খানে উগ্রচণ্ডা চণ্ডমুণ্ড কাটি।
কোন খানে রক্তবীজ যুদ্ধ পরিপাটী॥

কোনখানে শুম্ভ নিশুম্ভের বিনাশন।
কোনখানে সুরথ সমাধি দরশন॥
কোনখানে রাম রাবণের মহারণ।
কোনখানে কংস বধ আদি বিবরণ॥
কোনখানে মনসা শীতলা ষষ্ঠীগণ।
পুত্তাশুর ঘাঁটু মহাকাল পঞ্চানন॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি যত আছে আর।
আশে পাশে অদভূত ভূতের বাজার॥
যোগিনী যোগান দেয় পশারী ডাকিনী।
কাঙ্গালী হইয়া মাগে শাঁখিনী পেতিনী॥
রক্ষক রাক্ষসগণ যক্ষগণ বেগে।
সহরের দ্রব্য যত ভূতে দেয় এনে॥
কিনে লয় ব্রহ্মদৈত্য দানা লয় কেড়ে।
ভৈরব হৈ হৈ করে লয় ফিরে তেড়ে॥
সিদ্ধগণ দোকানী চারণ(১) গণ চোর।
প্রেতগণ প্রহরী হাঁকিনী হাঁকে ঘোর॥
নৃত্য করে গীত গায় বাজায় বাজন।
বিদ্যাধর কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদি গণ॥
ঋষিশ গণেরে ধরি আনে যত চণ্ড।
যমদূতগণে তারে করে যমদণ্ড॥
শূন্যেতে হইল এক মায়া জলনিধি।
হর নৌকা হরি মাঝী পার হন বিধি॥

(১) নটবিশেষ, নর্ত্তক।

তাহাতে কমলদহ অতি সুশোভন।
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে পবন॥
ছয় ঋতু ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।
মধুকর কোকিল শিখণ্ডি শিখণ্ডিনী॥
এক দল দ্বিদল সহস্র লক্ষ দল।
অধোমুখে নানাজ্যুতি ফুটিছে কমল॥
এক আদি লক্ষ অন্ত দন্ত কর্ণ পায়।
ঊর্দ্ধপদে হেট পিঠে হাতী নাচে তায়॥
তার পিঠে অধঃশিখে অনল জ্বলিছে।
মোমের পুতলী হাতে সুরতি খেলিছে॥
ঊর্দ্ধপদে হেঁটমাথে তাহে নাচে নারী।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে বিনা বাদ্যকারি॥
সেই রামচন্দ্র সূর্য্য অঞ্জলি করিয়া।
অন্নদার পদে দেই অজপা জপিয়া॥
মৃদুহাসে জল হৈতে অনল তুলিয়া।
গিলিয়া উগারে পুনঃ অঞ্জলী করিয়া॥
হাসি হাসি হাই ছাড়ে কি কব সে কাণ্ড।
একেবারে খেতে পারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড॥
তার পাশে আর এক কমলে কামিনী।
গিলিয়া উগারে গজ গজেন্দ্রগামিনী॥
তার দিগে আর পদ্মে এক মধুকর।
ছয় পদে ধরিয়াছে ছয় করীবর॥
তার দিগে আর পদ্মে এক মধুকরী।
নর সঙ্গে রতি রঙ্গে প্রসবে কেশরী॥

আর দিগে এক পদ্মে নাগিনী কুমারী।
অৰ্দ্ধ অঙ্গ নাগ তার অর্দ্ধ অঙ্গ নারী॥
একবারে একজন পাতশারে চায়।
সবে দেখে সর্ব্ব শুদ্ধ ধরি যেন খায়॥
একবারে বিষদৃষ্টে প্রাণ লয় হরি।
আর দৃষ্টে প্রাণ দেয় সুধা বৃষ্টি করি।
ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণে সচেতন।
হাসে কাঁদে উঠে পড়ে নমাজে যেমন॥
প্রেম ভয়ে মোহ স্তব করিবারে চায়।
মুখে না নিঃসরে বাণী ভূমে গড়ি যায়॥
ভক্ত হৈল জাহাঁগীর অন্তরে জানিয়া।
যত মায়া মহামায়া হরিলা হাসিয়া॥
জ্ঞান পেয়ে জাহাঁগীর প্রাণ পাইল হেন
মজুন্দারে স্তুতি করে দাসু বাসু যেন॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ভবানন্দের পাতশার বিনয়।

জাহাঁগীর কহে শুন বামণ ঠাকুর।
না জানি করিনু দোষ রোষ কর দূর॥
দেবীপুত্র দয়াময় মোরে কর দয়া।
তোমার প্রসাদে আমি দেখিনু অভয়া॥

অধম যবন আমি তপস্যা কি জানি।
অধর্ম্মেরে ধর্ম্ম বলি ধর্ম্ম নাহি মানি॥
তবে যে আমারে দেখা দিলা মহামায়া।
তার মূল কেবল তোমার পদছায়া॥
অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্প সঙ্গে কীট যেন উঠে সুরমাথে॥
তারে যে পাইলে দুঃখ দুঃখ নাহি ইথে
রাহু গ্রস্ত হন চন্দ্র লোকে পুণ্য দিতে॥
ঘৃণা ছাড়ি ছুঁয়ে শুদ্ধ করহ আমারে।
পরশ পরশে লোহা সোণা করিবারে॥
মজুন্দার কন কেন এত কথা কও।
জাঁহাপনা সামান্য মানুষ তুমি নও॥
তবে মোরে বড় বল দেবী ভক্ত জানি।
আমা হৈতে তুমি বড় ভক্ত অনুমানি॥
যে রূপে তোমারে দরশন দিলা দেবী।
এরূপ দেখি না আমি এত দিন সেবী॥
ইথে বুঝি আমা হৈতে তুমি তাঁর প্রিয়।
এই নিবেদন করি কৃপা দৃষ্টি দিয়॥
পাতশা কহেন শুন বামণ ঠাকুর।
দেবী পূজা করি মোর পাপ কর দূর॥
সে পদ পূজিলে পাব সেই পদে ঠাঁই।
হায় রে পূজিব কিসে কোন চীজ নাই॥
অন্তর যামিনী দেবী দানা হস্ত দিয়া।
পূজার সামগ্রী যত দিলা পাঠাইয়া॥

দেখিয়া সবার আরো বাড়িল বিস্ময়।
সাক্ষাৎ দেবীর পুত্র মজুন্দারে কয়॥
জাহাঁগীরে কহেন ঠাকুর মোরে বাঁচা।
ভালমতে বুঝিনু তোমার দেবী সাঁচা॥
জাহাঁগীর ঢেড়ী দিলা সকল সহরে।
অন্নপূর্ণা পূজা সবে কর ঘরে ঘরে॥
সেই খানে মজুন্দার মুদিয়া নয়ন।
উদ্দেশেতে অন্নদারে কৈলা নিবেদন॥
দেশ কাল পাত্র বুঝি পূজার নিয়ম।
অন্তরযামিনী তুমি যান সব ক্রম॥
পাতশার অধ্যক্ষ দরবার পূজাস্থান।
সদস্য কেবল দস্যু মোগল পাঠান॥
কাজী ছাড়ে কলমা কোরাণ ছাড়ে কারী
হুলাহুলি দেয় যত যবনের নারী॥
এমন পূজায় ঘটা কবে হবে আর।
নিবেদিনু অন্নপূর্ণা যে ইচ্ছা তোমার॥
অন্নে পূর্ণ করি দিল্লী সকলে বাঁচাও।
পাতশা প্রণাম করে কটাক্ষেতে চাও॥
কাজী হাজী কারী আদি যবন যাবত।
সর্ব্বশুদ্ধ পাতশা হইলা দণ্ডবত॥
মধুর নৌবত বাজে নাচে রামজনী।
মজুন্দার মানসিংহ পড়িলা অবনী॥
পূজা পেয়ে অন্নপূর্ণা দিলা কৃপাদৃষ্টি।
সকলের উপরে হইল পুষ্পবৃষ্টি॥

সেই ফুল চালু কলা প্রসাদ বলিয়া।
প্রেত ভূতগণ সব লইল লুটিয়া॥
পূর্ব্বমতে অন্নে পূর্ণ হইল সহরে।
অন্নপূর্ণা পূজা সবে করে প্রতি ঘরে॥
পূজা লয়ে অন্নপূর্ণা মহাহৃষ্ট হয়ে।
কৈলাশ শিখরে গেলা নিজগণ লয়ে॥
মহানন্দে জাহাঁগীর গুণাগীর হয়ে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দারে লয়ে॥
পাতশা বসিল গিয়া তক্তের উপরে।
মানসিংহ বিদায় হইলা নিজঘরে॥
মজুন্দার রাজাই পাইলা ফরমান।
খেলাত কাটার ঘড়ী নাগরা নিশান॥
পাতশার নিকটেতে হইয়া বিদায়।
বিস্তর সামগ্রী দিলা মানসিংহ রায়॥
দাস্থ বাস্থ আদি যত পলাইয়া ছিল।
সংবাদ পাইয়া সবে আসিয়া মিলিল॥
দিল্লী হৈতে মজুন্দার দেশেতে চলিলা।
ত্রিবেণীর স্নান হেতু প্রয়াগে আইলা॥
করিলেন স্নানদান প্রয়াগের নীরে।
দাস্থ বাস্থ নিবেদন করে ধীরে ধীরে॥
ইহাঁর মহিমা কিছু কহ নিমা সিমা।
কার অধিষ্ঠানে এত ইহার মহিমা॥
জ্ঞানবলে তোমরা আঁধারে দেখ আলা।
চক্ষু কাণ আছে মোরা তবু কাণা কালা॥

শুন অরে দাসু বাসু কন মজুন্দার।
গঙ্গার প্রভাবে এত মহিমা ইহার॥
ভারতেরে দয়া কর গঙ্গা দয়াময়ি।
এই ছলে গঙ্গার মহিমা কিছু কই॥

গঙ্গার বর্ণন।

দাসু বাসু কর অবধান।
যেই দেব নিরঞ্জন, চিৎস্বরূপী জনার্দ্দন,
এই গঙ্গা সেই ভগবান॥
মহাদেব এককালে, পঞ্চমুখে পঞ্চ তালে,
গীতে তুষ্ট কৈলা ভগবানে।
নারায়ণ দ্রব হৈলা, বিধি কমণ্ডলে লৈলা,
বেদব্যাস বর্ণিলা পুরাণে॥
তার কত দিন পরে, বলি ছলিবার তরে,
নারায়ণ বামন হইলা।
ত্রিপাদ ধরণী লয়ে, ত্রিবিক্রম রূপ হয়ে,
এক পদে স্বর্গ আচ্ছাদিলা॥
বিধি সেই পদতলে, পাদ্য দিলা সেই জলে,
শিব দিলে জটাজুটে ধাম।
বিমল চপল তরঙ্গা, সেই জল এই গঙ্গা,
এই হেতু বিষ্ণুপদী নাম॥
ত্রিলোকে ত্রিলোক তারা, তিনি হৈলা তিনধারা,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বিশ্রাম।

স্বর্গে মন্দাকিনী মন্দা, ভূতলে অলকানন্দা,
পাতালেতে ভোগবতী নাম॥
ধনি সে অলকানন্দা, নরলোকে মহানন্দা,
ইহাঁরে আনিল ভগীরথ।
সগর সন্তান যত, ব্রহ্মশাপে ছিল হত,
এই গঙ্গা দিল মুক্তিপথ॥
শিব জটা মুক্ত হয়ে, ভাগীরথী নাম লয়ে
এথা আসি ত্রিবেণী হইলা।
সরস্বতী যমুনারে, মিলাইয়া দুইধারে,
মধ্য ভাগে আপনি রহিলা॥
ভগীরথে লয়ে সঙ্গে, বারাণসী দেখি রঙ্গে,
যান গঙ্গা দক্ষিণের বাটে(১)।
জহ্নু মুনি পিয়াছিল, কাণে উগারিয়া দিল,
জাহ্নবী হইল জহ্নু ঘাটে॥
রাজা ভগীরথ রায়, আগে আগে নাচি যায়,
সাধু সাধু কহে দেবগণ।
পূর্ব্বে গেলা পদ্মা হয়ে, ভাগীরথী নাম লয়ে
মোর দেশে দিলা দরশন॥
গিরিয়া মোহনা দিয়া, অগ্রদ্বীপ নিরখিয়া,
নবদ্বীপে পশ্চিম বাহিনী।
পুনশ্চ ত্রিবেণী হৈলা, দক্ষিণ প্রয়াগ কৈলা,
ত্রিবেণীতে ত্রিলোক তারিণী॥

(১) পথ।

শতমুখীরূপ ধরি, সাগর সঙ্গম করি,
মুক্ত কৈল সাগর সন্তানে॥
বেদ যার বিজ্ঞ নহে, কে তার মহিমা কহে,
ভারত কি কবে কিবা জানে॥

অযোধ্যা বর্ণন।

জানকী জীবন রাম। নবদূর্ব্বাদলশ্যাম॥
ভব পারাবারে, পার করিবারে,
তরণি রামের নাম।
চারু জটাজুট, রচিত মুকুট,
তাহে নবফুলদাম॥
হাতে শরাসন, দক্ষিণে লক্ষ্মণ,
ধ্যানে সুখমোক্ষ ধাম॥
হনূমান সঙ্গে, পুলকিত অঙ্গে,
ভারত করে প্রণাম॥ ধ্রু॥

প্রয়াগ হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥
দাসু বাসু নিবেদয়ে শুনহ ঠাকুর।
হেথা হৈতে অযোধ্যা নগর কত দূর॥
দেখিব রামের বাড়ী এ বড় বাসনা।
কৃপা করি মো সবার পূরাহ কামনা॥
কহিলেন মজুন্দার কিছু ফের হয়।
যে হৌক সে হৌক তথা যাওন নিশ্চয়॥

দেখে যেই জন রামজনম ভবন।
ধরায় ধরিয়া তনু ধন্য সেই জন॥
জিজ্ঞাসিয়া পথিকে পথের ভেদ জানি।
উত্তরিল অযোধ্যায় রামরাজধানী॥
অযোধ্যায় গিয়া দেখিলেন মজুন্দার।
যে যেখানে রামচন্দ্র করিলা বিহার॥
অযোধ্যা নিবাসী যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
মজুন্দারে আসি সবে মিলিলা ত্বরিত॥
নানা ধনে মজুন্দার তুষিল সবারে।
সাধু সাধু তারা সবে কহে মজুন্দারে॥
মহানন্দে মজুন্দার নানা কুতূহলে।
করিলেন স্নান দান সরযূর জলে॥
দিনকত সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া।
অযোধ্যানিবাসি লোক সংহতি লইয়া॥
সকল অযোধ্যা পুরী করি দরশন।
শুনিলেন বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ॥
দাস্থ বাস্থ বিনয়ে কহিছে মজুন্দারে।
ভাষা করি এই কথা বুঝাও আমারে॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ সংক্ষেপে ভাষায়।
এই ছলে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়॥

রামায়ণ কথন।

দাসু বাসু শুন মন দিয়া।
বাল্মীকি পুরাণ মত, রামের চরিত্র যত,
সংক্ষেপে কহিব বিবরিয়া ॥
এই দেশে মহারথ, ছিল রাজা দশরথ,
সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান।
কৌশল্যা প্রথমা নারী, কেকয়ী দ্বিতীয়া তারি,
তৃতীয়া সুমিত্রা অভিধান ॥
হরি চারি অংশ লয়ে, চরুভাগে ভাগ হয়ে,
তিন গর্ব্ভে হৈলা চারি জন।
কৌশল্যা প্রসবে রাম, কেকয়ী ভরত নাম,
সুমিত্রা লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন ॥
লক্ষ্মী মিথিলায় গিয়া, যজ্ঞকুণ্ডে জনমিয়া,
জনকের সুতা সীতা হৈলা।
সীতাপতি রামে জানি, জনক পরম জ্ঞানী,
হরধনুর্ভঙ্গ পণ কৈলা ॥
বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করে, যজ্ঞ রাখিবার তরে,
রাম লক্ষ্মণেরে গেলা লয়ে।
শ্রীরামের এক শরে, তাড়কা রাক্ষসী মরে,
মারীচ পলায় ক্রত হয়ে।
যজ্ঞ রাখি প্রভু রাম, গিয়া জনকের ধাম,
ধনু ভাঙ্গি সীতা বিয়া কৈলা।

রামায়ণ কথন ।

অযোধ্যা যাইতে রঙ্গে, পরশুরামের সঙ্গে,
 পথে রণে রাম জয়ী হৈলা ॥
ঘরে এল সীতা রাম, সিদ্ধ হৈল মনস্কাম,
 দশরথ রাজ্য দিতে চায় ।
কেকয়ী হইল বাম, বনবাসে গেলা রাম,
 শোকে দশরথ ছাড়ে কায় ॥
জানকী লক্ষ্মণে লয়ে, রাম যান দ্রুত হয়ে,
 গুহক চণ্ডালে কৈলা সখা ।
শ্রীরাম দণ্ডকবাসী, তথা উত্তরিলা আসি,
 রাবণ ভগিনী শূর্পণখা ॥
রামেরে ভজিতে চায়, সীতারে লঙ্ঘিতে যায়,
 লক্ষ্মণ কাটিলা নাক তার ।
সেই হেতু রাম শরে, খর দূষণাদি মরে,
 শূর্পণখা করে হাহাকার ॥
শুনি শূর্পণখা মুখে, রাবণ মনের দুখে,
 বনে গেল মারীচে লইয়া ।
মায়ামৃগ রূপ হয়ে, মারীচ রামেরে লয়ে,
 দূরে গেল মায়া প্রকাশিয়া ॥
রামবাণে হত হয়ে, হায় রে লক্ষ্মণ কয়ে,
 মায়ামৃগ মারীচ মরিল ।
লক্ষ্মণ সীতার বোলে, তথা গেলা উতরোলে,
 সীতা হরি রাবণ লইল ॥
রাম মায়ামৃগ নাশি, লক্ষ্মণ সহিত আসি,
 পর্ণশালে না দেখিয়া সীতা ॥

সীতার উদ্দেশে যান, পথে মিলে হনূমান,
সুগ্রীব বানর হৈল মিতা॥
সুগ্রীবের পক্ষ হৈলা, সপ্ততাল ভেদ কৈলা,
মহাবলি বালিরে বধিলা।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিয়া, হনূমানে পাঠাইয়া,
জানকীর সংবাদ জানিলা॥
কপিগণে পাঠাইয়া, শিলা তরু ভাসাইয়া,
সিন্ধু বাঁধি ভবানী পূজিলা।
সিন্ধু পার হৈলা রাম, মনে মানি পরিণাম,
বিভীষণ আসিয়া মিলিলা॥
অনেক সমর হৈল, কুম্ভকর্ণ আদি মৈল,
ইন্দ্রজিত প্রভৃতি মারল।
রাবণ রুষিয়া মনে, যুঝে শ্রীরামের সনে,
শক্তিশেলে লক্ষ্মণে বিঁধিল॥
রাম কন হনূমানে, সে গন্ধমাদন আনে,
তাতে ছিল বিশল্যকরণী।
পাইয়া তাহার ঘ্রাণ, লক্ষ্মণ পাইলা প্রাণ,
দেবগণ করে জয়ধ্বনি॥
রাবণ আইল রণে, রঘুনাথ ক্রোধ মনে,
ব্রহ্ম অস্ত্রে তাহারে বধিলা।
বিভীষণে দিলা লঙ্কা, ইন্দ্রের ঘুচিল শঙ্কা,
পরীক্ষায় সীতা উদ্ধারিলা॥
রাক্ষস বানর সঙ্গে, পুষ্পকে চড়িয়া রঙ্গে,
রাজা হৈলা অযোধ্যা আসিয়া।

সীতা হৈলা গর্ভবতী, লোকবাদে রঘুপতি,
বনবাসে দিলা পাঠাইয়া ॥
সীতা তপোবনে রৈলা, কুশ লব পুত্র হৈলা,
রাম অশ্বমেধ আরম্ভিলা।
বাল্মীকির সঙ্গে গিয়া, কুশ লব বিবরিয়া,
রামে রামায়ণ শুনাইলা ॥
কুশ লব পরিচয়ে, সীতা আনি নিজালয়ে,
পরীক্ষা দিবারে পুনঃ চান।
সীতা কৈলা ধরা ধ্যান, ধরা কৈলা অধিষ্ঠান,
সীতা কৈলা পাতালে পয়াণ ॥
মুগ্ধ রাম সীতা শোকে, হেনকালে সুরলোকে,
যুক্তি করি কাল গেলা তথা।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিয়া রাম, চলিলা বৈকুণ্ঠ ধাম,
ভারতের অসাধ্য সে কথা ॥

ভবানন্দের কাশী গমন।

জয়তি জননি অন্নদা।
গিরিশ নয়ন নন্দা ॥
অখিল ভুবন ভক্ত ভক্ত ভক্তি মুক্তি শর্ম্মদা।
কর বিলসিত রত্নদর্ব্বী পানপাত্র সারদা ॥
তরুণ কিরণ কমল কোষ নিহিত চরণ চারদা।
ভব নিপতিত ভারতস্য ভবজলনিধি পারদা ॥ ধ্রু॥
অযোধ্যা হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥

অন্নপূর্ণা দেখিবারে কৈলা মনোরথ।
ধরিলা কাশীর পথ কৈলাসের পথ॥
শোক দুঃখ পাপ তাপ পলাইল দূরে।
শুভক্ষণে প্রবেশিলা বারাণসী পুরে॥
মণিকর্ণিকার জলে করি স্নান দান।
দর্শন করিলা বিশ্বেশ্বর ভগবান॥
এক মাস কাশী মাঝে করিয়া বিশ্রাম।
দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম॥
অন্নপূর্ণা পুরে অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
বিশ্বকর্ম্মা নিরমিত অতুল মহিমা॥
শিব কৈলা যার পূজা দেবগণ লয়ে।
করিলা তাঁহার পূজা সাবধান হয়ে॥
ষোড়শোপচার উপহার কত আর।
পুঁথি বেড়ে যায় আর কত কব তার॥
ব্রতদাস পূজা কৈলা কাশীতে আসিয়া।
সাক্ষাত হইয়া দেবী কহিলা হাসিয়া॥
অরে বাছা ভবানন্দ বর পুত্র তুমি।
তোমার পরশ পুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি॥
তুমি হৈলা ধরাপতি ধন্য হৈল ধরা।
বিলম্ব না কর ঘরে চল করি ত্বরা॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী মোর ব্রতদাসী।
তুমি মোর ব্রতদাস বড় ভাল বাসি॥
গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণ কুমার।
তিন জন সদা তিন লোচন আমার॥

সুখে গিয়া রাজ্য কর তা সবারে লয়ে।
করিহ আমার পূজা সাবধান হয়ে॥
সেখানে তোমারে দেখা দিব আর বার।
সেই কালে কব কথা যত আছে আর॥
এত বলি অন্নপূর্ণা কৈলা অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছা হৈল মজুন্দারে পুনঃ হৈল জ্ঞান॥
বিস্তর করিয়া স্তুতি প্রতিমা সমুখে।
দেশেরে চলিলা অন্নপূর্ণা ভাবি সুখে॥
অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিল কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিত।

ভাই চল চল রে ভাই চল চল।
ঘরে যাব অন্নপূর্ণা বল বল॥ ধ্রু॥
কাশী হৈতে প্রস্থান করিলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥
বন পথে চলিলেন পঞ্চকূট দিয়া।
নাগপুর কর্ণগড় পশ্চাৎ করিয়া॥
বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথে করি দরশন।
বক্রেশ্বরে দেখিয়া সানন্দ হৈল মন॥
বনভূমি এড়াইয়া রাঢ়ে উপনীত।
দেখিয়া দেশের মুখ মহাহরষিত॥
অজয় হইয়া পার করিলা গমন।
ডানি বামে যত গ্রাম কে করে গণন॥

কটোয়া রহিল বামে গঙ্গার সমীপ।
গঙ্গা পার হইয়া পাইল অগ্রদ্বীপ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া দেখিলা গোপীনাথ।
করিল বিস্তর স্তব করি যোড় হাত॥
সেই খানে নানা রসে ভোজন করিলা।
বাড়িতে সংবাদ দিতে বাসু পাঠাইলা॥
ত্বরা করি আসি বাসু দিল সমাচার।
ঠাকুর আইলা জয় করি দরবার॥
রাজাই পাইলা ঘড়ী নাগরা নিশান।
কি কহিব বিশেষ দেখিবে বিদ্যমান॥
শিরোপা আমারে দেহ যোড় আর শাড়ী।
মাথায় বাঁধিয়া আমি আগে যাই বাড়ী॥
শুনি রাম সুমার্দ্দার সীতা ঠাকুরাণী।
বাসুরে শিরোপা দিলা যোড় শাড়ী আনি॥
সাধী মাধী দুই দাসী আইল ধাইয়া।
সমাচার দিল বাসু নিকটে ডাকিয়া॥
দুই ঠাকুরাণিরে সংবাদ দেহ গিয়া।
রাজা হয়ে ঠাকুর আইল ডঙ্কা দিয়া॥
দুজনার পরিবার দুই শাড়ী লয়ে।
আগে আমি ঘরে যাই রাঙ্গা চোঙ্গা হয়ে॥
শুভ সমাচার শুনি দুই ঠাকুরাণী।
বাসুরে শিরোপা দিলা শাড়ী দুইখানি॥
শাড়ী লয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী গেল বাসু।
দাসুর জননী বলে কোথা মোর দাসু॥

নেচে ফিরে বাসুর রমণী সুখ পেয়ে।
চোর হেন দাসুর রমণী রৈল চেয়ে॥
নাগরা নিশানে ঘড়ী সংযোগ করিয়া।
কতগুলি লোক যোগ্য চাকর রাখিয়া॥
পরদিনে বাসু অগ্রদ্বীপে উত্তরিলা।
মজুন্দার মাতবর উকীল রাখিলা॥
লিখাইয়া পঞ্জা ফরমানের নকল।
নানামতে সাবধানে রাখিলা আসল॥
ঢাকায় নবাব তথা পাঠায়ে উকীল।
ডঙ্কা দিয়া বাগোয়ানে হইলা দাখিল॥
অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ভবানন্দর বাটী উপস্থিত।

আনন্দে বড় রে।
সব ধামে সব গ্রামে সব যামে॥
জয় শব্দ পড় রে।
শ্রুতিসামে অবিশ্রামে ফুলদামে॥
সব লোক জড় রে।
শুভকামে অভিরামে অবিরামে॥
ভারত দড় রে।
পরিণামে হরিনামে পরণামে॥ ধ্রু॥
প্রথমে গোবিন্দদেবে প্রণাম করিলা।
জনকের জননীর চরণ বন্দিলা॥

সীতাঠাকুরাণী যত এয়োগণ লয়ে।
পুত্রের নিছা নি কৈলা মহাহৃষ্ট হয়ে॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বাজে বিবিধ বাজন।
হুলু হুলু ধ্বনি করে যত রামাগণ॥
রাজাহর ফরমান বহিত্র(১) বরণে।
বরিয়া লইলা অন্নপূর্ণার ভবনে।
পাইয়া সিন্দুর তৈল গেল রামাগণ।
ভাবিছেন মজুন্দার কি করি এখন॥
দুই নারী দুই ঘরে কোথা যাব আগে।
মনে এই আন্দোল কন্দল পাছে লাগে॥
এত ভাবি জননীর নিকটে বসিলা।
বিদেশের দুঃখ যত কহিতে লগিলা॥
দেখা হেতু বন্ধুবর্গ এসেছিল যারা।
ক্রমে ক্রমে সকলে বিদায় হৈল তারা॥
দরবেরে কাপড় ছাড়িলা মজুন্দার।
দাসু যোগাইল ধুতী যোড় পরিবার॥
সায়ংসন্ধ্যা সমর্পিয়া বসি পান খান।
সাধী দাসী মনে মনে করে অনুমান॥
ছোট মার কাছে পাছে আগে যান জানি
ধেয়ে গেল যথা বসি বড় ঠাকুরাণী॥
এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর।
দুই নরী বিনা নাহি পতির আদর॥

(১) জলযান, নৌকা।

বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য।

বড় ঠাকুরাণি গো।
ঠাকুর হইলা রাজা তুমি রাণী গো॥
যুবা সুয়া বুড়া দুয়া সবে জানি গো।
সুয়া যদি হবে শুন মোর বাণী গো॥
মাধী লয়ে ছোট করে কাণাকাণি গো।
তোমারে না দিবে হেন অনুমানি গো॥
মাধী পাছে পড়ি দেয় পান পানি গো।
কত মন্ত্র তন্ত্র জানে সে নাপানী গো॥
ছোট যুবা প্রভু তাহে যুব জানি গো।
আধবুড়া তুমি তাহে অভিমানী গো॥
ছোটর ঘরেতে হবে রাজধানী গো।
তার ঘরে ঠাকুরের আমদানী গো॥
ছোটরে বলিবে লোকে মহারাণী গো।
তোমারে বলিবে বুড়া ঠাকুরাণী গো॥
হাত তোলা মত পাবে অন্ন পানি গো।
বড় হয়ে ছোট হবে মানহানি গো॥
পুত্রবতী গুণবতী বট জানি গো।
যৌবনে সে পতি মন লবে টানি গো॥
রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী রাণী গো।
রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি গো॥
আগে যদি ঠাকুরেরে ডাকি আনি গো
ছোট পাছে পথে করে টানাটানি গো

টেনে টুনে বাঁধ ছাঁদ খোঁপাখানি গো ॥
শাড়ী পর চিকণ শ্রীরাম খানি গো ॥
দেহুড়ীর কাছে থাকে হয়ে দানী গো ।
ঘরে আন ধরে করে টানাটানি গো ॥
ভারত কহিছে এত জানাজানি গো ।
পতি লয়ে দুসতিনে হানাহানি গো ।

ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য ।

সাধীর বচন শুনি, চন্দ্রমুখী মনে গুণি,
বটে বটে বলিয়া উঠিল ।
মন করে ধড় ফড়, বেশ কৈলা দড়বড়,
পতি ভুলাইতে মন দিলা ॥
খোঁপাবাঁধি তাড়াতাড়ি, পরিয়া চিকণশাড়ী.
পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা ।
পড়া তৈল মুখে মাখি, পড়া ফুল চুলে রাখি,
নানা মন্ত্রে সিন্দূর পড়িলা ॥
পরি পড়া গন্ধচুয়া, মুখে পড়া পান গুয়া,
ত্রাস বেশ নাপান ঝাঁপান ।
গলিত হয়েছে কুচ, কেমনে সে হবে উচ,
ভাবিয়া উপায় নাহি পান ॥
ছেলে কেঁদে উঠে কোলে, তোষেণ মধুর বোলে,
কাঁদনা রে অই তোর বাপা ।
তোর বাপে আনি গিয়া, থাক বাছা চুপ দিয়া,
অই ডাকে কাণকাটা হাপা ॥

মাধীরে বালক দিয়া, দেহুড়ীর কাছে গিয়া,
রহিলা প্রহরী যেন রেতে।
প্রভু আসিবেন যেই, ধ'রে লয়ে যাব তেঁই,
না দিব সতার ঘরে যেতে ॥
ওথা পদ্মমুখী লয়ে, মাধী রসে মগ্ন হয়ে,
নানামতে বেশ করি দিল।
পতি ভুলাবার কলা, জানে নানামত ছলা,
ক্রমে ক্রমে সব শিখাইল ॥
সতিনী তোমার যেটা, কোলে তার তিন বেটা,
ঘর দ্বার সকলি তাহার।
শ্বশুর শাশুড়ী যারা, তাহারি অধীন তারা,
এই মাধী কেবল তোমার ॥
দরবারে জয় লয়ে, প্রভু আইলা রাজা হয়ে,
আগে যদি তার ঘরে যান।
মহারাণী হবে সেই, মোর মনে লয় এই,
তুমি হবে দাসীর সমান ॥
একে তার তিন বেটা, তাহারে আঁটিবে কেটা,
আরো যদি রাণী হয় সেই।
রাজপাট সব লবে, তোমার কি দশা হবে,
আমার ভাবনা বড় এই ॥
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাক, আঁখি ঠার দিয়া ডাক,
আমি গিয়া ঠাকুরেরে ডাকি।
আগে তারে ঘরে আনি, তোমারেত করি রাণী,
তবে সে সতিনী পায় ফাকী ॥

এত বলি তাড়াতাড়ি, চলিল বাহির বাড়ী,
মাধী যেন মাতাল মহিষী।
চুড়া ছাঁদে বাঁধা চুল, তাহাতে চাঁপার ফুল,
আঁচল লুটায় মাটি মিশি॥
ঝাপান ঝাঁপানে যায়, ডানি বামে নাহি চায়,
উত্তরিল যথা মজুন্দার।
দাঁড়াইয়া এক পাশে, কথা কহে মৃদুহাসে,
রায় গুণাকর কহে সার॥

ভবানন্দের অন্তঃপুরে প্রবেশ।

মার কাছে মজুন্দার বসি পান খান।
হেনকালে মাধী এল গালভরা পাণ॥
ছোট মার ঘরে আসি পাণ খেতে হয়।
এত বলি ঝারি বাটা অমৃতীটি লয়॥
মাধী যদি ঝারি বাটা অমৃতী লইল।
বিধাতা মনের মত সংযোগ করিল॥
রাখিতে কে পারে আর মাধী দিল টান।
ঘাড় ফিরে আড়ে আড়ে মার দিকে চান॥
মায়ের পোয়ের ভাব রহে না কি ছাপা।
সীতা কন ঘরে গিয়া পাণ খাও বাপা॥
আশা বুঝি বামু আশু খড়ম যোগায়।
হাসি হাসি মাধীদাসী আগে আগে যায়॥
দেহুড়ীর পার মাত্র হৈলা মজুন্দার।
সমুখেতে চন্দ্রমুখী কৈলা নমস্কার॥

জিজ্ঞাসিল মজুন্দার বড়ীর কুশল।
চন্দ্রমুখী নিবেদিলা সকলি মঙ্গল॥
এই ঘরে আসি বসি খাউন পাণ জল।
দেখিবার ছেলে পিলে হয়েছে বিকল॥
শুনি মজুন্দার বড় উন্মনা হইলা।
কার ঘরে আগে যাব ভাবিতে লাগিলা॥
যাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ।
বড় কৈলা বাদহাটা আগুলিয়া পথ॥
এক চক্ষু কাতরায়ে ছোট ঘরে যায়।
আর চক্ষু রাঙ্গা হয়ে বড়জনে চায়॥
সন্ধ্যাকালে চক্রবাক চাহে যেন লক্ষে।
এক চক্ষে তরুণী তরণি আর চক্ষে॥
মাধী বলে আগে যাউন ছোট মার ঘরে
তার পরে যাবেন যেথানে মন ধরে॥
সাধী বলে মাধী তোরে সাক্ষী কেবা মানে।
ঠাকুর যাবেন বুঝি আপনার স্থানে॥
ঠাকুরাণী ঠাকুরে যখন কথা হয়।
দাসী হয়ে কথা কৈস বুকে নাহি ভয়॥
আগে বড় পিছে ছোট বিধির এ কট।
তুই কি করিবি তাহে উলট পালট॥
কন্দল লাগায়ে ঘর মজাইবি বুঝি।
রামায়ণে ছিল যেন কেকয়ীর কুজী॥
মাধী বলে আলো সাধী চুপ করি থাক।
আমি জানি বিস্তর এমন এঁড়ে ডাক॥

সাধী সঙ্গে করিয়া কথার ছুটা ছুটী।
ছোটর নিকটে মাধী গেল ছুটাছুটি ॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
দু সতিনা ঘরে দাসী অনর্থের ঘর ॥

মাধীকৃত সাধীর নিন্দা ।

কি কর চল তাড়াতাড়ি। গো ছোট মা।
তোমার নাম কয়ে, ঠাকুরে আনু লয়ে,
বড় মা করে কাড়াকাড়ি ॥
সে যদি আগে নৈল, সেইত রাণী হৈল,
তবে ত বড় বাড়াবাড়ি।
সে পতি লয়ে রবে, তুমি পাইবে কবে,
ঘুচিল শেজি পাড়াপাড়ি।
ভুলিয়া তার ভাবে, পতি না তোরে চাবে,
কথাও হবে ভাঁড়াভাঁড়ি।
রান্ধিয়া দিবে ভাত, ফেলাবে আঁটুপাত,
ঘুচিল হাত নাড়ানাড়ি ॥
সাধী হারামজাদী, এখনি হৈল বাদী,
করিতে চায় ছাড়াছাড়ি।
সাধী যে কথা কৈল, মোরে সে শেল রৈল,
দিয়াছি খুব ঝাড়াঝাড়ি ॥
করিনু যত তন্ত্র, পড়িনু যত মন্ত্র,
কন্দলে গেল মাড়ামাড়ি।

ঠাকুরে ভুলাইব, তোমারে আনি দিব,
আনিয়া গাহ সাঁড়াসাঁড়ি॥
দু সতিনের ঘর, পতিরে ঘুচে ডর,
কন্দলে হয় বাড়াবাড়ি।
দুজনে দ্বন্দ্ব করে, দাসী আনন্দে চরে,
ভারত কহে আড়াআড়ি॥

পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি।

কি হেরিনু অপরূপ রূপের বাজার।
রাধা চন্দ্রাবলী বলে গোবিন্দ সাজার॥
রাধা পীত ধড়া ধরে, চন্দ্রাবলী ধরে করে,
চৌদিকে বেড়িয়া গোপী ষোড়শ হাজার॥
কেহ বা মোড়য়ে অঙ্গ, কেহ করে ভুরুভঙ্গ,
হাব অনুভবে ভাব কহে যেবা যার॥
সকলে সমান ভাব, সকলে সমান হাব,
বিশ্বপতি শ্যামরায় কহে কেবা কার॥
সব গোপী এক সাথে, লুঠিবেক গোপীনাথে,
ভারত দোহাই দেয় মদন রাজার॥ ধ্রু॥
মাধীর বচনে পদ্মমুখী ত্বরান্বিতা॥
দেহুড়ীর কাছে গিয়া হৈলা উপনীতা॥
গলায় অঞ্চল দিয়া কৈলা নমস্কার।
আঁখিঠারে সম্ভাষ করিলা মজুন্দার॥

পদ্মমুখী তুষ্ট হৈলা ইসারা পাইয়া।
হাসিয়া কহেন প্রভু কেন দাঁড়াইয়া॥
বড়দিদী দাঁড়াইয়া কেন দুঃখ পান।
উচিত যে উহাঁরি মন্দিরে আগে যান॥
মজুন্দার বুঝিলেন পদ্মমুখী ধীরা।
দুজনে সমুখে করি দাঁড়াইলা ফিরা॥
দুসতিনে কোন্দল নহিলে রস নহে।
দোষ গুণ বুঝা চাই কে কেমন কহে॥
রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার।
সাধী মাধী দুজনে কহিলা মজুন্দার॥
দুজনার ঘরে গিয়া দুই জনা থাক।
ডাকাডাকি না কর সহিতে নারি ডাক॥
কামের করাতে ভাগ করি কলেবরে।
সমভাগে রব গিয়া দুজনার ঘরে॥
দুটায় মরিস কেন ডাকাডাকি করি।
তারি কাছে আগে যাব যে লইবে ধরি॥
এত শুনি সাধী মাধী অন্তর হইল।
দুজনার ঘরে গিয়া দুজনা রহিল॥
পদ্মমুখী কহে ভাল আজ্ঞা দিলা স্বামী।
ধরি লৈতে তোমারে ত না পারিব আমি॥
বড় দিদী বড় সুন্না সব কাযে বড়।
ধরি লৈতে উনি বিনা কেবা হবে দড়॥
চন্দ্রমুখী কন বুঝি ব্যঙ্গ কৈলা বড়।
দড় ছিনু যখন তখনি ছিনু দড়॥

তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে।
আটে পীঠে দড় যেই সেই দড় হবে॥
দড় বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাট করি।
ধরিতে না হৈত প্রভু আনিতেন ধরি॥
এখন ধরিতে চাহি ধরা দিলে পারি।
ধরাধরি যার সঙ্গে ধরাধরি ভারি॥
তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া।
হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া॥
সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥
চন্দ্রমুখী কথায় বুঝিয়া আবিস্কার।
ধূর্ত্তপনা করিয়া কহেন মজুন্দার॥
চন্দ্রমুখী তব মুখচন্দ্রের উদয়।
পদ্মমুখী মুখপদ্ম প্রকাশ কি হয়॥
ক্ষণেক বদনচন্দ্র ঢাকহ অম্বরে।
শুন দেখি পদ্মমুখী উত্তর কি করে॥
চন্দ্রমুখী কহে প্রভু গিয়াছে সে দিন।
এখন পদ্মেরে দেখে চন্দ্রমা মলিন॥
মজুন্দার কন প্রিয়ে এমন কি হয়॥
চন্দ্র পদ্মে যে সম্বন্ধ কভু মিথ্যা নয়॥
হাসি চন্দ্রমুখী মুখে ঝাঁপিলা অম্বর।
পদ্মমুখী মুখপদ্মে হৈলা মধুকর॥
ভারত কহিছে ধন্য ধূর্ত্ত মজুন্দার।
সমান রাখিলা মান জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার॥

ভবানন্দের উভয় রাণী সম্ভোগ।

সোহাগে হইয়া সুখী, ঘরে গেলা পদ্মমুখী,
মজুন্দার বড় ঘরে গেলা।
কোলে লয়ে বড় নারী, করি তার মনোহারি,
ক্ষণেক করিলা কামখেলা॥
ছেলে পিলে নিদ্রা গেলা, চন্দ্রমুখী লয়ে খেলা,
রাত্রি হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
যাইতে ছোটর কাছে, মনের বাসনা আছে,
সমাপিলা বড়র বাসর॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা হয়ে, দুঁহে ছিলা দুঃখ সয়ে,
আমা দেখি বাসসজ্জা হৈলা।
কার ঘরে যাব আগে, উৎকণ্ঠিতা এই রাগে,
দেহড়ীতে অভিসার কৈলা॥
কারো ঘরে নাহি গিয়া, রহিলাম দাঁড়াইয়া,
বিপ্রলব্ধা হইলা দুজনে।
এখন ইহারে লয়ে, থাকিলাম সুখী হয়ে,
পদ্মমুখী কি ভাবিছে মনে॥
স্বাধীনভর্ত্তৃকা ইনি, প্রোষিতভর্ত্তৃকা তিনি,
আমি হৈনু অপূর্ব্ব নায়ক।
তারে গিয়া হৃদে ধরি, স্বাধীনভর্ত্তৃকা করি,
নহে হব কামিনী ঘাতক॥
রাত্রি শেষে গেলে তথা, ক্রোধে না কহিবে কথা,
খণ্ডিতা হইবে পদ্মমুখী।

খেদাইবে কটু কয়ে, কলহান্তরিতা হয়ে,
কান্দিবেক হয়ে বড় দুঃখী॥
তার কাছে গালি খেয়ে, এখানে আসিবে ধেয়ে,
ইনি পুনঃ হবেন খণ্ডিতা।
সেইখানে যাহ কয়ে, খেদাইবে ক্রুদ্ধ হয়ে,
একে দুই কলহান্তরিতা॥
রাত্রি যাবে এইরূপে, ডুবে রব কামকূপে,
কেহ নাহি করিবে উদ্ধার।
এখনো যদ্যপি যাই, তবে দুই কুল পাই,
সম হয় দুহার বিহার॥
দুই প্রহরের ঘড়ী, গজরের তড়বড়ী,
মজুন্দার বাহির হইলা।
হেথা ঘরে পদ্মমুখী, ভাবেন অন্তর দুঃখী,
বুঝি প্রভু আসিতে নারিলা॥
সোহাগেতে ভুলাইয়া, মোরে ঘরে পাঠাইয়া,
আনন্দে রহিলা বড় লয়ে।
গেল রাত্রি দুই পর, এখনো না এলো ঘর,
এ দুঃখ কেমনে রব সয়ে॥
ফুলবাণ বাণফলে, অঙ্গ দেই ধরাতলে,
ঘর বারি করে কতবার।
এই অবসর পেয়ে, মন পলাইল ধেয়ে,
শরের বুঝিয়া খরধার॥
হেনকালে মজুন্দার, বেগে ঘরে এলো তার,
মন আইল বেগ শিখিবারে।

মদন প্রহরী ছিল, খর শর ছাড়ি দিল,
দুজনে বিন্ধিল একবারে॥
কথায় না সহে ভর, দুহে কামে জর জর,
কামক্রীড়া করিলা বিস্তর।
ভারত কহিছে সার, বিস্তর কি কব আর,
বর্ণিয়াছি বিদ্যার বাসর॥

মজুন্দারের রাজ্য।

ধুধু ধুধু নৌবত বাজেরে।
বরপুত্র অন্নদার, ভবানন্দ মজুন্দার,
রাজা হৈলা বাগুয়ান মাঝে রে॥
ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গ বাজে, ধাঁ ধাঁ ধামসা গাজে,
ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝম ঝম ঝাঁজে রে।
ঘড়ী বাজে ঠন ঠন, ঘণ্টা বাজে রণ রণ,
গন গন গজঘণ্টা গাজে রে॥
ভাঁড়াই করিছে ভাঁড়, চোয়াড়ে লুফিছে কাঁড়,
সেপাই সমুখে পুর সাজে রে।
ভবানী সহায় হাঁকে, নকীব সেলাম ডাকে,
দেওয়ান বসিল রাজ কাজে রে॥
নব গুণে নব রসে, ভুবন ভরিল যশে,
চাঁদে কলঙ্ক হৈল লাজে রে।
অন্নপূর্ণা মহামায়া, দেহ রাঙ্গাপদ ছায়া,
ভারতের কৃষ্ণচন্দ্র রাজে রে॥ ধ্রু॥
পরম আনন্দে ভবানন্দ মজুন্দার।
স্নান জা করিয়া বাহিরে দিলা বার॥

ঘড়িয়াল ঠন ঠন বাজাইছে ঘড়ী।
চোপদার সমুখে দাঁড়ায় লয়ে ছড়ী॥
দেওয়ান আমীন বক্‌শী মুনশী দপ্তরী।
খাজাঞ্চী নিযুক্ত কৈলা বিবেচনা করি॥
সহবভী হিসাব নিকাশ বাজে দফা।
মুহরির রাখিল হিসাব করি রফা॥
ফরমান মত সব সনন্দ লিখিয়া।
মফঃসলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া॥
পরগণা পরগণা হইল আমল।
দেখা কৈলা যত প্রজা গোমাস্তা মণ্ডল॥
শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার।
সেলামী দিলেক সবে চতুর্গুণ তার॥
এই রূপে রাজত্বের যে কিছু নিয়ম।
ক্রমে ক্রমে করিলা যতেক উপক্রম॥
হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া।
শুভ দিনে পুণ্যাহ করিলা বিচারিয়া॥
পৌষ মাঘ ফাল্গুন বঞ্চিয়া সুখ সার।
চৈত্র মাসে পূজা আরম্ভিলা অন্নদার॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

অন্নদার এয়োজাত।

চল চল সব ব্রজকুমারী।
তরু তলে গিয়া ভেটি মুরারি॥

রাধা রাধা কয়ে মোহন মন্ত্রে,
নিমন্ত্রিল শ্যাম মুরলী যন্ত্রে,
যাইতে হইল রহিতে নারি।

ত্বরাপর সবে করহ সাজ,
কি করিবে মিছা ঘরের কাজ,
সাজিয়া আইল মদনরাজ।
তিলেক রহিতে আর না পারি।

কেহ লহ পড়া পঞ্জরশুয়া,
কেহ লহ পান কর্পূর গুয়া,
কেহ লহ গন্ধ চন্দন চুয়া,
কেহ লহ পাখা জলের ঝারী।

সে মোর নাগর চিকণকালা,
তারে সাজে ভাল বকুলমালা,
আমি বয়ে লব পূরিয়া থালা,
ভারতচন্দ্র বলে বলিহারি॥ ধ্রু॥

অন্নপূর্ণা পূজা আরম্ভিলা মজুন্দার।
চন্দ্রমুখী পাইলেন এয়োজাত ভার॥
ঘরে ঘরে সাধী দাসী নিমন্ত্রণ দিল।
সারি সারি এয়োগণ আসিয়া বসিল॥
অপর্ণা অপরাজিতা অম্বিকা অমলা।
ইন্দ্রাণী ঈশ্বরী ইন্দুমুখী ইন্দুকলা॥
সুলোচনা সুমিত্রা সুভদা সুলক্ষণা।
যশোদা যমুনা জয়া বিজয়া সুমনা॥

রোহিণী রেবতী রমা রম্ভাবতী রূমা।
অরুন্ধতী অরুণী উর্ব্বশী উষা উমা॥
সরস্বতী শুকী শুভী সাবিত্রী শঙ্করী।
মহামায়া মোহিনী মাধবী মাহেশ্বরী॥
তিলোত্তমা তরু তারা ত্রিপুরা তারিণী।
কমলা কল্যাণী কৃষ্ণী কালিন্দী কামিনী॥
কৌশিকী কৌশল্যা কালী কিশোরী কুমারী।
রাজেশ্বরী ব্রজেশ্বরী শিবেশ্বরী গারি॥
হৈমবতী হরিপ্রিয়া হীরা হারাবতী।
পরশী পরমা পদ্মা পরাণী পার্ব্বতী॥
ভাগ্যবতী ভগবতী ভৈরবী ভবানী।
রুক্মিণী রাধিকা রাণী রমণী রুদ্রাণী॥
শারদা সুশীলা শ্যামা সুমতি শর্ব্বাণী।
বিশালাক্ষী বিনোদিনী বিশ্বেশ্বরী বাণী॥
ললিতা ললনা লক্ষ্মী লীলা লজ্জাবতী।
খেমী হেমী চাঁদরাণী সূর্য্যরাণী সতী॥
সোণা রূপা পলা মুক্তী মাণিকী রতনী।
মল্লীকা মালতী চাপী ফুলী মূলী ধনী॥
গৌরী গঙ্গা গুণবতী গোপালী গান্ধারী॥
নিমী তেকী ছকী লকী হেলী ফেলি বারী।
বিধুমুখী শীধু সাধু শচী মন্দোদরী।
সীতা রামা সত্যভামা মদনমঞ্জরী॥
সোহাগী সম্পত্তি শান্তি সয়া সুরধুনী।
কুঞ্জী কাত্যায়নী কুন্তী কুড়ানী করুণী॥

দুলালী দ্রৌপদী দুর্গা দয়াময়ী দেবী।
ভারতী ভুবনেশ্বরী টিকা টুনী টেগী॥
নারায়ণী নয়নী নর্ম্মদা নন্দরাণী॥
জয়ন্তী জাহ্নবী জুতী জিতী জাদু জানি॥
কুশলী কনকলতা কুচিলা কাঞ্চনী॥
অন্নপূর্ণা অভয়া অহল্যা অকিঞ্চনী॥
আনন্দী আমোদী অম্বী আতুলী আদরী।
সাতী ষাঠী সুধামুখী সর্ব্বেশী সুন্দরী॥
চিত্রলেখা মনোরমা মসী মৌনবতী।
শ্রীমতী নলিনী নীলা ভূতি ভানুমতী॥
শশিমুখী সত্যবতী সুখী সুরেশ্বরী।
মধুমতী মায়া দময়ন্তী পারী পরী॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বিদ্যা বৃন্দা মুদিতা মঙ্গলী।
মেনকা কেকয়ী চন্দ্রামুখী চন্দ্রাবলী॥
কার কোলে ছেলে কার ছেলে চলে যায়
কার ছেলে কান্দে কার ছেলে মারি খায়॥
বুড়া আদবুড়া যুবা নবোঢ়া গর্ভিণী।
ঘন বাজে ঘুণু ঘুণু কঙ্কণ কিঙ্কণী॥
কেহ ডাকে এসো সই চল সেঙ্গাতিনী।
ঠাকুরাণী ঠাকুরঝী নাতিনী মিতিনী॥
বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া।
শাশুড়ী দিছেন ডাক পথে দাঁড়াইয়া॥
কেহ বলে রৈও রৈও পরি আসি শাড়ী।
কেহ কান্দে কাপড় থাকিল ধোবাবাড়ী॥

কার বেণী কার খোঁপা কার এলোচুল॥
কুলি কুলি কলরব শুনি কুল কুল॥
চন্দ্রমুখী কৈলা এয়োজাতের ব্যাপার।
দেখিয়া সানন্দ ভবানন্দ মজুন্দার॥
তার মধ্যে কতগুলি কুমারী লইয়া।
করিলা কুমারী পূজা বাস ভূষা দিয়া॥
সবাকারে দিল তৈল সিন্দুর চিরণী।
কুতূহল কোলাহল হুলুহুলু ধ্বনি॥
নিজবাসে গেলা সবে করি প্রণিপাত।
রচিলা ভারত অন্নদার এয়োজাত॥

রন্ধন।

বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রান্ধ বাড় গিয়া।
পরম আনন্দ দেহ পরমান্ন দিয়া॥
তোমার অন্নের বলে,অদ্যাবধি আছে গলে,
অলিরূপী কালকূট অমৃত হইয়া।
এক হাতে পানপাত্র, আর হাতে হাতা মাত্র,
দিতে পার চতুর্ব্বর্গ ঈষদ হাসিয়া॥
তুমি অন্ন দেহ যারে, অমৃত কি মিঠা তারে,
সুধাতে কে করে সাধ ও সুধা ছাড়িয়া।
পরশিয়া অন্ন সুধা, ভারতের হর ক্ষুধা,
মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া॥ধ্রু॥
ভোগের রন্ধনে ভার লয়ে পদ্মমুখী।
রন্ধন করিতে গেলা মনে মহাসুখী॥

স্নান করি করি রাধা অন্নদার ধ্যান।
অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান॥
হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক।
শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক॥
ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে।
মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে॥
বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা।
দুধথোড় ডালনা শুক্তানি ঘণ্ট ভাজা॥
কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনি রসে বুড়া।
তিল পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমুড়া॥
নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে।
আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে॥
কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল।
শীকপোড়া ঝুরী কাঁটালের বীজে ঝোল॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই॥
মায়া সোণা খড়কীর ঝোল ভাজা সার।
চিঙ্গড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার॥
কণ্ঠা রাখি রান্ধে কই কাতলার মুড়া।
তিত দিয়া পচামাছে রান্ধিলেক গুঁড়া॥
আম্র দিয়া শৌলমাছ ঝোল চড়চড়ী।
আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী॥
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক।
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক॥

আচার করিল ঝোল খয়রার ভাজা।
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা॥
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত।
ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈলা কত।
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম॥
কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া দোলমা বাগা সেচকী সমসা॥
অন্ন মাংস সীকভাজা কাবাব করিয়া।
রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পূরিয়া॥
মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা।
মৎস্য মুলা বড়া বড়ী চিনি আদি দিলা॥
আম আমসত্ত্ব আর আমসি আচার।
চালিতা তেন্তুল কুল আমড়া মন্দার॥
অম্বল রান্ধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা।
সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা॥
বড়া এলো আসিকা পিযূষী পুরী পুলী।
চুষী রুটি রামরোট মুগের সামুলী॥
কলাবড়া ঘিয়ড় পাপড়ভাজা পুলী।
সুধাকচি মুচ মুচি লুচি কতগুলি॥
পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা।
চালু চিনা ভুরা রাজকরা চালু দিলা॥
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।
বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার॥

অতুলিত অগণিত রান্ধিয়া ব্যঞ্জন।
অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন॥
মোটা সরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে।
আসু বোরো আমন রান্ধিলা ক্রমে ক্রমে॥
দলকচু গুড়কচু ঘিকলা পাতরা।
মেঘহাসা কালামনা রায় পানিতরা॥
কালিন্দী কনকচূর ছায়াচুর পুঁদি।
শুয়া শালি হরিলেবু গুয়াথুবি সুঁদী॥
ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর।
কৈজুড়ি খাজুরছড়ী চিনা ধলবার।
দাদুসাহি বাঁশফুল ঝিলাট করুচি।
কেলেজিরা পদ্মরাজ দুদরাজ লুচি॥
কাঁটারাঙ্গি কোঁচাই কপিলাভোগ রান্ধে।
ধুলে বাঁশ গজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে॥
বাজাল মরীচশালি ভুরা যেন ফুল।
কাজলা শঙ্করচিনা চিনি সমতুল॥
মাকু মেটে মষিলোট শিবজটা পরে।
দুধপনা গঙ্গাজল মুনি মন হরে॥
সুধা দুধকমল খড়িকামুটি রান্ধে।
বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্দে॥
রান্ধিয়া পায়রা রস রান্ধে বাঁশমতী।
কদমা কুসুমশালি মনোহর জাতি॥
রমা লক্ষ্মী আলতা দনারগুঁড়া রান্ধে।
জুতী গন্ধমালতী অমৃতে ফেলে বান্ধে॥

লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু।
রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলু থালু॥
অন্নদার রন্ধন ভারত কিবা কয়।
মৃত হয় অমৃত অমৃত মৃত হয়।

অন্নদাপূজা।

অশেষ উপচার, আনিয়া মজুন্দার,
পূজেন অন্নদা চরণ।
পদ্ধতি সুবিদিত, পণ্ডিত পুরোহিত,
পূজয়ে বিধান যেমন॥
ষোড়শ উপচার, সামগ্রী কত আর,
কি কব তাহার বিশেষ।
মহিষ মেষ ছাগ, প্রভৃতি বলি ভাগ,
বসন ভূষণ সন্দেশ॥
বাজয়ে বাদ্য কত, নাচয়ে নট যত,
গায়ক নটী রামজনী।
যতেক রামাগণ, পরম হৃষ্টমন,
করয়ে হুলু হুলু ধ্বনি॥
পড়িয়া সূর্য্য সোম, পূজান্তে অন্নহোম,
ভোগের অন্ন আনি দিলা।
করিয়া দক্ষিণান্ত, লইয়া দান্ত শান্ত,
জাগিয়া নিশা পোহাইলা॥
হইয়া যোড়পাণি, পড়েন স্তুতিবাণি,
পরম জ্ঞানী মজুন্দার।

কি কব ভাগ্য লেখা, অন্নদা দিলা দেখা,
ধরিয়া ধ্যানের আকার ॥
দেখিয়া অন্নদায়, পুলকে পূর্ণকায়,
মোহিত হৈলা মজুন্দার।
অন্নদা কন কথা, যে কেহ ছিল তথা,
কেহ না দেখে শুনে আর ॥
কহেন দেবী সুখী, কোথা লো চন্দ্রমুখি
এস লো পদ্মমুখী রামা।
আছিলা স্বর্গবাসি, শাপে ভূতলে আসি,
ভুলিয়া নাহি চিন আমা ॥
এই যে ভবানন্দ, পাইয়া মহানন্দ,
মনে না করে পূর্ব্ব কথা।
আমার ইতিহাস, করিল পরকাশ,
এখন চল যাই তথা।
অষ্টাহ গীত কথা, কহেন দেবী তথা,
শুনেন ভবানন্দ রায়।
অন্নদার পদতলে, বিনয় করি বলে,
ভারত অষ্টমঙ্গলায় ॥

অষ্টমঙ্গলা।

শুন শুন অরে ভবানন্দ।
মোর অষ্ট মঙ্গলায়, অমঙ্গল দূরে যায়,
শুনিলে না হয় কভু মন্দ ॥

প্রথম মঙ্গল শুন, সৃষ্টি করি তিন গুণ,
বিধি বিষ্ণু হরে প্রসবিনু।
দক্ষের দুহিতা হয়ে, পতিভাবে হরে লয়ে,
দক্ষযজ্ঞে সে তনু ছাড়িনু॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি।
দ্বিতীয়ে হেমন্ত ধামে, জনমিনু উমা নামে,
মোর বিয়া হেতু কাম মৈল।
বিয়া হৈল হর সঙ্গে, হরগৌরী হৈনু রঙ্গে,
গণেশ কার্ত্তিক পুত্র হৈল॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি।
তৃতীয়ে শিবের সঙ্গে, কন্দল করিয়া রঙ্গে,
ভিক্ষা হেতু তাঁরে পাঠাইনু।
দানপাত্র হাতা লয়ে, অন্নপূর্ণা রূপ হয়ে,
অন্ন দিয়া শিবে নাচাইনু॥
কাশী মাঝে ত্রিলোচন, লয়ে যত দেবগণ,
- বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত মন্দিরে।
করিয়া তপস্যা ঘোর, পূজা প্রকাশিলা মোর,
অন্নে পূর্ণ করিনু ভূমিরে॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি।
চতুর্থেতে বেদব্যাস, নিন্দা কৈলা কৃত্তিবাস,
ভুজস্তম্ভ হয়েছিল তার।
শেষে অন্ন নাহি পায়, আমি অন্ন দিনু তায়,
কাশীখণ্ডে আছয়ে প্রচার॥

সেই ব্যাস তাঁর পরে,ব্যাস বারাণসী করে,
মোর উপাসনা করি বসি।
বুড়ী রূপে আমি গিয়া, বাক্যছলে শাপ দিয়া,
করিনু গর্দ্দভ-বারাণসী॥
কুবেরের অনুচরে, বসুন্ধরা বসুন্ধরে,
শাপ দিয়া ভূতলে আনিনু।
হরিহোড় নাম দিয়া, বুড়ী রূপে আমি গিয়া
ঘুঁটে বেচা ছলে বর দিনু॥
শুন শুন আরে ভবানন্দ ইত্যাদি।
পঞ্চমে শাপের ছলে, আনিনু ধরণীতলে,
নলকুবেরেরে এই গ্রামে।
ভবানন্দ তুমি সেই, চন্দ্রিণী পদ্মিনী এই,
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নামে॥
পরে হরিহোড়ে ছাড়ি, আইনু তোমার বাড়ী,
ঝাঁপী হাতে পার হয়ে নায়।
শুনি পাটুনীর মুখে, তুমি নিজ ঘরে সুখে,
ঝাঁপী রূপে পাইলা আমায়॥
আসিয়াছি তোর ঘরে, শুন কহি তার পরে.
প্রতাপ আদিত্য ধরিবারে।
এল মানসিংহ রায়, দেখা হেতু তুমি তায়,
বর্দ্ধমানে গেলা আগুসারে॥
মানসিংহ শুনি তথা, বিদ্যাসুন্দরের কথা,
জিজ্ঞাসিলা বিশেষ তোমায়।

ইতিহাস ছলে সুখে, শুনিনু তোমার মুখে,
আদ্যরস সুন্দর বিদ্যার ॥
পূজি মোর কালী রূপ, সুকবি সুন্দর ভূপ,
উপনীত হৈল বর্দ্ধমান।
হীরা নামে মালিনীর ঘরে উত্তরিল ধীর,
শুনিল বিদ্যার রূপ গান ॥
গাঁথিয়া দিলেক মালা, ভুলে বিদ্যা রাজবালা,
দুঁহে দেখা রথের নিকটে।
মোর বরে সন্ধি হৈল, গান্ধর্ব্ব বিবাহ কৈল,
বাসর বঞ্চিল অকপটে ॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি।
ষষ্ঠেতে সুন্দর কবি, বিদ্যাপদ্মিনীর রবি,
অশেষ চাতুরি প্রকাশিল।
কপটসন্ন্যাসী হৈল,রাজার সাক্ষাতে কৈল,
নানামতে বিহার করিল ॥
বিদ্যা হৈল গর্ভবতী, ক্রুদ্ধ হৈল নরপতি,
কোটাল ধরিতে গেল চোর।
নারীবেশে চোর ধরে, রাজার সাক্ষাত করে,
সুন্দর ঠেকিল দায় ঘোর ॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি।
মশানেতে আমি গিয়া, কালীরূপে দেখা দিয়া,
বাঁচাইনু কুমার সুন্দরে।
বীরসিংহ পূজা কৈল, মোর অনুগ্রহ হৈল,
বিদ্যা লয়ে কবি গেল ঘরে ॥

এই ইতিহাস সুখে, শুনিয়া তোমার মুখে,
মানসিংহ এল তোর ঘরে।
সপ্তাহ বাদলে তারে, নানামত উপহারে,
তত্ত্ব নিলা তুমি মোর বরে॥
ভেদ পেয়ে তোর মুখে, মোর পূজা দিয়া সুখে,
মানসিংহ যশোরে আইল।
প্রতাপ আদিত্য ধরি, লইল পিঞ্জরে ভরি,
তোমা লয়ে দিল্লীতে চলিল॥
তুমি মোর পূজা দিয়া, কুতূহলে দিল্লী গিয়া,
পাতশার ক্রোধে বন্ধ হৈলা।
তুমি পাতশার ডরে, নত হয়ে ভক্তি ভরে,
এক মনে মোরে স্তুতি কৈলা॥
আমি তোরে তুষ্ট হয়ে, ডাকিনী যোগিনী লয়ে,
উপদ্রব করিনু সহরে।
পাতশা মানিয়া মোরে, রাজাই দিলেক তোরে,
মহাসুখে তুমি এলা ঘরে॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি।
অষ্টমেতে তুমি সেই, মোর পূজা কৈলে এই,
আমি অষ্টমঙ্গলা কহিনু।
ব্রত হৈল পরকাশ, এবে চল স্বর্গবাস,
এই বর পূর্ব্বে দিয়াছিনু॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ।
মোর অষ্টমঙ্গলায়, অমঙ্গল দূরে যায়,
শুনিলে না হয় কভু মন্দ॥

অন্নদা অষ্টাহ গীত, রচিবারে নিয়োজিত,
কৈলা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
বন্দিয়া গোবিন্দ পায়, রায় গুণাকর গায়,
পরিপূর্ণ অষ্টমঙ্গলায়॥

রাজার অন্নদার সহিত কথা।

মোরে তরাহ তারিণী। অভয়া ভয়বারিণী॥
অম্বিকা অন্নদা, শঙ্করী শারদা,
জয়ন্তী জয়কারিণী।
চামুণ্ডা চণ্ডিকা, করালী কালিকা,
ত্রিপুরা শূলধারিণী॥
মহিষমর্দ্দিনী, মহেশ মোহিনী,
দুর্গা দৈত্যবিনাশিনী।
ভৈরবী ভবানী, সর্ব্বাণী রুদ্রাণী,
ভারতচিত্তচারিণী॥ ধ্রু॥
এই রূপে পূর্ব্ব কথা বিশেষ কহিয়া।
মহামায়া মায়াজাল দিল ঘুচাইয়া॥
মোহ গেল জাতিস্মর হৈলা তিন জন।
দেখিতে পাইল সর্ব্ব পূর্ব্ব বিবরণ॥
মজুন্দার কন আর এথা নাহি কাজ।
অব্যাজে দেখিব গিয়া বাপ যক্ষরাজ॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী কান্দে নানাছাঁদে।
শ্বশুর শাশুড়ী দেখিবারে প্রাণ কাঁদে॥

দেবীর চরণে ধরি কাঁদে তিন জন।
লয়ে চল এথা আর নাহি প্রয়োজন॥
অন্নদা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর।
প্রিয়পুত্র সেই তারে দেহ রাজ্যভার॥
মজুন্দার কন আমি কি জানি তাহার।
উপযুক্ত বুঝিয়া নিযুক্ত কর ভার॥
অন্নদা কহেন তবে ভবিষ্যত কই।
মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই॥
সমাদরে মোর ঝাঁপী রাখিবেক এই।
যার স্থানে ঝাঁপী রবে রাজা হবে সেই॥
গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর।
রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর॥
দেগাঁয়ে আছিল রাজা দেপালকুমার।
পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার।
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্য ধন॥
গ্রাম দীঘী নগর সে করিবে পত্তন।
দীঘী কাটি করিবেক শঙ্কর স্থাপন॥
তার পুত্র হইবেক রাজা রুদ্ররায়।
বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায়॥
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে।
পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখি কৈলাসে যাইবে॥
তিন পুত্র রুদ্রের হইবে নিরুপম।
রামচন্দ্র বড় রামজীবন মধ্যম॥

রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার।
রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার॥
জিনিবেক সভাসিংহ আদি রাজারাজী।
সোমযাগ করি নাম হবে সোমযাজী॥
এই ঝাঁপী হেলন করিবে অহঙ্কারে।
সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে॥
নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে।
রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে॥
অবিরোধে তার ঘরে থাকিব সচ্ছন্দে।
রাজাই করিবে রামজীবনে আনন্দে॥
তিন পুত্র হবে তার প্রথম ভার্য্যায়।
রাজা রামকৃষ্ণ রায় রঘুরাম রায়॥
ভূমিদান দয়া দর্প রাজধর্ম্ম বলে।
রঘুবীর খ্যাত হবে ধরণীমণ্ডলে॥
তার পুত্র হবে কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান।
কাশীতে করিবে জ্ঞানবাপীর সোপান॥
বিগ্রহ ব্রহ্মণ্যদেবমূর্ত্তি প্রকাশিয়া।
নিবাস করিবে শিব নিবাস করিয়া॥
আমার প্রতিমা পূজা প্রকাশ তাহাতে।
কত কব তার যশ বুঝিবা ইহাতে॥
শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে(১)।
বরগীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে॥

---

(১) মাতৃকা ১৬ ও যোগিনী ৬৪ অর্থাৎ ১৬৬৪ শকে বরগী হাঙ্গামা হইবে।

আলিবর্দ্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে।
নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে॥
বন্ধ করি রাখিবেন মুরশিদাবাদে।
মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে॥
স্বপ্নে দেখা দিব অন্নপূর্ণা রূপ হয়ে।
এই গীতে পূজার পদ্ধতি দিব কয়ে॥
সভাসদ তাঁহার ভারতচন্দ্র রায়।
ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায়॥
ভুরিশিটে ভূপতি নরেন্দ্র রায় সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজচ্যুত॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী।
দয়া করি দিব দিব্য জ্ঞানের আরশী॥
জ্ঞানবান হইবে সে আমার কৃপায়।
এই গীত রচিবারে স্বপ্ন কব তায়॥
কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
রায় গুণাকর নাম দিলেক তাহারে॥
সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে।
অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে॥
ভাঁউসাঁই নীলমণি কণ্ঠ অভরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন॥
শুনিয়া কহিল ভবানন্দ মজুন্দার।
জগত ঈশ্বরী তুমি যে ইচ্ছা তোমার॥

যে জ্ঞান তা করিবে কি কাজ মোরে কয়ে।
তিলেক বিলম্ব নাহি চল মোরে লয়ে॥
বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা(১)।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা।

ভবানন্দ মজুন্দার, সুতে দিয়ে রাজ্য ভার,
বাপ মায় প্রবোধ করিয়া।
পূর্ব্ব কথা মনে করি, বসিলেন ধ্যান ধরি,
স্বর্গে যান শরীর ছাড়িয়া॥
সীতারাম মজুন্দার, করিছেন হাহাকার,
প্রজাগণ কাঁদিয়া বিকল।
অমাত্য অপত্যগণ, সবে শোকে অচেতন,
ক্রন্দনে উঠিল কোলাহল॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী, স্বর্গে যাইবারে সুখী,
সহমৃতা হইল হাসিয়া।
চড়িলা পুষ্পক রথে, চলিলা অলকা পথে,
যতক্ষণে বেষ্টিত হইয়া॥
অন্নপূর্ণা আগে আগে, সখীগণ চারিভাগে,
পিছে নলকূবর চলিলা।
কুবের যক্ষের পতি, শোকেতে পীড়িত অতি,
পুত্র দেখে আনন্দ পাইলা॥

---

(১) বেদ ৪, ঋষি ৭, রস ৬, ব্রহ্ম ১, অর্থাৎ ১৬৭৪ শক।

পুত্র পুত্রবধূ লয়ে, কুবের সানন্দ হয়ে,
পূজা কৈলা অন্নদা চরণ।
কুবেরের পূজা লয়ে, দেবী গেলা তুষ্ট হয়ে,
কৈলাসে যেখানে পঞ্চানন॥
অন্নপূর্ণা অজার্চ্চিতা, অপর্ণা অপরাজিতা,
অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অমা।
অধিকারী অনুপমা, অরুন্ধতী অনুত্তমা,
অনির্ব্বাচ্যা অরূপা অসমা॥
ক্ষুধাহরা ক্ষামোদরী, ক্ষান্তি ক্ষিতি ক্ষপা করি,
ক্ষুদ্র আমি কি আছে ক্ষমতা।
ক্ষিপ্ত আমি ক্ষোভ কত, ক্ষুণ্ন কহিয়াছি ক্ষত,
ক্ষম্য কৃপা ক্ষীণেরে ক্ষমতা॥
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি, করিলেন অনুমতি,
সেই মত রচিয়া বিধানে।
ভারত যাচয়ে বর, অন্নপূর্ণা দয়া কর,
পরীক্ষিত তনু ভগবানে॥

সমাপ্তঃ।

চৌর পঞ্চাশৎ

মৃত মহাত্মা ভরতচন্দ্র রায় গুণাকরের বিদ্যা-সুন্দরোপাখ্যানে কেহ কেহ প্রসিদ্ধ চৌরপঞ্চাশিক গ্রন্থ সন্নিবেশিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তাহা ন্যায়সিদ্ধ নহে যেহেতু তাহা ভারতের রচিত নহে, ইহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন।

কেহ কেহ কহেন বিদ্যাসুন্দরের অপরূপ কাণ্ড বর্দ্ধমানে না হইয়া অপর কোন প্রদেশে হইয়াছিল, তাহা রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বররুচিকর্ত্তৃক কাব্যাকারে তৎকালে বিরচিত হয় কিন্তু এ বিষয় কেহই নিশ্চয় বলিতে পারেন না এবং সেই কাব্যও কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহা হউক রাজা বীরসিংহের নিকট সুন্দরের পরিচয় ছলে ভারতচন্দ্র রায় চৌর পঞ্চাশিকের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া আমরা সেই পঞ্চাশৎ শ্লোক অত্র গ্রন্থের পরিশেষে প্রকাশ করিলাম।

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং,
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং,
বিদ্যাং প্রমাদগলিতামিব চিন্তয়ামি ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি সঙ্কটে পড়ে হারাই জীবন।
তথাপি বারেক চিন্তা বিদ্যার কারণ॥
সুবর্ণচম্পা কদাম তুল্য রূপ তার।
গৌরাঙ্গ তেমতি শোভা তব তনয়ার॥
অরুণ উদয়ে যেন প্রফুল্লকমল।
বিদ্যার বদন শোভে তেমতি বিমল॥
গৌরদেহে কিবা শোভে কৃষ্ণলোমাবলী।
সিন্দুরের বিন্দু মাঝে অলকা আবলী॥
যখন শয়ন হৈতে নিদ্রা হয় ভঙ্গ।
কামরসে বিহ্বল লালস হয় অঙ্গ॥
প্রমাদেতে পড়ে আমি পরাণ হারাই।
মুহূর্ত্তেক বিদ্যারূপ চিন্তা করে যাই॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

কনকচম্পাকদাম মুদ্রা দক্ষকরে।
আশীর্ব্বাদ বরাভয়যুক্ত সব্যে ধরে॥
যে গুণে বিভব নাম হয়েছে অভয়া।
নিজগুণে কৃপা করি কর মোরে দয়া॥
অগৌরী শব্দেতে মহামেঘপ্রভা জানি।
নীলপদ্ম প্রকাশিত বদন বাখানি॥
শিবের বচনে যোগতন্ত্রমতে বলি।
নাভিদেশে আছে তব নীল লোমাবলী॥

সুপ্ত শব্দে শয়নে আছেন ত্রিলোচন।
তদুপরি দিগম্বরী কর আরোহণ॥
কার্ত্তিকের জন্মকালে শুনেছি পুরাণে।
উপস্থিত হল কাম শিব সন্নিধানে॥
ভ্রূকুটি লোচনে ভস্ম হইল মদন।
মদন বিহ্বল নাম হইল তখন॥
তাঁহার সহিত যেবা লালসিত অঙ্গ।
প্রমাদেতে পড়ে করি তাঁহার প্রসঙ্গ॥
বিদ্যা নামে দশ মহাবিদ্যার বর্ণনা।
তন্ত্রসারে আগে যাঁরে করেছে গণনা॥ ১॥

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিং।
পশ্যামি মন্মথশরানলপীড়িতানি
গাত্রাণি সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি॥ ২॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি অশেষ ক্লেশ রজ্জুর বন্ধনে।
বিশেষতঃ শরানলে দহিছে মদনে॥
এ তাপ নাশের হেতু সেই সুলোচনা।
নবযৌবনেতে পূর্ণচন্দ্রনিভাননা॥
তাহে উচ্চ স্তনভার গৌরবর্ণ কান্তি।
কামবাণ পীড়িতের সুমঙ্গল শান্তি॥
এখন বারেক যদি পাই দরশন।
সকল শরীরে হয় সুধা বরিষণ॥ ২॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

যেমন আমারে পূর্ব্বে করেছিলে দয়া।
অদ্যাপি সে রূপ যদি দেখি গো অভয়া॥
কিবা রূপ চন্দ্র তুল্য আস্য শোভে যাঁর।
শশিমুখী বলি তেঁই স্তুতি করি তাঁর॥
অরি বলি মহাকালী বীজ প্রকরণে।
চন্দ্রমুখে চন্দ্রবিন্দু তন্ত্রের কথনে॥
উপমার কথা শুন এক মত নয়।
কথন সদৃশ কোথা গুণে গণ্য হয়॥
পুনরপি শ্যামরূপ করে বিবেচনা।
চিরকাল বিদ্যমান নূতন যৌবনা॥
পীন শব্দে উচ্চ আর স্তন শব্দে রব।
বড় ঘোর শব্দ যুদ্ধে বুঝায় ভৈরব॥
অভিধানে গৌর শব্দে শ্বেতবর্ণ কয়।
সেই বর্ণযুক্ত শিব বুঝায় নিশ্চয়॥
সেই দেবকান্ত যাঁর নাম গৌরকান্তি।
কৃপা করি মাহেশ্বরি মোরে কর শান্তি॥
দেব আদি সবাকার হরে লয়ে মন।
তাহাতে মন্মথ নাম ধরিল মদন॥
মন্মথের শর করে শর শব্দে নাশ।
হইল মন্মথ শর নামের প্রকাশ॥
সেই নামে শক্তি হয় অগ্নি রূপ যার॥
এমন শিবের কাছে সদা ক্রীড়া তাঁর॥

সে রূপ সংপ্রতি যদি পাই দরশন।
সুশীতল তনু তবে করি এইক্ষণ ॥ ২ ॥

অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ কমলায়তাক্ষীং,
পশ্যামি পীবরপয়োধর ভারখিন্নাং।
সংপীড্যবাহুযুগলেন পিবামি বক্তুং,
মুক্তস্তবন্মধুকরঃ কমলং যথেষ্টং ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে। ১

যে সুখেতে এত কাল সুখী ছিল মন।
অদ্যাপি মরণকালে হতেছে স্মরণ ॥
পুনরপি পাই যদি কমললোচনী।
ইহ জন্মমত সাধ সাধিব এখনি ॥
কিবা উচ্চ পয়োধর ভারে দেহ ক্ষীণ।
তিলেক অন্তরে যারে নাহি ভাবি ভিন ॥
সেই উচ্চ কুচ দৃষ্ট হয় এ সময়।
সংপীড়নে সুখী তবে বাহুযুগ হয় ॥
তার মুখপদ্মে নিজ মুখ মিশাইয়ে।
পুরাব মনের আশা তার মধু খেয়ে ॥
উন্মত্ত অলিতে বহু করে অন্বেষণ।
সম্মুখেতে পায় যদি কমলকানন ॥
তেমন সে মধুকর হয়ে হর্ষবান।
উদর পুরিয়ে অলি করে মধুপান ॥

তেমতি হরিষ যুক্ত হয় মোর মন।
মরণকালেতে সুধা করিব ভোজন ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

যাঁর লীলা পূর্ব্বকালে পাষাণ তনয়া।
অদ্যাপি উদয় মনে সে রূপে অভয়া ॥
অবোধ তনয়ে কৃপা করো গো প্রকাশ।
সঙ্কটে অভয় দেহ পাইয়াছি ত্রাস ॥
প্রফুল্ল কমল তুল্য চক্ষু যার জানি।
কমলায়তাক্ষী বলে তাঁহারে বাখানি ॥
কমলা শব্দেতে হয় বিষ্ণুর রমণী।
সেই বিষ্ণু নিজ চক্ষু দিলেন আপনি ॥
দান পায়ে মহাদেব করেন ধারণ।
সে বড় অদ্ভুত কথা কহি সে কারণ ॥
পুরাণেতে উক্ত আছে হর পূজে হরি।
সহস্রেক পদ্ম তাহে নিরূপণ করি ॥
এক দিন হরিভক্তি পরীক্ষা কারণে॥
যোগেশ্বর এক পদ্ম রাখিলা গোপনে ॥
পূজাকালে এক পদ্ম অমিলন হৈল।
উঠায়ে আপন চক্ষু শিবে পূজা কৈল ॥
কমলাক্ষ নাম শিব হইল তখনি।
কমলায়তাক্ষী কালী তাঁহার রমণী ॥
পীবর শব্দেতে পুষ্ট পয়োধর তাঁর।
মহামেঘ সম প্রভা হইয়াছে যাঁর ॥

অদ্য যদি সেই রূপ পাই দরশন।
এ সঙ্কটে হয় তবে সফল জীবন॥
সংপীড়া নামেতে কালী শুন ত্যজি ভ্রম।
যে কালে হইল নাম ক্রমে বলি ক্রম॥
সংশব্দেতে সমুদয় পীড়ার জনন।
সংসার মধ্যেতে করিলেন ত্রিনয়ন॥
তাহাতে সংপীড় নাম ধরে ত্রিপুরারি।
সংপীড়িতা হয় নাম পাষাণকুমারী॥
অশব্দে বিষ্ণুর নাম পুরাণে বিদিত।
বাহুযুগে চতুর্ভুজ অতি সুশোভিত॥
বিষ্ণুর জননী রূপে যথা বিষ্ণুমুখে।
অতি স্নেহে চুম্বন করিল মহাসুখে॥
বালকের অতিশয় স্নেহের কারণে।
অলি যেন মধুপান করে পদ্মবনে॥
সেই রূপ কৃপা যদি কর গো জননি।
গর্ভধারিণীর রূপ ধর মা আপনি॥ ৩॥

অদ্যাপি তাং নিধুবনক্লম নিঃসহাঙ্গীং,
মাপাণ্ডুগণ্ডপতিতালককুন্তলাক্ষীং।
প্রচ্ছন্নপাপকৃতমন্থরপাবয়ন্তীং,
কণ্ঠাবসক্ত মৃদুবাহুলতাং স্মরামি॥ ৪।

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

নিধুবন শব্দে রতি বিহার বুঝায়।
তাহার যে ক্লম ক্লেশ সয়েছেন তায়।

আর এক শোভা তার কিবা মনোহর।
অলকা শোভিছে পাণ্ডু গণ্ডের উপর॥
তাহাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়িয়াছে কেশ।
কমলেতে ভ্রমে যেন ভ্রমর বিশেষ॥
তাহার নিকটে কিবা শোভা চমৎকার।
খঞ্জন গঞ্জিত আঁখি দেখেছি তাহার॥
পুনরপি শুন বলি মনের বেদনা।
অনিবার প্রেমরসে ছিল যে যাতনা॥
বিদ্যার সে রূপ যদি অন্তরেতে আসে।
ছিন্ন ছিন্ন হয়ে পাপ পলায় তরাসে॥
সুকোমল বাহুলতা বদ্ধ ভুজপাশে।
কণ্ঠে অবসক্ত আছি প্রেমের আবাসে॥
এখন বধিবে যদি জীবন আমার।
সে প্রেমে করহ রাজা আগেতে উদ্ধার॥
ক্ষণেক বিলম্ব কর শুন নরপতি।
বিদ্যার স্মরণে আনি স্থির করি মতি॥ ৪॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

অদ্ভুত শৃঙ্গারে যথা নিধুবন জানি।
তাহার যে ক্লম ক্লেশ সহে শূলপাণি॥
বিপরীত রতাতুর হইয়া মহেশ।
অধতে পুরুষ ঊর্দ্ধে নারী তেঁই ক্লেশ॥
এখন শিবের সহ হয়েছে অর্দ্ধাঙ্গী।
তাহাতে শ্যামার নাম ক্লমনিঃসহাঙ্গী॥

কিবা কালিকার শোভা উপমা কি দিব।
পাণ্ডুবর্ণ আভা পদতলে পড়ে শিব ॥
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদ শরণাভিলাষে।
আলুয়ে পড়েছে কেশ শ্যামাপদ পাশে ॥
সেই যে পতিত কেশ শিবগণ্ডে শোভে।
মত্ত অলিগণ যেন ভ্রমে মধুলোভে ॥
ধবল বর্ণেতে কেশ অলকা আবলি।
সেই কেশ হতে মাকে মুক্তকেশী বলি ॥
শ্বেত কৃষ্ণ মধ্যে দেখ অরুণ বরণ।
কিবা শোভা হতেছে শিবের ত্রিনয়ন ॥
এমন শিবের নারী হয়েছেন যিনি।
হাতে অকলাবলি কুন্তলাক্ষী তিনি ॥
অসুরের যত পাপ করেন প্রনাশ।
সে দেবে আচ্ছন্ন করি করিছেন বাস ॥
কণ্ঠে আভরণ শব মুণ্ডমালা পরি।
অবলা হইয়া রামা বিক্রমে কেশরী ॥
অসুরের বাহুলতা কটিতে বিরাজে।
কিবা শোভা হতেছে কিঙ্কিণী রূপ সাজে ॥ ৪ ॥

অদ্যাপি তাং সুরতজাগরঘূর্ণমানাং,
তির্য্যগ্গলত্তরলতারকমাবহন্তীং।
শৃঙ্গারসারকমলাকররাজহংসীং,
ব্রীড়াবনম্রবদনামুরসি স্মরামি ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

যে যাতে অপূর্ব্ব রত সেইত সুরত।
সুরতেতে জাগরণ করে অবিরত॥
নিদ্রাবশে কামরসে হয়ে পতিপ্রাণা।
এই হেতু সুরত জাগরঘূর্ণমানা॥
কামোল্লাসে প্রেমরসে হয়ে বিবসনা।
সচঞ্চল ঝলমল সুহাস্য বদনা॥
সে সময় কিবা হয় বদনের শোভা।
গ্রাসমান শশী হেন হয় মধুলোভা॥
ভালে সিন্দূরের বিন্দু বিজলি খেলায়।
বিমানেতে তারাগণ পতনের প্রায়॥
কমল শব্দেতে জন্মস্থান পদ্মাকর।
এই হেতু বুঝালেক নাম সরোবর॥
শৃঙ্গারের সারাৎসার সরোবর মাঝে।
রাজহংসী রূপ ধরে অদ্ভুত বিরাজে॥
কামিনীস্বভাবধর্ম্ম সলজ্জিতা হয়।
মধুদান দিয়া অধোবদনেতে রয়॥
আমার হৃদয়ে সেই অদ্যাপি তেমন।
অতুল সঙ্কটে তবু না ভুলিল মন॥ ৫॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

সুরত শব্দেতে জেনো এসব সংসার।
তাহার সংহাররূপে জাগরণ যার॥

সুরত ত্যাগের রূপ ধরেন মহেশ।
তাঁহার সহিত ক্রীড়া যে করে বিশেষ॥
বিপরীত রতাতুরা হয়েছে শিবানী।
অতিব্যস্তরূপা তেঁই ঘূর্ণমানা জানি॥
বিমানেতে মহামেঘ ঘটা মধ্যভাগে।
তারাগণ পতন যেমন শোভে আগে॥
বক্র গতি ভ্রমে অতি চপলা যেমন।
সিন্দুর বিন্দুর পাশে শোভিছে চন্দন॥
উপাদান করে সার শৃঙ্গার রসের।
হয়েছে শৃঙ্গারসার নাম মদনের॥
তাহার কমলাকর কান্তি যে শোভার।
সে শোভা বিনাশে প্রভা দেখি হেন সার॥
তথাপি শৃঙ্গারসার করি ত্রিলোচন।
ক্রীড়া পক্ষিরূপা যেবা তাহাতে মগন॥
অকথ্য ঐশ্বর্য্য যাঁর কে করে গণনা।
অশেষ বিশেষ রূপে করে বিবেচনা॥
লজ্জামাত্র লজ্জা পেয়ে করেছে পয়ান।
দিগম্বর নাম তাহে হয়েছে বিধান॥
সেই শিবে অবিলম্ব বদন যাঁহার।
এমন শ্যামার পদযুগ করি সার॥ ৫॥

অদ্যাপি তাং সুরতভাণ্ডবসূত্রধারীং,
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখীং মদবিহ্বলাঙ্গীং।
তন্বীং বিশালজঘনাং স্তনভারনম্রাং,
ব্যালোলকুন্তলকলাপবতীং স্মরামি॥ ৬॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

কন্দর্পের লীলা ছল কত কব আর।
গীত বাদ্য নাট্য আদি নানা রস তার॥
পৌর্ণমাসী শশীমুখী মনোবিহারিণী।
কামরস নর্ত্তনের সূত্র বিধায়িনী॥
স্থূলাকার জঙ্ঘা তার উচ্চ পয়োধর।
সুশোভনা কুঞ্জকেশী মধ্য ক্ষীণতর॥
এই রূপ শুন ভূপ দেখিয়া বিদ্যারে।
আকুল হয়েছে প্রাণ অকূলপাথারে॥
এখন আমাকে কর লক্ষ অপমান।
বিদ্যার কারণে হয় সুখ সম জ্ঞান॥ ৬॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

পুরাণেতে ব্যক্ত আছে ত্রিপুরারি লীলা।
ভ্রুকুটি ভঙ্গিমা করি নৃত্য আরম্ভিলা॥
পদাঘাতে মহী তাতে যায় রসাতল।
ইন্দ্র আদি বিধি বিষ্ণু হইল অবল॥
নর্ত্তনের মূলসূত্র বিধি করে দিয়া।
অচেতন ত্রিভুবন সকলি রাখিয়া॥
তাহাতে আপনি রক্ষা কর ত্রিলোচনী।
ধরিয়া মোহিনী রূপ হরসম্মোহিনী॥
ভালে আসি বসি শশী হৈল দীপ্তকর।
সুশোভনা মধ্যক্ষীণা পুষ্ট পয়োধর॥

আলুয়ে পড়েছে কেশ আপাদ অবধি।
কোটি কামদেব লজ্জা পায় নিরবধি॥
এবেশে মহেশে স্থির করেছ অমনি।
বস্ত্রহীনে অকিঞ্চনে তার গো জননি॥
অদ্যাপি আশায় করি শুন মহামায়া।
বিপদে পড়েছি মা গো দেহ পদছায়া॥ ৬॥

অদ্যাপি তাং মসৃণচন্দনচর্চ্চিতাঙ্গীং,
কস্তুরিকাপরিমলেন বিসর্পিগন্ধাং।
অর্দ্ধেন্দুরেখপরিশীলিতভালরেখাং,
মুগ্ধাতিবামনয়নাং শয়নে স্মরামি॥ ৭॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে

সুচারু চন্দন সর্ব্ব দেহে লিপ্ত করে।
কুঙ্কুম কস্তুরী গন্ধ আদি যুক্ত পরে॥
চন্দ্রখণ্ড সম রেখা কপালে ভূষণ।
শুভ্র মল্লিকার মালা গলেতে শোভন।
শুক্লবর্ণে সর্ব্ব গাত্র রাখে মিশাইয়া।
মুগ্ধবেশে দ্বারদেশে শয়ন করিয়া॥
লুকায়ে রাখিল তনু পরম যতনে।
আমাকে দর্শন দিল বহু অন্বেষণে॥
সেই দিন সেই রূপ হল চমৎকার।
অদ্যাপি স্মরণ মনে হয় বারবার॥ ৭

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

এক দিন ভক্তিভাব পরীক্ষার তরে।
ছল করি আসিছিলে ছদ্ম বেশ ধরে॥
কালীরূপে ভাবে মোরে সতত কুমার।
অন্য রূপ আজি দেখি কি ভাব তাহার॥
সে দিন যে রূপ মোরে দিলা দরশন।
এ সঙ্কটে সেই রূপ করিয়ে ভাবন॥
এত বলি আরবার করুণা করণ।
কালীপদে কবিতার অর্থ নিরূপণ॥
মেঘ কাদম্বিনী রূপ করিতে উক্তাক্ত।
অগুরু চন্দনে দেহ করে শোভা ব্যক্ত॥
কস্তুরী কক্কোল আদি লেপন করিয়া।
কেশাদির কৃষ্ণবর্ণ গোপন রাখিয়া॥
ভালে অর্দ্ধশশী ভাল হইল উদিত।
মালতী শিরীষ পুষ্প দোঁহাতে ভূষিত॥
শঙ্করের সতত জানিবে সমাচার।
অতিশয় তেঁই অতি বাম নাম তাঁর॥
অতিশয় বামে শিবে যাঁহার লোচন।
মুগ্ধ হয় এই বামনয়না লক্ষণ॥
পুনর্ব্বার বলি আর তন্ত্রের লিখন।
সেই শিবোপরি যাঁর হয়েছে শয়ন॥
শিবশক্তি করি ভক্তি ডাকি একবারে।
শয়নে স্মরণ করি তার গো আমারে॥ ৭॥

অদ্যাপি তাং নিধুবনে মধুপানপাত্রীং,
লীলারতাং কৃশতনুং চপলায়তাক্ষীং।
কাশ্মীরকর্দ্দমমৃগনাভিকৃতাঙ্গরাগাং,
কর্পূরপূগপরিপূর্ণমুখীং স্মরামি॥ ৮॥

অন্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

তব কন্যা নিধুবনে শৃঙ্গারের স্থানে।
মধুপানপাত্রী হয়ে তোষে মধুদানে॥
পুনরপি সেই কালে তোমার যে সুতা।
পানে অতি স্বাদুবতী হলো রসযুতা॥
মদনের মত্ত গজ শাসনের তরে॥
অপূর্ব্ব অঙ্কুশ চিহ্ন তনু শোভা করে॥
চঞ্চল খঞ্জন আঁখি বিজলির প্রায়।
মেঘ সম শোভা করে কজ্জল তাহায়॥
মৃগনাভি আদি করি সুগন্ধ যাহার।
কর্পূরাদি পূর্ণমুখী সুধার আধার॥
তার মধুপানে মোর না হবে মরণ।
তেঞি করি এ সঙ্কটে তাহারে স্মরণ॥ ৮॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

নিধুবন বলি সম শৃঙ্গার বিধান।
মধুপানপাত্রী হয়ে কর অধিষ্ঠান॥
মধুবন ব্যক্ত আছে তন্ত্রের বচনে।
তাহার দৃষ্টান্ত এই শুনেছি শ্রবণে॥

সর্ব্ব দেহ তেজোময় হন যে সময়।
দেবগণ ভূষণ দিলেন অতিশয়॥
মধুপানপাত্র দিল কুবের যখন।
মহিষ-মর্দ্দনে মধুপানযুক্ত হন॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে ব্যক্ত সমুদয়।
সেই হেতু মধুপানপাত্রী বলে কয়॥
অতিশয় আস্বাদনে হইয়া নিযুক্ত॥
মুখের বাহিরে জিহ্বা করে পরিমুক্ত॥
বরাঙ্গনা সুবদনা পিঙ্গললোচনী।
কাশ্মীর কর্দ্দম আদি সুগন্ধমোহিনী॥
লবঙ্গ কর্পূর পূগ মিলিত তাম্বূল।
পরিপূর্ণ মুখে আভা হতেছে অতুল॥
সেই মুখশশি চিন্তা করি বারে বারে।
অন্তকালে যেন শ্যামা নিস্তার আমারে॥ ৮।

অদ্যাপি তৎক্রমপতন্মদিরাপরাগ-
প্রস্বেদবিন্দুবিততং বদনং প্রিয়ায়াঃ।
অন্তে স্মরামি রতিখেদবিলোলনেত্রং,
রাহূপরাগপরিমুক্তমুখং স্মরামি॥ ৯॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

ক্রমে ক্রমে যার, সুধা মধু সার,
ধরা পতনের শোভা।
যেই ইন্দুকণা, শোভে সুবদনা,
চকোরের মনোলোভা॥

রাহু মুক্ত শশী, বদন হরষি,
লোচনের কি ভঙ্গিমা।
যার দেখা তরে, রতি খেদ করে,
রূপের নাহিক সীমা॥
এই অন্তকালে, যা থাকে কপালে,
প্রাণ চায় দেখিবারে।
শুনে নরবর, কম্পো কলেবর,
রায় ভাবে কালিকারে॥ ৯॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

সুধাপানে মত্ত, ক্রমাগত তত,
হতেছে কত পতন।
ধারা সম করে, সুধা বিন্দু ঝরে,
ইন্দুখণ্ড সুবদন॥
শরদিন্দু মত, সে বদনে কত,
কিবা শোভা সুলোচনে।
রতি অভিলাষ, করে সর্ব্বনাশ,
মহেশে রাখে মোহনে॥
মুখ ইন্দীবর, নিন্দি সুধাকর,
স্মরণে মরণ যায়।
কাল সম রায়, বধে বা আমায়,
না দেখি কোন উপায়॥ ৯॥

অদ্যাপি তন্মুখশশী পরিবর্ত্ততে মে,
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।

জীবেতী মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ,
কর্ণেকৃতং কনকপত্রমূণালপত্ত্যা ।। ১০ ।।

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

মানে মৌনী হয়ে দুঃখী, বিরসেতে শশিমুখী,
একা বসিয়াছে ক্রোধাগারে।
মান করি অতি ভার, ত্যজি নিজ অলঙ্কার,
সখীগণ প্রবোধিতে নারে॥
আলু থালু বরে কেশ, হয়ে অতি ছিন্নবেশ,
অর্দ্ধ অঙ্গে আছয়ে বসন।
হয়ে অতি অভিমানী, গণ্ডে দিয়া সদা পাণি,
নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘনেঘন॥
এ বেশে দেখিয়া তায়, ভাবি কত ভাবনায়,
কখন না দেখি যে এমন।
আমি বলি একি ধনী, সেতো নাহি করে ধ্বনি,
তাহাতে দুঃখিত মোর মন॥
যত বলি অপরাধ, তত ঘটে পরমাদ,
কটাক্ষ দর্শনে নাহি চায়।
হেট করি রহে মুণ্ড, বিধূত হয়েছে তুণ্ড,
বিচ্ছেদ অনল জ্বলে তায়।
আমি নহি অপরাধী, মিথ্যা মানে কর বাদী,
ক্ষমা কর নিজ দাস বলে।
হলে তব মতে মত, নহে কোন অন্য মত,
প্রতিফল তারি মত ফলে॥

যার সঙ্গে বার মাস, করি একত্রেতে বাস,
তার সনে বিরোধে বারেক।
তাহাতে না কবে কথা, আমি যাব যথা তথা,
প্রাতে উঠি ধরি কোন ভেক॥
এরূপে কুণ্ঠিত হয়ে, সাধিলাম কত কয়ে,
মৌনে রয় হয়ে অভিমানী।
তবে আমি সে সময়ে, নাসিকাতে তৃণ লয়ে,
হাঁচিলাম বলিবারে বাণী॥
ক্ষুৎপতন জন্তু সব, জীবতিষ্ঠাঙ্গুলী রব,
ব্রহ্মবধ পাপ না বলিলে।
না কহিল সে বচন, ত্যজে ছিল আভরণ,
কর্ণফুল কর্ণমূলে দিলে॥
দেখিলাম বিধিমতে, পতির কল্যাণ মতে,
জীব বলা হইল প্রকারে।
সুবুদ্ধি এরূপ যার, তারে মোর পরিহার,
কি করিব মান ভাঙ্গিবারে॥ ১০॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

কৃতাঞ্জলি করে কই, নাহি জানি তোমা বই,
ছাড়িলে কি সে সকল মায়া।
বাঞ্ছাকল্পতরু বলে, পূর্ব্বেতে সদয় হলে,
সে দয়া লুকালে মহামায়া॥
কৃপাদৃষ্টি আমা পানে, তখন এ সব স্থানে,
মূর্ত্তিভেদ করিলে অশেষ।

এক দিন রাত্রিভাগে, শ্মশানে প্রকট আগে,
ক্রোধবেশে করি কৃপালেশ॥
অতিশয় প্রয়োজনে, প্রাণপণ আবাহনে,
ডাকি গো শ্মশানে হয়ে বাসী।
না আইলে শীঘ্রগতি, ভ্রান্ত হলো মোর মতি,
ক্রোধ কৈলে পুনরপি আসি॥
তখনি অমনি দেখা, ভালে শশি খণ্ড রেখা,
কালান্তক বিকট দশন।
করালবদনী ভীতি, পদ ভরে কাঁপে ক্ষিতি,
কোকনদচ্ছবি ত্রিনয়ন॥
ভয়ে জ্ঞান পরিহরি, ভাবি কি উপায় করি,
বিধি হর হরি পরিহারে।
এক যুক্তি সে সময়, মনেতে উদয় হয়,
আশীর্ব্বাদ লইব প্রকারে॥
শুনি লোক ব্যবহারে, শাস্ত্রমত অনুসারে,
যে কর্ম্মেতে জীব বাক্য বলে।
ক্ষুৎকার করিলে পর, না করিলে প্রত্যুত্তর,
আশীর্ব্বাদ করিলে মা ছলে॥
তার মূল কথা বলি, কর্ণে ছিল যে পুতলি,
ভূতলে ত্যজিলে তায় রাগে।
পতিত সে শিশুদ্বয়, কৃপাদৃষ্টি পুনঃ হয়,
উঠায়ে রাখিলা কর্ণভাগে॥
শিশু সবে দয়া করে, দেখাইয়া মায়া পরে,
আমাকে করিলা কৃপা শেষে।

শঙ্কিত হই শঙ্করি, এত দিন রক্ষা করি,
পরাণ কি হারাব বিদেশে ॥
অদ্যাপি আমার মন, না ভুলিবে ও চরণ,
যা কর মা তোমার উচিত।
সুন্দর সুরস ভাষে, থাকি কালীপদ আশে,
মায়াবশে হয়েছি মোহিত ॥ ১০ ॥

অদ্যাপি তৎ কনককুণ্ডলঘৃষ্টমাল্যং,
তস্যাঃ স্মরামি বিপরীতরতাভিযোগে।
আন্দোলনশ্রমজলস্ফুটসান্দ্রবিন্দু,
মুক্তাফলপ্রচয়বিস্ফুরিতং প্রিয়ায়াঃ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে।

এক দিবসের কথা, এক দিবসের কথা।
তব কন্যা বিপরীত রতে হয়ে রতা ॥
শুন অপূর্ব্ব কথন, শুন অপূর্ব্ব কথন।
রমণ করিল মোরে করি আরোহণ ॥
সে যে ক্ষণেক রমণে, সে যে ক্ষণেক রমণে।
স্বভাবতঃ নারীজাতি শ্বাস বহে ঘনে ॥
দোলে কর্ণের কুণ্ডল, দোলে কর্ণের কুণ্ডল ॥
পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডে যেন চন্দ্রের মণ্ডল ॥
শোভা কি কব তাহার, শোভা কি কব তাহার।
ললাটে ঘর্ম্মের বিন্দু যেন মুক্তাহার ॥
সিঁতি আভরণ তায়, সিঁতি আভরণ তায়,
ঘর্ম্মবিন্দু মতি তাহে কিবা শোভা পায় ॥

অল্প সিন্দুরের বিন্দু, অল্প সিন্দুরের বিন্দু।
মুকুতা সহিত শোভে যেন পূর্ণ ইন্দু ॥
সেই প্রেয়সীবদন, সেই প্রেয়সীবদন।
অদ্যাপি মরণ দিনে করি গো স্মরণ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

আমি নিধনের কালে, আমি নিধনের কালে।
কালিকা স্মরণ করি যা থাকে কপালে ॥
যোগতন্ত্রেতে শুনেছি, যোগতন্ত্রেতে শুনেছি।
কালিকাপুরাণ মত ধ্যানেতে দেখেছি ॥
যথা পুরুষ প্রকৃতি, যথা পুরুষ প্রকৃতি।
পুরুষে উপ্থিত নারী রমণ বিকৃতি ॥
বিপরীত রতিকালে, বিপরীত রতি কালে।
কিবা শোভা সালঙ্কার সাজিয়াছে ভালে ॥
আরো কর্ণের কুণ্ডল, আরো কর্ণের কুণ্ডল।
দোলন ঘর্ষণে মুখ করেছে উজ্জ্বল ॥
কিবা কবরী বন্ধন, কিবা কবরী বন্ধন।
মণি মুক্তা যুক্ত তাহে সিঁতি আভরণ ॥
আছে সীমন্ত মাঝারে, আছে সীমন্ত মাঝারে।
সিন্দুরের বিন্দু যেন ইন্দু নিন্দিবারে ॥
আর দেখ তার পাশে, আর দেখ তার পাশে।
চন্দনের কণা যেন চপলা প্রকাশে ॥
রতি আন্দোলন শ্রমে, রতি আন্দোলন শ্রমে,
প্রতি লোমে ঘর্ম্ম দেখা দিল ক্রমে ক্রমে।

ভালে অৰ্দ্ধ খণ্ডশশী, ভালে অৰ্দ্ধ খণ্ডশশী।
ঈষৎ মিশালে ঘর্ম্ম মুক্তাশ্রেণী বসি॥
দেখি কি কব শোভার, দেখি কি কব শোভার।
অদ্যাপি যাগিছে সদা অন্তরে আমার॥
আমি ডাকি অকিঞ্চনে, আমি ডাকি অকিঞ্চনে।
করুণা করিয়া রাখ এ ঘোর বন্ধনে॥ ১১॥

অদ্যাপি তাং প্রণয়ভঙ্গুরদৃষ্টিপাতং,
তস্যাঃ স্মরামি পরিবিভ্রমগাত্রভঙ্গং।
বস্ত্রাঞ্চলেন পরিধর্ষি পয়োধরান্তং,
দন্তচ্ছদং দশনখণ্ডনখণ্ডনঞ্চ॥ ১২॥

অস্যার্থঃ'—বিদ্যাপক্ষে।

কিবা তার চমৎকার নয়ন-ভঙ্গিমা।
কুটিল ভ্রূকুটি যার দিতে নাহি সীমা॥
সজল জলদ তুল্য কজ্জল তাহার।
কন্দর্পের ধনু যেন ভুরু শোভা পায়॥
দশন কুন্দের পাঁতি ইন্দুর কিরণ।
নয়নের তারা তাহে হয়েছে মিলন॥
সেই নয়নেতে যেন হয় দৃষ্টিপাত।
বল বুদ্ধি হীন হয় যেন অকস্মাৎ॥
উন্মাদ কুরঙ্গ যেন শরজালে জ্বরে।
এক দৃষ্টে চাহি থাকে ব্যাধের উপরে॥
কে করিতে পারে তার দৃষ্টির বর্ণন।
যার দৃষ্টিপাতে হয় সাহস ভঞ্জন॥

পুনর্ব্বার শুন বলি স্বতন্ত্র লক্ষণ।
যখন করেন তিনি আলস্য মোক্ষণ॥
গাত্র ভঙ্গ হলে হয় তনু দীর্ঘাকার।
কটি কণ্ঠ জানু ঈষদ্বক্রের আকার॥
সে কালীন ভুজদ্বয় ঊর্দ্ধে অবসরে।
অল্প উন্মীলন চক্ষু পার্শ্ব দৃষ্টি করে॥
বিরসের তুল্য হয় বদনের ছটা।
ঘন ঘন উঠে মুখে জৃম্ভনের ঘটা॥
নাসাগ্রেতে সুদীর্ঘ নিশ্বাস করে গতি।
এলো কেশ শুদ্ধ বেশ মনোহর অতি॥
তৃতীয় সৌন্দর্য্য আর করি বিবরণ।
সুন্দরীকে কিবা শোভা করেছে বসন॥
হেমাদি জড়িত চিত্র বিচিত্র বরণ।
কোটি বিধু ভানু যেন উদিত তখন॥
হৃদি পরে উচ্চ কুচ কাঁচলি উপরে।
বস্ত্রের অঞ্চল তাহে কিবা শোভা করে॥
আর এক স্বভাব স্ত্রীলোক মাত্রে আছে।
তাম্বূল চর্ব্বণ করি দেখে তার পাছে॥
জিহ্বা মোর রক্তবর্ণ কিম্বা আছে ভিন্ন।
খদিরাদি ভোজনের দেখে তার চিহ্ন॥
সে সময় দুই ওষ্ঠ দুই দিকে রয়।
মধ্য দেশে কিবা শোভা করে দন্তচয়॥
সিন্দূর বরণ সব মেঘের মাঝারে।
চন্দ্রের মণ্ডল তাহে সাজে পরিহারে॥

এই চারি শোভা তার করি নিরূপণ।
অদ্যাপি আমার মন করিছে চিন্তন ॥ ১২ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

কাতরে করুণাময়ি চাহ আমা পানে।
কৃপাসিন্ধু শুকাবে না কণা মাত্র দানে ॥
ভবানী ভরসা মাত্র সঙ্কটে এবার।
এ সঙ্কটে ভবজায়া কর গো নিস্তার ॥
কিবা চারু শোভা দেহে আছয়ে বিদিত।
দিবানিশি সেইরূপ অন্তরে গ্রথিত ॥
প্রণয় শব্দেতে বহু সাহস বাখানি।
তারে ভঙ্গ করে তব দৃষ্টিপাত জানি ॥
ঘোরতর ভয়ঙ্কর রাঙ্গা ত্রিনয়ন।
শশী ভানু কৃশানুকে করেছ সৃজন ॥
প্রজাপতি প্রভৃতি নম্রতা ভাব যাতে।
সুরাসুর সুনির্মূল যেই দৃষ্টিপাতে ॥
সদা সশঙ্কিত প্রভা দর্শনেতে যাঁর।
অন্তকালে সেই দৃষ্টি চিন্তি বারেবার ॥
দনুজদলনে বহু শ্রমযুক্তা হয়ে।
আলস্য ভঞ্জন কর অবকাশ লয়ে ॥
গাত্র ভঙ্গে কি ভঙ্গিমা লাঞ্ছিত চন্দ্রিমা।
ঈষৎ বক্রেতে দেহ রূপ নাহি সীমা ॥
নয়নের কোণে কর কটাক্ষ দর্শন।
পরিশ্রম শ্রমে ভুজ করয়ে ভ্রমণ ॥

চন্দনসকল তব হয় অলঙ্কার।
তড়িতের প্রায় যেন শোভে চমৎকার॥
সরোজে বিকট মূৰ্ত্তি মুখের আভাস।
রিপু বিমোচনে যেন সুদীর্ঘ নিশ্বাস॥
অরুণ উদয় দিকে প্রভা কিবা হয়।
সেই দিগ্বসনে সবে দিগম্বরী কয়॥
দিগ্বসন বিশেষতঃ হৃদয় উপর।
বস্ত্রের অঞ্চল যেন শোভে মনোহর॥
আর এক শোভা বড় দেখেছি শ্যামার।
মুখ হইতে মুক্তজিহ্বা হয়েছে তাঁহার॥
বিম্ব জিনি ওষ্ঠাধর যেন নব রবি।
নখরেন্দু কুন্দ সম দন্তপাঁতি ছবি॥
কিবা শোভা কালীপদে রক্ত ইন্দীবরে।
মুখেতে সুধার ধারা ধরিছে অধরে॥
দন্তচয় রিপুক্ষয় করে অজস্রয়।
অদ্যাপি চিন্তনে শ্যামা দিবেন অভয়॥ ১২॥

অদ্যাপ্যশোক নবপল্লবরক্তহস্তাং,
মুক্তাফল প্রচয় চুম্বিত চুচকাগ্রাং।
অন্তঃ স্মিতোচ্ছসিতপাণ্ডুরগণ্ডদেশাং,
তাং বল্লভাং বুঝসি সম্বলিতাং স্মরামি॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

অশোক পল্লব নব সম পাণিতলে।
চুচুকাগ্রে শোভিত হয়েছে মুক্তাফলে॥

অন্তরে ঈষদ্ হাস গণ্ডে বিকশিত।
শারদের চন্দ্র যেন ত্রিলোক মোহিত॥
নির্জ্জনেতে বসি করি সদা সম্ভাবনা।
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে নিতান্ত কামনা॥
তথাপি বিদ্যার নাহি পাই দরশন।
বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র করি ত্যজিব জীবন॥ ১৩॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

রুধির খর্পর হস্তে দিবা নিশি যাঁর।
রক্তবর্ণ করতল হয়েছে শ্যামার॥
উচ্চ পয়োধরোপরে বঙ্কিত কাঁচলী।
হীরক জড়িত হারে শোভে মুক্তাবলী॥
অন্তরে গম্ভীর হাস্য ঈষদ্ধাস্যকালে।
কিরণে আছয়ে গণ্ড পাণ্ডুবর্ণা ভালে॥
অন্তর জগতে দেখি আলোকে বিরাজে।
কি শোভা প্রকাশে কুলকুণ্ডলিনী মাঝে॥
স্ববল্লভ সম্বলিতা বিশ্বের কারিণী।
নিদানে গর্জ্জনে স্মরি তার গো তারিণী॥ ১৩॥

অদ্যাপি তৎ কুসুমরেণু সুগন্ধিমিশ্রং,
ন্যাস্তং স্মরামি নখরক্ষত লক্ষ তস্যাঃ।
আকৃষ্ট হেমরুচিরাম্বর-মুখিতায়াঃ,
লজ্জাবশাৎ করধৃতং কুটিলং ভ্রমন্ত্যাঃ॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

শুন হে শুন হে বিচ্ছেদ বিরহে
বসনে বদন আবৃত কর হে ॥
সরমে ভরম জানায় আমারে ।
শিশুকালে হলো বড় লাজ তারে ॥
কি কব বিভব বসনের কত ।
মল্লিকা মালতী আর পুষ্প যত ॥
চন্দনে চর্চ্চিত গন্ধিত প্রখরা ।
কাঞ্চনের রুচি অতি মনোহরা ॥
এমন বসন ললাট হইতে ।
ধনী টান দিল মুখ আচ্ছাদিতে ॥
বায়ুবেগে আসি ধরে দক্ষ করে ।
নখাঘাতে ক্ষত হলো বস্ত্রোপরে ॥
চলে ধীরে ধীরে অতি লাজ ভরে ।
মুখে বাক্য হরি মৌনব্রত করে ॥
মুখপদ্ম দেখে নখছিন্ন বাসে ।
মাণিকের ছটা যেন ধ্বান্ত নাশে ॥
একে প্রেমে জরা অভিমানে ভরা ।
তাহে লজ্জাকরা শশিকান্তি হরা ॥
পদ নাহি চলে চলে শীঘ্রভরে ।
দেখে ফিরে ফিরে জ্বলে প্রেমজ্বরে ॥
পদযুগভরে রেণু নাহি সরে ।
রাজহংস শ্রেণী যেন কেলি করে ॥

নীরবেতে ধনী চলে প্রেমভাবে।
অজানত মত যেন চৌর্য্যভাবে॥
বলি শুন ধনি আমি যুড়ি পাণি।
ছাড় পদ্মবেশ ভাষ রসবাণী॥
শুনে মান বাড়ে আর দীর্ঘাকারে।
চলে রোষভরে বলে কেবা কারে॥
পরিহার মানি আমি পায় ধরে।
বাঁধা তার গুণে জীবনের তরে॥
সঙ্কটেতে সদা মনে ভাবি যারে।
এত দুঃখে তবু নাহি ভুলি তারে॥ ১৪॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

ওগো ভদ্রকালি মুণ্ডমালি উমে।
পদতলে শূলী ছিন্নমস্তা ধূমে॥
পট্টবস্ত্র পরা রবি দীপ্তিহরা।
মণি মুক্তাযুতা নানা চিত্রকরা॥
জিনি সূর্য্যালোকে ঠেকে মৌলী তব।
গুণ নাহি জেনে পদ ভাবে ভব॥
অতি উচ্চতর ধর ভীম কায়া।
ত্রিলোকী বিজয়ী মহামোহ মায়া॥
বাম হস্তে ধৃত শবমুণ্ড নত।
হয়ে আন্দোলিত নখচিহ্ন ক্ষত॥
শ্মশানেতে সদা গতিযুক্ত রত।
ক্রূর দৈত্য কত অনায়াসে হত॥

হয়ে লজ্জাযুত আছে মোর মতি ।
নাহি শক্তি কিছু করিবারে নতি ॥
রতি সঙ্গ করে বাঁধা যুগ্ম করে ।
মোরে চোর করে শেষে প্রাণ হরে ॥
ক্রিয়াদোষী আমি পড়ি চৌর্য্যদোষে ।
নাহি কোন গতি অতি ভূপ রোষে ॥
তবে আছে শুন তন্ত্রসারে জানা ।
বিনা মাতৃযোনি নাহি আর মানা ॥
সে যে অর্থ আর লেখে তন্ত্রসার ।
যোগিমতে মত নাহি ব্যবহার ॥
শ্যামা লজ্জা বীজে আছ তার মাঝে ।
যদি মন মজে সেই মন্ত্ররাজে ॥
কর মোরে দয়া তবে যোগমায়া ।
পদযুগ ছায়া দিবে ভবজায়া ॥
করি সেই আশা বর্দ্ধমানে আসা
মুখে কালী বিনা নাহি অন্য ভাষা ॥ ১৪ ॥

অদ্যাপি তাং কজ্জললোলনেত্রাং,
পৃথ্বী প্রভিন্নকুসুমাকুলকেশপাশাং ।
সিন্দূর বিন্দুকৃতমৌক্তিকচক্রমিশ্রাং,
প্রবদ্ধ হেমকটিকাং রহসি স্মরামি ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ ।—বিদ্যাপক্ষে ।

কজ্জল কিরণে শোভা করেছে নয়ন ।
মেঘের আবলী মাঝে শোভে তারাগণ ॥

কেশ তার ক্ষিতিতলে হইয়া পতন।
অলিগণ ভ্রমে যেন করিছে ভ্রমণ॥
অরুণ উদয় যেন হতেছে আকাশে।
এলোকেশ মধ্য-ভালে সিন্দুর প্রকাশে॥
বিমানে বিদ্যুতে যথা হয় চমকিত।
হেমচন্দ্র হারে তার নিতম্ব শোভিত॥
সুকোমল দেহে কিবা শোভে আভরণ।
অদ্যাপি তাহার লাগি চিন্তা করে মন॥
ত্যজে সব ধর্ম্ম কর্ম্ম সদা ভাবি মনে।
দিবানিশি সেইরূপ ভাবি হে গোপনে॥ ১৫॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

কালিকা খর্পরধরা কজ্জলনয়নী।
পৃষ্ঠদেশ ব্যাপ্ত কেশ পরশে অবনী॥
কপালেতে কিবা শোভা সিন্দূরের বিন্দু।
দশদিক করে আলো পৌর্ণমাসী ইন্দু॥
কাঞ্চন কিঙ্কিণী কটিদেশ শোভাকর।
অদ্যাপি সে রূপ আমি ভাবি নিরন্তর॥
আলোকে অচিন্ত্যরূপ দেখি নিরবধি।
ঘুচাইল বিধি বুঝি তাহা অদ্যাবধি॥
তবু যেন অন্তে সেই রূপ হয় প্রাপ্ত।
পঞ্চদশ শ্লোক অর্থ হইল সমাপ্ত॥ ১৫॥

অদ্যাপি তাং ধবলবেশ্মনি রত্নদীপং,
মালাময়ূখপটলৈর্গলিতান্ধকারাং।
সুপ্তোত্থিতাং রহসি হাস্যমুখীং প্রসন্নাং,
লজ্জাভয়ার্দ্রনয়নাং পরিচিন্তয়ামি॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

প্রজ্বলিত স্বর্ণদীপ অট্টালিকা মাঝে।
অন্ধকার ধ্বংস করে অদ্ভুত বিরাজে॥
তাহার সমান শোভা তোমার কন্যার।
বিদ্যার রূপের কথা কহা কিছু ভার॥
সুমুখী শয়নে যদি থাকেন নীরবে।
অভিপ্রায় নাহি হয় না জানি কে হবে॥
সুপ্রসন্না হাস্যমুখী প্রফুল্লবদনা।
লজ্জাভরে আর্দ্রা হয়ে ললিত নয়না॥
তন্ত্র মন্ত্র জপ যজ্ঞ পূজা যেই রূপ
সত্য কথা কহি রাজা নহি অন্য রূপ॥ ১৬।

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

ধবল শব্দেতে শুভ্র অভিধানে জানি।
তাহাতে ধবল নাম ধরে শূলপাণি॥
রজত পর্ব্বত আভা ধ্যানেতে বাখানে।
তাহার বসতি হয় নিয়ত শ্মশানে॥
শিবের সহিত বাস করে কাত্যায়নী।
তেঁই তাঁর চিন্তা করি ধবলবেশ্মনি॥

সুবর্ণের দীপমালা প্রজ্বলিত হলে।
তিমির বিনাশ যেন রবির মণ্ডলে॥
হৃদি পদ্ম মাঝে থাকি চৈতন্য রূপিনী।
অশেষ তিমির নাশে মহেশমোহিনী॥
শয়নে আছেন শিব তাহে ত্রিলোচনা।
প্রসন্নবদনী কালী ভৈরবী ভীষণা॥
লজ্জা যাতে লজ্জা পায়ে পরিহার মানে।
লজ্জাভার নাম ধরে তন্ত্রের বিধানে॥
লজ্জাভারে শিব হেরে আর্দ্রিত নয়না।
কালিকাকে বুঝা যার দেখি বিবেচনা॥
এমন জননী যার আছেন ভুবনে।
নিজ দাসে দুঃখ তিনি দেখেন কেমনে॥
কৃপা করি যদি মা বন্ধন দেহ মুক্তি।
দেশে চলে যাই কালী কালী করি উক্তি॥ ১৬॥

অদ্যাপি তাং গলিতবন্ধনকেশপাশাং,
শ্রুগ্রন্থ তাং স্মিতসুধামধুরাধরোষ্ঠীং।
পীনোন্নত স্তনযুগোপরিচারু চুম্বন্,
মুক্তাবলিং রহসি পদ্মমুখীং স্মরামি॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

কৃষ্ণকেশ শোভা করে ত্যজিয়া বন্ধন।
পুরাণাদি গ্রন্থ যার শুনেছে শ্রবণ॥
সমুদ্র মন্থন সুধা অধিকতা পায়।
দুই ওষ্ঠ আছে অতি মধুরতা তায়॥

মুক্তাবলী শোভে পুষ্ট পয়োধরোপরি।
কমল নয়নী বিদ্যা বিপদেতে স্মরি॥ ১৭॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

অভয়াচরণে কিছু করি নিবেদন।
যে চরণ মহিমা জানেন ত্রিলোচন॥
বিধি বিষ্ণু আদি যাঁকে সর্ব্বদা ধ্যায়ায়।
বেদান্ত বেদেতে যাঁর মহিমা জানায়॥
ও পদ পাবার লাগি করিয়া যতন।
মস্তক হইতে কেশ ত্যজিল বন্ধন॥
গলিত বন্ধন কেশ হয়েছে ভূষণ।
আগম নিগম গ্রন্থ তোমার শ্রবণ॥
সর্ব্ব বিদ্যাময়ী তুমি পুরাণেতে কয়।
সেই হেতু গ্রন্থ যত তব কর্ণ হয়॥
সুধাধারা রসে আর্দ্র ওষ্ঠ হয় যাঁর।
বদন মাঝারে আছে সুমধুর সার॥
উচ্চ কুচযুগোপরে শোভে মতিহার।
ললিতনয়নী কালী চিন্তি বারেবার॥ ১৭॥

অদ্যাপি তাং বিরহবহ্নিনিপীড়িতাঙ্গীং,
তন্বীং কুরঙ্গনয়নাং সুরতৈকপাত্রীং।
নানাবিচিত্রকৃতমণ্ডনমাবহন্তীং,
তাং রাজহংসগমনাং সুদতীং স্মরামি॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

বিরহ অনল সব সকালেতে বলে।
অধিকতা গুণ আছে বিরহ অনলে॥

অনল প্রবেশে ভস্ম করে একেবারে।
তখনি তদন্ত হয় নিস্তারে তাহারে॥
বাড়বানলের মত বিরহ আগুন।
তার সনে চিন্তানল বাড়য়ে দ্বিগুণ॥
চিন্তানলে ক্ষুধানল অনুগত হয়ে।
প্রভাকরে একেবারে একত্তরে রয়ে॥
এমন যখন যার কি কব তুলনা।
সে জ্ঞান ইহার ভাব কর বিবেচনা॥
বিরহ বহ্নিতে যার পীড়িত শরীর।
সে তাপ নিবারি যেবা করয়ে সুস্থির॥
তনু কৃশা মধ্যক্ষীণা বিশালনয়না।
মোর মনে যার আর না দেখি তুলনা॥
নানাচিত্র বিচিত্র মণ্ডল প্রভা যার।
রাজহংস মত গতি হইয়াছে তার॥
শতদল পদ্ম মাঝে সূক্ষ্মদল সাজে।
বিদ্যা-মুখপদ্মে দন্ত তেমতি বিরাজে॥
সে দেখেছি বার বার না ভুলি তিলেক।
অদ্যাপি স্মরণ যেন পাষাণের রেখ॥ ১৮॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

বিরহ অনল রূপ হতেছে মদন।
তাহার পীড়নকর্ত্তা দেব ত্রিলোচন॥
সে দেবে সর্ব্বদা যাঁর অঙ্গ শোভা করে।
এমন শ্যামার পদ চিন্তিত অন্তরে॥

গুরু ভার জঘনেতে ক্ষীণ দেহ তায়।
সভৈরব ঘোর ভাষা মুখে শোভা পায়॥
বিচিত্র মণ্ডল শোভা কুরঙ্গনয়না।
গমনেতে দেখ রাজহংসের তুলনা॥
রাজহংস গমনের অর্থ শুন আর।
সংক্ষেপে গোপন অর্থ লেখে তন্ত্রসার॥
ভূতশুদ্ধি সময়ে জানিবে ব্রহ্মপুরে।
সহস্র কমল দল কর্ণিকা ভিতরে॥
চতুর্থ বিংশতি তত্ত্ব করিয়া স্থাপন।
সর্ব্ব দেহ ভস্মরাশি করিলে তখন॥
পুনর্ব্বার সেই দেহ করিয়া নির্ম্মাণ।
যে মন্ত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠিত কর প্রাণ॥
সেই যে মন্ত্রের নাম শুনি রাজহংস।
অধিষ্ঠাত্রী রূপেতে বিরাজে যেই অংশ॥
সর্ব্ব জীবে গতি উক্তি মন্ত্র আরোহণা।
অতএব কালী রাজহংস সুগমনা॥
দিবা নিশি স্নিগ্ধ রস করেন ভোজন।
সে রসে মগন থাকে সতত দশন॥
তাই কালীপুরাণে শীতলদন্ত কয়।
মতান্তরে আর কিছু শুনেছি নিশ্চয়॥
রুধির সংযোগ আর কৃষ্ণ রেখা লেশ।
শ্বেতবর্ণ দন্তে কিবা হয়েছে সুবেশ॥
মতান্তে দন্তুরা বলি শ্যামাকে বর্ণনে।
সেই রূপ ধ্যান করি অদ্যাপি মরণে॥ ১৮।

অদ্যাপি তাং বিহসিতাং কুচভারনম্রাং,
মুক্তাকলাপবিমলীকৃতকণ্ঠদেশাং।
তৎকেলিমন্দিরগতাং কুসুমায়ুধস্য,
কাণ্ঠাং স্মরামি রুচিরোজ্জ্বলধূমকেতুং॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ :—বিদ্যাপক্ষে।

অতি হাস্যমুখী বিদ্যা প্রসন্নবদনী।
উচ্চ কুচ ভারে সদা নম্র সেই ধনী।
মতিহার শোভা যার করে কণ্ঠদেশে।
প্রভাকর কণ্ঠে যেন নির্ম্মলতা বেশে॥
শয়ন মন্দিরে দেখি শোভা অতিশয়।
রতিকেলিস্থল বলি সদা ভ্রম হয়॥
শ্বেতবর্ণ আভা তার চপলা প্রকাশে।
ধূমকেতু হয় যেন উজ্জ্বল আকাশে॥
এমন সুন্দরী মোর বিবাহিতা নারী।
সঙ্কটেতে পড়ে আমি চিন্তা করি তারি॥ ১৯॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

দেবদেব বরে ইন্দ্র হল বেত্রাসুর।
স্বর্গ হতে দেবাদিকে করিলেক দূর॥
মর্ত্ত্যে আসি দেবদেবী করেন ভ্রমণ।
শিববীর্য্যে সন্তানের উৎপত্তি কারণ॥
ঘোর তপে তখন আছেন ত্রিলোচন।
কি রূপে হইবে তাঁর তপস্যা ভঞ্জন॥

যুক্তি সার করি কাম গেলেন তথায়।
কোপদৃষ্টিপাতে তিনি হন ভস্মকায়॥
মদন মন্দিরে রতি বসি একা রয়।
লোকমুখে শুনে কাম হৈল ভস্মময়॥
আকুলা হইলা অতি ধৈরয না ধরে।
কোথা গেলে প্রাণনাথ রতি প্রাণে মরে॥
উচ্চরবে ডাকে তবে অভীষ্ট দেবতা।
আত্ম কার্য্য সাধিয়া কুপালে পতিব্রতা॥
রতির রোদন বড় শুনি ভগবতী।
তৎকেলি মন্দিরে কালী করিলেন গতি॥
রতির প্রণামে তুষ্ট হইলেন অতি।
কিছু কাল থাক তুমি পাবে নিজ পতি॥
বহুকাল হয়ে থাক সাবিত্রী সমান।
আশীর্ব্বাদ করি শ্যামা হন অন্তর্দ্ধান॥
মুক্তজিহ্বা হয়ে রতি করিছে বিনয়।
কপাল ভেঙ্গেছে মোর শুন পরিচয়॥
ত্রিলোচন কোপানলে মারা গেছে মার।
এখন কি হবে বল করি যুক্তি সার॥
দয়া করি দয়াময়ি বরদাত্রী হলে।
অনঙ্গরূপেতে কাম রাখিল কুশলে॥
শব্দার্থ প্রমাণ অর্থ এই পুরাণেতে।
ইহার গোপন অর্থ আছে গোপনেতে॥
বীজমাত্র আছে যত জাগ্রতরূপিণী।
তদ্রূপে বসতি তাতে কর গো তারিণী॥

বীজ নাম ধর তুমি জীবে দিতে জ্ঞান।
কামবীজে সদা তুমি কর অধিষ্ঠান॥
সেই হেতু কামকেলি মন্দির সঙ্গতা।
তদ্বীজের উদ্ধারের কহি কিছু কথা॥
কুসুম শব্দের আদি বর্ণ বিবরণ।
নাদ বিন্দু যুক্ত হলে বীজের কারণ॥
রতিবাসে গমনের কি বর্ণিব আর।
কণ্ঠদেশে কিবা শোভা করে মুক্তাহার॥
কুচকুম্ভভরে নম্র কিঞ্চিৎ জানায়।
সুপ্রসঙ্গে হাস্যমুখী বিশ্বর তাহায়॥
কান্তা শব্দে নারী মাত্র বলে অভিধানে।
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে বিশেষ বাখানে॥
ত্রিজগতে আছে যত সমস্ত প্রকৃতি।
সকলে বলিছে তুমি শক্তি একাকৃতি॥
আর এক শুনিয়াছি কালিকাপুরাণে।
ধূম্রবর্ণ বহু শোভা করিছে নিশানে॥
স্থানে স্থানে বহুরূপা কামরূপা কালী॥
অদ্যাপি সঙ্কটে ত্রাণ কর মুণ্ডমালী॥ ১৯॥

অদ্যাপি চাটুবচনোল্লসিতস্মিতুর্নং,
তস্যাঃ স্মরামি সুরতক্লমবিহ্বলায়াঃ।
অব্যাজনিস্তিমিতকাতর কাকুকণ্ঠ,
সংকীর্ণবর্ণরুচিরং বদনং প্রিয়ায়াঃ॥ ২০॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

কামেতে বিহ্বল রয়ে, সুশোভন রত হয়ে,
সম্ভোগ দিলেন নৃপসুতা।
মদনে হয়েছে জ্ঞান, না দেখিয়া অনুষ্ঠান,
সহে ক্লেশ হয়ে দুঃখযুতা।
মিথ্যা বাক্য প্রিয় করে, শুনিয়া উল্লাস ভরে,
যথা হয় সুহাস্য বদন।
তেমতি ছিল বয়ান, ক্লেশ পেয়ে হল ম্লান,
শুন বলি উপমা যেমন॥
অকস্মাৎ মেঘ রব, শুনিয়া সভয় সব,
বজ্রাঘাতে মরিবার ভরে।
হইয়া ব্যাকুল মনে, স্থানে স্থানে পলায়নে,
পরস্পরে কাকুবাদ করে॥
কেহ হয়ে গলাগলি, শ্রীহরির নামাবলি,
স্মরণ করিছে একেবারে।
কেহ কহে রাম রাম, কেহ বা জৈমিনি নাম,
কেহ ভজে ইষ্ট দেবতারে॥
সবে জান সে সময়, বদন যেমন হয়,
তদ্রূপ বিদ্যার মুখ মসি।
যেমন আকাশে আসি, পেয়ে রাহু পৌর্ণমাসী
গ্রাসিতেছে যেন পূর্ণশশী॥
মনে হলে সেই মুখ, অদ্যাপি বিদরে বুক,
দেখা হলে করি উপকার।

ইহ জনমের মত, মনে রৈল শত শত,
বিধিকৃত না হল আমায় ॥ ২০ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

শিব উক্তি তন্ত্রসার, ধ্যানেতে প্রকাশ তাঁর,
বিপরীত রতাতুরা বলে।
সুরত শব্দেতে শিব, কি তার উপমা দিব,
সম্ভোগ করিলে কিবা ছলে ॥
সম্ভোগেতে বহু সুখী, পরে হলে ম্লানমুখী,
সে সুখের নাহিক তুলনা।
ঈষৎ যে ছিল হাস, ক্লেশেতে করিল নাশ,
হলে যেন বিরস বদনা ॥
ভূমিকম্পে উল্কাপাতে, কিম্বা দেখি বজ্রাঘাতে,
ম্লান মুখ যেন হয় প্রাণী।
সে ভাব কে জানে আর, কেবল সে সারাৎসার,
যে হয় জানেন শূলপাণি ॥
দেখিবারে সে বদন, অদ্যাপি আমার মন,
মরণেতে চিন্তা সদা করি।
যদি না নিস্তার তারা, নিস্তারিণী ভবদারা,
নামের গুণেতে ভবে তরি ॥
অপাঙ্গে বারেক তারা, দেখ চায়ে ভবদারা,
তব দাস মশানেতে মরে।
শুনিয়াছি বেদাগমে, কাল নাহি কোন ক্রমে,
কালী নামে ভবসিন্ধু তরে ॥ ২০ ॥

অদ্যাপি তাং সুরতঘূর্ণনিমীলিতাক্ষীং,
স্রস্তাঙ্গযষ্টিবচনং কুশকেশনম্রাং।
শৃঙ্গারবারিকমলাম্বুজরাজহংসীং,
জন্মান্তরে নিধুবনে২প্যনুচিন্তয়ামি ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

কামরসে উন্মীলন ঘূর্ণিত নয়ন।
কুশের সদৃশ কেশ জলদ বরণ ॥
শৃঙ্গারের জল মধ্যে কমল মাঝারে।
রাজহংসী রাজহংস যেমন বিহারে ॥
হাতে নিধি দিয়া বিধি ঘুচালে আমারে।
দেহান্তরে নিধুবনে লইব তাহারে।
সে শরীরে মন প্রাণ করে সমর্পণ।
দণ্ডচারী আসি যেন করিয়া ভ্রমণ ॥
অদ্যাপি আমার মনে সেই মুখশশী।
জন্মান্তরে মম আশা পুরাইব বসি ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

পাষাণনন্দিনী তুমি হয়েছ পাষাণী।
তথাপি জননী বিনা আর নাহি জানি ॥
জন্মের যে অন্তকাল মৃত্যু বলি তাকে।
তদবধি রমণের অভিলাষ থাকে ॥
অতএব জন্মান্তর শব্দে নিধুবন।
শিবের সহিত যথা করেন ক্রীড়ন।

স্মরন্ত শব্দেতে জেনো দেব ত্রিলোচন।
তাতে নিমীলিত যাঁর ঘূর্ণিত নয়ন॥
কু শব্দে পৃথিবী তাতে করিয়া শয়ন।
কুশ ইতি নাম শিবে হল নিরূপণ॥
তদুপরি দিগম্বরী হইয়া মগন।
পদতলে শিব অঙ্গে কেশের পতন॥
শৃঙ্গ শব্দে পরভাষা শিঙ্গা বলে যাকে।
তাতে রব করে ভব সদা মুখে থাকে॥
তাহাতে শৃঙ্গার রব হয় তাঁর নাম।
সে দেবের অরি হইয়াছে যেন কাম॥
তাহার ক্রীড়ন স্থান হৃদিপদ্মে সাজে।
তাহে রাজহংসী রূপা কালিকা বিরাজে॥
অদ্যাপি শ্যামার পদ চিন্তা করি সার।
এঘোর সঙ্কটে কালী করগো নিস্তার॥

অদ্যাপি তাং প্রণয়িনীং মৃগশাবকাক্ষীং,
পীযূষপূর্ণকুচকুম্ভযুগং বহন্তীং।
পশ্যাম্যহং যদি পুনর্দ্দিবসাবসানে,
স্বর্গাপবর্গ নবরাজসুখং ত্যজামি॥ ২২॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

প্রাণের অধিক প্রিয়ে মোর প্রণয়িনী।
মৃগসার মত চক্ষু খঞ্জরীট জিনি॥
পীযূষ পূর্ণিত কুচকুম্ভ বিধায়িনী।
এমন সময় যদি দেখা দেন তিনি॥

যদি বা দর্শন পাই দিবসাবসানে।
স্বর্গ মোক্ষ রাজ্য সব ত্যজি তুচ্ছ জ্ঞানে॥
অদ্যাপি আমার মনে হতেছে বাসনা।
সতত বিদ্যার লাগি করিছে কামনা॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

অতি স্নেহ শব্দকে প্রণয় করে বলে।
প্রণয় জননী তাই প্রণয়িনী হলে॥
কুরঙ্গনয়না কালী ব্রহ্মাণ্ডকারিণী॥
সুধাপরিপূর্ণ কুচকুম্ভ বিধায়িনী॥
দিনান্তে বারেক যদি পাই দরশন॥
স্বর্গ মোক্ষ রাজ্য সুখে নাহি প্রয়োজন॥
অদ্যাপি আমার মনে না হয় সংশয়।
তারিণীর বাক্য কভু প্রতারণা নয়॥ ২২॥

অদ্যাপি তাং স্তিমিতবস্ত্রমিবাবলগ্নং,
প্রৌঢ়প্রতাপমদনানলতপ্তদেহাং।
বালাং মদেকশরণামনুকম্পনীয়াং,
প্রাণাধিকাং ক্ষণমহং নহি বিস্মরামি।। ২৩।।

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

প্রবল প্রতাপ রাখে মদন অনল।
তার দেহ প্রভাবে না হয় সুশীতল॥
সে অনলে তপ্ত হয়ে রাজার নন্দিনী।
আমার দেহের তাপ নাশে বিনোদিনী॥

স্নিগ্ধ হয়ে দেহ যেন জল মধ্যে থাকে।
বিদ্যার উলঙ্গ দেহ তেমনি আমাকে॥
অতুলনা নিরুপমা কি বলিব আর।
যাহার তুলনা দিতে সংসারেতে ভার॥
প্রাণের অধিক প্রিয়া দয়াযুক্তা তায়।
ক্ষণে ক্ষণে বিস্মরণে মরি হায় হায়॥ ২৩॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

ত্রিজগত তপ্তকারী হয় যে মদন।
তার দেহ তপ্ত করে দেব ত্রিলোচন॥
সে দেহেতে দেহ যার লগ্ন হয়ে রয়।
তাহার রূপের আর শুন পরিচয়॥
স্তিমিত শব্দেতে সঙ্ক বস্ত্র উপাসনে।
কৃত্তিবাসে দিগম্বর শোভে ত্রিভুবনে॥
তাঁহার কামিনী হয়ে সে বসন পরে।
দিগম্বরী নাম তাঁর সংসার ভিতরে॥
অদ্বিতীয়া দয়াময়ী প্রাণের ঈশ্বরী।
ক্ষণমাত্র আমি যেন নাহিক বিস্মরি॥
অদ্যাপি আমার মন করিছে ঘোষণ।
প্রাণ বিমোচনে যেন পাই ও চরণ॥ ২৩॥

অদ্যাপি তাং ক্ষিতিতলে বরকামিনীনাং,
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতয়া প্রথমৈক রেখাং।
সংসার নাটকরসোত্তমরত্নপাত্রীং,
কান্তাং স্মরামি কুসুমায়ুধবাণশিখাং॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

ক্ষিতিতলে পৃথিবীতে যতেক সুন্দরী।
একে একে সব জনে গণনাকে করি॥
বিদ্যার নামেতে রেখা পড়ে অগ্রভাগে।
সে কথা সর্ব্বদা মোর হৃদিমাঝে জাগে॥
সংসারের মধ্যে নিত্য নৃত্যকারী হয়ে।
নর্ত্তন করেন সব হৃদি মাঝে রয়ে॥
সংসার নাটক তাই কন্দর্প বুঝায়।
তাহাতে উত্তম রস হয় অভিপ্রায়॥
যে রসে মোহিত হয় দেবাদি দানব।
পশু পক্ষী কীট আর পতঙ্গ মানব॥
সেই রস ধারণের সুবর্ণের পাত্র।
সৃজন করিছে বিধি জানি সেই মাত্র॥
পুষ্প ধনু সহ পঞ্চবাণ অনুপম।
কুসুম আয়ুধ বলে মদনের নাম॥
সেই বাণাঘাতে খিন্ন দেহ হয় যার।
এমন কান্তাকে সদা স্মরণ আমার॥ ২৪॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

ক্ষিতি যার তলে আছে সেই স্বর্গ হয়।
ক্ষিতিতল শব্দে তাই স্বর্গকে নিশ্চয়॥
ক্ষিতির তলেতে আছে রসাতল জানি।
ক্ষিতিতল বলে তাতে পাতাল বাখানি॥

চোরপঞ্চাশৎ।

স্বভাবতঃ ভূমণ্ডল বলে ক্ষিতিতলে।
ত্রিভুবন বোধ হয় ক্ষিতিতল বলে॥
এক দিন দেবগণ সকলেতে মিলে।
ত্রিভুবনমধ্যে যত সুন্দরী গণিলে॥
ক্রমে ক্রমে একে একে রেখা পাত করে।
প্রথম রেখাতে আগে কালী নাম ধরে॥
তার পর আর যত করে নিরূপণ।
পুরাণে লিখিছে আমি করেছি শ্রবণ॥
আর এক শুন বলি শঙ্করের লীলা।
উল্লসিত হয়ে নৃত্য আরম্ভ করিলা॥
পদাঘাতে মহী তাহে করে টল মল।
গেল গেল শব্দ হলো যায় রসাতল॥
বাহুর পসারে যত স্বর্গলোকে ছিল।
আলু থালু হয়ে কত ভূমিতে পড়িল॥
পুনরপি মোহ যায় স্বর্গ সে আপনি।
জটার তাড়নে কণ্ঠ হইল তখনি॥
উত্তরদিকেতে হল দক্ষিণের গতি।
পশ্চিমদিকেতে পূর্ব্বদিকের বসতি॥
বজ্র সূর্য্য খসে পড়ে পৃথিবীর তলে।
তারাগণ অচেতন কোথা যাব বলে॥
আসুরিকগণ যায় পর্ব্বত গহ্বরে।
অন্য জীব পিতা মাতা বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
পাতালবাসির বড় ঘটিল প্রমাদ॥
শব্দমাত্র শুনে কিন্তু হইল বিষাদ॥

সে দেবে সুস্থির তুমি করিলে ভবানি।
এ সকল কথা ব্রহ্মপুরাণেতে জানি॥
সংসার নাটক নাম ধরেন মহেশ।
সে দেহে উত্তম রস আছে যে বিশেষ॥
সে রস ধারণে তুমি সুবর্ণ আধার।
ব্রহ্মপুর মাঝে আমি চিন্তা করি তাঁর॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে লেখে স্বর্ণাধার।
তাহার অন্তরা কথা শুন চমৎকার॥
শুম্ভ আর নিশুম্ভ যে দুই মহাসুর।
শিব বরে যুদ্ধে হরে নিল ইন্দ্রপুর॥
দিক্‌পাল দেবতাগণে দিল দূর করে।
সূর্য্যাদি দেবত্ব যত সব নিল হরে॥
নিজগণ প্রেরণ করিল স্থানে স্থানে।
ভ্রমণ করিছে দূত নাহি কারে মানে॥
বন মধ্যে ছিলে তুমি সিংহের উপরে।
সেখানেতে শুম্ভ দূত দেখিল তৎপরে॥
রূপেতে করেছ আলো চমকে ভুবন।
নৃপতির নারী হৈতে বলিল তখন॥
কহিল যে ইন্দ্র মোর বহু রত্নভোগী।
নারী রত্ন হয়ে হও তাহাকে সম্ভোগী॥
সেই হেতু রত্নপাত্র বলিবারে পারি।
কান্তা বলি অভিধানে বাখানেছে নারী॥
তত্রাপি সে পদে মন মজিয়াছে যার।
তথাপি আমাকে দুঃখ দেহ বারম্বার॥ ২৪॥

অদ্যাপি তাং প্রথমতো বরসুন্দরী মে,
স্নেহৈকপাত্রঘটিতাবনিনাথপুত্রী।
হে হে জনা মম বিয়োগ হুতাশতাপান্,
সোঢ়ুং ন শক্যত ইতি প্রতিচিন্তয়ামি।। ২৫ ।।

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

প্রথম কালেতে সেই প্রেয়সী সুন্দরী।
স্থাপন ক'রেছে মোরে সযতন করি॥
নৃপের নন্দিনী তিনি কি বলিতে পারি।
এখন হুতাশে মরি অদর্শনে তারি॥
তথাপিহ কিছুকাল থাকিবে জীবন।
জ্বালায় জ্বলিত করে নিশাচরগণ॥
হে হে মহাশয় সব সভাসদ জন।
কোটালিয়া বেটাদিকে কর না বারণ॥
প্রাণে মোর নাহি সহে দেখ সুকুমার।
সকলেতে বলে কয়ে করনা উদ্ধার॥
তোমরা তিলেক যদি কর নিবারণ।
দণ্ড দুই করি আমি বিদ্যার চিন্তন॥ ২৫॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

বর শব্দে মহাদেব তাঁহার কামিনী।
আগেতে অধিক দয়া করেছ তারিণী॥
গিরিরাজ সুকুমারী বরদাতা হয়ে।
মরণ কালেতে দেখা না দিলে অভয়ে॥

না দেখে হুতাশ তাপে না বাঁচি জীবনে
দ্বিগুণ অনল জ্বলে কোটাল বচনে ॥
নৃপতির কোপানলে দুঃখিত শরীর।
সভ্যগণ বচনে না হতে দেয় স্থির ॥
না সহে প্রাণেতে মোর শুন গো অভয়া
কি জানি কেমন তুমি ছাড়িয়াছ দয়া ॥
সহে স্বর্গবাসীগণ করি এ নিয়োগ।
আমারে একান্ত কালী হয়েছে বিয়োগ ॥

অদ্যাপি বিস্ময়করী ত্রিদশান্ বিহায়,
বুদ্ধিবলাচ্চলতি তৎ কিমহং করোমি।
জানন্নপি প্রতিমুহূর্ত্তমিবান্তকালে,
কুষ্টাতু বল্লভতরে ময়ি সাতিধীরা ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

সুন্দর কহিছে বড় দেখি বিপরীত।
সতত বুদ্ধি যে মোর হতেছে বিস্মিত ॥
জেনে শুনে ভাল মন্দ না করে বিচার।
দেবতার প্রতি মতি নাহি থাকে আর ॥
যদি বা বারেক শুভ চিন্তিবারে চায়।
তখনি বিদ্যার পানে ধরে লয়ে যায় ॥
ক্ষণে ক্ষণে পলায়ন করে ঘটে হতে।
কি করিব বারণ না মানে কোনমতে ॥
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে বহু যত্নে পায়।
তার অতি ক্রোধমতি হয়েছে বুঝায় ॥

কোপের কারণ তায় করি অনুমান।
গোপনে রোপণ প্রীতি এমতি বিধান॥
সে যখন জন্মে যেন বিমান হইতে।
বিমান দেখায় সেই প্রকাশ পাইতে॥
তার জোরে নিত্য যারে আরাধনা করি।
সে কোথা পড়িয়া থাকে অপমানে মরি॥
এই যে বিদ্যার দেখি অপমান সার।
গর্ব্বিত ভৎর্সনে তার প্রাণ বাঁচা ভার॥
প্রাণপণে জ্বালাতন হয়েছে শরীর।
চিন্তানলে বারে বারে করিছে অস্থির॥
বাপে মায়ে বন্ধুজনে দিতেছে গঞ্জনা।
ব্যাপিত হইল তার কলঙ্ক লাঞ্ছনা॥
বিধবা হইবে বলে বড় পায় ভয়।
সন্তান করিয়া কোলে বিবাহ বা হয়॥
মরণ না হয় কেন করিনু এমন।
পীরিতের দায়ে ঠেকে ভাবিছে এখন॥
এ সকল ভেবে যদি মেরে দেয় দোষ।
কি জানি আমাকে যদি করে থাকে রোষ॥ ২৬॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

মনে মনে করে রায় কালিকা ভজন।
কি করিবে নৃপ দূত কি করে শমন॥
কালীর কিঙ্কর আমি কালী মাত্র জানি।
কালী পদে সমর্পণ আছে মোর প্রাণী॥

কালিকা কৃপার কথা কি বলে বর্ণিব।
শত মুখে কথা নয় আমি কি করিব ।।
ক্ষণে ক্ষণে যত আমি আরাধনা করি।
তখনি সেখানে দেখি ত্রিপুরাসুন্দরী ॥
কয়েছেন কত বার আমাকে আপনি।
তব হেতু দেবগণ ত্যজিব আপনি ॥
দেবগণে আরাধনে পূজা করে ছিল।
মম সন্নিধানে ইষ্ট সাধিতে বসিল ॥
এমন সময় তুমি পূজিলে আমায়।
তখনি ত্যজিয়া সঁব আইনু হেথায় ॥
আমাকে এমন দয়া ছিল চিরদিন।
মৃত্যুকালে ত্যজিলেন হয়ে দয়া হীন ॥
নির্দ্দয় দেখিয়া বুদ্ধি হতেছে বিস্ময়।
পূর্ব্বমত দয়া মায়া কিছুই কি নয় ॥
তাতে অভিপ্রায় হয় করেছেন রোষ।
হলে হতে পারে আমি করেছি মা দোষ॥
ভজনেতে ভঙ্গ দিয়ে প্রেমে ছিল মতি।
ক্ষম অপরাধ মোর হীন বুদ্ধি অতি ॥
তাতে এক সন্দেহ হতেছে মোর মনে।
উমা বুঝি ব্রহ্মলোকে স্থিত বা নির্জ্জনে ॥
মনের গমন নাহি হয় তত দূরে।
শ্যামার কি দোষ আছে আমি আছি দূরে ॥
না হবে এমন বুঝি গেছে সেই স্থানে।
অবশ্য যতন পায়ে করিয়া সন্ধান ॥

শুনেছি যে বুদ্ধি যত সকলি ব্রাহ্মণী।
তাতে অনুগত হয়ে আছে কি অমনি॥
সেই যে আমার বুদ্ধি বড় প্রিয়তরা।
ঘটে হতে গেল যদি হব বুদ্ধিহরা॥
বুদ্ধি ছাড়া হলে হয় পাগলের মত।
তাই সকলের কাছে বলি শত শত॥ ২৬॥

অদ্যাপি তাং গমনমিত্যুদিতাং মদীয়ং,
শ্রুত্বৈব ভীতহরিণীশিশুচঞ্চলাক্ষীং।
অত্যাকুলাৎ বিগলদশ্রুকলাকুলাক্ষীং,
সঞ্চিন্তয়ামি গুরুশোকবিনম্রবক্ত্রাং॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

যেখানে গোপনে, আছেন নির্জ্জনে,
সেখানেতে লোকে যায়ে।
সুন্দরের কথা, কহিছে সর্ব্বথা,
সে কি করে লজ্জা খায়ে॥
শুনে সমাচার, কি বলিব তার,
সে যে সহজে অবলা।
শিশু মৃগী সমা, নয়ন উপমা,
ভীতা আছে সে চঞ্চলা॥
যেন দেখি তারে, সাক্ষাতে আমারে,
মনেতে উদয় কত।
গুমুরে অন্তরে, অশ্রুধারা ক্ষরে,
ম্লান মুখ অবিরত॥

কর দুঃখ ভোগ, অন্তরে বিয়োগ,
অধোমুখে বসি রয়।
এমন সুন্দরী, তারে চিন্তা করি,
মরণে নাহিক ভয়॥
অদ্যাপি আমার, এত দুঃখ সার,
তথাপি ভাবিছি তায়॥
কি করি উপায়, প্রয়োজন তায়,
বিধি বাদী হল তায়॥ ২৭॥

দ্বিতীয়ার্থঃ—কালীপক্ষে।

মা হয়ে কখন, ত্যজে সুতগণ,
এমন না দেখি কারে।
যদি কুসন্তান, তথাপি সন্ধান,
করেন অবশ্য তারে॥
আমার মরণ, শুনে এতক্ষণ,
স্নেহের কারণ হয়।
অতি ক্লেশে থাকি, শিশু মৃগ আঁখি,
নিরবধি চেয়ে রয়॥
হয়ে শিশু হারা, নয়নের ধারা,
পড়িছে অবনী তল।
শোকেতে গম্ভীর, হইয়া অস্থির,
অধোবদনে বিকল॥
আমার এমন, সদা হয় মন,
সকরুণা দয়াময়ী।

অদ্যাপি আমাকে, যদি দয়া থাকে,
স্মরণেতে হব জয়ী ॥ ২৭ ॥

অদ্যাপি বাসগৃহতো ময়ি নীয়মানে,
দুর্ব্বারভীষণকরৈর্যমদূতকল্পৈঃ।
কিং কিং তয়া বহুবিধং ন কৃতং মদর্থে,
বক্তুং পার্য্যত ইতি ব্যথতে মনো মে ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

এক দিন বিদ্যা সহ শয়ন আগারে ॥
স্বপন দেখিয়া মরি বিপদ পাথারে ॥
সে দিনের স্বপনের কি কব তাহার।
প্রাণ যায় মরি মরি বড়ই বিস্তার ॥
বিবরণ শুন তার শুয়ে আছি সুখে।
দৈবাধীন পদাতিক দেখিনু সম্মুখে ॥
ভয়ঙ্কর বেশ তার ঘূর্ণিত নয়ন।
অসি চর্ম্মধারী আর বিকট দশন ॥
অঙ্গার হইতে আর কাল তার অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে চায় করে ভ্রূকুটি ভ্রূভঙ্গ ॥
কেশের অগ্রেতে মোরে ধরিবারে যায়।
অস্ত্রাঘাত করিবে বুঝিনু অভিপ্রায় ॥
কম্পিত হৃদয়ে আমি ভাবিলাম তবে।
বুঝিলাম এই লোক যমদূত হবে ॥
তবে তারে ভাল করে করি দরশন।
দেখি যেন তার সনে আর কত জন ॥

কেহ বা রক্তের ভার করিয়াছে কাঁধে।
কেহ বা কতেক জনে রাখিয়াছে বাঁধে॥
কেহ বা প্রাণির অস্থি করিছে চর্ব্বণ।
কেহ করতালি দিয়া করিছে নর্ত্তন॥
তাহা দেখে প্রাণ মোর অচেতন প্রায়।
উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠি প্রাণ যায় যায়॥
তখনি ধরিয়া মোরে বিদ্যা কোলে করে।
কর্ণে মোর কালী নাম শুনালে তৎপরে॥
ব্যাকুলা হইয়া তোষে নানামত রীতে।
তাহার তুলনা আমি পারি কিসে দিতে॥
তার সমুচিত করা মনেতে আছিল।
না করিতে পারি বড় বেদনা রহিল॥ ২৮

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

এক দিন জপকালে বসিয়া শ্মশানে।
বিভীষিকা ভয় পেয়েছিলাম অজ্ঞানে॥
মৃত তুল্য হয়ে যেন শবের আকার।
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত আমার॥
মৃত সম দেহ দেখে মাংস খেতে যায়।
যমদূত সম তারা অনিবার তায়॥
সে সকল নিবারণ করিলে তারিণী।
অচেতনে হলে যেন চৈতন্য রূপিণী॥
প্রাণ দান দিলে মোর বহু যতনেতে।
সে দিন করেছ রক্ষা ঘোর বিপদেতে॥

এমন কালীর পদ ভজনা না হয়।
হায় বৃথা দিন হল বিফলেতে ক্ষয়॥
এখন শঙ্করি কিসে হব গো উদ্ধার।
প্রাণ যায় এই দায় কর ভবে পার॥ ২৮॥

অদ্যাপি তাং ক্ষণবিয়োগনিমীলিতাক্ষীং,
শঙ্কে পুনর্বহুতয়াম্ৃতশোকধারাং।
সঞ্জীবনধারণকরীং মদনালসাঙ্গীং,
কিং ব্রহ্মকেশবহরৈঃ সুদতীং স্মরামি॥ ২৯॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

ক্ষণমাত্রে অদর্শনে মৃতের আকার॥
মৃত্যু শোক ধারা রূপা হয়েছে বিদ্যার॥
জীবন ধারণ হেতু সেই সুলোচনা।
হরি হর ব্রহ্মা আদি না করি গণনা॥
বিদ্যার দর্শন শোভা তুল্য করি কার।
অদ্যাপি সঙ্কটে আমি চিন্তা করি তার॥ ২৯॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে

কি হেতু করুণাময়ি ছাড় সব মায়া।
ক্ষণেক দর্শনাভাবে নাহি থাকে কায়া॥
তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ মানি শত কোটি বর্ষ।
হরি হর ত্যজে যারে জেনেছি নিষ্কর্ষ॥
মৃত্যুরূপী মহেশের শোক বিধায়িনী।
কালকূট পানে ভবে নিস্তারকারিণী॥

মম জীব ধারণের হেতু নিস্তারিণী।
সঙ্কটেতে স্মরি তাই তার গো তারিণী॥ ২৯॥

অদ্যাপি তাং চলচকোরবিলোলনেত্রাং,
শীতাংশুমণ্ডলমুখীং কুটিলাগ্রকেশাং।
মত্তেভকুম্ভসদৃশস্তনভারনম্রাং,
বন্ধূকপুষ্পসদৃশোষ্ঠপুটাং স্মরামি॥ ৩০॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

চকোরের কোমল সদৃশ নেত্র যার।
চন্দ্রের মণ্ডল শোভা মুখেতে বিদ্যার॥
কি শোভা পেয়েছে তাতে কুটিলাগ্র কেশে।
মত্ত-গজ-কুম্ভ কুচ ভারে নম্রাবেশে॥
যবাপুষ্প সম দুই ওষ্ঠ জানি যার।
এমন বিদ্যাকে মোর পাসরণ ভার॥ ৩০॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

চকোর-নয়নী শ্যামা সুধাংশুবয়ানী।
করিকুম্ভসম স্তন ভারে নম্রা জানি॥
অসুর রুধির ধারা পান নিরন্তর।
ওড়পুষ্প সম ওষ্ঠ উত্তম অধর॥
মৃত্যুকালে সদা তাঁরে চিন্তি বারেবার।
এ দুঃখসাগরে তিনি করেন উদ্ধার॥ ৩০॥

অদ্যাপি সা নিশিদিবা হৃদয়ং দুনোতি,
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখীং মবল্লভা যা।

লাবণ্যনির্জ্জিতমনোগুরুকামদর্পা,
ভূয়ঃ পুনঃ প্রতিমুহূর্ত্তবিলোকিতে যৎ ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

যার লাগি দিবা নিশি ধৈর্য্য নাহি ধরে।
পূর্ণশশীমুখী বিনা হৃদয় বিদরে ॥
অতিশয় প্রিয়তরা সম্মোহকারিণী।
পুনঃ পুনঃ কামরসাপেক্ষ নিবারিণী ॥
আশ্বাস সদৃশ যার নিবারণ নাই।
ক্ষণে ক্ষণে সুধা পান পাই যার ঠাঁই ॥
এমন বিদ্যারে আমি কি করে ভুলিব।
তথাপি স্মরণ করি যতক্ষণ জীব ॥ ৩১ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

পূর্ণেন্দু সদৃশমুখী প্রাণের ঈশ্বরি।
দিবা নিশি চিন্তা যাঁর হৃদয়েতে করি ॥
জগত বিজয়ী কামে করি দর্প শেষ।
কামদর্পহারী নাম হইল মহেশ ॥
তাঁহার রমণী যিনি মমেষ্ট দেবতা।
সেই পদ চিন্তা করি করে তৎপরতা ॥ ৩১ ॥

অদ্যাপি তামরহিতাং মনসা চ নিত্যং,
সংচিন্তয়ামি সততং মমজীবিতেশাং।
লাবণ্যভোগ নবযৌবনভারসারাং,
জন্মান্তরেঽপি মম সৈবগতির্যথা স্যাৎ ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

যদি থাকি শতকোটি লক্ষ যোজনেতে।
নেত্রের অঞ্জন যেন দেখি নিকটেতে॥
মনের মাঝারে নিত্য অবস্থিত হয়ে।
সকলি সাক্ষাৎ যেন ভোগ দেন রয়ে॥
জন্ম অবসানে মনোযোগ যে সন্ধানে।
সেই ফল দেহান্তরে শুনেছি পুরাণে॥
সে হেতু অধিক চিন্তা বিদ্যা করি সার।
দেহান্তরে সেই গতি হইবে আমার॥ ৩২॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

অন্তরীক্ষে থাকি না দিলেন দরশন।
মনো মাঝারেতে সদা করি নিরীক্ষণ॥
জীবের জীবন তুল্য আশারূপ তাতে।
সুখ মোক্ষ ভোগ দাতা জীবের যাহাতে॥
পরাণ পয়ান কালে কালী বলে যাই।
পুনর্ব্বার দেহে যেন অই গতি পাই॥ ৩২॥

অদ্যাপি তাং মলয়পঙ্কজগন্ধলব্ধ,
ভ্রাম্যদ্দ্বিরেফচয়চুম্বিতগণ্ডদেশাং।
কেশাবধূতকরপল্লব কঙ্কণাঢ্যাং,
সংদ্যোতয়ত্যতিভরাং সুরতং মদীয়ং॥ ৩৩॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

সঙ্কেত বচনে কবি করিছে বর্ণন।
সহচরী সহিতে বিদ্যার বিবরণ॥

মলয় পঙ্কজ গন্ধে হয়ে আমোদিত।
মত্ত অলিকুল সব হইয়া মোহিত॥
ভ্রমে ভুলে মুখপদ্ম গণ্ডদেশে শোভে।
সুধারস গন্ধ পায়ে থাকে মধু লোভে॥
গৌর গণ্ডে মধুকর কিবা মনোহর॥
অলকা আবলি যেন হয় শোভাকর॥
কেশের বিন্যাস যবে করে সখীগণ।
করপল্লবেতে হয় কঙ্কণের স্বন॥
সেই সখীগণ সব কিবা নিরুপমা।
রম্ভাকে বিজয়ী তারা যেন তিলোত্তমা॥
মদীয় সুরত চিত্র কঙ্কণের রবে।
চমৎকার পাইয়াছে বিদ্যার বৈভবে॥ ৩৩॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

ইন্দ্র আদি পারিজাতে পূজে দেবী যবে।
পুষ্প হতে মকরন্দ গণ্ডদেশে স্রবে॥
সেই মধুলোভে গণ্ডে শোভে অলিগণ।
মলয় পঙ্কজ গন্ধ লোভেতে মগন॥
আর যত দেবীগণ আছে আবরণ।
কর পল্লবেতে করে জটা নিবন্ধন॥
যোগিনী সতেক তার কুল্যা আদি যত।
তাদের কঙ্কণ রব চমৎকার মত॥
আমার হৃদয় তায় সুরত হইয়া।
আবরণ দেবীগণ সহিত বন্দিয়া॥ ৩৩॥

অদ্যাপি তন্নখপদং স্তনমণ্ডলেষু,
দত্তং ময়ৈব মধুপানবিমোহিতেন।
উদ্ভিন্নরোমপুলকৈর্বহুভিঃ সমস্তা
জ্জাগর্ত্তি রক্ষতি বিলোকয়তি প্রযত্নাৎ॥ ৩৪॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

মদনে মোহিত হয়ে মধুপানে মত্ত।
সেই কালে নাহি রয় গুণাগুণ তত্ত্ব॥
কর প্রদানেতে হল কুচে নখাঘাৎ।
সুখ ভোগ ছাড়ি দেখ দুঃখ অকস্মাৎ॥
বিদ্যার শরীরে হল কোপের উদয়।
লোমহর্ষ তন্ত্রে তায় তথা মৌনে রয়॥
আমার কুকর্ম্ম হতে রসহীন হয়।
দীন হীন স্বভাবেতে থাকিনু নিশ্চয়॥
সে দুঃখ বদন মোর হেরে সুলোচনা।
তৎক্ষণে আমার প্রতি কার বিবেচনা॥
পুনর্ব্বার যতনেতে রক্ষা করে প্রাণ।
সমতা করিল সব ত্যজ্য করে মান॥
সেই অপরাধ মোর যবে হয় মনে।
যে রূপে বঞ্চনা করি কব কার সনে॥ ৩৪॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

শ্মশানেতে প্রতিদিন জপ করি তাঁর।
উপহার নাহি কিছু মানসোপচার॥

খপদ নামেতে শূন্য তাও নাই দান।
শুনেছ মঙ্গল কিবা বাক্যের বিধান॥
বিশেষতঃ মধুপানে মত্তরূপ হয়ে।
পূজার নৈবেদ্য বিধি কেবা আনে লয়ে॥
তন্ত্রের লিখন আছে যে যার পূজক।
তাঁর প্রসাদেতে সে যে অবশ্য সূচক॥
অতএব দেখি পূজা ভক্ষ্যহীন হয়ে।
কুপিত করুণাময়ী অবোধ তনয়ে॥
দেহে লোমাবলি যত ঊর্দ্ধমুখ হয়।
করিয়ে অনেক স্তুতি দয়া উপজয়॥
করিলা আমারে রক্ষা অনেক যতনে।
অদ্যাপি স্মরণ মোর অভয়া চরণে॥ ৩৪॥

অদ্যাপি সা শশিমুখী কৃতরাগভারা,
সোচ্চৈর্বচঃ প্রতিদদাতি যদৈব নক্তং।
চুম্বামি রোদিমি ভৃশং পতিতোস্মি পাদে,
দাসাস্তব প্রিয়তমে ভজ মাং স্মরামি॥ ৩৪।

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

এক দিন দিবসেতে, বিদ্যা নিজ মন্দিরেতে,
শয়নে ছিলেন রসবতী।
নিশি করে জাগরণ, রতি রঙ্গ ক্লেশ মন,
ঘোর নিদ্রা পেয়েছেন অতি॥
সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে, আমি উপস্থিত গিয়ে,
একাকী শয়নে দেখে তারে।

কাছে নাই দাসীগণ, নিদ্রাবেশে বিবসন,
হস্ত পদ পালঙ্কে পসারে॥
সে রূপে হরিল মন, দেখিলাম অচেতন,
মদনের যাগ আরম্ভিনু।
নিদ্রাবেশে রতি সঙ্গ, সুখেতে পরম রঙ্গ,
শেষে কিছু লজ্জিত হইনু॥
রতি রঙ্গ রাগ ভরে, নিদ্রা হতে উঠে পরে,
রাগে করে গর্ব্বিত ভৎর্সন।
দেখি কোপে কম্পবান, ত্যজিলাম সেই স্থান,
সিঁদ পথে করিনু গমন॥
পুনরপি রাত্রি যোগে, আইলাম কোন যোগে,
তবু দেখি তেমতি কুপিত।
পায়ে পড়ি দাস মত, রোদন করিনু কত,
প্রিয়তমা না ছাড়ে নিশ্চিত॥
চুম্বনাদি আলিঙ্গন, কত মান বিমর্দ্দন,
করিলাম না হয় গণন।
তবে বিধুমুখী তায়, আহা মরি মরি হায়,
অদ্যাপিও হয় যে স্মরণ॥ ৩৫॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

এক দিন দিবসেতে, প্রয়োজন শ্মশানেতে,
ভক্তিভাবে বসিনু পূজাতে।
এসে সময় যোগমায়া, ভব সঙ্গে ভব জায়া,
আছিলেন রহস্য কথাতে॥

পাইয়া আমার ধ্যান, করিবারে অপমান,
ক্রোধ মুখে আগমন করে।
কোপযুক্তা উচ্চ ভাষে, প্রথমে শুনিয়া ত্রাসে,
পলায়ন করিনু অন্তরে॥
অস্ত গেল দিবাকর, হইলাম সকাতর,
অপরাধ ভঞ্জন কারণে।
পড়িলাম পদতলে, যা কর মা দাস বলে
দুঃখ লেশ জানাই রোদনে॥
চুম্ব যে কুম্ভক শ্বাস, ব্রহ্মতত্ত্ব অভিলাষ,
বাঁধিলাম রক্ষা করিবারে।
বিধুমুখী অতঃপরে, কৃপা করি দেখি পরে,
অপরাধ নিস্তারে আমারে॥
অদ্যাপি আমার মন, করিতেছে সুস্মরণ,
দিবানিশি না ভুলি অন্তরে।
হয়েছে জননী হারা, কোথা ভুলে আছ তারা,
প্রাণ যায় পড়ে দেশান্তরে॥ ৩৫॥

অদ্যাপি ধাবতি মনঃ কিমহং করোমি,
সার্দ্ধং সখীভিরিতি বাসগৃহে সুকান্তে।
কান্তাসুগীতপরিহাসবিচিত্রবাদ্য,
ক্রীড়াসুখৈরিহ তুষাতু মদীয় কালঃ॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি সঙ্কটে তবু লজ্জা ভয় নাই।
সতত ধাবন মন বিদ্যা যেই ঠাঁই॥

কি করিতে পারি মন ধৈরয না ধরে।
বিদ্যার বসতি গৃহে সদা বাস করে॥
যেমন সম্পদ সুখে পূর্ব্বে সুখী ছিল।
সখী সহ গীত বাদ্যে রজনী বঞ্চিল॥
সে সকল সুখ লেশ না ভুলি কখন।
পাষাণের চিহ্ন মত হৃদয়ে যেমন॥
যে সুখ বঞ্চিয়া মন হয়েছে পাগল।
আমি কি করিব তাই সতত চঞ্চল॥ ৩৬॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

রতি শব্দে মহাদেব তাহার ভবনে।
শ্মশানে বসতি অষ্ট নায়িকার সনে॥
সেই খানে বেদধ্বনি মঙ্গল গায়ন।
করতালি নূপুরাদি কিঙ্কিণী বাদন॥
তত্র সন্নিধানে বসি করি আরাধন।
চিত্ত মোর শ্যামা পদে হয়েছে মগন॥
অদ্যাপি পড়েছি দেখ সঙ্কট সাগরে॥
তথাপি ধাবন সেই শ্মশানের তরে॥
হয়েছে স্বভাব দেখ আমি বা কি করি।
নিস্তার করুণাময়ী ভবে হয়ে তরি॥ ৩৬॥

অদ্যাপি তাং ন খলু বেত্তি কিমীশপত্নী,
সা বা শচী সুরপতেরথকৃষ্ণলক্ষ্মীঃ।
ধাত্রৈব কিং ত্রিজগতাং পরিমোহনায়,
সৃষ্টা কুলেষু রতিরাজিদিদৃক্ষয়ৈব॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

শুন নরপতি কিছু করি নিবেদন।
অদ্যাপি না জানি বিদ্যাবতী সে কেমন॥
কি কব রূপের কথা না হয় উপমা।
মহেশ মহিষী হবে কিম্বা হবে রমা॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা ব্রহ্মার ব্রাহ্মণী।
এ সব হইতে রূপ অধিক বাখানি॥
ত্রিজগত মোহ যায় মুনি মন টলে।
এমন যুবতী আমি না দেখি ভূতলে॥
অতএব মহারাজ শুন সে কাহিনী।
রূপে গুণে নিরুপমা তোমার নন্দিনী॥ ৩৭॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

দিবানিশি কালী বলে করি স্তুতি নতি।
নাহি জানি কালী রূপ কালীর বসতি॥
কিছুই নিশ্চয় তাঁর না পারি করিতে।
ক্ষণে ক্ষণে বিতর্ক হইছে মোর চিতে॥
মহেশ মোহিনী কিম্বা শক্রের রমণী।
বারেক মনেতে দেখি কৃষ্ণের ঘরণী॥
কভু জানি বিধাতার সাবিত্রী বা হন।
ভুবন মোহিনী রূপে জগত মোহন॥
কখন অভেদ রূপ পুরুষ প্রকৃতি।
জগত জননী চিরযৌবনা আকৃতি॥

দিগম্বরী বেশ কিন্তু লজ্জা রূপা তিনি।
সুকোমল অঙ্গ তাঁর পাষাণনন্দিনী॥
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ ধ্যানে দেখা তার।
হরি হর ব্রহ্মা আদি পদ ভাবে যাঁর॥ ৩৭॥

তদ্যাপি তাং জগতি বর্ণয়িতুং ন কোপি,
শক্নোত্যদৃষ্টসদৃশ প্রতি রূপলক্ষ্মীং।
দৃষ্টং তথা সদৃশরূপমনুক্ষণং চেৎ,
শক্তো ভবেদপি স এব পরো নচান্যঃ॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

সংসারেতে বিদ্যাকে বর্ণিতে কে পারিবে
নিশ্চয় তাহার গুণ কেমনে জানিবে॥
স্থূল মূল যদি কিছু করয়ে বর্ণন।
অদৃষ্ট সমান প্রতি রূপের লক্ষণ॥
তবে সেই রূপে গুণে বিজ্ঞ কেহ হয়ে।
চির দিন সেই রূপ সতত চিন্তয়ে॥
নতুবা অন্যের কর্ম্ম কোন মতে নয়।
সেই রূপ গুণ জ্ঞান কাহার বিষয়॥ ৩৮॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

শ্যামারূপ বর্ণনের সাধ্য নাহি কার।
বিধি বিষ্ণু আদি যাঁরে মানে পরিহার॥
স্তুতিবাদে যদি কয় জ্ঞান অনুসারে।
আকাশ বর্ণন যথা হয় নিরাকারে॥

যথার্থ কি রূপ গুণ গগণমণ্ডল।
কে করিবে নিরূপণ অবস্থ সকল॥
তার যথা প্রথা আছে ললাটের লেখা।
শুনেছে সকল লোক কার আছে দেখা॥
এই রূপ অনুমানে যে যত বাখানে।
তবে তার তুল্য যদি থাকে কোন স্থানে॥
বর্ণিতে পারিবে সেই ধরে মোর মনে।
অপরে না জানে শুনি বেদের বচনে॥ ৩৮॥

অদ্যাপি নির্ম্মলশরচ্ছশিগৌরকান্তিং,
চেতোমুনেরপি হরেৎ কিমুতাস্মদীয়ং।
বক্তুং সুধাময়মহং যদি তৎ প্রপদ্যে,
চুম্বানি চাপ্য বিভরং ব্যথতে ন চেতঃ॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

নির্ম্মল শারদ শশী গৌরকান্তি যার।
নিতান্ত হতেছে দেখ যে মুখ শোভার॥
ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে যে মুনি থাকিলে।
সে মন হরণ হয় এ মুখ দেখিলে॥
কি ছার আমার মন ভুলিতে কি পারে।
যে মুখ উপমা হয় সুধার আধারে॥
অবিরত সে বদন করিলে চুম্বন।
নতুবা ঘুচিবে নাই মনের বেদন॥ ৩৯॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

ভূতশুদ্ধি কালেতে জানিবে বিবরণ।
ললাটে যে চন্দ্রবীজ করিবে স্থাপন॥
সে বীজ মুখের শোভা তন্ত্রেতে বাখানে।
শরতের শশী যেন নির্ম্মল বিধানে॥
চক্রভেদ ভাবেন যখন যোগিগণ।
তাহাদের চিত্ত হরে আমি কোন জন॥
ভস্মীকৃত দেহ যবে নির্ম্মাইতে চায়।
ও বীজ তখন সুধা সাগরের প্রায়॥
সে সুধা লইয়া করে দেহের নির্ম্মাণ।
চুম্বকাদি চতুর্থ বিংশতি অধিষ্ঠান॥
সে আনন্দে শ্যামারসে থাকি গো সর্ব্বথা।
না হয় যখন বড় মনে পাই ব্যথা॥ ৩৯॥

অদ্যাপি তে প্রতিমুহু প্রতিভাব্যমানা,
শ্চেতোবহন্তি হরিণীশিশুলোচনায়াঃ।
অন্তর্নিমগ্ন মধুপাকুলকুন্দবৃন্দ,
সন্দর্ভ সুন্দররুচো নয়নোর্দ্ধপাতাঃ॥ ৪০॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি সে প্রতিক্ষণে হতেছে ভাবনা।
নিরবধি করে চিত্ত কামিনী কামনা॥
শাবক মৃগের সম নয়ন ভঙ্গিমা।
কি শোভা হতেছে তার নাহি যার সীমা॥

অন্তরে নিমগ্ন রূপ আছে অবিরত।
যথা মধুপানে অলি না হয় বিরত॥
কুন্দশ্রেণী মত আভা হয়েছে দশন।
সুধা পানে শোভে যেন ঊর্দ্ধিত নয়ন।
এমন সুন্দর রূপ না দেখি কাহার।
ভুলিতে কি পারি আমি সে রূপ বিদ্যার॥
বিনা মূল্যে কেনা হয়ে আছি সদা তার।
কি গুণে বান্ধিল মন তনয়া তোমার॥ ৪০॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

সুষুম্নার মধ্যগত আছেন চিত্রিণী।
তাহাতে নিমগ্ন রূপা বীজ স্বরূপিণী।
মূলাধার চক্র হতে যথা ব্রহ্মপুরে॥
সর্ব্ব জীবে অধিষ্ঠান নরে সুরাসুরে।
শিশু-মৃগ-লোচনীর বীজেতে আকার॥
অর্দ্ধ রূপে নাদ বিন্দু তাতে শোভা যার।
ক্ষণে ক্ষণে ভাবামান হতেছে হৃদয়।
চৈতন্যরূপিণী যিনি আছেন সদয়॥ ৪০॥

অদ্যাপি তৎকমলরেণু সুগন্ধি গন্ধং,
সৎপ্রেমবারিনিকরঙ্গরজভাপহারি।
প্রাপ্নোম্যহং যদি পুনঃ সুরতৈকতীর্থং,
প্রাণাং স্ত্যজামিনিয়তং পুনরাপ্তি হেতোঃ॥ ৪১॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

বিদ্যা রূপ প্রেম-সাগরেতে কিবা বারি।
অনঙ্গ তাপেতে তাপী তার তাপ হারি॥
সে জলের শোভা কিবা করিব বর্ণন।
শতপদ্ম বিকসিত হয়েছে শোভন॥
সেই পদ্ম রেণু সব উড়ে বায়ুভরে।
তজ্জলে পড়িয়া গন্ধে আমোদিত করে॥
পুষ্করতীর্থের ন্যায় সংসারের মাজে।
সর্ব্ব তীর্থ সার যেন অদ্ভুত বিরাজে॥
সেই তীর্থ পাই যদি এমন সময়।
তবে তাতে প্রাণ ত্যজে হয় সুখময়॥
অধিক বাসনা আমি কিছু করি আর।
জন্মান্তরে পাই যেন তারে পুনর্ব্বার॥ ৮

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

সুশোভনা রতি যার দেব ত্রিলোচন।
সেই মহাদেব যাতে সতত মগন॥
সর্ব্ব তীর্থময়ী রূপা ভেবে ভগবান।
একান্ত হৃদয়ে যাতে করেন সন্ধান॥
ধ্যান কালে অধিষ্ঠান হৃদিপদ্মরাজে॥
হৃদি-সরসিজ-রেণু সে পদে বিরাজে।
পদ্ম রেণু যুক্ত তেঁই সুগন্ধি পুরিত॥
তত্ত্ব চিন্তা করি অশ্রু হতেছে পতিত॥

সদা চিন্তা করে সর্ব্ব পাপ তাপহারী।
সংপ্রতি জননী কিছু হও উপকারী॥
বারেক দর্শন দেও প্রাণ আমি ত্যজি।
পুনরপি জন্মে যেন সেই পদে মজি॥ ৪১॥

অদ্যাপি সা যদি পুনস্তটিনীবনান্তে,
রোমাঞ্চভীতিবিলসচ্চপলাঙ্গযষ্টিঃ।
কাদম্বকেশররজঃ ক্ষণমাত্র সঙ্গাৎ,
কিঞ্চিৎ ক্রমং শ্লথয়তি প্রিয় রাজহংসী॥ ৪২।

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

ঘোরতর মোর ক্লেশ, তাতে করে কৃপালেশ,
কিঞ্চিৎ কষ্টের নিবারণে।
রাজহংসী প্রিয়তর, মোর সুখ ভাবি পর
বারেক করেন যদি মনে॥
সদা আমি করি মনে, নদী তটে তপোবনে
কোন স্থলে বসিয়া প্রান্তরে।
নিত্য তার চিন্তা করি, তাহাতে দুঃখ নিবারি,
বরদাতা হও দয়া করে॥
কবি কয় করপুটে, সভ্যগণ হেসে উঠে,
এবারে উদ্ধার হবে চোর।
বিদ্যা হতে বর নিলে, মশানেতে বলি দিলে,
এড়াবে যমের যত জোর॥
কবি ভাবে সত্য অই, আর মহা বিদ্যা বই,
কেবা আছে নিস্তার কারিণী

পুনরপি কবি তার, শ্যামা পদে অর্থ আর,
করিলেন ভাবিয়া তারিণী ॥ ৪২ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

প্রিয় রাজহংসী তিনি, আগম পুরাণে যিনি,
তাঁর অর্থ করিতে প্রচার।
প্রিয় শব্দে মনোনিত, তাহাতে করেন হিত,
তেঁই শিব প্রিয়তর তার ॥
অজ নামে যেন হরি, আর যেবা হংসোপরি,
থাকে তাতে ব্রহ্মাকে বুঝায়।
ত্রিদেব রমণী করে, বাখানেছে একত্তরে,
প্রিয় রাজহংসী শব্দ তায় ॥
কাদম্ব কেশর রজ, ত্রিগুণিত সত্ত্ব রজ,
ক শব্দেতে বিধিকে বাখানি।
অম্বক জানিবে হর, তার পরে যে ঈশ্বর,
তাহাতে কৃষ্ণের নাম জানি ॥
তাঁদের যে পদরজ, ক্ষণমাত্র যদি ভজ,
নদী নদ তটে বনান্তরে।
চপলাক্ষ বস্তি বামা, রোমাঞ্চরী তথা শ্যামা
দুঃখ শেস করেন তৎপরে ॥ ৪২ ॥

অদ্যাপি তাং নৃপতিশেখররাজকন্যাং,
সংপূর্ণযৌবনমদালসভঙ্গগাত্রীং।
গন্ধর্ব্ব যক্ষসুরকিন্নররাজকন্যাং,
স্বর্গাদিনাং নিপতিতামিবচিন্তয়ামি ॥ ৪৩ ॥

অন্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

গবাক্ষের দ্বারে কিবা শোভা নিরূপণ।
স্বর্গ হতে বুঝি এসেছেন দেবগণ॥
কিম্বা সে গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ বা কিন্নর।
এদের নৃপতি কন্যা হবে নিরন্তর॥
অথবা সংসারে যত আছেন নৃপতি।
তাহার উপরে যেবা হয় অধিপতি॥
এমন যে মহারাজ কন্যা হবে তাঁর।
তাহার রূপের কথা বর্ণে সাধ্য কার॥
শুন শুন ঠাকুরাণি প্রার্থনা যে করি।
আজ্ঞা কর কোন মতে সঙ্কটেতে তরি॥ ৪৩॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

সম্বোধনে বলে ওগো নৃপতি শেখর।
তোমার কন্যাকে চিন্তা করি বহুতর॥
বুঝে দেখ সেই কন্যা মানবী যে নয়।
স্বর্গ হতে তব গৃহে দেবীর উদয়॥
কি জানি গন্ধর্ব্ব নারী যক্ষী বা কিন্নরী।
সংপূর্ণ যৌবনে কিছু সন্দেহ যে করি॥
অলস ভঙ্গনে যবে ত্রিভঙ্গিমা গাত্র।
চমৎকার চিন্তা তার মনে করি মাত্র॥ ৪৩॥

তৃতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

গিরিরাজ তনয়ার কে জানিবে লীলা।
পুরাণে শুনেছি যবে ব্রহ্মকন্যা ছিলা॥

আত্মজা কন্যাকে দেখি পরমেষ্ঠী যিনি
মনোহরা রূপেতে মগন হন তিনি॥
পিতাকে কামুক দেখে কন্যাটী পলায়।
পিছে কন্যা পাছে ব্রহ্মা ত্রিভুবন ধায়॥
মর্ত্ত্যে আসি বনবাসি মৃগী রূপ ধরে।
মৃগী হন তাতে ব্রহ্মা মৃগ হন পরে॥
এইরূপে বহুকাল ধাবমান বনে।
অবশেষে তথা শিব বিরোধ ভঞ্জনে॥
স্বর্গ হতে নিপাতন মর্ত্ত্যে আগমন।
যখন যেরূপ ইচ্ছা তখনি তেমন॥
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর তার পতি।
নাগরাজ স্থাবর জঙ্গমে মান্য অতি॥
সে রাজার কন্যা সদা কোমল যৌবনা।
অনন্ত বিহীন অন্য না পায় তুলনা॥
সদা চিন্তা করি তাঁর যা হয় উচিত।
এ ঘোর বিপদ হতে কর গো বিহিত॥ ৪৩

অদ্যাপি তৎসুরতকেলি নিবদ্ধবুদ্ধি,
রঙ্কোপলক্ষপতিতস্মিত শূন্যহস্তাং।
দন্তোষ্ঠ পীড়ননখক্ষতরক্তসিক্তাং,
তস্যাঃ স্মরামি রতিবন্ধনগাত্রযষ্টিং॥ ৪৪॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

সুরত কেলির স্থান, যে সকল বিদ্যমান,
বিদ্যার সহিত সে সময়।

বুদ্ধি হয়ে নির্ব্বন্ধন, অদ্যাপি তথায় মন,
সব ত্যজে নিরবধি রয় ॥
কি কব তাহার কথা, ব্যথা লাগে হৃদে যথা,
শুন এক তার বিবরণ।
বিদ্যা হয়ে আনন্দিত, ঊর্দ্ধ বাহু প্রসারিত,
প্রেম ভরে দিল আলিঙ্গন ॥
আমি আনন্দিতে বসি, ধরে তার মুখশশি,
চুম্বন করিতে বারেবার।
তবে হয়ে জ্ঞান হত, সুবদনে দন্ত ক্ষত,
ওষ্ঠ দেশে চিহ্ন হৈল তার ॥
আর যে কুকর্ম্ম করি, ধরে আমি কুচোপরি,
নখাঘাতে রুধির পতন।
ছাড় ছাড় বলে মোরে, আমি মদনের জোরে,
ছাড়িবারে হয় বিলম্বন ॥
তাড়িলাম তার পরে, সাধিলাম কত করে,
অপরাধ ক্ষমিল আমার।
সে সকল রূপ তার, মনে হলে পুনর্ব্বার,
প্রাণে কিন্তু বেঁচে থাকা ভার ॥ ৪৪ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

সুরত যে ত্রিনয়ন, তার কেলি যে ভবন,
শ্মশানেতে করেন বসতি।
ঊর্দ্ধে দুই বাহু যাঁর দশনে পীড়ন আর,
ওষ্ঠ আছে সঙ্কোচেতে অতি ॥

সদ্য নখ ছিন্ন করে, অসুর মস্তক হরে,
সে রুধির করেছে ধারণ ॥
সে রুধির আভরণ, হয়ে তাতে নিমগন,
করিতেছে দনুজ দলন।
অদ্যাপি আমার মন, সেই পদে অনুক্ষণ,
চিন্তা করে তিলেক না ভুলে।
আমি অতি শিশুমতি,না জানি ভকতি নতি,
না করিবে এ ভবের কূলে ॥ ৪৪॥

অদ্যাপি তাং নিজবপুঃকৃতবেদিমধ্যাং,
তুঙ্গস্তনস্থিতসুধাস্তনভারনম্রাং।
নানাবিচিত্রকৃতমণ্ডনমণ্ডিতাঙ্গীং,
সুপ্তোত্থিতাং নিশি দিবা নহি বিস্মরামি ॥ ৪৫

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

কাল্পনিক বপু তাঁর শুনহ লক্ষণ।
শুদ্ধ দেহে জ্ঞান রূপে থাকে অদর্শন ॥
তাঁর অধিষ্ঠান সদা যে শরীরে থাকে।
স্তন শব্দে বাক্য বধ করে নম্রতাকে ॥
নানা সুবিচিত্র যেন আভরণ প্রায়।
বিদ্যা ভূষণেতে সেই মত শোভা পায় ॥
সুপ্ত শব্দে হৃদয়েতে শয়ন রূপিণী।
বিচারে উত্থিত হয়ে জাগ্রত কারিণী ॥
দেহের মধ্যেতে থাকি না করেন তার।
দিবানিশি সদা আমি চিন্তা করি তার ॥ ৪৫ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

বেদি পরিষ্কৃত মঞ্চে সুস্থিতি বিস্তার।
সে দেহেতে আলম্বন আছে সুধা ধার॥
স্তন ভারে বিনম্রা হয়েছে সে কামিনী।
বহুল বিচিত্র কত মণ্ডল-রূপিণী॥
সুপ্ত শব্দে শয্যা হতে যখন উত্থিতা।
সম্মোহ কমলরূপা দেখি চমকিতা॥
এই রূপে চিন্তা মোর সদা করে মন:
দিবা নিশি কখন না হয় বিস্মরণ॥ ৪৫॥

তৃতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

বিধি বিষ্ণু শিব যে খট্টাঙ্গে তিন পায়া।
সে খট্টে পরম শিব তাতে মহামায়া॥
যার স্তন সুধাভরে নম্র তাকে করে।
সে স্তনের দুগ্ধপানে মৃত্যু যার হরে॥
অশেষ বিচিত্র কৃত মণ্ডন আকারে।
শোভা বিবরণ তাঁর কে করিতে পারে॥
সুপ্ত শব্দে শয়নে আছেন ত্রিলোচন।
উত্থিতা তারিণী তাতে হইয়া মগন॥
অহর্নিশ তাঁর চিন্তা করি বার বার।
শমন দমন হয় নৃপ কোন ছার॥ ৪৫॥

অদ্যাপি তাং কনককান্তিমদালসাঙ্গীং,
ব্রীড়োৎসুকাভিজনভীষণবেপমানাং।

অঙ্গাঙ্কসঙ্গপরিচুম্বিতমোহভঙ্গাং,
মজ্জীবনৌষধমিব প্রমদাং স্মরামি ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

মম জীব ধারণের ঔষধ কারণ।
মনেতে করেছি চিন্তা করিব ধারণ ॥
সুবর্ণ ঘটিত যত ঔষধের সার।
বিধির সৃজন মধু অনুপাম তার ॥
কনক কর্ণের তুল্য কান্তির পূজার।
মদন রসেতে দ্রব্য লালসাঙ্গ তার ॥
কাম রসে সুখী সখীগণের সহিত।
কম্পবান তনু তার সতত মোহিত ॥
সেই মৃত্যুহারি মোর ঔষধ আকার।
আলিঙ্গন চুম্বন যে অনুমত তার ॥ ৪৬ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

কনক ঘর্ষণ শিলা কান্তি বপু যাঁর।
সে শিবের মদ রসে অনুসঙ্গ তাঁর ॥
লীলা সখী আবরণ-বর্গের সহিত।
ভয়ানক কম্পমান হন বিপরীত ॥
অঙ্ক শঙ্কে কলঙ্ক অঙ্কেতে যাঁর স্থিত।
সেই চন্দ্র ললাটেতে শিবের ভূষিত ॥
তাঁহার চুম্বিত মোহ ভঙ্গকারী যিনি।
তিনি মম জীবনের ঔষধ রূপিণী ॥

যদি এ সময় সে ঔষধ নাহি পাই।
তবু প্রাণ দিব বলে কালীর দোহাই ॥ ৪৬ ॥

অদ্যাপি তাং নববধূসুরতাভিযোগ্যাং,
সংপূর্ণকালবিধিনা রচিতাং কদাচিৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখীং হরিণায়তাক্ষী,
মুদ্রিদ্রকোকণদপত্রনখাং স্মরামি ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

সংপূর্ণ হয়েছে কাল বাকী নাই আর।
পূর্ণ শশিমুখী বিদ্যা স্মরি একবার ॥
হরিণের প্রসারিত চক্ষের তুলনা।
ফুল্ল রক্ত পদ্মপত্র নখের বর্ণনা ॥
নব বধূ সহ যেন সুরত সংযোগ।
লীলা ছলে কাম রসে করেন সম্ভোগ ॥
কিছু কাল চিন্তা করি সঙ্কট জীবনে ॥
বিদ্যা রূপ হেরি যদি কি চিন্তা মরণে ॥ ৪৭ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

সংসারের সকল সংপূর্ণকারী যিনি।
সংপূর্ণ নামেতে হরি হয়েছেন তিনি ॥
কাল নামে শিব কালান্তক কর্ম্ম করে।
বিধি নাম ধরে ধাতা রূপান্তর ধরে ॥
তাহাতে সংপূর্ণ কাল বিধি তিন জন।
তৎকালেতে যাঁর পদ করেন পূজন ॥

সংপূর্ণ সুধাংশুমুখী কুরঙ্গনয়না।
নববধূগণ সহ সুরত মগনা॥
প্রফুল্ল পঙ্কজদল তাহার সমান।
হয়েছে সদৃশ যাঁর নখের বিধান॥
সমেস্ত দেবতা তাঁর চিন্তা বারেবার॥
ব্রহ্মা হরি হর যাঁরে চিন্তা করা ভার॥ ৪৭॥

অদ্যাপি তদ্বিকসিতাম্বুজগৌরমধ্যং,
গোরোচনাতিকবিবৃন্দকৃতৈকদেশাং।
ঈষন্মদালসবিঘূর্ণিত দৃষ্টিপাতং,
কান্তামুখং সখি ময়া সহ গচ্ছতীব।৪৮॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

বিকসিত ইন্দীবরে, গোরচনা তদুপরে,
যেন কুসুমের রেণু শোভে।
গৌরবর্ণ তাহে সাজে, মধ্য হেরি মৃগরাজে,
লাজে বনে যায় অতি ক্ষোভে॥
বিঘূর্ণিত মধুপানে, ঈষৎ কটাক্ষ হানে,
মোহিত করিছে প্রতিক্ষণে।
সে মুখ হেরিয়া অলি, ভ্রম যায় পদ্ম বলি,
মধু খাব এই করে মনে॥
সখীসহ রসবতী, গমন করিলে অতি,
হংস সমূহেতে লাজ পায়।
এমন কান্তার মুখ, না হেরে বিদরে বুক,
কেমনে ভুলিতে পারি তায়॥ ৪৮॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

স্ফুটিত পদ্মের মাঝে, গৌরবর্ণে কিবা সাজে,
গোরচনা সম রেণু তায়।
সে রেণু গণ্ডেতে শোভে, অলিকুল মধুলোভে,
উড়ে বসে কিবা শোভা পায়॥
মধু পানে অলসেতে, বিঘূর্ণিত দর্শনেতে
কি শোভিছে কমল বদনে।
সখী শব্দে প্রিয়তরা, তাতে সম্বোধন করা,
কৃপা কর করুণা নয়নে॥ ৪৮॥

অদ্যাপ্যহং নববধূসুরতাভিযোগং,
শক্নোমি নান্যবিধিনা রচিতং কদাচিৎ।
তন্মাতরো মরণমেব হি দুঃখ শান্ত্যৈ,
বিজ্ঞাপয়ামি বিনয়াৎ ত্বয়ি শক্তি হীনঃ॥ ৪৯॥

অস্যার্থঃ।—বিদ্যাপক্ষে।

এখন হয়েছি আমি শক্তি হীন অতি!
নববধূ রতি যোগ নাহিক সম্প্রতি॥
অন্য বিধি মত তাহে রতি কদাচিত।
মরণে হতেছে ভ্রম তাহাতে নিশ্চিত॥
অতএব এই দুঃখ শান্তির কারণ।
তোমার সদনে করি ইহার জ্ঞাপন॥
বিহীন হয়েছি আমি সেই সুলোচনা।
ভক্তিভাবে করি সদা বিদ্যা উপাসনা॥

অদ্যাপি আমার মন না ভুলে বিদ্যায়।
বারেক হেরিলে ঘুচে মরণের দায়॥ ৪৯॥

দ্বিতীয়ার্থঃ।—কালীপক্ষে।

শক্তি নাহি নববধূ কুমারী সে যায়।
অন্য বিধিমতে সেবি কদাচিত তায়॥
দুঃখ দূর করিবার আপন কারণে।
ভক্তি ভাবে স্তুতিবাদে জানাই মরণে॥ ৪৯॥

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিলকালকূটং,
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি,
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥ ৫০॥

অস্যার্থঃ।—নৃপং প্রতি দৃষ্টান্ত কথনং।

সুকৃতি পুরুষ যত আছয়ে সংসারে।
সুকঠিন কর্ম্ম যদি আপনি স্বীকারে॥
প্রাণপণে হলে তবু ত্যজ্য নহে তার।
দেবলোক অবধি আছয়ে ব্যবহার॥
প্রথমতঃ হলো যবে সমুদ্র মন্থন।
দেবগণ করেছিল সুধা উপার্জ্জন॥
না জানায়ে শিবে সবে সুধা করে পান।
সে কথা শ্রবণে শিব করে অভিমান॥

পুনরপি মন্থন করিয়া পশুপতি।
প্রতিজ্ঞা করেন এতে যা হবে উৎপত্তি॥
সমুদয় তাহা আমি করিব ভক্ষণ।
কালকূট বিষ তাতে হলো উপার্জ্জন॥
যোজন পর্য্যন্ত সেই বিষের জ্বালায়।
পশু পক্ষী বৃক্ষ আদি সব জ্বলে যায়॥
তথাপি সে বিষ পান করি গঙ্গাধরে।
গরল ভক্ষণ হলো প্রতিজ্ঞার তরে॥
কূর্ম্ম আছে পৃষ্ঠদেশে পৃথিবীকে ধরে॥
অঙ্গীকার অদ্যাবধি ত্যাগ নাহি করে॥
উদধি বাড়বানল করেছে ধারণ।
কত সুখে আছে দেখ করে বিবেচন॥
প্রতিজ্ঞা কারণে তেঁই রেখেছে অন্তরে।
তদ্যাপি সকল লোক ঘোষণা যে করে॥
সেই হেতু বলি মোর দুঃখ গেল দূর।
নিবেদন করিলাম শ্বশুর ঠাকুর॥ ৫০॥

কালীপক্ষে।—পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত সংযোগ।

দৃষ্টান্ত দর্শিয়া দিয়া নৃপতিকে রায়।
অন্তরেতে স্মরণ করিছে কালিকায়॥
শুন গো করুণাময়ি ত্রিজগদীশ্বরি।
অবোধ বালক আমি নিবেদন করি॥
ভাট মুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
তব আজ্ঞা মত লয়ে করিলাম সার॥

বিদ্যা লাভ হবে বাপু যাও বর্দ্ধমান।
বিপদে পড়িলে যে করিব পরিত্রাণ ॥
অঙ্গীকার করেছিলা ওমা ভগবতী।
এতেক উপমা তেঁই বলি তোমা প্রতি

ইতি চোরপঞ্চাশৎ সমাপ্ত।

রসমঞ্জরী।

জয় জয় রাধা শ্যাম, নিত্য নব রস ধাম,
নিরুপম নায়িকা নায়ক।
সর্ব্ব সুলক্ষণ-ধারী, সর্ব্ব রস বশকারী,
সর্ব্ব প্রতি প্রণয়কারক॥
বীণা বেণু মন্ত্র গানে, রাগ রাগিণীর তানে,
বৃন্দাবনে নাটিকা নাটক।
গোপ গোপীগণ সঙ্গে, সদা রাস রস রঙ্গে,
ভারতের ভক্তি প্রদায়ক॥

রাঢ়ীয় কেশরী গ্রামী, গোষ্ঠীপতি দ্বিজস্বামী,
তপস্বী শাণ্ডিল্য শুদ্ধাচার।
রাজ ঋষি গুণযুত, রাজা রঘুরাম সুত,
কলিকালে কৃষ্ণ অবতার॥
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ, সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ,
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে, শশী ঝাঁপ দেয় দুঃখে,
যার যশে হয়ে অভিমানী॥

জ্ঞার পরিজন নিজ, ফুলের মুখটী দ্বিজ,
ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ।
ভুরিশিট রাজ্যবাসী,নানাকাব্য অভিলাষী,
যে বংশে প্রতাপনারায়ণ॥
রাজবল্লভের কার্য্য, কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য,
মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া।
রসমঞ্জরীর রস, ভাষায় করিতে বশ,
আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া॥
সেই আজ্ঞা অনুসারি,গ্রন্থারম্ভে ভয় করি,
ছল ধরে পাছে খল জন।
রসিক পণ্ডিত যত, যদি দেখে দুষ্ট মত
শারি দিবা এই নিবেদন॥

অথ নায়িকা প্রকরণ।

শৃঙ্গার বীভৎস হাস্য রৌদ্র বীর ভয়।
করুণা অদ্ভুত শান্তি এই রস নয়॥
আছ্যরস সকল রসের মধ্যে সার।
নায়িকা বর্ণিব আগে তাহার আধার॥

অথ নায়িকার স্বীয়াদি ভেদ।

স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্য বনিতা।
অগ্রে এই তিন ভেদ পণ্ডিত বর্ণিতা॥

অথ স্বীয়া নায়িকা।

কেবল আপন নাথে অপরাধ যার।
স্বকীয়া তাহার নাম নায়িকার সার॥

নয়ন রঅমৃত নদী, সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজপতি বিনা কভু অন্য জনে চায়না ॥
হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলয়ে বিদ্যুত ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা অন্যদিগে ধায়না ॥
অমৃতের ধারা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা,
প্রিয়সখা বিনা কভু অন্য পানে চায়না।
নতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি,
ক্রোধ হলে মৌনভাব কেহ টের পায়না ॥

অথ মুগ্ধাদি ভেদ।

মুগ্ধা মধ্যে প্রগল্‌ভা তাহার ভেদ তিন।
তিনেতে এ তিন ভেদ বুঝহ প্রবীণ ॥

অথ মুগ্ধা।

মুগ্ধা বলি তারে যার অঙ্কুর যৌবন।
বয়ঃসন্ধি সেই কালে বুঝ বিচক্ষণ ॥
দেখিনু নাগরী, রূপের সাগরী,
বয়স সন্ধি সময়।
শিশুগণ মেলে, রাঁধুবাড়ু খেলে,
পুরুষে কিঞ্চিৎ ভয় ॥
হংস খঞ্জরীটে, দেখি পদে দিটে,
করে হল বিনিময়।
হৃদয় সরোজ, পূজিতে মনোজ,
পণ্ডিত হয় সংশয় ॥

অথ নবোঢ়া।

এ যদি রমণে লাজে ভয়ে হয় স্তব্ধ।
নবোঢ়া তাহাকে বলি প্রশ্রয়বিশ্রব্ধ॥

অথ স্বকীয়া নবোঢ়া।

হস্তেতে ধরিয়া, শয্যায় আনিয়া,
যদ্যপি কোলে বসায়।
নানা বাক্য ছলে, যত্নে কলে বলে,
বাহিরে যাইতে চায়॥
নবোঢ়াকে বশ, করণ কর্কশ,
সে রস কহিব কায়।
যেই পারা করে, স্থির করে ধরে,
সে জন ব্যামোহ পায়॥

অথ পরকীয়া নবোঢ়া।

আপনার পতি আছে, ভয়েতে না শুই কাছে,
গায় হাত দেয় পাছে, এই ডরে ডর হে।
প্রীতের বিষম কাজ, সে ভয়ে পড়িল বাজ,
লাজে পলাইল লাজ,আশা বাসা হরে হে॥
সুখের বাড়াও প্রীতি, হৃদয়ের হর ভীতি,
তার পরে যেবা রীতি,রাখ ক্ষমা করে হে।
যৌবন কমলাঙ্কুর, লোভে না করিও চুর,
হিয়া কাঁপে দুর দুর, পাছে যাই মরে হে॥

অথ সামান্য নবোঢ়া।

কি ছার ধনের আশে, আইনু তোমার পাশে,
আগে জানিতাম নাহি এত দায় হবে হে।
মুখ দেখি শোষে মুখ, বুক দেখি কাঁপে বুক,
মনে হতে মনে পড়ে কিসে প্রাণ রবে হে॥
কেবা ইহা সহিবেক, আমা হতে নহিবেক,
ক্রুদ্ধ হও যদি নিজ ধন ফিরে লবে হে।
যেবা তীর্থে নাইলাম, তারি পুণ্য পাইলাম,
অতঃপর ক্ষমা দেহ আমারে না সহে হে॥

অথ বিশ্রদ্ধ নবোঢ়া।

স্তন দুটি করে ছাঁদ্যা, উরু দুটি ভুজে বাঁধ্যা,
লাজে ভয়ে মুদিল নয়ন।
প্রথমেতে নিরুত্তর, না না না তাহার পর,
টাল টোল এখন তখন॥
যদি খায়্যা লাজ ভয়, কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হয়,
তবে আর না যায় ধরণ॥
নবীন ভূষণ বাস, নব সুধা হাস ভাষ,
নব রস কে করে গণন॥

অথ মুগ্ধার ভেদ।

মুগ্ধার প্রভেদ দুই করিয়া বর্ণনা।
অজ্ঞাত যৌবনা আর বিজ্ঞাত যৌবনা॥

অথ অজ্ঞাত যৌবনা।

হয়েছে যৌবন যার নহে অনুভব।
অজ্ঞাত যৌবনা তাকে বলে কবি সব॥

সখী সখী মেলি, ধাওয়া ধাই খেলি,
হারি কহে যেন চোর।
অন্য দিনে ধাই, সবা আগে যাই,
আজি কেন হারি মোর॥
নিতম্ব হৃদয়, ভারী হেন লয়,
চক্ষু কর্ণে পড়ে জোর।
কটি দেখি ক্ষীণ, খস্থা পড়ে চীন,
বাড়ে ঘাগরায় ডোর॥

অথ বিজ্ঞাতযৌবনা।

নিজ নবযৌবন যে ব্যক্ত করে ছলে।
বিজ্ঞাত যৌবনা তাকে কবিবর বলে॥
দেখিলাম ঘরে ঘরে, সকলে কাঁচলী পরে,
নানা বর্ণে উড়ায় উড়ানী।
পরিহাস্য জন যত, নানা ছলে কহে কত,
বাহিরায়ে হইল পোড়ানী॥
দেহের কি কব কথা, সকল শরীরে ব্যথা,
কত শত বিছার জ্বলনী।
তোরে বলি প্রিয় সই, লাজে কারে নাহি কই,
পাছে জানে জনক জননী॥

অথ মধ্যা।

লজ্জা আর রতি আশা সমান যাহার।
রসিক পণ্ডিতে কহে, মধ্যা নাম তার॥

রতি রসে কুতীপতি, মোরে ভালবাসে অতি,
দেয় নিজাঙ্গুরী কণ্ঠমালা।
আঁখি আড়ে নাহি রাখে,সদা কাছে কাছে থাকে,
সুখ বটে কিন্তু এক জ্বালা॥
নখাঘাত দেখি বুকে, দন্ত চিহ্ন দেখি মুখে,
সখী হাসে কর্ণে লাগে তালা।
শয্যা ঠেলি এই দোষে, না শুইলে পতি রোষে,
শরীর হইল ঝালাপালা॥

অথ প্রগল্‌ভা।

প্রগল্‌ভা সে রতিরসে পূর্ণ আশা যায়।
রতি প্রীতি আনন্দেতে মোহ হয় তায়॥
শুন শুন প্রিয় সই, রাত্রির কৌতুক কই,
শুয়্যাছিনু পতি সঙ্গে নানাসুখ তাতে লো।
প্রকৃত কর্ম্মের বেলা, মোহে দোঁহে হলো মেলা,
এ কর্ম্মেতে কত সুখ বুঝিবার পাকে লো॥
কিন্তু হলো কোন কর্ম্ম, বুঝিতে নারিনু মর্ম্ম,
অবশেষে ভাব্যা মরি হাত দিয়া নাকে লো।
উঠিয়া পরিনু বাস, বান্ধিলাম কেশ পাশ,
তোর দিব্য যদি আর কিছু মনে থাকে লো॥

অথ মধ্যা প্রগল্‌ভা ধীরাদি ভেদ।

মান কালে মধ্যা প্রগল্‌ভার তিন ভেদ॥
ধীরাধীরা আর ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ॥

মুগ্ধার এ ভেদ নাই ভয় তার মূল॥
ক্রোধ হলে এক ভাব ক্রন্দন আকুল॥
প্রকারে প্রকাশে ক্রোধ যে জন সে ধীরা।
সোজা সুজী যার ক্রোধ সে জন অধীরা॥
কিছু সোজা কিছু বাঁকা যার হয় ক্রোধ।
ধীরাধীরা বলে তারে পণ্ডিত সুবোধ॥

অথ মধ্যা ধীরা।

আজি প্রভু দড় বড়, বেশ বন্যায়্যাছ বড়,
শ্বেত রক্তচন্দনের চাঁদ ভাল ধরেছ।
মন দেখি ভাঙ্গা ভাঙ্গা, নয়ন হয়েছে রাঙ্গা,
বুঝি কোন দোষ দেখি মোরে রোষ করেছ॥
তোমা বিনা প্রভু নাই, যাইবার নাহি ঠাঁই,
কুমুদের চাঁদ যেন তেন মন হরেছ।
অপরাধ ক্ষমা কর, নূতন চন্দন পর,
এই লও নব মালা বাসিমালা পরেছ॥

অথ মধ্যা অধীরা।

সোহাগ করিয়া নিত্য, বলহ আমার ভৃত্য,
আজি দেখি একি কৃত্য দর্পণেতে চাও হে।
অধরে কজ্জল দাগ, নয়নে তাম্বুল রাগ,
অলক্তাক্ত ভাল ভাল কার কাছে পাও হে।
মোরে প্রাণ বলে ডাক, অন্যের নিকটে থাক,
বুঝিলাম মন রাখ মনকলা খাও হে॥

তোমা দেখে হয় ভীতি, কঠিন তোমার রীতি,
বুঝিনু তোমার প্রীতি যাও যাও যাও হে ॥

অথ মধ্যা ধীরাধীরা।

তুমি মোর প্রাণপতি, কখন করিলা রতি,
বুঝি সুখে ভুলেছিনু তেঁই নাই মনে হে।
বুকে দেখি নখ চিহ্ন, অধর দশনে ভিন্ন,
ভালে আল্‌তার দাগ রক্তিমা নয়নে হে ॥
শ্রম বাকমুখ ধোও, ক্ষণেক শয্যায় শোও,
ছুঁয়্যা শুদ্ধকর মালা তাম্বুল চন্দনে হে।
কত জান ভারি ভুরি, দেখিতে দেখিতে চুরি,
পরিহার নমস্কার তোমা হেন জনে হে ॥

গ্রন্থ সমাপ্ত।